জ্ঞানদাস ও তাঁহার পদাবলী

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার
এম. এ., পি আর. এস., পি. এইচ. ডি.
ভাগবতরত্ন

শতাব্দী গ্রন্থ-ভবন
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

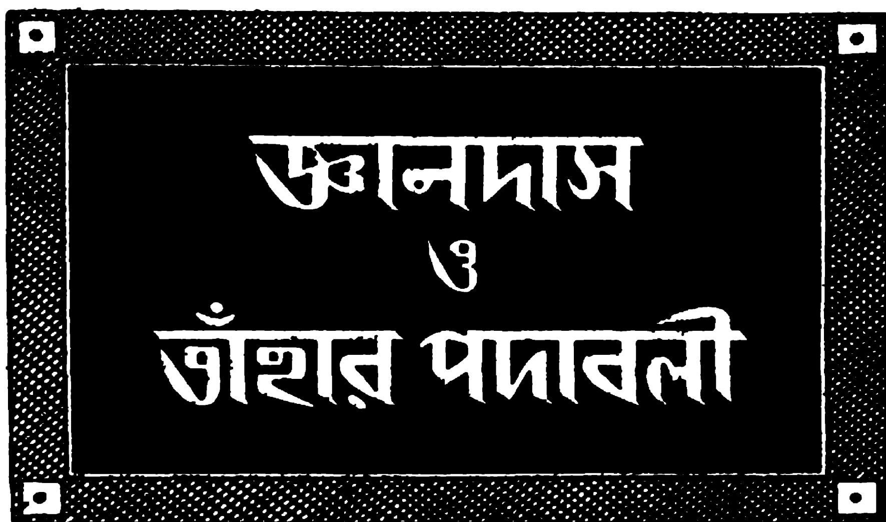
প্রকাশক :
শ্রীগোপেশ্বর সাঁই
৯৭, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ :
২৫শে বৈশাখ ১৩২৭

পনেরো টাকা

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মুদ্রাকর : বঙ্কিমবিহারী দাশ
ওরিয়েণ্ট প্রেস
১২৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬


জ্ঞানদাস
ও
তাঁহার পদাবলী

পদাবলী-গঙ্গাধারার ভগীরথ

সাহিত্যরত্ন শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের

করকমলে

মুখবন্ধ

জ্ঞানদাস পদাবলী-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বলরাম দাস, গোবিন্দদাস ও নরোত্তম দাসের সহিত একসঙ্গে তাঁহার নাম করিতে পারা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর পদ-সঙ্কলনগুলির মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে জ্ঞানদাসের ১৭টি, রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রে ২০টি, নরহরি চক্রবর্তীর গীতচন্দ্রোদয়ে ৩৬টি, দীনবন্ধু দাসের সংকীর্ত্তনামৃতে ৯টি, গৌরসুন্দর দাসের কীর্ত্তনানন্দের মুদ্রিত অংশে ৪৬টি এবং পদকল্পতরুতে ১৮৬টি পদ ধৃত হইয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় সর্ব্বপ্রথম ১৩০২ সালে জ্ঞানদাসের ২০৯টি পদ প্রকাশ করেন। ১৩০৪ সালে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় "প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী"র দ্বিতীয়-ভাগে জ্ঞানদাসের ৩০৫টি পদ বাহির করেন। ইহাতে রমণীবাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত কয়েকটি পদ পরিত্যক্ত, এবং অনেকগুলি নূতন পদ সন্নিবিষ্ট হয়। ১৩১২ সালে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় বৈষ্ণবপদলহরীতে জ্ঞানদাসের ৩০৪টি পদ সঙ্কলন করেন। ১৩২৭ সালে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পাবনা জেলার সাহাজাদপুর গ্রাম হইতে যে অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী প্রকাশ করেন, তাহাতে জ্ঞানদাসের ৫২টি পদ পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া উদ্ধৃত করেন। কিন্তু তাঁহার ধৃত পদগুলির মধ্যে "নিজ ঘর মাঝহি বৈঠলি সুন্দরি, ইত্যাদি, 'কমল-বয়নি কুসুম-কাঁতি' ইত্যাদি পদ যথাক্রমে ক্ষণদায় ২৩।৪, এবং ২৮।৭ এবং কীর্ত্তনানন্দে ৯৫ ও ১০১ পৃষ্ঠায়, "কুন্দে কুন্দিল দেহ বিদগধ বিধি" ইত্যাদি পদ সংকীর্ত্তনামৃতে (১৯৬) এবং "ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জহি" ইত্যাদি পদ কীর্ত্তনানন্দে ২১৬ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৩৬৩ সালে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ৩৬৩টি সম্পূর্ণ এবং ৩১টি অসম্পূর্ণ পদ প্রকাশ করেন। শেষোক্ত পদগুলি সম্বন্ধে হরেকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন—"এই অসম্পূর্ণ পদগুলি বিভিন্ন পুঁথি হইতে সংগৃহীত ও সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইল" (পৃঃ ২৯৯)। কিন্তু উহার চতুর্থ সংখ্যক পদটি গীতাচন্দ্রোদয়ে (পৃঃ ১৬) ও শেষ পদটি প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলীতে (১২৭ পৃঃ) এবং বৈষ্ণবপদ লহরীতে (১৯৭ পৃঃ) বহু পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল।

সম্পূর্ণ পদগুলি কোথায় পাওয়া গিয়াছে তাহার সন্ধান শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু দেন নাই। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে" সযত্নে সকল পদের নীচে আকর উল্লেখ করিয়া পদাবলীসম্পাদনার যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রদর্শন করেন তাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উক্ত সঙ্কলনে অনুসৃত হয় নাই। উহাতে "অবনত নয়নী না কহে কছুবাণী" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদটি ক্ষণদা (৮।১৫), গীতাচন্দ্রোদয় (১০৮), কীর্ত্তনানন্দ (১৬৯) ও পদকল্পতরুতে (২২৩) ধৃত হইলেও পরিত্যক্ত হইয়াছে। পদামৃতসমুদ্রে (২৪৯) ধৃত 'তেজিলু নিজকুল এ লোক লাজ', গীতচন্দ্রোদয়ে ধৃত 'কিরূপ দেখিনু সই কদম্বের তলে' (১৬৭), 'কুঞ্জ মন্দির মাহা বৈঠলি সুন্দরি (১৬৬), 'ভুবন-সুন্দর গৌর কলেবর, (২৯৪) 'সজনি শুনি মনে হোয়ল আনন্দ' (৪০৩), কীর্ত্তনানন্দধৃত 'সই পরখি বুঝিনু কাজে' (৩০১), সংকীর্ত্তনানন্দধৃত 'চিকণ চিকণ রে চিকণ কালা' (৯৫), 'যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া' (১৮৯), 'সঙ্কেত পাইয়া তুমি আইলা' (৪৪৭)' এবং পদকল্পতরু ধৃত 'সহচর অঙ্গে গৌর হেলাইয়া' (১৮৯৭), 'কানু

অনুরাগে ঘরে রহিতে না পারি' (৭৫২), 'মেঘ যামিনি অতি ঘন আন্ধিয়ার' ইত্যাদি (৩৪৩) 'রূপেগুণে যৌবনে ভুবন' (৬০৬), এবং 'সখি আর কি কহিতে ডর' (৯১৮) ইত্যাদি মধুর ও বিখ্যাত পদগুলিও উহাতে স্থান পায় নাই। বহু পদের প্রথমাংশ বাদ দিয়া ছাপা হইয়াছে। সাহিত্যরত্ন মহাশয় ৩৫টি অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব সম্পূর্ণ পদ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি পদাবলী-রসিক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। জ্ঞানদাসের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কবির ১০৮টি এমন পদ এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল, যাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কলনে নাই। উহার মধ্যে ৩৮টি পদ পূর্ব্বে কোথাও প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া জানি। জ্ঞানদাসের কবি-প্রতিভার সম্যক আলোচনার জন্য সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন তাঁহার নিঃসন্দিগ্ধ প্রত্যেকটি পদ পাঠান্তরাদিসহ বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ করা। যে সব পদের ভনিতার পাঠে কোন না কোন আকর পুথিতে বা মুদ্রিত গ্রন্থে অন্য কবির নাম পাওয়া যায় সেগুলি আমরা গ্রন্থের শেষে স্বতন্ত্র করিয়া মুদ্রিত করিলাম।

শতাব্দী গ্রন্থ-ভবনের বিদ্যোৎসাহী সত্বাধিকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর সাঁই এম. এ. মহাশয় এইরূপ গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ভার লইয়া প্রকাশকদের সমক্ষে নূতন আদর্শ স্থাপন করিলেন। তাঁহার সহকারী শ্রীমান্ নিমাই ধাড়া ও আমার কনিষ্ঠা পুত্রবধূ শ্রীমতী অর্চনা মজুমদার এম. এ. পদসূচী প্রণয়নে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। আমার সহধর্মিণী তাঁহার পাকাচুলের উপর চশমা আঁটিয়া পাঠান্তর ধরিয়া দিয়াছেন।

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার

সঙ্কেত-ব্যাখ্যা

যে আকর গ্রন্থের সঙ্কেতচিহ্ন বন্ধনীর মধ্যে পদের নীচে দেওয়া হইল, সেই পদের মূল পাঠ ঐ আকর হইতে লওয়া।

অ—অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী (সতীশচন্দ্র রায়) (পদ সংখ্যা)।

ক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৩৬৩ সালে প্রকাশিত জ্ঞানদাসের পদাবলী (পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

ক. বি.—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি।

কী—কীর্ত্তনানন্দ (বনোয়ারী লাল গোস্বামী সম্পাদিত) (পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

কী পুথি—বরাহনগর পাট বাড়ীর ২৯ সংখ্যক পুথি।

গী—গীতচন্দ্রোদয় (হরিদাস দাস সম্পাদিত) (পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

গৌ—গৌরপদতরঙ্গিণী (২য় সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

চণ্ডীদাস—মৎসম্পাদিত ও সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত চণ্ডীদাসের পদাবলী।

তরু—পদকল্পতরু (সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ) (পদ সংখ্যা)।

প্রা—১৩০৪ সালে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগ (পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

ব—বরাহনগর পাটবাড়ীর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের পুথি।

বিদ্যাপতি—১৩৫৯ সালে খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত বিদ্যাপতি (৮৫ গ্রে ষ্ট্রীট্ কলিকাতা)।

ভ—ভক্তি রত্নাকর (বহরমপুর সংস্করণ) (পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

মাধুরী— নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত পদামৃতমাধুরী (খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

র অথবা রমণী—রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত জ্ঞানদাসের পদাবলী (পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

রসকলিকা—নন্দকিশোর দাসকৃত (হরিদাস দাস সং) (পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

রাখাল—রাখাল চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত লীলাগান পদ্ধতি (পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

লহরী—দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত বৈষ্ণব পদ লহরী (পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

সজনী—সজনীকান্ত দাসের পুথি (পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

সমুদ্র—রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র (বহরমপুরের প্রথম সংস্করণ) পৃষ্ঠা সংখ্যা।

সং—সংকীর্ত্তনামৃত (সাহিত্য পরিষদ সং) (পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়—মুকুন্দদাস বিরচিত ও রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থ সম্পাদিত (পৃষ্ঠা সংখ্যা)।

ক্ষণদা—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণি (কৃষ্ণপদ দাস বাবাজীর সংস্করণ) (পদ সংখ্যা)।

একটি তারকা (*)-চিহ্নিত পদগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে নাই। দুইটি তারকা-চিহ্নিত পদগুলি, আমাদের যতদূর জানা আছে, কোথাও এপর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

সূচীপত্র

ভূমিকা

পদাবলী

॥ প্রথম খণ্ড ॥

॥ দ্বিতীয় ভাগ ॥

আত্মপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানদাস

বর্ণানুক্রমিক পদসূচী

১। কবিপরিচয়

নিত্যানন্দ-শাখা বর্ণনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (১।১১) জ্ঞানদাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—

পীতাম্বর মাধবাচার্য্য দাস দামোদর।
শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর ॥

এখানে অবশ্য জ্ঞানদাসের কবিত্ব সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। কিন্তু জয়ানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতের "কবিত্ব সুশ্রেণীর" এবং পরমানন্দ গুপ্তের গৌরাঙ্গ বিজয় গীতের কথা উল্লেখ করিলেও, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাদের নাম নিত্যানন্দ শাখায় বর্ণনা করিবার সময় তাঁহাদের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন। কাহ্নুঠাকুর ও রামানন্দ বসু প্রসঙ্গেও তিনি তাঁহাদিগকে কবি বলেন নাই। সুতরাং এক্ষেত্রে জ্ঞানদাস বলিতে কবি জ্ঞানদাসই লক্ষিত হইতেছেন।

"ভক্তিরত্নাকর" প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তীর একটি পদে জ্ঞানদাসের বন্দনা পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

শ্রীবীরভূমেতে ধাম কাঁদড়া মাঁদড়া গ্রাম
তথায় জন্মিলা জ্ঞানদাস।
আকুমার বৈরাগ্যেতে রত বাল্যকাল হৈতে
দীক্ষা লৈলা জাহ্নবার পাশ ॥
অদ্যাপি কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাস কবি নামে
পূর্ণিমায় হয় মহামেলা।
তিনদিন মহোৎসব আসেন মহান্ত সব
হয় তাঁহাদের লীলাখেলা ॥
"মদনমঙ্গল" নাম রূপে গুণে অনুপাম
আর এক উপাধি মনোহর।
খেতুরীর মহোৎসবে জ্ঞানদাস গেলা যবে
বাবা আউল ছিল সহচর ॥
কবিকুলে যেন রবি চণ্ডীদাস তুল্য কবি
জ্ঞানদাস বিদিত ভুবনে।
যার পদ সুধাসার যেন অমৃতের ধার
নরহরি দাস ইহা ভণে ॥

(গৌরপদতরঙ্গিণী, ১ম সং, পৃঃ ৪৭০)

কাঁদরায় যে প্রবাদ শুনিয়া শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবু লিখিয়াছেন— "জ্ঞানদাস বিবাহিত ছিলেন" তাহা অপেক্ষা নরহরি চক্রবর্ত্তীর পদের প্রামাণিকতা ইতিহাসের ছাত্রের নিকট বেশী। সেইজন্য জ্ঞানদাসকে চিরকুমার বলিয়াই মানিতে হয়।

এই পদ হইতে জানা যায় যে জ্ঞানদাস নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবাদেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই উক্তির সহিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনার গুরুতর পার্থক্য নাই। নিত্যানন্দ-শাখায় যাঁহাদের নাম করা হইয়াছে তাঁহারা সকলেই যে নিত্যানন্দের শিষ্য ছিলেন তাহা নহে। গোবিন্দ, মাধব ও বাসু ঘোষের নাম চৈতন্য-শাখাতে আছে, আবার মাধব ও বাসু ঘোষের নাম নিত্যানন্দ শাখাতেও আছে। তাঁহারা নিশ্চয়ই দুইজনের নিকট দীক্ষা লন নাই।

জ্ঞানদাসের সঙ্গে নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধের কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য বলিয়া কথিত মুকুন্দদাসের সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থে দেখা যায়। উদ্ধারণ দত্ত নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে শুনিতে পান যে শ্রীচৈতন্যের আদেশে তিনি বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। উদ্ধারণ দত্ত "নিত্যানন্দগণ সব ডাকিয়া আনিল"। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন গৌরীদাস পণ্ডিত, জগদীশ পণ্ডিত, বড়গাছির কৃষ্ণদাস, সুন্দর ঠাকুর, বৃন্দাবন দাস, রামচন্দ্র কবিরাজ, কবিরাজ বলরাম এবং

পুরুষোত্তম দাস আর পরমেশ্বর দাস।
জ্ঞানদাস ঠাকুর আর দ্বিজ হরিদাস ॥
শিশু কৃষ্ণদাস আর পণ্ডিত ধনঞ্জয়।
শুনিয়া এসব কথা আনন্দ হৃদয় ॥

(পঞ্চদশ প্রকরণ, পৃঃ ২১৮)

এই বিবরণের প্রামাণিকতা অবশ্য সকলে স্বীকার করেন না;

কেন না সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের প্রাচীন পুঁথিতে মাত্র ছয়টি প্রকরণ পাওয়া যায়।

নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাসে কাটোয়ার ও খেতরির মহোৎসব বর্ণনা উপলক্ষ্যে জ্ঞানদাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যত্নন্দন চক্রবর্ত্তী তাঁহার গুরুদেব গদাধর দাসের তিরোভাব উপলক্ষ্যে কার্ত্তিকের কৃষ্ণাষ্টমীতে কণ্টকনগরে বা কাটোয়ায় যে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ৬৪ জন নেতৃস্থানীয় বৈষ্ণবের নাম নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন। ঐ নামের তালিকায় আছে—

শ্রীমাধবাচার্য্য রাম সেন দামোদর।
জ্ঞানদাস নর্ত্তক গোপাল পীতাম্বর॥

(ভক্তি রত্নাকর, নবম তরঙ্গ, পৃঃ ৫৮৯)

নরোত্তমবিলাসে লিখিত আছে যে যখন নরোত্তম ঠাকুরের পক্ষ হইতে এক ব্যক্তি জাহ্নবাদেবীকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য খড়দহে উপস্থিত হন, তখন সেখানে নিত্যানন্দের অন্যান্য ভক্তের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—

শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় মহীধর।
মুরারি-চৈতন্য জ্ঞানদাস মনোহর॥

(নরোত্তম বিলাস, ষষ্ঠ বিলাস)

ইঁহারা সকলেই জাহ্নবাদেবীর সঙ্গে খেতরি যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভক্তিরত্নাকরের দশমতরঙ্গে (পৃঃ ৬৩৩) দেখিতে পাই যে জাহ্নবাদেবীর সঙ্গে খড়দহ হইতে খেতরি অভিমুখে যাত্রা করিলেন—

শ্রীমীনকেতন রামদাস মনোহর।
মুরারি-চৈতন্য জ্ঞানদাস মহীধর॥

(দশম তরঙ্গ)

এই মীনকেতন রামদাসই কৃষ্ণদাস কবিরাজের ঝামটপুরের বাড়ীতে অষ্টপ্রহর কীর্ত্তনের দিনে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (১।৫) লিখিত আছে। সুতরাং জ্ঞানদাসেরও সঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জানাশুনা ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। নরহরি চক্রবর্ত্তীর পিতা জগন্নাথ ছিলেন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১৬০১ শকে বা ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত এবং ভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকা ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করেন। সুতরাং নরহরি চক্রবর্ত্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে ভক্তিরত্নাকর এবং নরোত্তমবিলাস লিখিয়াছিলেন অনুমান করা যাইতে পারে। খেতরির মহোৎসবের দেড়শত বৎসরের অধিককাল পরে নরহরি চক্রবর্ত্তী যে বিবরণ লিখিয়াছেন তাহা কতটা সত্য বলা কঠিন। কিন্তু খেতরির মহোৎসব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে এমনই একটি স্মরণীয় ঘটনা যে তাহাতে প্রধান প্রধান কবি ও ভক্ত কে কে উপস্থিত ছিলেন সে সম্বন্ধে কিম্বদন্তী গুরুপরম্পরা-ক্রমে প্রচলিত থাকা অসম্ভব নহে। নরহরি চক্রবর্ত্তীর অনুসন্ধিৎসা আধুনিক গবেষকদের চেয়ে বেশী বই কম ছিলনা একথাও মনে রাখা প্রয়োজন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদে বৈষ্ণবদাস বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া ৩১০১টি পদ সংগ্রহ করেন এবং পদকল্পতরুতে সন্নিবিষ্ট করেন। উহার মঙ্গলাচরণে তিনি শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদির স্তব করিবার পর স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ রায়, নরহরি সরকার, গদাধর, শ্রীনিবাস, বক্রেশ্বর, গদাধর দাস, মুকুন্দ, মুরারি গুপ্ত, হরিদাস প্রভৃতি ভক্ত কবির বন্দনা-মূলক এক পদে লিখিয়াছেন—

বসু রামানন্দ সেন শিবানন্দ
গোবিন্দ মাধব বাসু ঘোষ।
জয় বৃন্দাবন দাস গৌর রসে
জগ-জনে করল সন্তোষ॥
জয় জয় অনন্ত- দাস নয়নানন্দ-
জ্ঞানদাস যত্নাথ।
শ্রীরূপ সনাতন জয় জয় শ্রীজীব
ভট্ট-যুগল রঘুনাথ॥

(৯)

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে রামানন্দ বসু হইতে আরম্ভ করিয়া গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট এবং রঘুনাথ দাস

পর্য্যন্ত প্রায় প্রত্যেকেই কবি এবং শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করেন নাই। নরহরি চক্রবর্ত্তী বলেন যে শ্রীজীব অতিশয় শিশুকালে শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিয়াছিলেন। জ্ঞানদাস নিজেই লিখিয়াছেন যে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকালে তাঁহার জন্ম হয় নাই—

যাহাতে ধরণী ধন্য, বিশেষে নদীয়া।
জ্ঞানদাস বড় দুঃখী তাহা না দেখিয়া॥
(৭৪)

বৈষ্ণবদাস আর একটি পদে (পদকল্পতরু ১৮) শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম-ঠাকুর, রামচন্দ্র কবিরাজ, গতিগোবিন্দ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, ব্যাস, শ্যামাদাস, রামচরণ, রামকৃষ্ণ, কুমুদানন্দ, রূপঘটক, বীর হাম্বীর, কর্ণপুর কবিরাজ, গোকুলদাস, ভগবানদাস, গোপীরমণ, নরসিংহ, বল্লবিকান্ত, বল্লভ, যদুনন্দনদাস, কবি-নৃপ-বংশজ অর্থাৎ গোবিন্দ কবিরাজের বংশোদ্ভূত ঘনশ্যাম ও বলরামের বন্দনা করিয়াছেন। জ্ঞানদাস যদি শ্রীনিবাস-নরোত্তমের যুগের কবি হইতেন তাহা হইলে বৈষ্ণবদাস তাঁহাকে নবম পদে বন্দনা না করিয়া এই পদটিতে স্তুতি করিতেন।

জ্ঞানদাস শ্রীচৈতন্যকে দর্শন না করিলেও নিত্যানন্দপ্রভুকে যে দেখিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণি হইতে। তিনি ঐ গ্রন্থের ত্রিশটি ক্ষণদার প্রত্যেকটিতে গৌরচন্দ্রিকার পর নিত্যানন্দচন্দ্রিকার এক একটি পদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। নিত্যানন্দবিষয়ক পদগুলির মধ্যে তিনটি বলরামদাসের, তিনটি বৃন্দাবনদাসের এবং তিনটি জ্ঞানদাসের। বলরামদাস এবং বৃন্দাবনদাসের সঙ্গে নিত্যানন্দের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিখণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে আছে। বিশ্বনাথ দুইটি করিয়া নিত্যানন্দবন্দনা তুলিয়াছেন বাসু ঘোষ, অনন্ত রায়, লোচন ও গতিগোবিন্দের রচনা হইতে। ইহা ছাড়া শঙ্কর ঘোষ ও নয়নানন্দের এক একটি পদও তিনি ধরিয়াছেন। জ্ঞানদাসের যে তিনটি নিত্যানন্দবন্দনার পদ তিনি ধরিয়াছেন তাহার প্রতি ছত্রে প্রত্যক্ষদর্শীর অনুভূতির ছাপ সুস্পষ্ট।—"পূরবে গোবর্দ্ধন ধরল অনুজ যার" ইত্যাদি পদটিতে (ক্ষণদা ৭।২) আছে "গৌর-পীরিতিরসে, কটির বসন খসে, অবধৌত অতি অনুপাম।" নিজের চোখে না দেখিলে নিতাইয়ের কটির বসন খুলিয়া যাওয়ার কথা লেখা সম্ভব মনে হয় না। বৃন্দাবনদাস বলেন—যে নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত কথা বলিতে বলিতে "দিগম্বর হই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে" (চৈঃ ভাঃ ২।১১)। পরণের কাপড় ভাল করিয়া সামলাইতে পারিতেন না বলিয়াই বোধ হয় অধিকাংশ সময় তিনি মালকোঁচা দিয়া কাপড় পরিতেন। ক্ষণদায় (১৩।২) ধৃত জ্ঞানদাসের আর একটি পদে তাই পাই—

দেখরে ভাই! প্রবল-মল্ল-রূপ ধারী"।

কবি যেন নিজে দেখিয়া অপরকে দেখাইয়া দিতেছেন যে নিত্যানন্দের "কটিতটে বিবিধ-বরণ-পটপহিরণ।" নিতাই একরংয়ের কাপড় পরেন না; বিচিত্র বর্ণের অপূর্ব সমাবেশ তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রে দেখা যায়, ইহা কি পরের কাছে বর্ণনা শুনিয়া জ্ঞানদাস লিখিয়াছেন? বৃন্দাবনদাসও বলেন—

শুক্ল পট্ট নীল পীত—বহুবিধ বাস।
অপূর্ব্ব শোভয়ে, পরিধানের বিলাস॥
(চৈঃ ভাঃ ৩।৫)

পরণের কাপড় না হয় বাহ্য বেশ, তাহার কথা পরের কাছে শুনিয়াও লেখা যায়, কিন্তু কবি যখন বলিতেছেন—

নাম নিতাই, ভায়া বলি রোওত,
লীলা বুঝই না পারি॥
ভাবে বিঘূর্ণিত, লোচন ঢর ঢর,
দিগ বিদিগ নাহি জান
মত্ত সিংহ যেন, গরজে ঘন ঘন,
জগ-মাহ কাহু না মান॥

তখনও কি অপ্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা কল্পনা-বলে লিখিতেছেন এই কথা বিশ্বাস করিতে হইবে? কবির বর্ণনার গুণে নিত্যানন্দের ভাবোন্মত্ত মূর্তিটি যে আমাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। ক্ষনদাগীতচিন্তামণিতে ধৃত

(২২।২) জ্ঞানদাসের নিত্যানন্দবন্দনার তৃতীয় পদটিও ঐরূপ চিত্র-ধর্মী—

আরে মোর, আরে মোর, নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে, আপে গায়, চৈতন্য বলায়॥
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ-আবেশে।
পাপিয়া পাষণ্ড-মতি না রাখিল দেশে॥
পাট-বসন পরে নিতাই, মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল ঝলমল—নানা আভরণে॥

বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দের প্রেমধর্ম প্রচারের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সঙ্কীর্ত্তন।
করায়েন করেন লইয়া সর্ব্ব গণ॥

(চৈঃ ভাঃ ৩।৫)

তিনি নিত্যানন্দের অলংকারধারণের কথাও বর্ণনা করিয়াছেন। ক্ষণদাধৃত একটি পদে (১৪।২) তিনি নিত্যানন্দের চলন-বলনের ভঙ্গীর কথা লিখিয়াছেন—

ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে, বাহু তুলি হরি বলে,
দুনয়নে বহে নিতাইর পানি॥

ক্ষণদায় বাসু ঘোষের ভণিতায় আছে (২৬।২),

"অরুণ বসনে, বিবিধভূষণে, শিরে পাগ নট-পটিয়া" পদটি পদকল্পতরু (২৩৩১)তে রামানন্দবসুর ভণিতাযুক্ত দেখা যায়। উভয়েই নিত্যানন্দলীলার প্রত্যক্ষদর্শী। নবদ্বীপে গৌরাঙ্গলীলার সহচর শঙ্কর ঘোষও ক্ষণদার (৩০।২) একটি পদে নিত্যানন্দ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"গরজে পুনপুন, লম্ফ ঘনঘন, মল্ল বেশ ধরি নাচই"

সমসাময়িকদের রচনা হইতে জ্ঞানদাসের নিত্যানন্দবর্ণনার প্রত্যেকটি কথা সমর্থিত হয়, কিন্তু তাঁহাদের পদে নিত্যানন্দের রূপটি তেমন ভাবে চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে না যেমন জ্ঞানদাসের লেখায় উঠে।

নিত্যানন্দপ্রভু যখন খড়দহ, সপ্তগ্রাম ও শান্তিপুর হইয়া নবদ্বীপে শচীমাতাকে দর্শন করিতে আসেন তখন তাঁহার বেশভূষা ছিল বালগোপালের মতন। বৃন্দাবন দাস বলেন তখন "নিরবধি বালগোপালের প্রায় রঙ্গ" নিত্যানন্দের, এবং গোষ্ঠের বেশে তাঁহার "বেত্রবংশী ছরিকা জঠরপটে শোভে" (৩।৫)। তাঁহার পারিষদেরাও "মুঞিয়ে গোপাল বলি বেড়ায় ধাইয়া"। নিত্যানন্দ বলরামের অবতার। তাই জ্ঞানদাস বলরামের সঙ্গী ষোলজন গোপালের বেশভূষা বর্ণনা করিয়া চৌদ্দটি পদ লিখিয়া শেষে "দিনমণি বরণ" ইত্যাদি পদে বলিয়াছেন—

বলরাম বড় রঙ্গে, বাম করে ধরি সিঙ্গে,
রহি রহি গভীর বাজায়।
যার গুণ শ্রুতি মাত্র, পুলকে পুরয়ে গাত্র,
তার রূপ কে কহিতে পারে॥
জ্ঞানদাসেতে ভণে, এতেক রাখাল সনে,
বিহরই যমুনার তীরে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণে (অতঃপর সংক্ষেপে 'ক' বলিয়া উল্লেখ করিব) "দ্বাদশ গোপালের রূপ" শীর্ষক দিয়া ৭৩টি কলিতে এবং ১৩টি পদে চৌদ্দজন গোপালের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই ১৩টি পদের কোথাও জ্ঞানদাসের ভণিতা নাই। যে পদটিতে ভণিতা দেওয়া আছে সেটি রমণীবাবুর "জ্ঞানদাসে" (৪০ পৃঃ) ষোড়শ গোপালের রূপ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে থাকিলেও 'ক'তে ধরা হয় নাই, বোধ হয় বৈষ্ণবপদলহরী দেখিয়া ঐ অংশ নকল করা হইয়াছিল, কেননা 'লহরী'তেও ভণিতাযুক্ত পদটি ছাড় পড়িয়াছে। পদটির শেষ চারি চরণ এই—

সংক্ষেপে কহিনু এই ষোড়শ গোপাল।
লক্ষ লক্ষ গোপ আছে বিনোদ রাখাল॥
জ্ঞানদাসেতে কহে সে দিন কবে হব।
যে দিন রাখাল পদে আশ্রিত হইব॥

(১০৭)

শ্রীরূপ গোস্বামী ১৪৬৩ শকে বা ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু লেখেন। উহাতে (৩।৩) প্রিয়সখার মধ্যে শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিনী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন,

বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক এই বারজনের নাম এবং প্রিয়নর্মসখার মধ্যে সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত ও উজ্জ্বল এই পাঁচজনের নাম করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে জ্ঞানদাস শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, কিঙ্কিনী, স্তোককৃষ্ণ, অংশুমান, সুবল, অর্জ্জুন ও উজ্জ্বল এই নয়জনের মাত্র নাম করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নাই অথচ জ্ঞানদাসে আছে এমন সাতটি নাম হইতেছে দেবদত্ত, সুনন্দ, নন্দক, বিষয়া, সুবাহু, বরূথপ এবং বিশালা। শেষোক্ত নাম দুইটি শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২। ৩১-৩২) আছে। ১৪৯৮ শকাব্দে বা ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে কবি-কর্ণপূর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লেখেন যে নিত্যানন্দের পার্ষদ অভিরাম ছিলেন শ্রীদাম, সুন্দর ঠাকুর ছিলেন সুদাম, ধনঞ্জয় পণ্ডিত বসুদাম, গৌরীদাস পণ্ডিত সুবল, কমলাকর পিপ্পলাই মহাবল, উদ্ধারণদত্ত সুবাহু, মহেশ পণ্ডিত মহাবাহু, পুরুষোত্তম দাস স্তোককৃষ্ণ, বৈদ্য পুরুষোত্তমদাস দাম, পরমেশ্বর দাস অর্জ্জুন, কালাকৃষ্ণদাস লবঙ্গ, শ্রীধর কুসুমাসব, হলায়ুধ ঠাকুর বলদেবের সখা প্রবল, রুদ্রপণ্ডিত বরূথপ, এবং কুমুদানন্দ পণ্ডিত গন্ধর্ব্ব গোপ ছিলেন। কর্ণপূর কর্ত্তৃক উল্লিখিত মহাবল, মহাবাহু, দাম, লবঙ্গ, কুসুমাসব, প্রবল ও গন্ধর্ব্বের কথা জ্ঞানদাস বলেন নাই বটে, কিন্তু তিনি যখন শ্রীদাম, সুদাম, স্তোককৃষ্ণ, সুবল প্রভৃতির কথা লিখিয়াছিলেন তখন তাঁহার মনে অভিরাম, সুন্দর ঠাকুর, পুরুষোত্তম দাস, গৌরীদাস প্রভৃতির কথাই জাগিয়াছিল। তিনি নিত্যানন্দের বন্দনা উপলক্ষ্যে অভিরাম—রামদাস, সুন্দর ঠাকুর এবং গৌরীদাসের নাম ৮৩ সংখ্যক পদে, গৌরীদাসের নাম ফের ৮৫ সংখ্যক পদে, এবং রামাই, সুন্দর এবং পুরন্দর পণ্ডিতের নাম ৮৭ সংখ্যক পদে করিয়াছেন।

জ্ঞানদাস গোপালদের রূপ যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার সহিত শ্রীরূপ গোস্বামীর বর্ণনা মেলে না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (৩।৩।১৫) শ্রীদামের বর্ণ শ্যাম, বসন পীত, মাথায় তাম্রবর্ণের উষ্ণীষ, আর জ্ঞানদাসের বর্ণনায় শ্রীদাম আরক্ত সুন্দর কান্তি, অরুণাসন, মাথায় বনফুলের মালা (সুতরাং উষ্ণীষ নাই)। উভয় বর্ণনাতেই সুবল সুবর্ণকান্তি, কিন্তু শ্রীরূপের মতে তাঁহার বসন হরিদ্বর্ণ, আর জ্ঞানদাসের মতে কনকবর্ণের বস্ত্র। শ্রীরূপ বলেন যে উজ্জ্বল কৃষ্ণতুল্যনীলকান্তি এবং অরুণবসনধারী; জ্ঞানদাস বলেন যে উজ্জ্বলের রং লোহিত এবং বসন নীল। এইসব গুরুতর পার্থক্য দেখিয়া মনে হয় যে জ্ঞানদাস যখন এইসব পদ লিখিয়াছিলেন তখনও তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পড়ার সুযোগ হয় নাই। ঐ গ্রন্থ পড়িয়াও শ্রীরূপের বর্ণনার বিরুদ্ধে কেহ কিছু লিখিতে সাহসী হইতেন না। নিত্যানন্দের সঙ্গীদের ন্যায় জ্ঞানদাসেরও গোপসখার ভাবের প্রতি লোলুপতা দেখা যায়। তাঁহারা যখন গোষ্ঠে যাইবার জন্য গোপালকে ডাকিতে গেলেন, তখন "জ্ঞানদাস ছিল তার শেষে" (৮৮)। সকল গোপবালক যখন গোষ্ঠে যাইবার জন্য সাজিতেছেন তখন "জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায়" (৮৯)। গোপবালকদিগকে ফাঁকি দিয়া শ্রীকৃষ্ণ মধ্যাহ্নে রাধাকুণ্ডে শ্রীমতীর সহিত মিলিত হইতে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে রাখালেরা যখন অনুযোগ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের সহিত সুর মিলাইয়া আমাদের কবি বলিতেছেন—

জ্ঞানদাস কহে বাণী শুন ভাই নীলমণি
এ কোন চরিত তোর বল।
আমাদের ফেলে বনে যাও তুমি অন্যস্থানে
তুমি মোদের এক যে সম্বল॥
(১৬০)

সখাদের সঙ্গে এমনভাবে অভিন্ন হইয়া গোবিন্দদাস, রাধা মোহন ঠাকুর প্রভৃতি পদকর্তা কোন ভণিতা দেন নাই। অন্য দুইজন মাত্র বৈষ্ণব কবির পদে সখাদের সঙ্গে অভিন্ন হইয়া ভণিতা দিতে দেখা যায়। তাঁহারা হইতেছেন বলরাম দাস ও সুন্দর দাস। উভয়েই নিত্যানন্দের অনুচর। সুন্দর দাস, খুব সম্ভব নিত্যানন্দের প্রিয় সহচর সুন্দর ঠাকুর। তিনি বলরামের গোষ্ঠ বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিতেছেন—

বয়ান চান্দ, অধর জনু বান্ধুলি,
তাহে মধুর মৃদু হাস।
বরিখয়ে অমিয়া, শ্রবণ ভরি পীবই,
সহচর সুন্দর দাস॥
(তরু, ১৩২৭)

নিত্যানন্দস্বরূপী বলরামের "নীলবসন, রতনভূষণ, নাটুয়া মোহন বেশ" ইত্যাদি পদেও ঐ কবি বলিয়েছেন—

"চরায়ে ধেনু, বাজায়ে বেণু, দাস সুন্দরে লৈয়া" ॥

(তরু ১৩২৮)

বলরামের সঙ্গে নিত্যানন্দ তত্ত্বহিসাবে অভিন্ন, তাই জ্ঞানদাসও শ্রীকৃষ্ণের রাস বর্ণনা করিবার পর বলরামের রাস লিখিয়াছেন—

"বিহরতি রাসে রসিক বলরাম" (৩৬০)।

জ্ঞানদাস ছোটবেলায় নিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন, বড় হইয়া জাহ্নবাদেবীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরিণত বয়সে বীরচন্দ্র প্রভুর বন্দনা লিখিয়াছেন (৮২)। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণবাবু "আগম যোগপুরাণ বেদান্তক" ইত্যাদি যে অসম্পূর্ণ পদটি পাইয়াছেন, তাহাতে 'দেখ বীরচান্দকি লীলা' এই চরণটি আছে। এই বীরচান্দ নিত্যানন্দের পুত্র ছাড়া অন্ত কেহ নহেন। তাঁহার সম্বন্ধে বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লেখ খুব বিরল। শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতিগোবিন্দ "জাহ্নবাতত্ত্ব মর্ম্মার্থ" (বরাহনগর গ্রন্থমন্দির, বাংলা বিবিধ ৮২ক) নামে একখানি পুঁথিতে লিখিয়াছেন—

বসুর নন্দন বীর।
অতি অপরূপ তাহার চরিত।
সুখময় ধীরাধীর ॥
কি কহব গুণের নাহিক ওর
তাঁহার শ্রীমুখ-তাম্বুল-চর্ব্বিতে
জনম হইল মোর ॥
দয়া করি মন্ত্র দিল।
রাধাকৃষ্ণ রূপ মোরে দেখাইয়া
জনম সফল কৈল ॥
মোর প্রভু বীরচন্দ্র রায়
শ্রীনিবাসসুত গতিগোবিন্দ
অবিরত গুণ গায় ॥

(চতুর্থ পদ)

গতিগোবিন্দের এই পদ হইতে প্রমাণিত হয় যে নিত্যানন্দের পুত্রের নাম বীরচন্দ্র, যদিও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (১।১০) বীরভদ্র নাম আছে। তাঁহার একখানি পত্র ভক্তিরত্নাকরে (পৃঃ ১০৪৬-৬৭) উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ পত্রখানিতেও তিনি নিজেকে শ্রীবীরচন্দ্রদেব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। উহাতে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যকে জানাইয়াছেন যে জয়গোপাল দাস তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সহিত বীরচন্দ্রের আপনজন কেহ যেন আলাপাদি না করেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন যে—

রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়।
তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥
তথাই কায়স্থ জয়গোপালের স্থিতি।
বিদ্যা-অহঙ্কারে তার জন্মিল দুর্ম্মতি ॥

শ্রীমঙ্গল বলিতে যদি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১।১০) কথিত গদাধর পণ্ডিতের শাখার মঙ্গল বৈষ্ণব বুঝায় তাহা হইলে জ্ঞানদাসের নিবাসস্থলে অনেক বৈষ্ণব ভক্ত ও পণ্ডিত বাস করিতেন বলিতে হয়। কাঁদরা গ্রাম বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অধীন। আমেদপুর-কাটোয়া রেললাইনের রামজীবনপুর ষ্টেশনের নিকটেই কাঁদরা অবস্থিত। প্রতিবৎসর পৌষ পূর্ণিমা তিথি হইতে তিন দিন ধরিয়া এখানে কবির তিরোভাব উৎসব উপলক্ষ্যে একটি মেলা হয়।

জ্ঞানদাস ব্রজমণ্ডলের সম্বন্ধে যেরূপ নিখুঁত ভৌগোলিক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা হইতে প্রতীতি জন্মে যে তিনি ঐ সব স্থান স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। "রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া গরজন" প্রভৃতি পদে তিনি "শিখরে শিখণ্ড রোল" লিখিয়াছেন। শ্রীরাধার পিত্রালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ বর্ষাণে গ্রামে ছোট ছোট পাহাড় আছে, তাহারই উপর ময়ূর ডাকিতেছিল, আর শ্রীমতী ঘরে শুইয়া মিলনের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। চোখে না দেখিলে সহসা শিখরের কথা মনে উঠা কঠিন। দানঘাটির অদূরে অবস্থিত গোবর্দ্ধনের মানসগঙ্গাও না দেখিলে কবি "মানসগঙ্গার জল, ঘন করে কলকল" লিখিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। জাবটের নাম প্রাচীন কোন গ্রন্থে নাই; শ্রীরূপের "মথুরা-মাহাত্ম্যে"ও নাই, অথচ জ্ঞানদাস জাবটের কথা লিখিয়াছেন (১১); নরোত্তম দাসও বলিয়াছেন। ব্রজমণ্ডলে যাইয়া জ্ঞানদাস শ্রীরূপের রচনাবলীর সঙ্গে

পরিচিত হইয়াছিলেন।- পূর্ব্বরাগ বর্ণনায় তিনি লিখিয়াছেন—

"নামে, মুরলীরবে, গুণী গানে, স্বপনেহ, চিত্রে দরশে প্রভৃতিআশ" ইহা উজ্জ্বলনীলমণির "বন্দী-দূতী-সখীবক্ত্র্যাদগীতাঃ শ্লেষ্চ শ্রুতির্ভবেৎ" (১৫।১০) এবং "সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্য চিত্রে চ স্যাৎ স্বপ্নাদৌ চ দর্শনম্" (১৫।৬) এর ভাব লইয়া লেখা। কুন্দলতা, অষ্টসখা ও মধুমঙ্গল চরিত্রও জ্ঞানদাস শ্রীরূপের গ্রন্থাবলী হইতে লইয়াছেন।

জ্ঞানদাস শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি শ্রীরাধার ভাবোন্মাদ লইয়া "যোই নিকুঞ্জে রাই পরলাপয়ে" ইত্যাদি যে পদ (৪৫২) লিখিয়াছেন তাহা ভাগবতের ভ্রমর গীতের প্রথম শ্লোকের প্রায় ভাবানুবাদ।

জ্ঞানদাস জ্যোতিষ বিদ্যার সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। তিনি বারটি রাশির উল্লেখ করিয়া "মীনেরে দেখিয়া পরাণ কান্দে" ইত্যাদি প্রহেলিকা-পদ (৫৯) লিখিয়া বলিয়াছেন—

ভনে জ্ঞানদাস এ রস গূঢ়।
বুঝয়ে পণ্ডিত না বুঝে মূঢ়॥

সঙ্গীত বিদ্যাতেও তাঁহার অধিকার ছিল। বংশী শিক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে বলিতেছেন—

মায়ূর মঙ্গল আর গায়ত পাহিড়া।
সুহই ধানশী আর দীপক সিন্ধুড়া॥
(৩৬৭)

এই সব রাগ রাগিণীর সঙ্গে কবি নিশ্চয়ই পরিচিত ছিলেন। তিনি যে ভাবে 'দৃমিকি দৃমিকি তাতা থৈয়া থৈয়া মাদল মৃদঙ্গ বাজে" (৩৫৫) লিখিয়াছেন তাহাতে মনে হয় খোলের বোলও তিনি জানিতেন।

২। কবি-মানসের বিকাশ

জ্ঞানদাসের ব্রজবুলির কয়েকটি পদে বিদ্যাপতির ও বাংলাপদে চণ্ডীদাসের প্রভাব কোন কোন সমালোচক লক্ষ্য করিয়াছেন। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ২২।৩) বিদ্যাপতির সহিত জ্ঞানদাসের পদের সাদৃশ্য সম্বন্ধে একটু মন্তব্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন "জ্ঞানদাসেরও শ্রীরাধার কয়েকটি বয়ঃসন্ধির পদ আছে। পদগুলি বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত বয়ঃসন্ধি পদের অনুকরণ" (জ্ঞানদাসের পদাবলী, পৃঃ ৸৵০)। হরিদাস দাস বাবাজী মহাশয় "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে" বলিয়াছেন—"শ্রীকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদাবলীতে ইনি ভাবে ও রীতিতে চণ্ডীদাসের অনুসরণ করিয়াছেন" (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯)। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের রচনারীতির মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। বিদ্যাপতির পদাবলী যেন রাজার মহিষী—অলঙ্কার ও সূক্ষ্ম কারু-কার্য্যযুক্ত বেশ ছাড়া তিনি চলেন না; আর চণ্ডীদাসের পদাবলী যেন গোপবধূ, সহজ ভাবার আড়ালে গভীর ভাবই তাহার একমাত্র অলঙ্কার। জ্ঞানদাসের পদাবলীতে এহেন দুই বিভিন্নধর্ম্মী কবির প্রভাব নিশ্চয়ই একই কালে দেখা দেয় নাই। জ্ঞানদাস সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। আমাদের ধারণা যে তিনি তাঁহার শিক্ষানবীশির যুগে প্রথমে সাদামাঠা আখ্যায়িকার পদ লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারেন নাই বলিয়া বিদ্যাপতির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পদ লিখিতে সুরু করেন। এই অনুকৃতির ফলে তিনি শব্দের ঝঙ্কার সৃষ্টি করিবার কৌশল আয়ত্ত করিলেন বটে, কিন্তু ভাবের চিত্রাঙ্কণে সাবলীল গতি লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি বিদ্যাপতির রচনা-রীতির আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া চণ্ডীদাসের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। চণ্ডীদাসের প্রভাবে তাঁহার রচনা অন্তর্মুখী ও ভাব-সমৃদ্ধ হইল। তাহার ফলে তিনি এক স্বকীয় প্রকাশভঙ্গী লাভ করিলেন। তাহা একটুখানি মাত্র ইঙ্গিত করিয়া বাকিটা পাঠককে কল্পনা করিয়া লইবার অবকাশ দেয়; কবি তাঁহার শ্রোতৃবৃন্দকেও কবি করিয়া তুলেন। সূত্রাকারে এখানে যাহা

খদা হইল তাহা উদাহরণাদির সাহায্যে এইবার বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিব।

জ্ঞানদাসের রচিত আখ্যায়িকামূলক পদগুলির মধ্যে কবিত্বের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায় না; সেইজন্য এগুলিকে তাঁহার প্রথম রচনা বলিয়া ধরা যায়। তাঁহার গুরু জাহ্নবা-দেবীকে বন্দনা করিয়া তিনি পদ লেখা আরম্ভ করিবেন ইহাই স্বাভাবিক। তাঁহার নন্দোৎসবের পদে তিনি সকলের আনন্দ বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

নন্দের মন্দিরে বেগে গোয়াল আল্য ধ্যায়া।
হরষিত হৈয়া নাচে সকল গোপের ম্যায়া॥

ইহার অন্ত্যমিল গ্রাম্য হইলেও চমকপ্রদ। কিন্তু—

পুণ্যতিথি যোগ পাইয়া জন্মিলা নারায়ণ।
দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম লোকের কারণ॥

(৫)

এই ভাষা আড়ষ্ট এবং বক্তব্য অপরিস্ফুট। পরের পদটিতে কবি গীতার সুপ্রসিদ্ধ উক্তির অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন—

অসুর দলন হেতু দেব চূড়ামণি।
ভকত পালন লাগি পবিত্র অবনী॥

(৬)

এখানেও কবির ভাষার জড়তা তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে অসমর্থ দেখা যায়। পাঠককে টানিয়া বুনিয়া মানে করিতে হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য যে প্রেমধর্ম্ম প্রচার, তাহার কথাও এখানে অনুক্ত রহিয়া গিয়াছে। কবি নন্দোৎসবের বর্ণনার শেষে (৭) "ভাগবত কথা" ও "ব্যাসের বিচারে"র কথা উল্লেখ করিয়া পাঠককে তাঁহার পদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এরূপ প্রয়াস তাঁহার অন্য কোন পদে দেখা যায় না।

শ্রীরাধার বাল্যলীলার দুইটি পদ (৯, ১০) আখ্যায়িকা ধর্ম্মী হইলেও কবি প্রতিভার ভাস্বরদ্যুতিতে উদ্ভাসিত। মা রাধাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তোমার আঁচলে ক্ষীর, মিঠাই, কলা প্রভৃতি কে দিল, কেই বা তোমার "বিনোদ লোটন" বা সুন্দর খোঁপায় নবমল্লিকার মালা দিল? মেয়ের খোঁপা বাঁধার বয়স হইলেও, সে তখন পর্য্যন্ত লজ্জা করিতে শিখে নাই। সে সরলভাবে মাকে বলিল যে নন্দের গৃহিণী তাহাকে তাহাদের বাড়ী লইয়া গিয়াছিল এবং তাহাকে কৃষ্ণের বাম পাশে বসাইয়া উভয়ের রূপের দিকে তাকাইয়া সূর্য্যের নিকট কি বর চাহিল (১০)। জ্ঞানদাস নিজেকে কবি আখ্যায় বিভূষিত করিয়া বলিতেছেন যে 'ঝিয়ের কাহিনী, শুনি গোয়ালিনী, মুচকি মুচকি হাসে।" মায়ের এই হাসিটি উপ-ভোগ্য। জ্ঞানদাস নাপিতানীবেশে মিলনের আটটি পদ (১১-১৮) লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে হরেকৃষ্ণবাবু পাঁচটি পদ ধরিয়াছেন। পদকয়টির সঙ্গে চণ্ডীদাসের নাপিতানীবেশে মিলনের দুইটি পদের (তরু ৬৩৭, ৬৩৮) অনেক মিল দেখা যায়। উভয় কবিই কামাইবার সময় রাধার রসাবেশের কথা ও পায়ে শ্যামনাম লেখার বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের পদে কাহিনী দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেও কোন বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় না। জাহ্নবাদেবী শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া শ্রীরাধা ছাড়া মদনমোহনের মূর্ত্তি সন্দর্শনে ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং শ্রীরাধার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া মদনমোহনের বামপার্শ্বে স্থাপন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার শিষ্য জ্ঞানদাসের পদে রাধার মহিমা বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছে। নাপিতানীরূপী শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া তিনি বলাইয়াছেন—

তুমার চরণ, বিনে মোর মন, তিল আধ নাহি রয়।

(১৭)

পরে এই ভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তি তাঁহার পদে দেখা যায়।

১৩৪৭ সালে শ্রীযুক্ত সুকুমার ভট্টাচার্য্য "যশোদার বাৎসল্য-লীলা" নামে একটি পালাগানের বই জ্ঞানদাসের ভণিতাসহ প্রকাশ করেন। ঐ পালাগানের রচয়িতা আমাদের আলোচ্য কবি জ্ঞানদাস নহেন, কেননা উহার ভণিতায় "জ্ঞানদাসে কন" এই উক্তি ২০টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১৪টিতে আছে এবং কোন প্রাচীন বৈষ্ণব কবি সাধারণতঃ ঐভাবে নিজের সম্বন্ধে 'বলেন' 'কহেন' 'ভনেন' প্রভৃতি সম্মানসূচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন নাই। উহা কোন পেশাদার দীক্ষাদানকারী ব্রাহ্মণের লেখা—

যার গৃহে বহু ভাগ্যে গুরু আগমন।
ঘরে বস্যা পায় সে গোলক বৃন্দাবন ॥

জাহ্নবাদেবীর শিষ্যের পক্ষে লেখা অসম্ভব যে

"ব্যাস হৈল্যা মদের হাঁড়ি শুক শুঁড়ি আর"

এই জ্ঞানদাসের রাধা কৃষ্ণের চেয়ে বয়সে বড়; কেননা মা যশোদা রাধার ঘরে যাইয়া গোপালের জন্য কিছু নবনী চাহিলেন। নবনী না পাইলে গোপাল নাচিবে না, অথচ তাঁহার ঘরে আর নবনী নাই। সেই সময়ে "গুরুজনের মাঝে রাই গৃহকর্মে ছিল"। গোপালের যখন মায়ের হাতে নাচিবার বয়স, রাধা তখন গুরুজনের মাঝে গৃহকর্ম করেন। রাধার তখন এমন বয়স যে তিনি নিজে দধি ও সর মন্থন করিয়া ননী তুলিতে পারেন। ছোট মেয়েরা কখনই এরূপ করিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে আমাদের জ্ঞানদাসের রাধা কৃষ্ণের প্রায় সমবয়সী। আমাদেব জ্ঞানদাসের মতে শ্রীদাম হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা; আর ঐ জ্ঞানদাসের মতে শ্রীদাম "কৃষ্ণের নফর"। সুতরাং "যশোদার বাৎসল্য-লীলাকে" আমরা জ্ঞানদাসের কাঁচা হাতের লেখা বলিয়াও মানিতে পারি না। শ্রীমান্ শঙ্করীপ্রসাদ বসু "মধ্যযুগের কবিও কাব্য" গ্রন্থে এটিকে নিজের মনের মাধুরী মিশাইয়া ব্যাখ্যা করিয়া জ্ঞানদাসের খাঁটি লেখা বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

বিদ্যাপতির পদ শ্রীমন্মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন। গোবিন্দদাসের পূর্ব্বে জ্ঞানদাসই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে বিদ্যাপতির অনুসরণে পদ লিখিবার প্রয়াস পান। বিদ্যাপতির পদের অপূর্ব্ব শব্দঝঙ্কার ও উপমাবাহুল্য জ্ঞানদাসকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি যে শুধু বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদেরই অনুকরণ করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার রূপানুরাগ, নবোঢ়া-মিলন, আক্ষেপ, বিরহ ও দৃষ্টকূট পদের মধ্যে কয়েকটি একেবারে হুবহু বিদ্যাপতির ছাঁচে ঢালা। 'খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ' (২৩) এই চরণটি বিদ্যাপতির নিকট হইতে ধার করিয়া জ্ঞানদাস শ্রীরাধিকার বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানদাসের ভাষা এখনও ভাব প্রকাশের উপযোগী সাবলীলতা পায় নাই।

এ সখি এ সখি পেখলু নারি।
হেরইতে হরখি রহল যুগচারি ॥

সেই নারীকে দেখিলাম; দেখিতেই চারিযুগ ধরিয়া সে হর্ষ পাইয়া রহিল, বলিলে উহার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায় না। হয়তো কবি বলিতে চাহেন যে তাহাকে দেখিয়া কৃষ্ণের এত আনন্দ হইল যে তাহা যেন চারিযুগ ধরিয়া স্থায়ী হইল। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

থির নয়ান অথির কছু ভেল।
উরজ-উদয় থল লালিম দেল ॥

(৬১২ মিত্র-মজুমদার)

জ্ঞানদাস ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

উলসল উরথল অব ভেল রে।
আয়ত হোয়ত নয়ান রে ॥

(২৪ ঐ)

বিদ্যাপতিব রাধা যখন নব তারুণ্য লাভ করিলেন, তখন

কো কহে বালা কো কহে তরুণী ॥
কেলিক রভস যব শুনে।
অনতএ হেরি ততহি দএ কাণে ॥

(৬১৬ ঐ)

সে চারিদিকে একবার দেখিয়া লয় কেহ দেখিতে পাইতেছে কি না, তারপর অপরের কেলিবার্ত্তা শুনিবার জন্য কাণ পাতে। ইহার মধ্যে অতি অল্পকথায় তরুণীমনের যে ছবিটি আঁকা হইয়াছে নবীন কবি জ্ঞানদাস তাহা আদর্শ হিসাবে সামনে রাখিলেও তাহার অনুকরণ করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—

কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী ॥
রস পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব।
রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহি যাব ॥

(২৫)

ইহার মধ্যে সকলকে লুকাইয়া গোপনে অপরের রভস

শুনিবার ভাবটি নাই। বিদ্যাপতি শ্রীকৃষ্ণের দূতীকে যেমনটি যুক্তি-তর্কে নিপুণা কৌশলবতী রমণী করিয়া আঁকিয়াছেন, জ্ঞানদাসও তেমনিটি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যাপতির দূতী রাধাকে বুঝাইতে চাহেন যে মালতী ফুটিলেই তাহার নিকট ভ্রমর আসিবে, সে নিজের জীবনকে উপেক্ষা করিয়াও মালতীর মধুপান করিতে চায়—

রসমতি মালতি পুনুপুনু দেখি।
পিবএ চাহ মধু জীব উপেখি॥
(২৫৪ মিত্র-মজুমদার)

এই ব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্তিটি জ্ঞানদাসের ভাষায় সাদামাঠা রূপ লইয়াছে—

তুহু যে সুচেতনি বুঝ সব কাজ।
মধুকর বিনু নাহি মালতী সাজ॥
(২৯)

বিদ্যাপতির দূতী রাধাকে বুঝাইতেছেন যে যৌবন একবার গেলে আর ফিরিয়া আসে না,কেবল অনুতাপ রহিয়া যায় (২৬০)। অতএব যৌবন যখন থাকে তখন যৌবনরত্ন কাহাকেও দান করা উচিত। যৌবন চলিয়া গেলে কেহ বিপদেও জিজ্ঞাসা করে না (২৬২)। ইহারই অনুসরণ করিয়া জ্ঞানদাসের দূতী রাধাকে বলিতেছেন—"চিরদিন না রহে কুসুমে মকরন্দ"; শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদ এবং চন্দনের রেখার মতন যৌবনও ক্ষণস্থায়ী (২৭)। সুতরাং "গতধন লাগি না বঞ্চহ কান"—যে ধন স্থায়ী নহে তাহাকে কবি যাওয়ার সামিল (গতধন) করিয়াছেন এবং তাহার জন্য কানাইকে বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য নহে। এখানেও 'গতধন' নূতন শব্দে কবির ভাষার আড়ষ্টতা দেখা যায়।

বিদ্যাপতি যেমন শ্রীরাধা'র রূপ বর্ণনা করিতে যাইয়া "কনক-লতা অবলম্বন উঅল হরিণ-হীন হিমধামা" (৬২৩) প্রভৃতি বহু উপমা একত্রে প্রয়োগ করিয়াছেন, জ্ঞানদাস তেমনি শ্রীকৃষ্ণের রূপের কথা বলিতে যাইয়া কুবলয়দল, অতসী ফুল, নীলমুকুর, দলিতাঞ্জন, নবঘন প্রভৃতিকে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন (৩১)। শ্রীগৌরাঙ্গের রূপবর্ণনাতেও (২০) জ্ঞানদাস কাঞ্চনকান্তি, শরৎচন্দ্র, রতিপতির মতন চন্দনভঙ্গি প্রভৃতি বলিয়া বুকের উপর বনমালার উপমা দিতেছেন—

'কনয়াশিখরে কিরণাবলি-ভাতি'

পুরুষের বক্ষের সঙ্গে কনকশিখরের তুলনা করা যায় কিনা সন্দেহ।

জ্ঞানদাসের নবোঢ়া মিলনের পদ কয়টিতেও বিদ্যাপতির প্রভাবের সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়। তাঁহার "উরজ উঠল জনু বদরি" (৩৩) বিদ্যাপতির "বদর সরিস কুচ পরসব লহু" (২৭৭)র অনুকরণে লেখা। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা যেখানে আক্ষেপ করিতেছেন—

অবোধ কুমতি দূতি না শুনল বাণী।
করিবর কোরে নলিনী দিল আনি॥
(৬৮০)

অথবা তাঁহার সখী যেখানে রাধার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া বলিতেছেন পদ্মিনী আর কত সহিবে? দ্রোণ ফুলের লতাকে যেন গজে দলন করিল, সেখানে জ্ঞানদাস বলিতেছেন—

পরবোধে পরশিহ থোর।
কমলিনী পড়ু যৈছে করিবর কোর॥
(৩৩)

তাহাকে প্রবোধ দিয়া, বুঝাইয়া সুঝাইয়া অল্প অল্প স্পর্শ করিও: ইহার সঙ্গে কি হস্তীর কোলে যেমন কমলিনী পড়ে এই উপমা খাটে? জ্ঞানদাস যে অপরিণত বয়সে বিদ্যাপতির অনুকরণ করিতে গিয়াছিলেন এটি তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে "ভানুসিংহের পদাবলীর" মতন জ্ঞানদাসের অল্প বয়সের রচনাও তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের গুণে কালজয়ী হইয়াছে।

বিদ্যাপতি বলিয়াছেন "প্রথম সমাগম ভুখল অনঙ্গ" (২৯২) এবং লোকে ক্ষুধার্ত্ত হইলেও দুই হাতে খায় না (২৯১); জ্ঞানদাস ইহার অনুকরণে লিখিয়াছেন—

"ভুখিল মনোরথ না পুরয়ে আশ"
(৩৩)

বিদ্যাপতির সখী রাধাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেছেন "নিজে

তরল অহু লোচন তোর" এবং কোন কুবুদ্ধি তোমার বক্ষস্থ শিবকে যেন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে (৪৮১)। জ্ঞানদাসও লিখিতেছেন "অলসে অরুণ লোচন তোর", তোমার বুক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করে "শুকে কি দংশল কনয়াগিরি" (৩৮)। টিয়াপাখী বা অন্য কোন পাখাই সোনার বা পাথরের পাহাড় দংশন করে না, সুতরাং এ উপমা এখানে একেবারে নিরর্থক হইয়াছে। বিদ্যাপতির রাধা যখন ছলচাতুরি শিখিয়াছেন তখন মিলন-চিহ্নগুলি লুকাইবার জন্য বলিয়াছেন ফুল তুলিতে যাইলে ভ্রমর আমার অধর দংশন করিয়াছে, হার দেখিয়া সাপ মনে করিয়া ময়ূর বক্ষে নখর বিদ্ধ করিল (৮৫০)। জ্ঞানদাসের রাধা অতটা মিছা কথা বলিতে সাহস পান নাই, তিনি বলিলেন যে ঘুমের ঘোরে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে বুকের উপর যেন একটা সাপ পড়িয়াছে, তাহাকে তাড়াইতে যাইয়া বুকে নখের চিহ্ন লাগিয়াছে (৪০)।

বিদ্যাপতির অনুসরণে নবীন কবি জ্ঞানদাসও রাধিকার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"শৈশব সময় পহুঁ গেলা (জ্ঞানদাস ৫২)", "শৈশব পহুঁ তেজি গেল রে" (বিদ্যাপতি ৫০১)। কিন্তু পরিণত বয়সে জ্ঞানদাস আর বলেন নাই যে কৃষ্ণ রাধার শৈশব কালেই প্রবাসযাত্রা করিলেন। জ্ঞানদাস রাধার বিরহদশা বর্ণনা করিতে যাইয়া অতিশয়োক্তি অলঙ্কার প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিয়াছেন "অঙ্গুরী-অঙ্গুরী বলয়া ভেল" (৫৩) হাতের অঙ্গুরী এখন বলয় হইয়াছে—রাধা এতই কাহিল হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা বিদ্যাপতির "অঙ্গুরি বলয়া ভেল"র (১৮৫) প্রতিধ্বনি মাত্র।

জ্ঞানদাসের এই সময়কার রচনায় বিদ্যাপতির প্রহেলিকার পদের প্রভাবও প্রচুর দেখা যায়। সে কালের কবিরা পদের আকারে হেঁয়ালি-লেখাকে খুব কৃতিত্বের নিদর্শন মনে করিতেন। বিদ্যাপতির ১৭টি প্রহেলিকাপদ আমাদের সংস্করণ বিদ্যাপতিতে মুদ্রিত হইয়াছে। জ্ঞানদাসের ৭টি প্রহেলিকার পদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পদটির অর্থ প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে নিত্যানন্দ প্রভুর সপ্তম অধস্তন পুরুষ নন্দকিশোর গোস্বামী তাঁহার রসকলিকা গ্রন্থে তুলিয়াছেন এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন (৪২ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার ব্যাখ্যা না পাইলে ইহার মানে করা সহজ হইত না। বিদ্যাপতি যেমন সংখ্যার যোগ বিয়োগ গুণ করিয়া শব্দ তৈয়ারী করিয়াছেন, জ্ঞানদাসও ঠিক তেমনি করিয়াছেন। একটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি। বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন যে রাধা মাধবের বিরহে "তুঅ বিহু ভুবন করব রিতুপান"। ইহার অর্থ ১৪ ভুবন, তাহার সহিত ছয় ঋতু বিশ বা কুড়ি, ইহাকে বিষ অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। জ্ঞানদাস বলেন "মুনি তিন গুণ করি, বেদে মিশাইয়া পুরি, দেখ সখি একত্র করিয়া" মুনি বা ঋষি সাত, তাহার তিনগুণ একুশ, তাহার সহিত চার বেদ প্রথমে যোগ করিয়া (২১ + ৪ = ২৫) তারপর উহাকে বেদ দিয়া পূরণ বা গুণ করিলে (২৫ × ৪) ১০০ হইবে; তাহা আবার রাধা "শরাসিব বাণ ঘুচাইয়া" অর্থাৎ এক শতকে পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে যে বিশ বা বিষ হয়, তাহা তিনি পান করিবেন। এ ধরণের পদে কবিত্বের আশা করা বৃথা। তথাপি মধ্যযুগের অনেক কবি এরকম পদ সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও মৈথিলী ভাষায় লিখিয়াছেন। সুরদাসের প্রায় একশত দৃষ্টি-কূট বা হেঁয়ালির পদ পাওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোবিন্দলীলামৃতে ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে এইরূপ কয়েকটি হেঁয়ালি শ্লোক লিখিয়াছেন। জ্ঞানদাস হোলির বর্ণনায় বলিয়াছেন—"ললিতা ললিত হাসি প্রহেলিকা গায়" (৩১৭)।

তরুণ জ্ঞানদাসের রসপিপাসু মনকে বিদ্যাপতির পদের শব্দঝঙ্কার ও উপমাদি অলঙ্কার বেশি দিন তৃপ্তি দিতে পারে নাই। তিনি কিছুদিন পরে চণ্ডীদাসের অন্তর্মুখী অথচ ঘরোয়া পরিবেশের পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। প্রথম প্রথম কবির জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে চণ্ডীদাসের পদের দুই একটি চরণ অবিকল তাঁহার পদে স্থান পাইয়াছে। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন "দোসর ধাতা পিরিতি হইল" (পৃঃ ৮৮); জ্ঞানদাস ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছেন "সই পিরিতি দোসর ধাতা" (৬৭)। ঐ পদেই তিনি বলিয়াছেন "পিরিতি মিরিতি তুলে তোলাইনু, পিরিতি গুরুয়া ভার"। ইহা চণ্ডীদাসের—

"পিরিতি বিরিতি এ দুই বচন
কে বলে পিরিতি ভাল।"
(পৃঃ ১১৬)

এই পদাংশের উপর ভিত্তি করিয়া লেখা। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

তোমরা কি আর বুঝাও ধরম।
শয়নে স্বপনে দেখি সে কালা-বরণ॥
(পৃঃ ২০)

জ্ঞানদাস ইহাকেই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—

কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হঞা রসের পরাণি
কভু জানি কার হয়॥
(পৃঃ ৭১)

জ্ঞানদাসের একটি পদের দেড়টি কলির সঙ্গে চণ্ডীদাসের একটি পদের প্রথম দেড়টি কলির সম্পূর্ণ মিল দেখা যায়। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—

যখন পিরিতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখির আড় নাহি কর হিয়ার উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধিনী তাহে কুল-কামিনী
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
এত পরমাদে প্রাণ না যায় তমু ত আন
আর কত কহিব বিশেষ॥
(তরু ৮১৪)

এই পদাংশটি জ্ঞানদাসের 'বন্ধু কানাই কহিলে বাসিবা দুখ' (৬৭) ইত্যাদি পদের চতুর্থ ও পঞ্চম কলির অর্দ্ধাংশ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। গায়ক বা লেখকদের অনবধানতা বশেও জ্ঞানদাসের পদের মধ্যে চণ্ডীদাসের পদের এক টুকরা ঢুকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু জ্ঞানদাসের পদটির প্রথম চরণটিও চণ্ডীদাসের অন্য একটি পদে পাওয়া যায়—

বঁধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনী বৈঠয়ে জগত মাঝে
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ॥
(পৃঃ ১৭২)

ঠিক ইহারই অনুবাদ জ্ঞানদাসের পদে রহিয়াছে—

বন্ধু কানাই কহিলে বাসিবা দুখ
আর যত কুলবতী কুলের ধরম রাখে
সে জনি হেরয়ে তুয়া মুখ॥
(৬৭)

ছেলেরা যেমন অপরের লেখার উপর দাগা বুলাইয়া লিখিতে শিখে, জ্ঞানদাস কি তেমনি চণ্ডীদাসের পদের কয়েকটি টুকরা লইয়া নিজে পদরচনা অভ্যাস করিতেছিলেন?

জ্ঞানদাসের 'সখি আর কি কহিতে ডর' ইত্যাদি পদটির (৭০) মধ্যেও হয়তো চণ্ডীদাসের চারিটি চরণ ঢুকিয়া গিয়াছে। পদকল্পতরুতে (২৫৭) ঐ চারিটি চরণ নাই, কিন্তু কীর্ত্তনানন্দে আছে—

সুজন কুজন যে জন না জানে তাহারে বলিব কি।
অন্তরের বেদন যে জন জানয়ে তাহারে পরাণ দি॥
কানুর পিরিতি কহিতে শুনিতে পরাণ ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খবাণকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে॥

পদকল্পতরুতে ভণিতার অংশ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৫ সংখ্যক পুঁথিতে নরহরি ভণিতাযুক্ত একটি পদের প্রথমেই দেখা যায়—

সুজন কুজন যে জন না জানে তাহারে বলিব কি।
অন্তর বাহির যে জন জানয়ে তাহারে পরাণ দি॥

এই পদে কিন্তু শঙ্খ বণিকের করাতের কথা নাই।

চণ্ডীদাসের রাধা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে

গৃহকাজ করি, গুমরিয়া মরি, ফুকরি কান্দিতে নারি।
নাহি হেন জন, করে নিবারণ, যেমত চোরের নারী॥
(পৃঃ ৩৬)

জ্ঞানদাস ঐ কাঁদিতে না পারাকেই প্রথম স্থানে দিয়া লিখিয়াছেন—

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিচয়ে মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই ॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতেও পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি ॥
চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়া পড়শীর ডরে।

(৬৮)

এই পদে রাধা একবার কানাইয়ের কাছে তাঁহার দুঃখের কথা বলিতেছেন, আবার সেই কানাইয়েরই নিঠুরতার অনুযোগ করিতেছেন। কথার ফাঁকে কৃষ্ণের চাঁদ মুখের কথা বলিয়া নিজের রূপানুরাগও প্রকাশ করিতেছেন। চণ্ডীদাসের পদটিতে এত বিপরীতভাবের সংঘাত নাই।

জ্ঞানদাসের "বন্ধু হে কানাঞি মোর বন্ধু হে কানাঞি, তোমা বিনে তিলেক জুড়াতে নাঞি ঠাঞি" (৬১) স্পষ্টতঃ চণ্ডীদাসের

তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া সোধায় মোরে হেন জন নাই।

(পৃঃ ৫২)

এই দুই চরণের আদর্শে লেখা। চণ্ডীদাসের রাধা বলেন—

সই, জাতি জীবন কালা।
তোমরা আমারে যে বল সে বল
কালিয়া গলার মালা

(পৃঃ ১৬)

জ্ঞানদাসের রাধা ঠিক এই সুরেই বলিতেছেন—

কানু সে জীবন জানি প্রাণধন
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলী
নিমিখে নিমিখে হারা ॥

(৬৩)

চণ্ডীদাসের পদের ভঙ্গী ও সুর জ্ঞানদাসের এই সময়ের আরও কয়েকটি লেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পরিণত বয়সের রচনায় চণ্ডীদাসের প্রভাব কিছু কিছু থাকিলেও তাহা তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীর অন্তরালে চাপা পড়িয়াছে।

জ্ঞানদাসের ব্রজবুলির পদগুলি যে তাঁহার শিক্ষানবিশী যুগেরই লেখা তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। বিদ্যাপতির অনুকরণ করিতে করিতে তিনি ব্রজবুলিতে পদ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোবিন্দদাসের মতন পুরাপুরি ব্রজবুলিতে তিনি কোন পদই লেখেন নাই। ইহা কি তাঁহার অক্ষমতার নিদর্শন, না ইচ্ছাকৃত? বিদ্যাপতির অনুসরণে যে ৪০টি পদ তিনি লিখিয়াছেন, তাহার ভাষার সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায় আর ৩০টি পদে।* কিন্তু এই ত্রিশটিপদে বিদ্যাপতির অলঙ্কার-বাহুল্য নাই, শব্দালঙ্কার নাই, এবং তাঁহার ভাবেরও অনুসরণ নাই। ইহার মধ্যে রাধার পূর্ব্বরাগের একটি পদে (১২২) আছে—

ফুয়ল কবরী, উরহি লোটায়ত,
কোরে করত তুয় ভানে।

ইহা চণ্ডীদাসের 'আউলাইয়া বেণী, ফুলেতে গাঁথনী, দেখয়ে খসাইয়া চুলি' (পৃঃ ৬) এর প্রতিধ্বনি। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের একটি পদে (১৩০) দেখা যায় যে নায়ক দূতীকে বলিতেছেন—

* ১২২, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৪২, ২০৬, ২০৮, ২৪৫, ২৯৫, ২৯৬, ৩৬৯, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৪, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০৪, ৪০৫, ৪১৪, ৪১৬, ৪১৭, ৪২৯, ৪৩১, ৪৪০, ৪৪৬, ৪৪৮।

আর ৬৩টি পদে ব্রজবুলির ছিঁটেফোঁটা মাত্র দেখা যায়—যথা ১১৪, ১২৯, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৪১, ১৪৮, ১৫১, ১৬৬, ১৮০, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৯, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২১৪, ২১৮, ২২২, ২২৪, ২২৮, ২২৯, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৯, ২৪৪, ২৫৮, ২৬৬, ২৯৩, ৩১১, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৯, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৭, ৩৪৮, ৩৭০, ৩৮০, ৩৮৪, ৪০০, ৪০১, ৪০৩, ৪০৬, ৪০৭, ৪১১, ৪১৮, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৮, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫।

"ঐছে দিবস খণ হোয়ব সুলখণ মোহে মিলবি ধনী রাই।
সো তনু পরশয়ে, তাপ সব মেটায়ে,
তব হাম জীবন পাই॥"

ইহা মৈথিলী ভাষাও নহে, ব্রজবুলিও নহে; ভাব প্রকাশে ইহার অক্ষমতাও সুস্পষ্ট। রাধার তনু স্পর্শ করিলে শ্রীকৃষ্ণের দেহের তাপ দূর হইবে এবং তিনি জীবন পাইবেন —এই কথার মধ্যে যেমন কবিত্বের অভাব, তেমনি পারম্পর্য্যের অভাব। অন্য একটি পদে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে মেয়েদের মধ্যে যে অনুপমা সুন্দরী গজগামিনী সে কে? উত্তরে সহচরী যাহা বলিল, তাহার অর্থ অনেক টানিয়া বুনিয়া করিতে হয়—

সরস সম্বাদ সম্বাদই সহচরি
কনয়-দাম রুচি গোরি।
মাঝহিঁ মাঝ বিরাজই ও ধনি
বৃখভানু-রাজ-কিশোরি
(১৩৫)

কবি বলিতে চাহেন যে সহচরী সরস সম্বাদ দিয়া বলিলেন যে রমণীদের মাঝখানে যে স্বুবর্ণকান্তি গৌরী রহিয়াছেন তিনি হইতেছেন বৃষভানুরাজের কিশোরী কন্যা।

"ছলে দরশায়ল উরজক ওর" ইত্যাদি পদে (২৪৫ ক) রাধার যে প্রগল্‌ভা চিত্র কবি অঙ্কন করিয়াছেন তাহার সহিত বিদ্যাপতির 'অলখিতে হমে হেরি বিহসলি থোর' ইত্যাদি পদের (২৩০) সামান্য একটু মিল দেখা যায়। বিদ্যাপতির রাধা হাত দিয়া লীলাকমল উঠাইয়া ভ্রমরকে তাড়না করিতে যাইতেছেন এমন সময় যেন সহসা তাঁহার পয়োধর শোভা ব্যক্ত হইল (ইহার মধ্যে অনেকখানি শালীনতা আছে)। জ্ঞানদাসের রাধা একবার নিজের পানে চাহিয়া আবার মাধবের পানে চাহিলেন; চুম্বন ও আলিঙ্গনের ইঙ্গিত করিলেন; কৃষ্ণবর্ণের কানড় ফুল তুলিয়া বসনের মধ্যে রাখিয়া এবং নীলকমলে মুখ রাখিয়া নিজের বাসনা আরও প্রকট করিলেন। এই বর্ণনার মধ্যে বিদ্যাপতির রাধার হাসির সঙ্গে যেন রাত্রি সহসা চন্দ্রিমায় উজ্জল হইল, বা কুটিল কটাক্ষের সঙ্গে 'মধুকর-ডম্বর অম্বরে ভেল' প্রভৃতি অনুপম তুলনার কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। জ্ঞানদাস কিন্তু নিজের বর্ণনায় নিজেই মুগ্ধ, তিনি রাধার রসিকতা দেখিয়া কৃষ্ণ, রাধা এবং রাধার জনকজননীকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

কয়েকটি ব্রজবুলির পদে কিন্তু উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনাময় চিত্রধর্মী রচনার লক্ষণ দেখা যায়। মান পর্য্যায়ের একটি পদে (৩২৪) শ্রীকৃষ্ণ হতাশ হইয়া বলিতেছেন যে এত অনুনয় করিতেছি, কিছুই তুমি কানে তুলিতেছ না, তোমার মনে যে কি ভাব হইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এমন শুষ্ক কঠিন মৌনতার পরিবর্ত্তে যদি তুমি "কুটিল নেহারি গারি যব দেয়বি, তবহিঁ ইন্দ্র-পদ মোর", (৩২৪) আমার প্রতি কুটিল দৃষ্টিতে তাকাইয়া গালি দিতে তাহা হইলে সেও যে আমার ইন্দ্রত্ব তুল্য মনে হইত; তোমার নীরবতার চেয়ে গালি এতই আমার কাছে কাম্য। শ্রীকৃষ্ণ সুচতুর নায়ক, তিনি জানেন যে বকিলে ঝকিলে রাধার রাগ পড়িয়া যাইবে, মিলনের পথ পরিষ্কার হইবে। আর একটি পদে দেখি দূতী রাধার কাছে কৃষ্ণের ভালবাসার গভীরতা প্রকাশ করিবার জন্য বলিতেছেন যে কৃষ্ণের দেহ যেন পটে আঁকা ছবির মতন ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহার মর্ম্মের কথা কেহ বুঝিতে পারে না, জিজ্ঞাসা করিলেও অস্ফুট ভাষায় কি যেন বলেন, শুধু তাঁহার নয়ন দুইটী হইতে অঝোর ধারায় অশ্রু পড়িতে থাকে—

চীত পুতলি সম দেহ।
মরম না বুঝ এ কেহ॥
পুছিতে কহএ আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরয়ে দুন আঁখি।
(১৩১)

এই ধরণের পদে যে কলা-কৌশল আছে তাহা কোন শিক্ষা নবীশের পক্ষে আয়ত্ব করা সম্ভব নহে।

জ্ঞানদাসের অধিকাংশ ব্রজবুলির পদে কেবলমাত্র সর্ব্বনাম —(তুহুঁ, তুয়া, হম, মঝু, সেহ, তাহে, তছু, ইহ, উহ), ক্রিয়া (কর, দেওত, খাওত, ভৈগও, ভেল, বিছুরল) এবং কাল-বাচক (তৈখনে, যবহুঁ, তবহুঁ) শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

এ যেন বাংলা পদের মধ্যে ব্রজবুলির ছিটেফোঁটা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে বয়ানে রহু আরতি অনেক॥

ইত্যাদি পদের মধ্যে একটু ব্রজবুলির প্রক্ষেপ—

সখিগণ হেরই ঝরকহিঁ ঝাঁকি।
আরতি অধিক তিপিত নহ আঁখি॥
(২০৬)

সাদা বাংলায় এক চরণ, ব্রজবুলিতে দ্বিতীয় চরণের দৃষ্টান্ত—

গদগদ কহে কথা নাগর পাশ।
তুহুঁ কাহে মাধব ভেলি উদাস।
(২৯৩)

অথবা—

কুসুম বিকাশল, রাসস্থল ঝলমল,
কানু শুনল নিজ কানে
দূতিক বোলে, দোলে ঘন অন্তর,
আনন্দে ঝরে দুই আঁখি।
রাধা সুমুখি, সফল তনু মানই,
পুন পুন কহ চল দেখি॥
(৩৭০)

অথবা নৌকা-বিলাসের পদে—

কর্ণধার-বর, চড়িয়া তরণি পর,
আওল রাইক পাশে।
চড় সভে পারে, উতারব এ ধনি,
কিছু নাহি ভাব তরাসে॥
(৩৩৭)

এই ধরণের ব্রজবুলির ছিটেফোঁটা-দেওয়া পদগুলির মধ্যে দুই একটিতে সুন্দর কবিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। রাধার দূতী রাধাকে বলিতেছেন যে আমাকে শ্যাম যখন দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি যেন অমৃতের সরোবরে অবগাহন করিলেন—"অমিয়া সরোবরে করু অবগাহা"। তাঁহার দেহ পুলক রোমাঞ্চে পূর্ণ হইল এবং "লোরে ভরল দুহুঁ নয়ন-দুকূল" (১৩৩)। নায়কের এই অসাধারণ প্রীতির কথা শুনিয়া রাধিকার মনের ভাব কেমন হইল তাহা কবি পাঠককে কল্পনা করিয়া লইবার ভার দিয়াছেন।

জ্ঞানদাস এই ধরণের আর একটি পদে (২২৮) অতি অল্প কথায় পরম রমণীয় এক প্রেমের কাহিনী বলিয়াছেন। রাধা যমুনায় স্নান করিতে যাইতেছেন, তাঁহার সঙ্গে যিনি আছেন তাঁহার নাম পর্য্যন্ত করিতে রাধা নারাজ, শুধু বলিতেছেন "সঙ্গহি কাল সমানে" তিনি যেন রাধার কাল বা যমের মতন। এমন সময়ে অলক্ষ্যে কানাই আসিয়া জুটিলেন। সেই কাল সমান ননদিনী আগে আগে যাইতেছেন, এদিকে কানাই পিছন হইতে আসায় রাধার 'বঙ্ক বয়ান'। এই 'বঙ্ক বয়ান' বলিতে কত কিছু বলা হইল! রাধা কি শুধু মুখ ফিরাইয়া শ্যামকে দেখিয়া লইলেন! এমন পরিস্থিতিতে আর মিলনের সুযোগ কোথায়? রাধা কিন্তু বলিতেছেন নাথ আমার বডই রসিক; ইহার মধ্যেও কার্য্য নির্ব্বাহ কবিল। কানাই চুপিচুপি পিছনে পিছনে আসিতেছেন দেখিয়া রাধা যেই তাঁহার শ্যামলদেহ দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইয়াছেন, অমনি শ্যাম 'অলখিতে চুম্বন কেল'। এখানে শুধু কান্তই কি চতুর? রাধার "ভাবে অবশ তনু ভেল", রাধার পক্ষে ননদিনীর সঙ্গে তাল রাখিয়া চলাই কঠিন হইল। কিন্তু না চলিয়াই বা উপায় কি?

বিহি দিল কণ্টক হাথে।
চললিহু অধমক সাথে॥
(২২৮)

বিধাতা যে রাধার হাতে ননদিনীরূপ কাঁটা ফুটাইয়া রাখিয়াছেন। সে কাঁটা তুলিয়া ফেলা যায় না। কাজেই সেই অধমের সঙ্গে রাধাকে চলিতে হইল। ননদিনীর নাম পর্য্যন্ত করিতে রাধার বিষম বিতৃষ্ণা, এই সব বিশেষণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানদাসের কবি-প্রতিভা যখন পূর্ণ-বিকশিত তখনও তিনি যে ব্রজবুলির ব্যবহার বর্জ্জন করেন নাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই পদটিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু মোটের উপর বলা যায় যে জ্ঞানদাস খাঁটি বাংলা পদ রচনায় যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, ব্রজবুলির

পদে সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই। একই বিষয় লইয়া, বোধ হয় একই সময়ে রচিত দুইটি পদের তুলনামূলক বিচার করিলে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। রাধার দিব্যোন্মাদ দশায় একটি ভ্রমর তাঁহার নিকটে সহসা আসিলে তিনি ভাবিলেন বুঝি এ মথুরা হইতে কৃষ্ণের দূত হইয়াই আসিয়াছে। তিনি বলিলেন—

অলি হে না পরশ চরণ হামারি।
কানু অনুরূপ বরণ গুণ যৈছন
ঐছন সবহুঁ তোহারি॥
পুর-রঙ্গিনি-কুচ কুঙ্কুম রঞ্জিত
কানু-কণ্ঠে বন-মাল।
তাকর শেষ বদনে তুয়া লাগল
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল॥

(৪৪৬)

হে ভ্রমর! তুমি আমার চরণ ছুঁইও না। তোমার বর্ণও যেমন কানুর মতন, ফুলে ফুলে মধু খাওয়ার গুণটিও তেমনি তাহার মতন। মথুরাপুরীর রঙ্গিনীদের কুচের কুঙ্কুমের দাগ কানুর গলার বনমালায় লাগিয়াছে, সেই বনমালার উপরে আবার তুমি বসিয়াছিলে বলিয়া তোমার মুখেও সেই দাগ। ইহা দেখিয়া জ্ঞানদাসের হৃদয় কাল হইল। ভাগবতে (১০।৪৭।১২) ইহার মূল এইরূপ—ওহে মধুপ। ধূর্ত্তের দূত! আমাদের সপত্নীদের স্তনমণ্ডলের দ্বারা কৃষ্ণের গলার বনমালা মর্দ্দিত ও স্তনলিপ্ত কুঙ্কুমে অনুরঞ্জিত হইয়া থাকে; তোমার শ্মশ্রুতে সেই বনমালার কুঙ্কুম লাগিয়াছে। তুমি আমাদের চরণ ছুঁইও না। জ্ঞানদাস. এখানে অনুবাদকের কাজ করিয়াছেন; কিন্তু ইহার পটভূমিকাটি তিনি নিজে রচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে নিকুঞ্জে রাই প্রলাপ বকিতেছিলেন সেইখানে সুমধুর গুঞ্জন করিতে করিতে মধুকর আসিয়া উপস্থিত হইল। রাধার চরণের নিকট উড়িয়া যাইতেই রাধা চেতনালাভ করিয়া সখীকে ভর দিয়া বসিলেন এবং সচকিত লোচনে দেখিতে লাগিলেন। এটি সুন্দর হইলেও সুন্দরতর হইতেছে পরের পদটি (৪৪৭); এই পদে জ্ঞানদাস ব্রজবুলি একটিও ব্যবহার করেন নাই; ভাগবতের কোন শ্লোক-বিশেষের ভাবও লন নাই। রাধা ভ্রমরকে শ্লেষ করিয়া বলিতেছেন—

ওরে কালা ভ্রমরা তোমার মুখেতে নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী যথা নিদারুণ হরি
আমার মন্দিরে কিবা কাজ॥

ভ্রমরের নির্লজ্জতা কোথায় দেখা যায় তাহাই পদটিতে বলা হইয়াছে। রাধা নিজের দুঃখের কথা না বলিয়া ব্রজবাসীদের দুঃখের কথা বলিতেছেন। তাঁহাদের দশা দেখিলে চোখ ফেরানো যায় না, আবার তুমি আসিয়া তাঁহাদের শোকের আগুন, যাহা একটু নিভিয়া আসিতেছিল, তাহা জ্বালাইয়া দিলা। তুমি সুখী লোক, এ দুঃখের ধামে আসিলে কেন?

মথুরায় কর বাস থাকহ শ্যামের পাশ
চূড়ার ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি এথা কেনে দুখ দিতে মোর প্রাণে
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও॥

রাধার মনের অবস্থা এমন যে ভ্রমরকে দেখিয়াও তাঁহার ঈর্ষা হয়—ভ্রমর শ্যামের পাশে থাকিতে পারে, তিনি তাহা পারেন না। তিনি ভ্রমরকে তাঁহার মন্দির (ঘর) ছাড়িয়া শীঘ্র চলিয়া যাইতে বলিতেছেন বটে, কিন্তু রাগ ভুলিয়া তখনই তাহাকে অনুনয় করিছেন—

সে সুখ-সম্পদ মোর তুমি জান মধুকর
এবে সে আমার দুখ দেখ।
কহিয় কানুর ঠাম ইহ বিরহিণী নাম
জ্ঞানদাস কহে না উপেখ॥

যে ভ্রমরকে ধিক্কার দিয়া পদের আরম্ভ, তাহারই নিকট বিরহিণীর নামটুকু শুধু কানুর কাছে বলিবার অনুরোধ দিয়া শেষ করার মধ্যে শ্রীরাধার বিরহোন্মাদ যেমন সুতীব্র ভাবে প্রকট হইয়াছে তাহার তুলনা মেলা ভার। কবিও রাধার সঙ্গে সুর মিলাইয়া মিনতি করিতেছেন—দেখিও যেন দীনা বলিয়া উপেক্ষা করিও না। শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বল নীল-মণিতে দেখাইয়াছেন যে ভ্রমর গীতার দশটি শ্লোকে চিত্রজল্পের

অন্তর্গত প্রজল্প, পরিজল্প, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প ও সুজল্প প্রকটিত হইয়াছে। শ্রীরূপের এইরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব-বিশ্লেষণের পরও যে জ্ঞানদাস এই বিষয়ের বর্ণনাতে মৌলিকতা দেখাইতে পারিয়াছেন ইহা তাঁহার কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

৩। জ্ঞানদাসের কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য

বিদ্যাপতির অলঙ্কার-বৈচিত্র্য ও চণ্ডীদাসের ভাবোচ্ছ্বাসের অনুসরণ করিতে করিতে জ্ঞানদাস তাঁহার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী আবিষ্কার করিলেন। সেই ভঙ্গীর মধ্যে স্বল্পকথায় ভাবের সংহতরূপ ফুটাইয়া তোলাই বৈশিষ্ট্য। কবি একটুখানি বলেন, পাঠককে অনেকখানি কল্পনা করিয়া কবিতার পাদপূরণ করিতে হয়। চণ্ডীদাসের রাধা প্রেমের স্বরূপ সন্ধান করিতে যাইয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। কখন বলেন পিরিতি পাবক, কেন না সকল অঙ্গে সে জ্বালা ধরাইয়া দেয়; কখন বলেন পিরিতি ব্যাধি, কখনও বা উহা শেলের মতন বুকে যাইয়া বিঁধে। একবার নিজের বোকামিকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন—'আমরা সরল, পিরিতি গরল', আবার কৃষ্ণকেই 'কালা গরলের জ্বালা' এবং বংশী যেন সাপ হইয়া দংশন করিল বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। জ্ঞানদাসের রাধা বলেন—

বিষেতে জিনিল সর্ব্ব গা।
গা মোর কেমন করে নাহি চলে পা॥
প্রেম নহে পিরিতি নহে বাদিয়ার তন্ত্র।
কাল সাপে খেদাইলে নাহি শুনে মন্ত্র॥
(২৪৯)

রাধার সমস্ত দেহে যেন বিষ লাগিয়াছে। তাই তাহার গা যেন কেমন করে—ঠিক কেমনটি করে তাহা বুঝাইয়া বলা যায় না। শুধু দেখা যায় যে সে আর চলিতে পারিতেছে না, চলিতে গেলে বুঝি টলিয়া পড়ে। এ চলা কি কেবল পায়ে চলা? তাহা নহে, সংসারের কোন কিছুই আর সে করিতে পারে না। তোমরা বলিবে যে প্রেমে পড়িলে লোকের অমন ধারা হইয়া থাকে। রাধা যেন এই কথার দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন এ প্রেমও নয়, পিরিতিও নয়। তবে কি? রাধা বলেন এ যেন কোন বাদিয়ার তন্ত্র—আমাকে যেন কোন যাদুকর যাদু করিয়াছে, না হইলে কি এমন করিয়া আমি আমার নিজের উপর কর্তৃত্ব হারাই? সখীরা বলেন যে বেশ তো বিষেই যদি শরীর জর্জ্জর হইয়া থাকে, অথবা যাদুকরেই তোমাকে সম্মোহিত করিয়া থাকে তাহা হইলে মন্ত্রতন্ত্র করাও না কেন? রাধা বলেন যে কালসাপ যখন তাড়া করিয়া আসিতেছে তখন কি সে মন্ত্র শুনে? এই সর্ব্বনাশা প্রেম যে রাধাকে গ্রাস করিবার জন্য পিছনে পিছনে ছুটিতেছে, ইহার হাত হইতে তাহাকে বাঁচাইবে কিরূপে? রাধা নিজেই বলিয়া দিতেছেন যে কদম্বতলাতেই ইহার একমাত্র ঔষধ আছে, যদি তোমরা আমাকে বাঁচাইতেই চাও তবে সেইখানে গিয়া ফেলিয়া রাখ। জ্ঞানদাস আরও একটু রহস্য ভেদ করিয়া দিয়া বলিলেন "জীয়াইতে পারে সে রসিক-শিরোমণি"। বোধ হয় কবি বিষে বিষক্ষয় কথাটা অনুক্ত রাখিলেন।

রাধার মনে অনেক দুঃখ পুঞ্জীভূত হইয়াছে। দয়িতকে না বলিতে পারিলে তাঁহার মনের ভার লাঘব হইতেছে না। তাই রাধা নিজেই সঙ্কেত করিয়া কৃষ্ণকে আনাইয়াছেন—

সঙ্কেত পাইঞা তুমি আইলে আপনি।
কহিব সকল কথা জাগিব রজনী॥
আপনি কহিব আমি আপন বসত।
গৃহমাঝে লোকলাজে গোয়াঁইব কত॥
নিশি দিশি মনে মোর উঠে যতখানি।
না দেখিলে যত হএ বুঝহ আপনি॥
(২৬২)

রাধা কৃষ্ণের দেখা পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিতেছেন আজ সারারাত ধরিয়া আমার মনের কথা সব বলিব, একটু

সময়ও ঘুমাইয়া নষ্ট করিব না। আমার যে কিভাবে ঘরে বাস করিতে হয় তাহা সব তোমাকে খুলিয়া বলিব। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই রাধার কথার খেই বুঝি হারাইয়া গেল। অথবা অনেক দুঃখের, অনেক লাঞ্ছনার কথা মনে পড়ায় তিনি যেন একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। তিনি শুধু বলিলেন এই লোকলজ্জা সহ্য করিয়া আর কতদিন ঘরের মাঝে কাটাইব? তোমাকে যদি দেখিবার চেষ্টা না করি তাহা হইলে হয়তো গুরুজনের গঞ্জনা এতটা ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু তোমাকে না দেখিলে আমার মনে যে কি কষ্ট হয় তাহাও কি বুঝাইয়া বলিতে হইবে? রাধা এক কথায় তাহা প্রকাশ করিলেন—'না দেখিলে যত হএ বুঝহ আপনি'। এই এক টুকরা কথার মধ্যে জানা গেল যে রাধার প্রেম সার্থক, কেননা রাধার দৃঢ় বিশ্বাস, না দেখিলে যে কত দুঃখ হয় তাহা কৃষ্ণ নিজেই ভালরকম বুঝেন। ইহার পর রাধা দুঃখের কথা বলিতে ভুলিয়া গেলেন। তিনি তাঁহার বন্ধুকে বলিতেছেন যে এই অমাবস্যার রাত্রিতে তোমার যখন দেখা পাইয়াছি, তখন "প্রকাশিব মনে মোর যত অনুরাগ"। আবার অনুরাগ প্রকাশ করার কথা মনে হইতেই ভয় উঠিল, একটু পরেই তো ছাড়াছাড়ি হইবে! রাধা বলেন—

বিরলে পাইলুঁ তোমা ছাড়িব কেমনে।
লুকাঞা রাখিব তোমা যৌবনের বনে ॥

যৌবনের বন জ্ঞানদাসের আবিষ্কৃত এক নূতন কল্পলোক; সেখানে দুখিনী রাধার মন হারাইয়া যায় (১৫৮), আবার সেই গহন বনেই তিনি তাঁহার দয়িতকে লুকাইয়া রাখিতে চাহেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য জ্ঞানদাসের নিকট এই কল্পলোকের সন্ধান পাইয়া লিখিয়াছেন "যৌবন-বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো"। রাধার দুঃখের কথা বলা হইল না, তাঁহার মনের যত অনুরাগ তাহাও জানানো হইল না, কেননা বন্ধুকে পাইবামাত্র তাঁহার ভয় হইতে লাগিল এই বুঝি হারাই, এই বুঝি রাত্রি শেষ হইয়া যায়। তিনি প্রার্থনা করেন যে সূর্য্যের যেন আর উদয় না হয়, এই মিলন রাত্রি যেন অনন্তকাল ধরিয়া বর্ত্তমান থাকে। কেন না একভিল বিচ্ছেদের কথা শুনিলেও যে রাধা মরিয়া যান। মরিলেই কি শান্তি আছে? জ্ঞানদাস বলেন—

মরিলে সন্ধান নাহি নাহি সমাধান।
জ্ঞানদাসের বাণী পাষাণে নিশান ॥

মরিলেও শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান পাওয়া যাইবে না, তাঁহাকে না পাইবার দুঃখেরও সমাধান হইবে না। এই কথাটি কবি অন্য একটি পদেও বলিয়াছেন (২৫২)। চণ্ডীদাসের রাধা ভাবেন মরিলেই বুঝি সব তাপ ঘুচে (পৃঃ ৯২), অথবা 'হেন মনে করি, বিষ খাইয়া মরি, যাউক সকল দুখ' (পৃঃ ৯৪)। জ্ঞানদাস জানেন কৃষ্ণকে না পাইবার দুঃখ মরিলেও মিটিবে না। এই একটি পদে রাধার মনের আপাত বিরোধী ভাবের যে নিপুণ অথচ সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ জ্ঞানদাস করিয়াছেন তাহা পড়িতে পড়িতে ভ্রম হয় বুঝি বা কোন হাল-ফ্যাশানের মনস্তত্ত্বের সংঘাতমূলক নভেলের নায়িকার কথা পড়িতেছি।

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে একটিমাত্র জ্ঞানদাসের পদ আছে। তাহাতে রাধা বলিতেছেন যে অরুণ উদয় কালে ব্রজশিশুদের সঙ্গে তাঁহার প্রাণনাথ গোঠে যাইতেছেন। তখন—

একদিঠে গুরুজনে আর দিঠে পথপানে
চাহিতে পরাণ করি হাথ ॥
(২৮৭)

এই অর্দ্ধকলির মধ্যে রাধার অন্তর্দ্বন্দ্বের কতখানিই না বলা হইল। পথের পানে তাঁহাকে চাহিতেই হইবে, না হইলে যে প্রাণনাথের সঙ্গে দেখা হয় না; কিন্তু ভাল করিয়া কি চাহিবার জো আছে? গুরুজনেরা যে কাছে-ভিতেই আছেন, তাঁহারা দেখিলে কি বলিবেন? সুতরাং রাধা এক চোখ গুরুজনের দিকে নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, আর এক চোখ দিয়া যেন ক্ষণেকের জন্য কান্তকে দেখিতেছেন, কিন্তু সে তো দেখা নয়, যেন পরাণ লইয়া খেলা; লোকে দেখিতে পাইলেই তাঁহার প্রাণান্ত লাঞ্ছনা হইবে।

কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইলে রাধার যে দুঃখ হয় তাহা বলিতে যাইয়া রাধার যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। সুদীর্ঘ দিন, তাহার মধ্যে একবারও দেখা না পাইলে রাধার প্রাণ

রহে কি করিয়া? এই কথাটিই ছন্দের চিরায়িত দোলায় কবি ফুটাইয়াছেন—

পরাণ কাঁদে বঁধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তর দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া ॥
বার এক দেখা নাই সকল দিনে।
কেমনে রহিবে প্রাণ দরশন বিনে ॥

(৩১২)

তৃতীয় চরণের 'সকল' শব্দটি টানিয়া টানিয়া না পড়িলে ছন্দ পতন হয়; আর ঐ 'সকল' শব্দের মধ্যেই দিবসের সুদীর্ঘতা প্রকাশ পাইয়াছে। রাধা এখানেও নিজের দুঃখের কথা কৃষ্ণকে বলিতে যাইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না—'তুমি যে পরাণ বঁধু জান মোর মন'। এই কথাটুকুতেই যে রাধার সব কিছু বলা হইয়া গেল।

বিরহিনী রাধা মধুপুরে দূতী পাঠাইয়া কানাইকে সংবাদ দিতেছেন—

আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল।
কহিয় বন্ধুরে মোর এত পরিহার ॥
একতিল যাহা বিনু যুগশত মানি।
তাহে কি এতহুঁ দিন সহয়ে পরাণি ॥

রাধার সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার দুঃখ এই কয় ছত্রে যেন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। রাধা রোজই ভাবেন আজই হয়তো তাঁহার প্রিয়তম ফিরিয়া আসিবেন, আজ গত হয় দেখিয়া মনে করেন হয়তো কাল ফিরিবেন, কিন্তু তাঁহার আর আসার সময় হয় না—এই যে প্রতীক্ষার দুঃখ তাহা মিনতি বা পরিহার করিয়া কৃষ্ণকে জানাইতে বলিতেছেন। শ্রীচৈতন্যের 'নিমেষেণ যুগায়িতং' হয়তো জ্ঞানদাসকে 'একতিল যাহা বিনু যুগশত মানি' লিখিতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, কিন্তু পরের চরণে তিনি নিজস্ব ভঙ্গীতে রাধার দুঃখের অসহনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ইহার চেয়েও অনেক সংক্ষেপে আর একটি সংবাদ দূতীকে দিয়া রাধা পাঠাইতেছেন—

সহজেই কুলবতী বালা।
সো কি সহই প্রেমজ্বালা ॥
তাহে গুরুগঞ্জন বোল।
অহনিশি অন্তর ডোল ॥
তাহে নিতি প্রেমতরঙ্গ।
জোরি কবহুঁ নহ ভঙ্গ ॥
দুরজন সঙ্গ সঞ্চারি।
ব্যাধ মন্দিরে জনু শারী ॥

২৯০)

এই রকম ছন্দে রচিত চণ্ডীদাসের একটি পদ পদামৃতসমুদ্রে দেখা যায়—

শুন শুন সই কহিলু তোরে।
পিরিতি করিয়া কি হৈল মোরে ॥
পিরিতি পাবক কে জানে এত।
সদাই পুড়িছে সহিব কত ॥
পিরিতি দুরন্ত কে বলে ভাল।
ভাবিতে পাঁজর হইল কাল ॥
অবিরত বহে নয়ানে নীর।
নিলজ পরাণে না বান্ধে থীর ॥
দোসর ধাতা পিরিতি হইল।
সেই বিধি মোরে এতেক কৈল ॥
চণ্ডিদাসে কহে সে ভাল বিধি।
এই অনুরাগে সকল সিধি ॥

(চণ্ডীদাস পৃঃ ৮৮)

ইহাতে একটি কেন্দ্রগত ভাবকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। জ্ঞানদাসের পদে যেন অর্দ্ধেকখানি বলিয়া কানুকে আর অর্দ্ধেক বুঝিয়া লইতে বলা হইয়াছে। একে গুরুজনদের গঞ্জনায় রাধার অন্তর দিনরাত দুলিতেছে, তাহার উপর আবার 'নিতি প্রেমতরঙ্গ' প্রতিনিয়ত প্রেমের হিল্লোলে বহিয়া যাইতেছে। এ যে অন্তরে বাহিরে দোলা। কিন্তু প্রেম-তরঙ্গের দোলা এমনই মধুর যে রাধা বলেন যে চোখের দেখা না হইলেও মনের ভিতর যে মিলন তিনি অনুভব করেন

তাহা যেন কখনও ভঙ্গ না হয়। মনে মনে এই প্রার্থনাটি জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে রাধা দূতীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইতেছেন যে তাঁহাকে দুর্জ্জনদের সঙ্গে চলিতে ফিরিতে হয়, তাহারা যেন ব্যাধ আর তিনি যেন তাহাদের জালে আবদ্ধা শারী পক্ষিণী—কখন যে তাঁহাকে মারিয়া ফেলে তাহার ঠিকানা নাই! এই ছন্দে জ্ঞানদাস আরও কুড়িটি পদ রচনা করিয়াছেন *। সবগুলি পদই যে সমান ভাবঘন তাহা বলা যায় না। বিদ্যাপতি প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের অনুসরণ করিয়া নায়িকাদ্ভুতম্ বা নায়িকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত নানারূপ উপমা দিয়া তাহাদের একত্র অবস্থিতির অসম্ভবত্ব দেখাইয়াছেন। জ্ঞানদাস ছোট্ট একটি পদে (১৫৬) নায়কাদ্ভুতম্ দেখাইয়াছেন। মেঘের গায়ে চপলা (পীতবসন) অচপল হইয়া আছে, শশাঙ্ক (মুখচন্দ্র) মৃগাঙ্করহিত হইয়া শোভা পাইতেছে, ময়ূর মেঘের উপরে নাচিতেছে (জলদবরণ শ্যামের মাথায় ময়ূরের চূড়া), চাঁদের (মুখচন্দ্রের) চারিপাশে অলিকুল (কেশকলাপ) উড়িতেছে ইত্যাদি বর্ণনা গতানুগতিক, কিন্তু তাহারই মধ্যে জ্ঞানদাস সহসা নূতনত্ব আনিয়াছেন এই বলিয়া যে একজায়গায় মেঘ উঠিল, আর অন্য জায়গায় জল পড়িল এই হইতেছে সবচেয়ে আশ্চর্য্য কথা। শ্যামজলধর রাধার হৃদয়-আকাশে উদিত হইলেন, অথচ নয়নযুগল হইতে বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। কবি কখন যে দৈহিক রূপের ও সাজসজ্জার কথা বলিতে বলিতে অন্তরলোকে প্রবেশ করিয়াছেন তাহা জানাও যায় নাই। রাধার মনের সাধ এই যে যেন বিজুরি হইয়া ঐ মেঘের গায়ে জড়াইয়া থাকেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বারমাস্যার পদগুলি সাধারণতঃ আকারে বেশ বড়। মাত্র আটটি চরণে ছয়ঋতুতে রাধার বিরহব্যথা প্রকাশ করিবার কৃতিত্ব একমাত্র জ্ঞানদাসই দাবী করিতে পারেন।

হিম শিশিরে রিপু মদন দুরন্ত।
দ্বিগুণ তাপায়ল রীতু বসন্ত ॥
(৪৪১)

এ যেন জাপানী কবিতার প্রাচীন সংস্করণ!

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিতে সখ্য ও বাৎসল্যরসের একটি পদও নাই। নিত্যানন্দ গোষ্ঠীর কবিরাই প্রথমে গোষ্ঠলীলার সখ্যের পদ লিখিতে আরম্ভ করেন। বলরাম দাস এই বিষয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। জ্ঞানদাসের নাম বলরামদাসের পরে করিতে হয়। সখারা কৃষ্ণকে ছাড়িয়া গোষ্ঠে যাইতে পারেন না। তাঁহারা সকালে আসিয়া কানাইকে ডাকাডাকি করিতেছেন, তাঁহার দেরি হইতেছে দেখিয়া ভয় দেখাইতেছেন যে তুমি যদি না যাও সাফ্ বলিয়া দাও, আমরা চলিয়া যাই। ধমক দিয়া বলেন এতবেলা পর্য্যন্ত তুমি ঘরে বসিয়া কি এমন রাজকাজ কর—"এ তোমার কোন ঠাকুরাল"। কৃষ্ণকে এমন করিয়া ধমক দেওয়া আর কোন কবির পদে দেখা যায় না। কড়া কথায় কাজ হইল না দেখিয়া সখারা সুর নামাইয়া বলিতেছেন, তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে যে আমরা পারি না তাহা নহে, কিন্তু তাহাতে অন্তরেতে বড় ব্যথা পাই—

না জানি কিগুণ জান, সদাই অন্তরে টান,
তিল আধ না দেখিলে মরি
(৮৮)

এইবার কৃষ্ণ রাখালবেশে সখাদের সহিত বাহির হইলেন। সখারা কৃষ্ণবলরামকে মাঝখানে রাখিয়া গোষ্ঠে চলিতেছেন, কোন গোরু যদি এদিক ওদিক যায় তাহা হইলে তাঁহারাই "ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়" (৮৯); রামকৃষ্ণকে আর কষ্ট করিতে হয় না।

জ্ঞানদাসের সখ্যরসের শ্রেষ্ঠ পদ হইতেছে—

হিয়ায় কণ্টক দাগ বয়ানে বন্ধন লাগ
মলিন হইয়াছে মুখ শশী।
(১১০)

শ্রীকৃষ্ণ দুপুরবেলা সখাদের ছাড়িয়া শ্রীরাধার সঙ্গ-সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার দেহে সম্ভোগ-চিহ্ন রহিয়াছে, কিন্তু সরলমতি বালকেরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতেছেন যে রোদে রোদে ঘুরিয়া বুঝি কানাইয়ের মুখ মলিন হইয়াছে। তাঁহারা বনে বনে তাঁহাকে খুঁজিয়াছেন, কোথাও না পাইয়া খুব ব্যথা পাইয়াছেন। সেই ব্যথা

* ৭৯, ১২৩, ১২৯, ১৫৬, ১৭৩, ২০৩, ২০৭, ২২৮, ২৭১, ২৭৮, ৩০৩, ৩২২, ৩৭৯, ৩৮১, ৪২৩, ৪৩৩, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৫১।

প্রকাশের ভাষা খুব তীক্ষ্ণ—"আমা সভা প্রাণ কাটি যায়"। জ্ঞানদাস তাঁহার বয়স ও অভিজ্ঞতা সব ভুলিয়া সখাদের সঙ্গে এক হইয়া বালকভাবে বলিতেছেন—

জ্ঞানদাস কহে বাণী শুন ভাই নীলমণি
এ কোন চরিত তোর বল।
আমাদের ফেলে বনে যাও তুমি অন্যস্থানে
তুমি মোদের এক যে সম্বল॥
(১১০)

বলরামদাসও কৃষ্ণের নিকট এরূপভাবে অনুযোগ করিতে পারেন নাই। তবে বাৎসল্যরসের অভিব্যক্তিতে বলরাম দাস জ্ঞানদাস অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানদাসের নন্দোৎসবে শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইবার জন্য নন্দ আগ্রহ করিয়া বলেন "তুই হাত পসারিয়া বোলে কৃষ্ণ দেও মোরে" (৫) কিন্তু ইহাকে বাৎসল্যরস বলা যায় কিনা সন্দেহ। রাধার মায়ের বাৎসল্যভাব যেটুকু ফুটিয়াছে তাহাও যেন সখ্য-মিশ্রিত। বালিকা রাধা যখন বলিলেন যে যশোদা কৃষ্ণের নবজলধর রূপের পানে একবার আর রাধার বিজুরী-উজোর অঙ্গের দিকে একবার তাকাইয়া সূর্য্যের নিকট কি যেন প্রার্থনা করিলেন, তখন "ঝিয়ের কাহিনী, শুনি গোয়ালিনী, মুচকি মুচকি হাসে" (১০)। এই হাসির মধ্যে যেমন রাধার সুখসৌভাগ্যের ইঙ্গিতে আনন্দ-প্রকাশ রহিয়াছে, তেমনি একটু রহস্য উপভোগ করার চিহ্ন নাই কি?

জ্ঞানদাস, মূলতঃ মাধুর্য্যরসের কবি। তিনি পূর্ব্বরাগ হইতে সুদূর প্রবাস পর্য্যন্ত সকল বিষয়ের উপরই কিছু কিছু পদ রচনা করিয়াছেন। তবে তাঁহার খণ্ডিতার মাত্র দুইটি পদ কলহান্তরিতার একটিমাত্র পদ (৩৮৭) এবং প্রেম-বৈচিত্ত্যের একটিমাত্র কলি—'কোরে থাকিতে, দূর হেন বাসে, সদা লএ মোর নাম' (২২৩) পাওয়া যায়। অভিসার বর্ণনায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ দাস তাঁহার চেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। জ্ঞানদাস অভিসারের মাত্র ১৬টি পদ লিখিয়াছেন; তাহার মধ্যে একটি বর্ষাভিসারের (১৮০), একটি জ্যোৎস্নাভিসারের (১৮১), একটি দিবাভিসারের (১৮২), এবং একটি তিমিরাভিসারের (১৮৭) পদ। শেষোক্ত পদটিতে মাত্র রাধার 'সখিগণ সঙ্গ তেজি চলু একসরি' যাইবার কথা আছে। অন্যান্য প্রায় সকল পদেই রাধা সখীদের সহিত অভিসারে যাইতেছেন দেখা যায়। জ্ঞানদাসের অভিসারের মধ্যে না আছে গোপনতা, না আছে ব্যগ্রতা। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন যে রাধা নূপুর পায়ের উপর উঠাইয়া কাপড় দিয়া বাঁধেন, যাহাতে শব্দ না হয়, আর তাড়াতাড়ি যাহাতে চলিতে পারেন সেজন্য ভূষণাদি পরিহার করিয়া যথাসম্ভব হাল্‌কা হন। জ্ঞানদাসের রাধা কিন্তু নূপুর পরিয়া সাজ-গোছ করিয়া অভিসারে যান (১৮৪, ১৮৮, ১৯৪)। একটি পদে (১৮৮) তো একেবারে একদল সখীর সঙ্গে রবাব, মুরজ, বীণা প্রভৃতি লইয়া 'মঞ্জির রঞ্জিত মধুর ধ্বনি' করিতে করিতে রীতিমত শোভাযাত্রা করিয়া শ্যাম দরশনে যাইবার কথা আছে। শ্যামদর্শনের ব্যাকুলতা রাধাকে ত্বরান্বিতা করে না। "কত কত আভরণে অঙ্গ" সাজাইয়া (১৮৬) "ধীরে ধীরে চলিয়া যায়" (১৮৪)। কখন বা "পথে যাইতে বিনোদিনী আভরণ পরে" (১৮৫)। জ্ঞানদাস বোধ হয় অভিসারের কোন কোন পদ লিখিবার সময় গুরুজন পরিজন-বেষ্টিতা কুলবধূ রাধার কথা ভুলিয়া নিত্যবৃন্দাবনের নিত্যলীলার কথা ধ্যান করিতেছিলেন। তা না হইলে অভিসারের এমন বর্ণনা করা সম্ভব হয় কিরূপে—

আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ-আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া॥
রবাব খমক বীণা সুমিল করিয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া॥
(১৮৯)

ইহার মধ্যে গোপন-অভিসারের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই।

জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইতেছে অনুরাগের পদগুলি। অনুরাগ শব্দটি এখানে আমি একটু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। ইহার মধ্যে অনুরাগ, রূপানুরাগ এবং রসোদ্গারের ভালবাসার অতুলনীয় অভি-ব্যক্তির পদগুলিও ধরিতেছি। বিদ্যাপতি নায়কের রূপানু-রাগ লিখিয়াছেন, কিন্তু নায়িকার রূপানুরাগের পদ লেখেন নাই বলিলেই চলে। চণ্ডীদাসে অনুরাগকে ছাপাইয়া

আক্ষেপানুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানদাসের রাধা আক্ষেপ করিতে যাইয়াও অনুরাগের কথা বলিয়াছেন। চণ্ডীদাসের রাধা বলেন—

এ দেশে না রহিব সই দূরদেশে যাব।
এ পাপ পিরিতের কথা শুনিতে না পাব॥
(পৃঃ ১৫৯)

জ্ঞানদাসের রাধাও ইহাকে ব্রজবুলিতে রূপান্তরিত করিয়া বলিল—"প্রেমনাম যাঁহা শুনই না পায়ব সোই নগরে হাম যাব" (৩০৫), কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা, যাহারা প্রেম করে এমন লোকের চেহারাও দেখিতে নারাজ, জ্ঞানদাসের রাধা সেখানে নূতন প্রেম এবং প্রেমাস্পদের কথা ভাবিতে ভাবিতে ক্ষীণদেহা (৩০৫)। জ্ঞানদাসের রাধার কাছে 'পতির আরতি যেন জ্বলন্ত আগুনি' কিন্তু 'বন্ধুর পিরিতি বুকে বহিছে ত্রিবেণি' (৩০৭)। তিনি আক্ষেপের মধ্যেও বলেন "যথা তথা থাকি আমি তোমা বই নাহি জানি" (৬১); "তোমা বিনে তিলেক রহিতে ঠাঁই নাই" (২৮০)। রাধা অতি বড় দুঃখে বলেন যে এবারে যখন জন্ম হইবে তখন "আপনি হইব নন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা" (২৯৪)। তাহা হইলে বোধ হয় কানাই বুঝিতে পারিবেন রাধার কত জ্বালা। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এমন কথা কোন কবি লিখিতে পারিতেন না। জ্ঞানদাসের আক্ষেপের মধ্যে অনুরাগই প্রবল, সেইজন্য আমরা জ্ঞানদাসের পদাবলীতে অনুরাগ ও আক্ষেপানুরাগ একই প্রকরণের মধ্যে ধরিলাম।

জ্ঞানদাস অনুরাগের যে গভীরতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তুলনা মেলা কঠিন। 'কালার পিরিতে এ তনু বান্ধা, টুটিলে না টুটে বিষম ধান্ধা' (২৯৮)। আবার কানাই রাধার জন্য কদম তলায় প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন— 'তৃষ্ণা পেলে নাহি পিতে পানি' (২৮২); পাছে জল খাইবার জন্য একটু সময়ের জন্যও অন্যত্র গেলে রাধার সঙ্গে দেখা না হয়। কানাই রাধার

অঙ্গের বরণ সৌরভ যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া তখন সে দিগে ধায়॥

ছায়ার সহিত ছায়া মিশাইতে পথের নিকট রয়।
(২৭৩)

রায়শেখরের একটি পদেও পাওয়া যায়—

ছায়ায় ছায়ায় লাগিব লাগিয়া ফিরয়ে কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিগে সে মুখে সে দিন থাকে॥
(পদকল্পতরু ৬৭৯)

নরহরি সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখর জ্ঞানদাস অপেক্ষা সামান্য কিছুদিন পরের লোক হইবেন। রাধা বলেন—

আনের পরাণ-বন্ধু আনের অন্তরে থাকে,
আমার পরাণি তুমি।
তিল আধ না দেখিলে ও চান্দ বদন,
মরমে মরিয়ে আমি॥
২৭৭

কানাই রাধার শুধু হৃদয়ে থাকেন না, তিনিই রাধার প্রাণ। কিন্তু প্রাণ বলিয়াও রাধার তৃপ্তি হইল না, অন্য একটি পদে তিনি বলিতেছেন—

পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তম করি মানি।
(২৭৮)

ইহারই অনুসরণ করিয়া বসন্ত রায়ের কৃষ্ণ রাধাকে বলিয়াছেন—

গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর॥
(পদকল্পতরু ২৯১৫)

বিদ্যাপতি প্রকৃতিকে মানুষের ভোগ্যরূপে অঙ্কন করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের নায়ক নায়িকা তাঁহাদের নিজের সুখ-দুঃখ লইয়া এতই ব্যাপৃত যে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার মতন অবকাশ তাঁহাদের নাই। চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিরা বৃন্দাবনের তরুলতা পশুপক্ষীকেও চিন্ময় ও লীলার সহায়ক করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণ-বলরাম রৌদ্রের তাপে ধেনু চরাইতেছেন

দেখিয়া 'মেঘে আসি ছত্র ধরে'। বংশীবদন নৌকাবিলাস বর্ণনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—

কুম্ভীর মকর মীন উঠত
সঘনে বদন তুলি।
হরিষে যমুনা উথলে দ্বিগুণা
রাই কানু রূপে ভুলি॥

জ্ঞানদাসের পদে প্রকৃতি পিছনেই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার বসন্তবর্ণনা একান্ত গতানুগতিক। হোলি খেলায় ময়ূর, কোকিল, ভ্রমর, কালিন্দী, নদী সব আবীরের রংয়ে লাল হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কোন সক্রিয় অংশ নাই। মুরলীর গান শুনিয়া কিন্তু শারী শুক কোকিলা আনন্দিত হয় ও তরুলতায় ও কুসুমের মকরন্দ ঝরে (৩২৮), রাসের সময় ময়ূর, কপোত ও ভৃঙ্গ জোরে জোরে নাচে (৩৫৪)। আবার যখন বীণা ও পাখোয়াজ বাজিতেছে তখন 'কোকিল ভ্রমর গাওয়ে অতি সুস্বর' (৩৪৬)। বর্ষার সময় কিন্তু প্রকৃতি বিরহিনী রাধাকে উদাস করিয়া দেয়।

বাদর দর দর ডাকে ডাহুকী সব
শবদে পরাণ হরি নেল॥

শ্রাবণ মাসে যখন অনিবার ধারা বর্ষণ হইতে থাকে, তখন

নিশি আন্ধিয়ার অপার ঘোরতর
ডাহুকী কল কল ভাখ।
বিরহিনী হৃদয় বিদারণ ঘন ঘন
শিখরে শিখণ্ডিনী ডাক॥
(৪৩৪)

উৎকণ্ঠিতা রাধার পক্ষে মেঘগর্জ্জনের মধ্যে একলা রাত্রি কাটানো বড়ই কঠিন। তাঁহার,

প্রাণ করে উচাটনে।
দহয়ে দামিনী, ঘন ঘন ঝনি, পরাণ-মাঝারে হানে॥
(৩৮২)

সকল ঋতুর মধ্যে একমাত্র বর্ষাই জ্ঞানদাসের মনকে গভীরভাবে দোলা দিয়াছে।

জ্ঞানদাসের কবি-প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে হাস্য-রসের সৃষ্টি। বৈষ্ণব সাহিত্যে, বিশেষতঃ পদাবলীতে হাস্য রসের স্থান নিতান্ত সঙ্কীর্ণ। চণ্ডীদাসের গভীর-ভাবাবেগের ভিতর গুমরাইয়া কাঁদিবার অবকাশ প্রচুর। তাঁহার রাধা যখন সখাকে বলেন যে লোকে তাঁহাকে বৃথাই অপবাদ দেয়, তিনি জানেনই না 'কানু কালা কিবা গোরা' (পৃঃ ৬০) তখন শুধু একটুখানি মুচকিয়া হাসিবার অবসর মেলে। বিদ্যাপতিতেও কেবলমাত্র ননদিনীকে ছলনা করিবার পদে যৎকিঞ্চিৎ হাস্য রসের দৃষ্টান্ত মেলে। শ্রীরূপ গোস্বামী হাস্যরস সৃষ্টির জন্য শ্রীকৃষ্ণের সখা ও বিদূষক মধুমঙ্গলকে ভোজনপ্রিয় ব্রাহ্মণরূপে অঙ্কন করিয়াছেন। জ্ঞানদাস নৌকা-বিলাসে, দানখণ্ডে, রাসে, হোলিখেলায়, এমন কি মাথুরেও অনাবিল হাস্যরসের প্রস্রবণ ছুটাইয়াছেন।

নবীন কাণ্ডারী কানাই গোপীদিগকে নৌকায় চড়াইয়াছেন। স্রোতের প্রচণ্ড বেগে নৌকা ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার উপর আবার ঝড় উঠিয়াছে। তরঙ্গে তরঙ্গে নৌকাখানি দুলিতেছে। গোপীরা ভয় পাইয়া নায়াকে নৌকা বাহিয়া কিনারায় লইয়া যাইতে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমার কি আর জলের দিকে নজর দিবার শক্তি আছে! তোমরা আমাকে ক্ষীর সরের ভিতর কি যেন খাওয়াইয়া যাদু করিয়াছ, আমি তোমাদের মুখ হইতে চোখ আর ফিরাইতে পারিতেছি না। তোমাদের পাল্লায় পড়িয়া আমার প্রাণটাই যায় দেখিতেছি—

খাওয়াইয়া ক্ষীর সরে কি গুণ করিলা মোরে
আঁখি আর পালটিতে নারি।
আঁখি রৈল মুখ চাই জল না দেখিতে পাই
তোমরা হইলা প্রাণের বৈরি॥
(৩৬১)

অপরাধীর মুখে এমনতর উল্টা অভিযোগ শুনিলে কে হাসি সামলাইতে পারে?

দানলীলাতে কৃষ্ণ রাধিকার কাছে চুঙ্গী বা Octroi duty, চাহিতেছেন। রাধিকা বলিলেন যে তিনি জটিলার পুত্রবধূ, তাঁহাকে সকলেই জানে। কৃষ্ণ তাহার উত্তরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন—দেখ এখন আমি রাজকাজ করিতেছি, এখানে

জ্ঞানাগুনার কথা তুলিয়া কি হইবে, কর আদায় না করিলে আমার কর্ত্তব্যচ্যুতি ঘটিবে—

রাজ কাজ করি দান সাধি ফিরি
এথা কিবা পরিচয়।
(৩২৫)

রাধা শ্লেষের প্রচণ্ড তোড়ে কানাইয়ের এই কপট গাম্ভীর্য্য চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিলেন।—তুমি যে কত বড় লোক তা কি আর আমরা জানি না! শুনিয়াছি তুমি শিশুকালেই পূতনা নামে একটি মেয়েকে হত্যা করিয়া স্ত্রীবধপর্ব্ব সুরু করিয়াছ। তোমার দাপটে নাকি তৃণাবর্ত্ত নামে একটা ঘূর্ণিবাতাস বিনষ্ট হইয়াছে। কয়েকদিন আগেও দেখিয়াছি তুমি নন্দের বাড়িতে গড়াগড়ি যাইতেছ, আর সহসা একেবারে রাজকর্ম্মচারী বনিয়া কর আদায় করিতে আসিলে!

শুনিয়াছি শিশুকালে পূতনা বধেছ হেলে
তৃণাবর্ত্তের লয়েছ পরাণ।
এখনি নন্দের বাড়ি দেখিয়াছি গড়াগড়ি
এখনি সাধিতে আইলা দান॥
(৩২৭)

তারপর টিট্‌কারি দিয়া বলিলেন তুমি ক্ষণে ক্ষণে ভোল বদলাও, কিন্তু মেয়েদের পিছনে ঘুরিতে ছাড় না—

দণ্ডে কাচ নানা কাচ না ছাড় রমণী পাছ

অতএব তুমি যদি ফের কুপ্রস্তাবের ইঙ্গিত কর, তাহা হইলে তোমার মাথায় দই ঢালিয়া দিব।—শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কবি অনন্ত লিখিয়াছিলেন—'যদি পুন এমন বল, মাথায় ঢালিব ঘোল'। কিন্তু এই পাঠ রাধামোহন ঠাকুরের পছন্দ হয় নাই, কৃষ্ণের মাথায় ঘোল ঢালিবার কথা ভক্ত কবি ও টীকাকারকে ব্যথা দিয়াছিল; তাই তিনি 'মাথায় ঢালিব ঘোল' পাঠ 'নাতি রসদ' লিখিয়া উহার স্থলে 'তবে পাবে প্রতিফল' পাঠ ধরিয়াছেন (পদামৃত সমুদ্র, ১ম সং, পৃঃ ২৫৮)। কিন্তু জ্ঞানদাসও যে অনন্তদাসের সঙ্গে সুর মিলাইয়া কৃষ্ণের কালবরণ দেহে ও কালো কেশে জ্যোৎস্নার মতন সাদা দই ঢালিবার ভয় দেখাইয়াছেন তাহা হয়তো রাধামোহন ঠাকুর লক্ষ্য করেন নাই।

রাসলীলায় গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে রাধার কঙ্কণের তালে তাল রাখিয়া নাচিতে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হয়তো বা একটু ইতঃস্তত করিতেছেন দেখিয়া তাঁহারা টিট্‌কারি দিয়া বলিতেছেন যে, এতো আর বিনোদ ময়ূরের পাখাটি লইয়া চূড়ায় বাঁধা নহে, বা কদমতলায় পায়ে পা ছাঁদিয়া ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়ানও নয়। সব চেয়ে মর্ম্মান্তিক শ্লেষ হইতেছে—

পরের রমনী, ঘাটে মাঠে পেয়ে, দান সাধা এত নয়।
কঙ্কণের তালে, তাল মিশাইয়ে, নাচিতে পারিলে হয়॥
(৩৫৫)

হোলিখেলায় শ্রীকৃষ্ণ হারিয়া গেলেন দেখিয়া গোপীরা তাঁহাকে যেমন করিয়া 'দুয়ো' দিলেন তাহা পড়িয়া হাসি সামলানো কঠিন।

হেদে রে শ্যাম নাগর হৈয়ে হারিলে হে।
আহিরী রমণী সঞে হারিলে হে॥
(৩৭৭)

সখীদের টিট্‌কারি দেওয়া দেখিয়া 'চপল চপল দিঠে সুধামুখী চায়"। এদিকে মনের আনন্দে 'ললিতা ললিত হাসি প্রহেলিকা গায়"। গোপীদের হাসির হিল্লোল যেন যুগ যুগান্তর পার হইয়া আমাদের অন্তরে লাগিতেছে।

জ্ঞানদাসের শ্লেষ সবচেয়ে মর্ম্মান্তিক হইয়াছে মাথুরের একটি পদে। দূতী মথুরায় যাইয়া কৃষ্ণকে বলিতেছেন তোমাকে ব্রজে ফিরিতে বলা বৃথা। এখানে সহরের মেয়েদের নূতন প্রেম, প্রচুর সুখসম্পদ, রাজঐশ্বর্য্য এসব ছাড়িয়া কি আর রাখালী করিতে বৃন্দাবনে যাইবে? এখানে কত রত্ন-রাজি, খাট-পালঙ্ক, রত্নজড়িত মুকুর; আর সেখানে যমুনার জলে মুখ দেখিতে হয়, পল্লব শয্যায় শুইতে হয়, কালিন্দীর তীরে কদম্বছায়ায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। এখানে কত দাসদাসী তোমায় চামর ঢুলায়। আর—

আহিরিনী কুরূপিণী গুণহীনী পরাধিনী
যতনে কাননে মেল॥
(৫২৯)

এই ব্যঙ্গে আমাদের অধরকোণে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে চোখ ছলছল করিয়া উঠে।

জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হইতেছে তাঁহার বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা, অপূর্ব্ব বিস্ময় প্রকাশ, দেহকে আশ্রয় করিয়া দেহাতীতের অভিব্যক্তি ও নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টির দ্বারা এক রহস্যময়তার অবতারণা করা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি 'জ্ঞানদাসের আধুনিকতা' অধ্যায়ে দৃষ্টান্তসহকারে ব্যাখ্যা করিব।

জ্ঞানদাস যুগল-বিলাস ও নৌকা-বিলাসের পদে অপূর্ব্ব সংযম দেখাইয়াছেন। মৈথিল বিদ্যাপতির পদে সম্ভোগের খুঁটিনাটি বর্ণনা অজস্র। বিপরীত বিলাস বর্ণনায় তাঁহার বিশেষ আনন্দ। নবোঢ়া মিলনের কয়েকটি পদ হয়তো বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রচনা। তাহাতেও শালীনতার সীমা রক্ষিত হয় নাই। গোবিন্দদাস যুগলমিলনের ৪৪টি পদ লিখিয়াছেন (গ্রন্থকার কৃত গোবিন্দদাসের পদাবলী ও তাঁহার যুগ পৃঃ ১৪৬-১৬৪ দ্রষ্টব্য। 'জ্ঞানদাস যুগলমিলনের ২৪টি মাত্র পদ লিখিয়াছেন; তাহার মধ্যে সম্ভোগের কথা রহিয়াছে মাত্র আটটি পদে—২০১, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২১০, ২১২, ২১৩, ২১৬)। এই আটটি পদে কিন্তু কামকেলির বর্ণনা অনবদ্য সুন্দর কবিত্বের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। যখন 'কালা মেঘে ঝাঁপল কুমুদ-বন্ধুয়া' (চন্দ্রবদনী রাধাকে তখন

পুণিম-চান্দ মুখে স্বেদ বিন্দু বিন্দু।
অনঙ্গ লাবণ্য-ফুলে পূজল ইন্দু॥
(২০১)

ঘর্ম্ম বিন্দু নয় তো, লাবণ্যের ফুল যে ফুল দিয়া কামদেব স্বয়ং চাঁদকে পূজা করিয়াছেন। অন্য একটি পদে সম্ভোগের বর্ণনা—"যাহ অবলোকনে মৃদু মৃদু হাস" অথবা "নয়ন ঢুলাঢুলি আধ আধ 'হাস" (২১২)।

মনে যদি এই ছবিটি জাগে তবে মন্মথও মোহিত হইয়া যায়। কবিও সেই কথাই তাঁহার নিজস্বভঙ্গীতে বলিয়াছেন—

শিখি-কোরে ভুজঙ্গিনী নাহি দুখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক॥
(২১৬)

ময়ূরে সাপ খায়, কিন্তু এখানে ময়ূরের (ময়ূরপুচ্ছ যুক্ত কৃষ্ণের চূড়ার) কোলে রাধার বেণীরূপ ভুজঙ্গিনী বিরাজ করিতেছে; তাহার দুঃখ বা শোক নাই, যমুনার কালোজলের মধ্যে (শ্যামদেহে) কি চক্রবাক্ (রাধার সুগৌর দেহ) ডুব দিল? না, ইহার ধ্বনি এই যে রাধা কৃষ্ণের এই অপূর্ব্ব বিহার দেখিয়া কোকশাস্ত্রোক্ত কাম যমুনার জলে ডুবিয়া মরিল। শেষোক্ত ব্যঞ্জনাই বোধ হয় কবির অভিপ্রেত, কেননা, ইহার পরেই তিনি বলিতেছেন কাম ও কামিনী, কৃষ্ণ ও রাধা, উভয়ে একত্রে থাকিলেও কাম জাগিল না—'কাম কামিনী এক কাম নাহি জাগ' (২১৬)।

৪। চরিত্র-চিত্রণে জ্ঞানদাস

রাধা-কৃষ্ণ ও সখা-সখী লইয়া পদাবলীর কারবার। আবহমান কাল হইতে বহু কবি এই একই বিষয় লইয়া শ্লোক, কবিতা ও কাব্য লিখিয়াছেন। সেইজন্য ইহাতে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তোলা কঠিন। কিন্তু এই কঠিন কাজও অবলীলাক্রমে জ্ঞানদাস অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে সম্পাদন করিয়াছেন। প্রথমে ছোট খাট চরিত্রগুলির কথা একটু বলি। রাধার স্বামী আয়ানকে সকল কবিই উপেক্ষা করিয়াছেন। জ্ঞানদাস রাধার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন 'পতি ক্ষুরধার'। কিন্তু জ্ঞানদাসের সহানুভূতি এমন সর্ব্ব-ব্যাপক যে এই উপেক্ষিত চরিত্রটিও তাঁহার প্রতিভার যাদুবলে- পরিহাস পরায়ণ বন্ধু হইয়া উঠিয়াছে। রাধা কালিয়া বন্ধুর প্রেমে জগতময় কৃষ্ণ দেখেন—'কালা বিনু আন নাহি দেখে'। একদিন রাধা তন্ময় হইয়া ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আয়ান ঘরে ঢুকিলেন। রাধা তাঁহাকে কৃষ্ণ ভাবিয়া বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন, তাঁহাকে মনের কথা সব বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সাধারণ কবি হইলে এইখানে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাইয়া বসিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্য উদারতার সহিত জ্ঞানদাস লিখিতেছেন যে আয়ান রাধার অবস্থা দেখিয়া

প্রথমে মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন, তারপর "হাসিয়া হাসিয়া আয়ান বলে, মুঞি তোমার বন্ধুয়া নই" (২৬৮)। আয়ান কি রাধার ভ্রমকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন? তিনি যখন বলিলেন আমি তোমার বন্ধু নহি, তখন কি তাঁহার হাসির অন্তরালে একবিন্দু অশ্রুও ঝলমল করিতেছিল? করিলেও তাহা লক্ষ্য করিবার মতন অবস্থা রাধার নহে।

রাধার ননদিনীও বৈষ্ণব পদাবলীর পাঠকের নিকট কৃষ্ণপ্রেমের মূর্ত্তিমতী বিঘ্ন-স্বরূপিণী। রাধা যাঁহাকে 'কণ্টক', 'অধম' প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করেন তাঁহাকে আর কে পছন্দ করিবে? জ্ঞানদাসের ননদিনী (তাহার নাম যে কুটিলা একথা জ্ঞানদাস কোথাও বলেন নাই, বিশেষণ-হীন চণ্ডীদাসও বলেন নাই) কিন্তু লোক খুব খারাপ নয়। চণ্ডীদাসের রাধা যেমন সবসময়ে 'ননদী-বচনে দগধে জীবনে' (পৃঃ ৮৭), 'ননদী-বচনে যেন বুকে উঠে আগি' (পৃঃ ৬২), জ্ঞানদাসের রাধার অবস্থা ঠিক তেমনটি নয়। কেননা জ্ঞানদাসের ননদিনী যেন একটু বোকাসোকা ভালমানুষ। সে রাধাকে লইয়া যমুনায় স্নান করিতে যায়। সে যদি চালাক হইত তাহা হইলে রাধাকে আগে আগে যাইতে দিয়া নিজে পিছে পিছে যাইত। কিন্তু সে নিজেই আগে আগে চলিয়াছে, এদিকে পিছন হইতে কৃষ্ণ আসিয়া যে অলক্ষ্যে রাধাকে চুমু খাইয়া গেলেন তাহা সে বুঝিতেও পারিল না (২২৪)। দূতী আসিয়া রাধাকে কৃষ্ণের পাশে শুয়াইয়া দিলেন, এদিকে 'ননদিনি নিঁদহি আপন ঘরে ভোর' (২৩১)। রাধা সারারাত্রি ধরিয়া তাঁহার বন্ধুর সঙ্গে বিহার করিলেন। সকাল বেলা "কানুর সঙ্গের অঙ্গের সৌরভ ননদী পাওল আসি"। কিন্তু সে যে কথাগুলি বলিল তাহার ভিতর জ্বালা অপেক্ষা সখীর রহস্য-প্রিয়তা অধিক ফুটিয়াছে।

"ননদী বলে গা তোল বড়ুয়ার ঝি
সে হেন অঙ্গের এমন বিতথা
লোকে না বলিবে কি॥"
(২৩০)

ননদী নিজে কিছু বলে না, লোকে কি বলিবে এই শুধু তার ভয়। আর একটি পদে দেখি রাধা পথ চলিতে চলিতে সহসা মনের ভুলে 'কানু কানু' বলিয়া ফেলিয়াছেন। 'ননদি কহয়ে তহিঁ কানু কাহা হেরি'—এখানে কানুকে কোথায় দেখিলে? রাধা অমনি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন 'ভানু, ভানু'। রৌদ্র প্রচণ্ড, ঘাম ঝরিতেছে, তাই আমি ভানু, ভানু বলিয়াছিলাম। এমন ব্যাখ্যা শুনিয়াও ননদিনী চুপ করিয়া রহিল। যে ননদিনী এরূপ ক্ষেত্রেও ভ্রাতৃবধূকে লাঞ্ছনা না করে, তাহাকে আমরা নিশ্চয়ই ভালমানুষ বলিব। তাহার স্রষ্টা কবিকেও সদয় ও বিশ্বজনীন সহানুভূতির জন্য প্রণাম করিব।

সখীদের চরিত্র-চিত্রণেও জ্ঞানদাস অসামান্য বিদগ্ধতা দেখাইয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে যাহারা সখী নামে পরিচিত তাহারা প্রকৃতপক্ষে রাধার সপত্নী-শ্রেণী-ভুক্তা। সুযোগ পাইলেই তাহারা রাধার কুৎসা করে; কখন কখন কৃষ্ণের সহিত বিহারও করে। জ্ঞানদাসের সখীরা সর্ব্বতোভাবে রাধার সুখ বিধানের জন্য সব সময়ে তৎপর। তাঁহাদের নিজের সুখ দুঃখ বলিতে কিছুই নাই—তাঁহারা রাধার সুখে সুখী, তাঁহার দুঃখে দুঃখী। সখীদের মধ্যে জ্ঞানদাস ললিতা, বিশাখা, রঙ্গদেবী, সুদেবীর নাম করিয়াছেন (৩৭৭)। ইঁহাদের মধ্যে ললিতাই প্রধান। কুন্দলতা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বৌদিদি হইলেও তাঁহার আচরণ সখার ন্যায়। জ্ঞানদাস বলেন যে গোপীরা গান করিতেছেন, মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন আর শ্যামসুন্দর রাধার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া আনন্দমনে নাচিতেছেন।

আনন্দে নাহিক ওর সব সখিগণ ভোর
কুন্দলতা আনন্দে হিল্লোল।
(৩৫৩)

রাধা যমুনায় যাইয়া শ্যামকে দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মনে আর সোয়াস্তি নাই। বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি শ্যামরূপ ধ্যান করিতেছেন। এমন সময় সেখানে ললিতা আসিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সখী এখানে মায়ের মতন স্নেহপরায়ণা। তারপর—

নিজ বাস দিয়া, মুখানি মুছিয়া,
প্রবোধ করিছে সখি।

আজু কেন হেন হএ্যাছে এমন,
বলনা কি হেতু দেখি ॥
(১১৮)

রাধার ক্রন্দন দেখিয়া ললিতার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, কেননা—

'আজন্ম সুখে, হাসি বিনা মুখে,
কভু না দেখিয়ে আন'।
(১১৮)

সখীরা রাধাকে ভালবাসার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অথবা রাধা তাঁহার মরমের কথা সখীদিগকে বলিতেছেন ইহা প্রায় সকল বৈষ্ণব কবিই লিখিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানদাসের ললিতার মতন অন্য কেহই রাধাকে কোলে তুলিয়া লইয়া নিজের শাড়ীর আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া দেন নাই, কিম্বা তাঁহার কান্না দেখিয়া বলেন নাই—তুমি তো সদাহাস্যময়ী, তোমার সুখের সীমা নাই, আজ এমন কি ঘটিয়াছে যাহাতে তুমি এমন করিয়া কাঁদিতেছ? অন্য একদিন সখীরা রাধাকে একা রাজপথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে দেখিয়া বলিতেছেন—

গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
তোরে বলে রাজ-দুলালি।
রাতা উৎপল নয়ান যুগল
কেন্দে কেন্দে আঁখি ফুলালি ॥
একে কুল বালা সহজে অবলা
এত দূরে কেন আইলি।
এই রাজ পথে কেহ নাই সাথে
কলঙ্কিনী নাম ধরালি ॥
বন্ধু গেল চলে ডাগুয়্যা কেনে
চাতকিনী পারা রহলি।
(১২১)

এই কবিতার অপূর্ব্ব শব্দযোজনা ও ছন্দের গতিতে যেন সখীদের সমবেদনা আমাদেরও বুকে দোলা দিতেছে। সখী-দিগকে এমন করিয়া পাঠকদের সামনে উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের দিয়া শ্রীরাধাকে সস্নেহ ভৎ'সনা করানো একমাত্র জ্ঞানদাসের দ্বারাই সম্ভব। তাহাদের ভয় যে রাধাকে এমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে লোকজনে হাসাহাসি করিবে, গুরুজনে তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিবেন—

ই কি বিপরীত চিত চমকিত
লোকজন সব হাসালি।
এই পথে নিতি করে আনাগোনা
আজি গুরু জনা (বুঝি) জানালি ॥
(১২১)

রাধা সখীদের কাছেও মনের কথা খুলিয়া বলেন না বলিয়া সখাদের অনুযোগের সীমা নাই। "হাম সব নিজ জন, কহলি রাতিদিন, সো সব সমুঝলু কাজে" (২৪৪)। এদিকে তো রাতদিন বলিয়া বেড়াও যে আমরা তোমার আপন জন, কিন্তু আমাদের কাছেও যে তোমার ব্যথা গোপন করিতেছ তাহাতেই বুঝা গেল আমাদিগকে কতটা আপন ভাবো। সখীরা চতুরা। তাঁহারা কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছেন যে কানু এদিকে খুব ঘন ঘন আসা-যাওয়া করিতেছেন, আবার ফিরিয়া ফিরিয়া তোমার মুখের পানে চাহিয়া থাকেন, কখন বা হাসিয়া হাসিয়া কি যেন তোমাকে জিজ্ঞাসা করেন। এতো ভাল কথা নয়! কানুর অদ্ভুত মোহিনী শক্তি আছে—,

যাহারে ইঙ্গিত করে কুলশীল সব হরে
ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই ॥
(২৪৩)

কিন্তু তুমি বুঝি এড়াইতে পারিবে না—তাই
'দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ' ॥
(২৪৩)

কিন্তু রাধা যে সত্যই প্রেমে পড়িয়াছেন তাহা সখীরা বুঝিতে পারিয়াছেন, কেননা তাঁহার

সোনার বরণ তনু।
কাজর ভৈগেল জনু ॥
নয়ানে বহয়ে ধারা।
কহিতে বচন হারা ॥
(১২৩)

তাঁহার সোনার মতন রং কালো হইয়া গিয়াছে, চোখে সব সময়ে অশ্রুধারা বহিতেছে, কথা বলিতে বলিতে আর বলা হয় না। এমন অবস্থায় সখী মিনতি জানাইতেছেন

মরম কহ না মোয়।
বিয়াধি ঘুচাও তোয়
(১২৩)

মনের কথা আমার কাছে খুলিয়া বল না সখি! আমি তোমার ব্যাধির প্রতিকার করিব। এই ছোট্ট দুটি কথার মধ্যে রাধার দুঃখ দেখিয়া সখীর প্রাণের আকুলি-বিকুলি ভাষঘন হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

রাধা তবুও বুঝি তাঁহার একান্ত গোপন কথাটি খুলিয়া বলিতে চাহেন না। সখীরা তখন রাধার আচরণ হইতে সিদ্ধান্ত করেন যে রাধার 'শ্যামরচান্দে চোরায়ল চিত'—কেননা রাধা নবজলধর দেখিয়া চমকিয়া উঠেন, বুকে কালরংয়ের মৃগমদকস্তুরী লেপন করিয়া তাহা আবার কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখেন, বুকের উপর কবরী খুলিয়া ধরেন। সখীদের গোয়েন্দার মতন পর্য্যবেক্ষণ শক্তি! কিন্তু তাঁহারাও তো তরুণী, লজ্জার মাথা খাইয়া রাধার প্রেমের কথা খুলিয়া বলেন কি করিয়া? আজ তাঁহারা মরিয়া হইয়া রাধাকে বলিতেছেন—

নিতি নিতি দেখিয়ে না কহি লাজে।
অনুভবে জানলু অদভুত কাজে॥
(২৩৮)

এখন ধরা যখন পড়িয়াছ তখন বলই না খুলিয়া ব্যাপারটা কি?

এ ধনি এ ধনি বহু পরিহার।
নিজজন জানি কাহে না কহ বেভার॥
(২৩৮)

তোমাকে অনেক মিনতি করিতেছি, আমরা তো তোমার নিজজন, আমাদের কাছে বল তোমার এরূপ ব্যবহারের কারণ কি?

শেষ পর্য্যন্ত রাধা সখীদিগকে তাঁহার মনের গোপন কথাটি বলিলেন। সখীরা তাঁহার ছায়ার মতন। সব সময়ে তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। প্রিয়তমের অভিসারে যাইবার সময়ও অন্ধকার রজনীতে 'দুইচারি সহচরি সঙ্গহি মেল' (১৮০)। অন্ধকার না থাকিলেও সখীরা সঙ্গে থাকেন—

সখি সাথে চলে পথে বিনোদিনী রাধা।
কানু অনুরাগে ধনি না মানয়ে বাধা॥
(১৮৩)

ললিতা প্রিয়তমা সখী, সুতরাং 'ললিতারে জিজ্ঞাসেন শ্যাম কত দূরে' (১৮৫)। অনেক সময়ে তিনি ললিতার সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলেন—

ললিতা দক্ষিণ হাতে বাম কর দিয়া তাতে
প্রবেশিলা শ্রীবৃন্দাবনে।
(১৯১)

আবার বৃন্দাবনে যখন রাধা-মাধব নিকুঞ্জ হইতে যমুনার তীরে যান, তখন—

আগে শ্যাম মাঝে রাই গমন মাধুরি।
তার পিছে দীপ হাতে ললিতা সুন্দরি॥
(৩৫৭)

রাধাকৃষ্ণ যখন নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া রসালাপ করেন তখনও সখীরা সেখানে উপস্থিত—

দোঁহার মুখের বাণী অমিয়া-অধিক শুনি
সখীগণ শ্রবণ জুড়ায়।
(২১১)

বিশাখা তাঁহাদিগকে কর্পূর তাম্বূল যোগাইতেছেন, আর ললিতা মালিনীকে ইঙ্গিত করিতেছেন উভয়ের গলায় বিনা-সুতায় গাঁথা মালা পরাইতে। সখীদের সেবার এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা অন্য কোন পদকর্ত্তার পদে দেখা যায় না।

চণ্ডীদাসের ভক্ত হইয়াও জ্ঞানদাস রাধাকে চণ্ডীদাসের ছাঁচে ঢালিয়া তৈয়ারী করেন নাই। চণ্ডীদাসের রাধা লোক-অপবাদের ভয়ে অস্থির,

কানু-পরিবাদে ভুবন ভরিল, বৃথাই পরাণে জী
(৪১ পৃঃ)

কেবা কোথা কারে, পীরিতি না করে,
কলঙ্কিনী রাজার ঝি
(৬৬ পৃঃ)

ভাবিতে গুণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ।
জগ ভরি কলঙ্ক রহিল এই চিন ॥
(৭৮ পৃঃ)

চণ্ডীদাসের রাধা কলঙ্ক এড়াইবার জন্য এ কথাও বলিতে প্রস্তুত যে তিনি কানুকে কোনদিন চেনেনই না—'কোথাকার কানাই, কিবা রূপ তাই, কে জানে গোর কি কাল' (৫৯ পৃঃ); সুতরাং তাঁহাকে কানু অপবাদ দিলে তিনি গরল খাইয়া মরিবেন। জ্ঞানদাসের রাধা কলঙ্কে গৌরব বোধ করেন।

দেখিয়া যতেক লোক করে পরিহাস।
চান্দের উদয়ে যেন তিমির বিনাশ ॥
(৩০৭)

রাধার অন্তর কৃষ্ণের প্রেমে পরিপূর্ণ, সুতরাং লোকে কি বলিল না বলিল তাহা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। কৃষ্ণের ভালবাসা যেন জ্যোৎস্নাস্বরূপ, লোকের অপবাদরূপ অন্ধকার সেই জ্যোৎস্নার উদয়ে বিলীন হইয়া যায়; রাধার মনের কোণে স্থান পায় না।

'কি যশ অপযশ না ভাওয় গৃহবাস'
(৩০৮)

যশই হউক আর অপযশই হউক ঘরে থাকিতে রাধার আর ভাল লাগে না।

গুরু গরবিত ঘরে, যে কহ সে কহ মোরে,
ছাড়ে বা ছাড়ুক গৃহপতি।
সকল ছাড়িয়া মুঞি, শরণ লইলুঁ গো,
কি করিব ঘরের বসতি ॥
(২৭৫)

শুধু তাহাই নহে; কানু-কলঙ্কিনী রাধা কলঙ্ককে শোভা ও সম্পদ বলিয়া মনে করেন। অপযশ তাঁহার নিকট চন্দন চুয়া, (৩০৬) গুরুজনে যতই বেশি গঞ্জনা দেন, রাধার হৃদয়ে প্রেমের মণিদীপ যেন ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠে,—কলঙ্ক ও গঞ্জনার অন্ধকার সেই মণিদীপের আলোতে কোথায় মিলাইয়া যায়! 'গুরু গরবিত যতেক গঞ্জে। মণি জলে যেন তিমিরপুঞ্জে' (২৯৮)। 'গুরু-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন-শোভা' (২৯৫)। যেমন বিচিত্র বাক্য, তেমনি বিচিত্র মন!

চণ্ডীদাসের রাধা গঞ্জনার জালায় অস্থির হইয়া বিষ খাইতে চান, আর জ্ঞানদাসের রাধা সেই গঞ্জনাকে তাহার প্রসাধন মনে করেন, উহা না হইলে যেন তাঁহার মানসিক সৌন্দর্য্য ভাল করিয়া ফুটে না।

চণ্ডীদাসের রাধা তরুণ বয়সে কৃষ্ণকে দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। আর জ্ঞানদাসের রাধার

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা ॥
(২২১)

তিনি ভাবিয়াই পান না বিধাতা উভয়কে প্রাণে প্রাণে এক করিয়াও কি উদ্দেশ্যে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন দেহ গড়িয়াছেন। ছোট বেলা হইতেই রাধা যে কৃষ্ণকে নিজের দয়িত বলিয়া জানিয়াছেন তাহার প্রমাণ আমরা সেইদিনই পাইয়াছি যে দিন যশোদা তাঁহাকে পথ হইতে লইয়া গিয়া কৃষ্ণের বামে বসাইয়াছিলেন এবং রাধা নিজের মায়ের কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন—

তাঁহার বেটার রূপের ছটায়
জুড়ায়ল মোর প্রাণ ॥
(১০)

ছোটবেলা হইতে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার প্রেম থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানদাস আলঙ্কারিক রীতির খাতিরে দু এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে প্রথমে নাম শুনিয়া, তারপর মুরলীধ্বনি শুনিয়া ও গুণীজনের গান শুনিয়া এবং তাহারও পরে স্বপ্নে ও চিত্রে দর্শন করিয়া তিনি কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। না দেখিয়াই মনে মনে অনুরাগ জন্মিয়াছিল, অবশেষে—

'ধেনুক বধের দিনে, সকল সখার সনে,
দিঠিতে পড়িলুঁ আমি তার'
(১১৭)

ভাগবতের মতে (১০।১৫।১) ধেনুক বধ শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ড বয়সের, অর্থাৎ পাঁচের পর দশের মধ্যেকার বয়সের লীলা।

জ্ঞানদাসের প্রায় সমসাময়িক কবি লোচনও শিশুকাল

হইতে রাধার সহিত কৃষ্ণের প্রেমের কথা লিখিয়াছেন। লোচনের রাধা জোর গলায় বলিতেছেন—

শিশু-কালের ভালোবাসা
তোমরা বল কি।
কিসের লাগ্যা ডর করিব
বাপের ঘরের ঝি॥
তোমরাও তো কও কথা
হৈয়া কুল-নারী।
আমার সাথে দেখি লোকে
করে ঠারা-ঠারি॥
(অ ২১৯)

এখানে তবু খানিকটা লোকাপেক্ষা আছে। জ্ঞানদাসের রাধা তাঁহার সখীদিগকে বলিতেছেন চল সকলে মিলিয়া শ্যাম শ্যাম বলি, আর ঘরে থাকিতে পারি না—

সখি কি রঙ্গ করিছ গো
গৃহপতি কাজ, বাড়াইতে লাজ,
ভজিব নন্দের পো॥
যো হোউ সো হোউ, জাতিকুল যাউ,
ছাড়িতে নারিব তারে।
চল সভে মেলি, শ্যাম শ্যাম বলি,
রহিতে না পারি ঘরে॥
(১২০)

জ্ঞানদাসের রাধা সময় সময় ভাবেন যে "জাতিকুল যাউ পাছে, শ্যামেরে রাখিব কাছে"; তাহাতে যদি লোকে কিছু বলে তাহা হইলে তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিবেন যে "কালিয়া বান্ধেছি গলে, যাব দূরে দুকুল খাইয়া" (১৩৮)। রাধা বোঝেন যে লোকে কলঙ্ক দিলে, কিংবা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তাঁহার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে, কিন্তু বুঝিলে কি হইবে? তাঁহার মন 'স্বতন্তরি নয়' অর্থাৎ মনের উপর তাঁহার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। করুণ কণ্ঠে তিনি বলিতেছেন—

যত ছিল অভিমান, সতী কুলবতী নাম,
সব হরি নিল শ্যামরায়।
(২৬৯)

জ্ঞানদাসের রাধা বন্ধুর আদর পাইয়া আহ্লাদে গদ গদ হইয়া সখীকে বলেন—বল তো সখী বল, আমার মতন এমন সৌভাগ্য কাহার? আমি কি এমন তপস্যা করিয়াছিলাম যে নন্দের নন্দনের ন্যায় পরশমণি আমার চরণে ধরেন। ভাষান্তরিত করিলে কিন্তু রাধার আহ্লাদ সব টুকু ফোটে না।

একথা কহিবে সই একথা কহিবে।
অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে॥
(২২৫)

শ্রীকৃষ্ণ রাস হইতে অন্তর্দ্ধান করায় রাধার মনে মানের সঞ্চার হইয়াছিল। তাই সুচতুর নায়ক ফিরিয়া আসিয়া গাছ হইতে ফুল তুলিয়া রাধার পায়ে দিতেছেন, আর রাধার চলিবার পথে ফুল বিছাইয়া দিতেছেন। তখন রাধার আহ্লাদীপনার আর সীমা নাই—

ফুলের উপরে রাই চরণ দিঞা যায়।
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে নাগরের গায়॥
(৩৫৭)

বিশাল পদাবলী-সাহিত্যেও রাধার এমন আহ্লাদীরূপ আর অন্য কোন কবির লেখায় চিত্রিত হয় নাই।

বামার বাম্যভাব না থাকিলে রসের পরিপুষ্টি হয় না। জ্ঞানদাস মানপ্রকরণে রাধার বাম্যতা বিষয়ে ৩৭টি পদ লিখিয়াছেন। অধিকাংশ পদই ব্রজবুলিতে লেখা। সেগুলির মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু দেখা যায় না। দানলীলাতে কিন্তু জ্ঞানদাস রাধাকে বামা ও প্রখররূপে চিত্রিত করিতে সফল হইয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ড এক গ্রাম্য নাবালিকার ধর্ষণের কাহিনী। সেখানে কৃষ্ণ রাধাকে বলেন "নহসি মাউলানি রাধা সম্বন্ধে শালী (৫১ পৃঃ প্রথম সং), রাধাও কৃষ্ণের বাপ তুলিয়া গালাগালি দেন (৯০, ১০২ পৃঃ)। নিত্যানন্দ প্রভু গদাধর দাসের বাড়ীতে মাধব ঘোষের মুখে নিশ্চয়ই এই দান লীলা শুনেন নাই। মাধব ঘোষের গান শুনিতে শুনিতে নিত্যানন্দ

সুকৃতি শ্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে।
দানখণ্ড-নৃত্য প্রভু করে নিজ রঙ্গে॥
(চৈঃ ভাঃ ৩৷৫)

বড়ুর দানখণ্ডের মধ্যে মার্জ্জারোচিত আস্ফালন আছে, নৃত্যে তাহা প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে।

বিদ্যাপতি ও বিশেষণহীন শুধু চণ্ডীদাস দানলীলার কোন পদ লেখেন নাই। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িকদের মধ্যে বংশীবদন দানলীলার উপর কয়েকটি মনোরম পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পরেই জ্ঞানদাসের নাম উল্লেখযোগ্য। মাধবাচার্য্যের কৃষ্ণমঙ্গলেও দানলীলা আছে বটে কিন্তু তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ একা রাধার সঙ্গে নহে অন্যান্য গোপীদের সঙ্গেও বিলাস করিতেছেন দেখিতে পাই। জ্ঞানদাসের রাধা প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে বুঝাইয়া দিলেন যে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এত বেশি যে মিলন কখনও সম্ভব নহে। 'নহোঁ কুলটা হাম, বর-কুল-কামিনি' আর কানাই একে বনচারী, তাহাতে আবার চঞ্চলমতি; সুতরাং তাঁহার কুকথা শুনিবার যোগ্য নহে (৩১৬)। তারপর আরও ধিক্কার দিয়া বলিলেন এ যে দেখিতেছি গরীবের ছেলের (রাঙ্কের পোয়ে) সোনার সাধ! তোমার নিজের গায়ের রংয়ের পানে একবার চাহিয়া দেখ! 'কালা হইয়া এত রসের ভোরা' (৩১৮)। ইহার পর বিদ্রূপের মাত্রা আর একটু চড়াইয়া বলিলেন—

সহজেই তনু তিরিভঙ্গ।
এমন হইয়া এত রঙ্গ॥
যবে তুমি সুন্দর হইতা।
তবে নাকি কাহারে থুইতা॥
(৩২২)

রাধার রূপানুরাগের পদগুলির পরে এই রকম কথা শুনিলে হাসি সামলানো কঠিন হয়। যে চূড়ার শোভা দেখিয়া রাধা মোহিত হইয়াছেন, তাহা লইয়াও একটু ঠাট্টা করিবার লোভ তিনি সামলাইতে পারিলেন না।

বান্ধিয়া চিকণ চূড়া বনফুল তাহে বেড়া
গুঞ্জা-মালা তাহে বল সোনা।
গোঠে থাক ধেনু রাখ আপনা নাহিক দেখ
বড় হেন বাসহ আপনা॥
(৩২৩)

ঠাট্টা বিদ্রূপে নাছোড়বান্দা কানাইকে নিরস্ত করা গেল না দেখিয়া রাধা বলিতেছেন—

রমণী-মণ্ডলী করি আভরণ নিব কাড়ি
ভাল মতে সাধাইব দান॥

কিন্তু এ সবই তো ছলনা। রাধা নিজেকে কানাইয়ের কাছে সঁপিয়া দিবেন বলিয়াই তো সাজগোজ করিয়া বাহির হইয়াছেন। যাহাকে ভয় দেখাইবার সময় বলিতেছেন।

'মোহন চাতুরী করি বাঁশীতে সন্ধান পুরি
বুকে হাণ মনমথ-বাণ'
(৩২৭)

সে ভয় পাইবে কেন? সুতরাং রাধা নিজেই ভয় পাইবার ভাণ করিয়া কৃষ্ণের অভিলাষ আরও বাড়াইয়া দিতেছেন—

মো হইলাম সোনার গাছ
দানী ত না ছাড়ে পাছ
ডালে মূলে নিবে উপাড়িয়া॥
(৩২৮)

শেষ পর্য্যন্ত

'দোঁহে দোঁহা হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর'।
(৩২৯)

দানলীলায় রাধার ভাবকে বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে কিলকিঞ্চিত আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। উহাতে একই সময়ে হর্ষহেতুক গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, হাস্য, অসূয়া, ভয় ও ক্রোধ দেখা দেয়।

জ্ঞানদাসের শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে 'জপতপ ধ্যান, মন্ত্রতন্ত্র' (২৫১) বলিয়াছেন। অন্য একটি পদে বলিতেছেন 'নিরবধি তুয়া নাম করিয়ে ভাবনা' (২৫৫)। ইহার চেয়েও বড় করিয়া দেখা হইয়াছে যখন কৃষ্ণ বলিতেছেন—

রাধার মহিমাগুণ কে বলিতে পারে॥
বেদবিধি অগোচর শ্রীরাধার নাম।
নামের মহিমা যার নাহিক উপাম।
(২৫৬)

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে এ ধরণের কথা একেবারেই নাই। শ্রীচৈতন্য রাধার মহিমা ঘোষণা করিবার পরই এরূপ পদ রচিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে জ্ঞানদাসের পূর্ব্বে কোন কবি এমন করিয়া কৃষ্ণের মুখ দিয়া রাধার গৌরব ঘোষণা করেন নাই। জ্ঞানদাসের পরে

নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রায় বসন্ত জ্ঞানদাসের অনুসরণ করিয়া কৃষ্ণের দ্বারা বলাইয়াছেন—

আনন্দ-মন্দির তুমি জ্ঞান শকতি।
বাঞ্ছা-কল্পলতা মোর কামনা-মূরতি।

(পদকল্পতরু, ২৯৫৫)

জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগকে ভাস্বরবর্ণে অঙ্কন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য যেমন চটকপর্ব্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধন ও সমুদ্র দেখিয়া যমুনা মনে করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ তেমনি গোষ্ঠে যাইয়া যমুনার তীরে চাঁপার ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া রাধার বর্ণ স্মরণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সখারা ছিলেন, তাঁহারা সহসা শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন (২৫৯)।

জ্ঞানদাসের বংশীশিক্ষার পদগুলিতে রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের এক নূতন দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে। রাধা যেমন কৃষ্ণের বেশভূষা ধারণ করিবার জন্য ব্যাকুল, কৃষ্ণও তেমনি রাধা সাজিবার জন্য আগ্রহশীল। উভয়েই যেন বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিতে চান অপরে আমাকে কি ভাবে দেখে। কৃষ্ণ রাধা সাজিয়া বাঁশীতে শ্যাম নাম বাজাইতে চান—

'নাহি বাজে শ্যাম নাম বাজে রাধা রাধা'

(৩৬৮)

শ্যামের মুরলী যে রাধার নাম ধরিয়াই ডাকিতে অভ্যস্ত। জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের ন্যায় প্রেম-বৈচিত্ত্য লইয়া স্বতন্ত্র পদ রচনা করেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার কৃষ্ণ রাধাকে কোলে রাখিয়াও মনে করেন কতদূরে যেন শ্রীমতী আছেন—

'কোরে থাকিতে দূর হেন বাসে'

(২২৬)

বিদ্যাপতির রাধা শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ আলিঙ্গন লাভের আশায় বক্ষে বস্ত্র ও চন্দন রাখিতেন না; সেই ভাবটি জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন—

"হিয়ায় হিয়ায় লাগিব বলিএগ চন্দন না পরে অঙ্গে"

(২২৩)

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের আর্ত্তি দেখিয়া রাধা মনে করেন 'আমি তারে চাহিলে সে জিয়ে' (২৬৪)—রাধা যদি একবার কৃষ্ণের পানে প্রেমপূর্ণ নয়নে তাকাইয়া দেখেন, কৃষ্ণ যেন নবজীবন লাভ করেন। আবার উভয়ে একত্রে শয়ন করিয়া থাকিতে থাকিতে রাধা যদি একটু জোরে নিশ্বাস ফেলেন তো 'আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস'।

জ্ঞানদাসের কৃষ্ণের অনুরাগ যেমন রাধাকে দুর্নিবার বন্যার বেগে ভাসাইয়া লইয়া যায় আবার তাঁহার সুকঠিন ঔদাসীন্য তেমনি শ্রীমতীকে মর্ম্মাহত করে। চৈতন্যোত্তর কোন কবি কৃষ্ণকে এত নির্ম্মম করিয়া আঁকেন নাই। রাধা ডাকিলেও কৃষ্ণ ফিরিয়া তাকান না, মুখখানি নত করিয়া চলিয়া যান, একবার নয়নের কোণ দিয়াও তাঁহার পানে চাহেন না (২৮৬)। বিদ্যাপতির নায়কের ঔদাসীন্য বোধ হয় জ্ঞানদাসকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত জ্ঞানদাসের একুশটি পদ (২-৩, ১৯-২২, ৭৪-৮১, ২৪৬-২৪৮, ৩৭৮-৩৭৯) পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে মাত্র দুইটিকে (৭৮, ৮১) নীলাচল-লীলার শ্রীচৈতন্যের বর্ণনা মনে করা যায়, কেননা প্রথমোক্ত পদটিতে রায় রামানন্দ নাম আছে, এবং দ্বিতীয়টিতে 'নীলাচল' শব্দের প্রয়োগ আছে। বাকী উনিশটি পদ হইতেছে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ-সুন্দরের সম্বন্ধে। কবির আরাধ্য শ্রীগৌরাঙ্গের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোভা কবি বিদ্যাপতির ভঙ্গীতে প্রথম বয়সে লিখিয়াছিলেন। কবির পরিণত বয়সের রচনায় প্রভুর ভাবের সৌন্দর্য্যই অধিক ফুটিয়াছে।

'পুলকের শোভা কিবা নবনীপ ফুলে'

(৭৪)

তাঁহার করুণা-দৃষ্টিপাতে সকলেই সুখী হয়; কিন্তু সে সুখ বড় বিচিত্র ধরণের, কেননা তাহার প্রকাশ দেখা যায় অশ্রুর মধ্যে—

তরুণী তরুণ বৃদ্ধ শিশু পশুপাখি।
যারে দেখে সভে সুখি চাহে অশ্রুমুখি ॥

(৭৭)

শ্রীগৌরাঙ্গ যে শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি লইয়া অবতীর্ণ

হইয়াছেন স্বরূপ দামোদরের এই তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া জ্ঞানদাস বলেন—

অন্তরেতে শ্যাম হেম-বরণ উপরে।
অধিক উজোর ভেল পুলক-নিকরে॥
(৭৮)

জ্ঞানদাসের শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক অনেকগুলি পদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে ধৃত হয় নাই বলিয়া অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচক শ্রীশঙ্করী প্রসাদ বসু লিখিয়াছেন—"জ্ঞানদাসের রসময় নয়নে শ্রীচৈতন্যের বিমোহন মূরতিই স্বাভাবিকভাবে ফুটিবে। গৌরাঙ্গকে যদি তিনি নদীয়া-নাগর করিতে পারিতেন, যদি তাঁহাকে রোমান্টিক নায়ক রূপে চিত্রিত করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে গৌরাঙ্গবিষয়ক পদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে জ্ঞানদাসকে পাইতাম। কিন্তু জ্ঞানদাস তাহা পারেন না" (মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, ২য় সং, পৃঃ ১২৮)। জ্ঞানদাস তাহা পারিয়াছেন। বৃন্দাবনদাস বলেন—

অতএব মহামহিম সকলে
গৌরাঙ্গ-নাগর হেন স্তব নাহি বোলে॥
(১।১০)

এরূপ উক্তি সত্ত্বেও জ্ঞানদাস লিখিয়াছেন—

জ্ঞানদাস কহে গৌরাঙ্গ-নাগর
তে লাগি আইলা এথা
(১১৫)

গৌর-নাগরীর ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া জ্ঞানদাস লিখিয়াছেন—"গৌরাঙ্গ আমার পরাণ পুতুলী, গৌরাঙ্গ আমার স্বামী" সুতরাং গৌরাঙ্গ যখন হরিনাম রব করিয়া যান, তখন 'গুরুজন বোল কানে না করিব, কুলশীল তেয়াগিব' (২৪৬) ইহার চেয়েও স্পষ্টতর উক্তি—

সই দেখিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদে
হইনু পাগলী, আকুলি ব্যাকুলি,
পড়িনু পিরিতি ফাঁদে।

সেইজন্য জ্ঞানদাস আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

সই গৌর যদি হৈত মধু।
জ্ঞানদাস কহে, আস্বাদ করিয়া,
মজিত কুলের বধূ॥
(২৪৭)

অথবা—

সই আমার গৌরাঙ্গ ননী
সোহাগে ছানিয়া অঙ্গেতে মাখিব
জ্ঞানদাস হবে ধনী॥
(২৪৮)

এখানে বলা প্রয়োজন যে জ্ঞানদাস গৌরাঙ্গকে নাগর বলিলেও তাঁহার নাগরালি বর্ণনা করেন নাই। তাঁহার রূপ দেখিয়া নদীয়া-নাগরীদের মোহ জন্মানো স্বাভাবিক, কিন্তু তিনি নির্বিকার। নাগরীদের ভাবের প্রতিদান তিনি দিতেছেন কিম্বা আকারে ইঙ্গিতে তিনি তাহাদিগকে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দিতেছেন এরূপ কথা জ্ঞানদাস কোথাও লেখেন নাই।

৫। জ্ঞানদাসের সাধনা

লৌকিক কাব্য ও উপন্যাসের লেখক তাঁহার সৃষ্ট নায়ক-নায়িকার সঙ্গে অভিন্ন হইয়া যান। তাঁহার নিজের সুখদুঃখাদির অনুভব কাব্যাদির পাত্র-পাত্রীর মুখ দিয়া প্রকাশ করেন; আবার তাহাদের ভাব ও ভাবনা প্রকাশের সময় স্রষ্টা কখনও কখনও নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা বিস্মৃত হন। কিন্তু এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে সেবার ভাব দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে ইহাদের পার্থক্য এইখানে। সেবা সখীভাবে হইতে পারে আর সখীর অনুগতা মঞ্জরীরূপে হইতে পারে।

কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়॥
(চৈঃ চঃ ২।৮)

কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণিতে ও গোবিন্দদাসের পদে দেখা যায় যে কখন কখন শ্রীকৃষ্ণ দূতীরূপা সখীর সঙ্গে বিলাস করেন। মঞ্জরীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কখনও বিলাস হয় না। সখীগণ নিভৃত কেলিসময়ে নিকটে থাকেন না, মঞ্জরীরা সে সময়েও সেবা করেন। মঞ্জরীভাব শ্রীরূপ ও রঘুনাথদাস গোস্বামী কর্তৃক প্রদর্শিত হইলেও নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা উহা বাংলাদেশে প্রচারিত হয়। ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনায় বলিয়াছেন যে তাঁহার এমন সুদিন কবে হইবে যেদিন শ্রীরূপের আজ্ঞায় সেবার সামগ্রী সব রত্নথালিতে করিয়া রাধাকৃষ্ণের সম্মুখে দিবেন। 'শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী, মোরে অনাথিনী দেখি, রাখিবে রাতুল দুটি পায়'। প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

সখীর অনুগা হৈয়া ব্রজে সিদ্ধ দেহ পাইয়া
সেই ভাবে জুড়াব পরাণী।

পুনরায় ঐ গ্রন্থেই বলিয়াছেন—

সখীর ইঙ্গিত হবে চামর ঢুলাব কবে
তাম্বুল যোগাব চাঁদ মুখে।

এই ভাবে ভাবিত হইয়া গোবিন্দদাস কবিরাজ বলেন যে তিনি রাধাকৃষ্ণের বিলাসকালে

সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখত
মন্দিরে দুহুজন পাশ।
মন্দির নিকটে পদতলে শুতলি
সহচরী গোবিন্দদাস॥

কোন পদে দেখি গোবিন্দদাস চামর ঢুলাইতেছেন, কখনও মূর্চ্ছিতা রাধাকে কোলে তুলিয়া লইতেছেন, কখনও বা সাধারণভাবে বলিতেছেন—

অনুগা হইতে সাধ লাগে চিতে
কহয়ে গোবিন্দদাসে।

এই ধরণের ভণিতা ও অভিলাষ-প্রকাশ চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিতে দেখা যায় না।

জ্ঞানদাসের পদেও সখীর অনুগা হইয়া সেবা করার কথা নাই। জ্ঞানদাস ভণিতায় সখীভাবই প্রকাশ করিয়াছেন। কেবল দুইটি পদে (৮৮, ৮৯) রাখাল বালকদের সঙ্গে তিনি নিজে গোঠে যাইবার কথা বলিয়াছেন এবং অন্য একটি পদে (১০৭) 'রাখাল পদে আশ্রিত' হইবার বাসনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই তিনটি পদ ছাড়া অন্যত্র সকল ভণিতাতেই জ্ঞানদাসের সখীভাব। তিনি রাধাকৃষ্ণের লীলাকে শুধু অলৌকিক বলিয়া মানেন না; এই লীলার এমনই নিগূঢ় রহস্য যে ইহা 'বিরিঞ্চি অগোচরী' (৩৬৮)। রাধা যখন বলেন—

'শ্যামরূপ হিয়ার মাঝে জাগে'।

তখন জ্ঞানদাস সখীর মতন তাঁহাকে বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ

'কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রসিক-মণি'।

(১৭৯)

রাধা যখন কৃষ্ণের প্রেমে আকুল হইয়া বলেন 'বিষেতে জিনিল সর্ব্ব গা', তখন জ্ঞানদাস তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন—'জীয়াইতে পারে সে রসিক-শিরোমণি' (২৪৯)। সখীর কথা শুনিয়া যখন রাধার হিয়া উতরোল হইয়াছে তখন জ্ঞানদাস তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কুঞ্জে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন—

জ্ঞানদাস কহে চল ঝট্ কুঞ্জে যাই।
প্রেমধন দিয়া তুমি কিনহ কানাই॥

(১৯২)

বনের মাঝে যখন বাঁশী বাজিয়া উঠে এবং রাধার মন আর ধৈর্য্য মানে না, তখন জ্ঞানদাস রাধাকে বলেন—

জ্ঞানদাসেতে কয় আর বিলম্ব না সয়।
ছুটিল করের শর নিবারণ নয়॥

(১৯৫)

মন আগেই দেওয়া হইয়া গিয়াছে, এখন তো আর তাহা ফিরাইয়া আনা যায় না, যেমন নিক্ষিপ্ত বাণ আর নিবারণ করা যায় না, সুতরাং রাধার আর দেরি করা উচিত নহে।

কুঞ্জে যখন কৃষ্ণ আকুল হৃদয়ে রাধার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন রাধা সেখানে মিলিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র কানাইয়ের যেন অমৃতসাগরে স্নান করা হইল। সহচরীরা রাধার সঙ্গে গিয়াছিলেন, বোধ হয় জ্ঞানদাসও তাঁহাদের দলে ছিলেন। তাঁহারা উভয়কে একত্রে রাখিয়া দূরে গেলেন। তাহা দেখিয়া কিশোর-কিশোরীর আনন্দ হইল—

পূরল মন-অভিলাষ।
জ্ঞান কহই সখি পাশ॥

(২০১)

যে সখীর নিকট জ্ঞানদাস একথা বলিলেন, তিনি ঐ দলে ছিলেন না, জ্ঞানদাস ছিলেন ইহা এই ভণিতা হইতে প্রমাণিত হয়।

রাধা প্রেমে পড়িয়াছেন, কিন্তু সখীদের কাছে সে কথা বলেন নাই। সখীরা রাধার আকার আচরণ দেখিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছেন। জ্ঞানদাস সেই সখীদের পর্যায়ে নিজেকে অন্তর্ভূক্ত করিয়া বলিতেছেন—

জ্ঞানদাস অনুভবিয়া গায়।
রসের বেভার লুকান না যায়॥

(২৪০)

সখীরা একদিন রাধার 'লহু লহু মূচকি হাসি' ও বারবার ফিরিয়া ফিরিয়া চাওয়া দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে আজ তোমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছি।

দশদিন চুরজন সুজনে একদিন
আজু পেখলু নিজ আঁখি।

এই কথাকেই আজকালকার ভাষায় আমরা বলি দশদিন চোরের, একদিন গেরস্তের। এই রকম করিয়া বলায় জ্ঞানদাসের মনে বড় দুঃখ হইল। তিনি সখীদের বলিলেন সখি! তুমি আর বলিও না, রাই আমাদের বড় লজ্জা পাইল যে—

জ্ঞানদাস কহ সখি তুহু বিরমহ
রাই পায়ল বহু লাজে॥

সখীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মিলাইয়া দিয়া লীলা প্রত্যক্ষ না করিলে কি এমন অন্তরঙ্গতার সুরে কেহ কথা বলিতে পারে?

রাধা সখীদের সঙ্গে কৃষ্ণের ভাঙা নৌকায় চাপিয়াছেন। নৌকায় জল উঠিতেছে দেখিয়া জ্ঞানদাস ভয় পাইয়া জল ফেলিতে লাগিলেন (৩৩২, ৩৩৮)। বাসকসজ্জার একটি পদে (৩৮১) রাধা বলিতেছেন কি জন্যই বা আমি ক্ষীর সর আনিলাম, কেনই বা সুবাসিত জল ও তাম্বুল সংগ্রহ করিলাম! জ্ঞানদাস এই পদের ভণিতায় বলিতেছেন—

কাহে উজাগরি রাতি
জ্ঞানদাস দেউ শাতি॥

(৩৮১)

রাধা কেন আর রাত্রি জাগিতেছেন, জ্ঞানদাসকে যে শাস্তি উচিত বিবেচনা করেন তাহাই দিন। এই কথার মানে এই যে জ্ঞানদাসই রাধাকে খবর আনিয়া দিয়াছিলেন যে আজ কৃষ্ণ সঙ্কেতস্থানে আসিবেন; তাই রাধা তাঁহার জন্য সাজগোজ করিয়া বসিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যখন আসিলেন না তখন জ্ঞানদাসের মনে হয় তাঁহাকে শাস্তি দিয়া রাধা তাঁহার মনের জ্বালা মিটান।

জ্ঞানদাস রাধার সুখে সুখী, তাঁহার দুঃখে দুঃখী। রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়া এমনই গভীরভাবে প্রেমে পড়িয়াছেন যে তিনি লাজ ভয় সব হারাইয়াছেন। রাধার এমন বেপরোয়া ভাব দেখিয়া "জ্ঞানদাস কম্প অনিবার" জ্ঞানদাসের বুকের কাঁপুনি আর থামে না (১১৬, ১১৭)। রাধা একা একা নিজের মনে দুঃখের ভার বহিতেছেন দেখিয়া জ্ঞানদাস অনুনয় করিয়া বলেন তুমি তোমার দুঃখের কারণ আমাকে বল— "কহিলে ঘুচিবে তাপ" (১২৩)। রাধার দেহে সম্ভোগ-চিহ্ন দেখিয়া ননদিনী কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাধা বানাইয়া বানাইয়া এক স্বপ্ন সম্ভোগের কথা বলিলেন। ননদিনী একথা শুনিয়া চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলেন যে কোন দিক দিয়া নাগর আসিয়াছিল। রাধা তো ভয়ে অস্থির— জ্ঞানদাস অবশ্য সে কথা খুলিয়া বলেন নাই—কেননা অনর্থক বেশি কথা বলা তাঁহার অভ্যাস নহে। জ্ঞানদাসের

ভণিতার ভঙ্গী হইতেই রাধার ভয় পাওয়ার কথা অনুমান করিয়া লইতে হইবে—

জ্ঞানদাস কহে আমরা থাকিতে
কিবা পরমাদ তোরে।

(১২৬)

ননদিনীর সাধ্য কি জ্ঞানদাস থাকিতে রাধাকে কোন রকমে হেনাস্তা করিতে পারে।

রাধাকৃষ্ণ রাত্রিকালে বিলাস করিয়াছেন। ভোর হইয়াছে। রাধাকে এখন ঘরে ফিরিতে হইবে। জ্ঞানদাস কৃষ্ণকে বলিতেছেন এখন "চরণে পরাও তুমি কনয় নূপুর" (২২০)। সখীরূপে জ্ঞানদাস কৃষ্ণকেও মাঝে মাঝে ধমকাইয়া দেন। দানলীলায় শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে ছুঁইতে আসিতেছেন দেখিয়া—

জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত না হলে
কি লাগি বাহু পসার ॥

রাধা তো ইঙ্গিতেও তোমাকে অনুমতি দেন নাই, তবে তুমি কোন সাহসে হাত বাড়াইয়াছ (৩২০)? কৃষ্ণ পথ আগুলাইলে, কবি রাধাকে বলেন—"কিবা কর ভয় যাও হাত ঠেলা দিয়া" (৩২৫)। রাধা কৃষ্ণকে কালো বলিয়া, ত্রিভঙ্গ বলিয়া ঠাট্টা করিতেছেন। জ্ঞানদাস তাঁহার সঙ্গে সুর মিলাইয়া কৃষ্ণকে বলিয়া দিলেন—ওগো শ্যাম! নিজেকে একেবারে অতুলনীয় সুন্দর ভাবিও না—

জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম।
আপনা না ভাব অনুপাম ॥

(৩২২)

কৃষ্ণ যদি বেশি বাড়াবাড়ি করেন তাহা হইলে অগত্যা জ্ঞানদাসকে প্রতিকারের জন্য রাজদরবারে নালিশ করিতে হইবে—"জ্ঞানদাস কংসে দিবে কইয়া" (৩২৭)। প্রয়োজন অনুসারে জ্ঞানদাস রাধাঠাকুরাণীকেও দু'চার কথা শুনাইয়া দিতে পিছপাও হন না। দানলীলায় কৃষ্ণের প্রস্তাব শুনিয়া রাধা যখন বলিলেন এরকম কথা 'শ্রুতিসম্ভব নহে' অর্থাৎ শুনিবার যোগ্য নহে তখন জ্ঞানদাস বলিতেছেন—এমন করিয়া বলিতেছ কেন? তুমি যে নব অনুরাগে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিতে আসিয়াছ—

"জ্ঞানদাস কহ ঐছে কহসি কাহে
আওলি নব অনুরাগে"

(৩১৬)

রাধা কৃষ্ণকে কাঁচ বলায় জ্ঞানদাসের রাগ হইয়াছে। তিনি রাধাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে কৃষ্ণ "কাঁচ নহে কষটি পাষান" কষ্টিপাথর (৩২৪)। কৃষ্ণের প্রণয় চেষ্টাকে বিদ্রূপ করিয়া রাধা যখন তাঁহাকে বামন হইয়া চাঁদে হাত দিতে যাওয়া ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন, তখন জ্ঞানদাস আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না—

জ্ঞানদাস বলে গোপ ঝিয়ারি।
বলিতে পারিলে কি এতেক বলি ॥

(৩১৮)

নৌকায় চড়িয়া রাধা দেখিলেন নাবিক নৌকা বাহেন না। তাঁহাকে স্পর্শ করিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন। রাধা যখন তাঁহার বড়ি মাইয়ের কাছে অনুযোগ করিতেছেন তখন জ্ঞানদাস বলেন —"নাবিকে দেহ না কিছু খেতে" (৩৩৪)। রাধার দুর্জ্জয় মানের সময়ও দেখি জ্ঞানদাস কৃষ্ণের হইয়া রাধাকে মিনতি করিতেছেন। কৃষ্ণের অনেক আবেদন-নিবেদন ও চাটুবচনেও যখন রাধার মান ভাঙ্গিল না, তখন জ্ঞানদাস বলিতেছেন—কৃষ্ণের কথা তো শুনিলে না কিন্তু অন্ততঃ আমার মুখ চাহিয়া তুমি কানাইকে সরস স্পর্শ দিয়া বাঁচাও—

জ্ঞানদাস কহ ধনি মোর মুখ চাও।
সরস পরশ দেই কানুরে জিয়াও ॥

(৪১১)

সাধনার কোন উচ্চস্তরে উঠিলে কবি এরূপ কথা বলিতে পারেন! যেখানে কৃষ্ণের সকল অনুনয় ব্যর্থ হইল, সেখানেও জ্ঞানদাসের মনে ভরসা আছে যে রাধা তাঁহার মুখ চাহিয়া মান ত্যাগ করিবেন। রাধার প্রতি কতখানি প্রীতি থাকিলে মনে এমন ভরসা জাগে? জ্ঞানদাসের সাধনা প্রেমেরই সাধনা। এই সাধনায় তাঁহার অহংবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি নিজকে রাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলার পরিকর-রূপে ভাবনা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ জ্বালায় অস্থির হইয়া রাধা ভাবিতেছেন যে তিনি নিজে মথুরায় যাইয়া তাঁহার বন্ধুয়াকে বাঁধিয়া আনিবেন। জ্ঞানদাস এই কথা শুনিয়া বলিতেছেন—

জ্ঞানদাস কহে বিনয় বচনে
শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে যেতে মানা করি
দারুণ কুলের বাধা॥

(৪২৭)

কবি নিজেই মথুরায় চলিলেন—

শুনিয়া রাধার এত বিরহ হুতাশ।
চলিলা ধাইয়া মধুপুরে জ্ঞানদাস॥

(৪৩৯)

মথুরায় যাইয়া কৃষ্ণকে রাধার দশা নিবেদন করিয়া—

"জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ বধভাগী"

(৪২৮)

জ্ঞানদাস কহ রোয়।
তিরি-বধ লাগব তোয়॥

(৪৪৫)

জ্ঞানদাস রাধার দুঃখ চোখে দেখিতে পারেন না। রাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের ঔদাসীন্যের জন্য অনুযোগ করেন এবং অবশেষে নতি স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহেন তখন জ্ঞানদাস বলেন যে রাধাকে ভালবাসা দিয়া জ্ঞানদাসের প্রাণ রক্ষা কর—

অব দোষ ক্ষেম নাথ অভাগীরে কর সাথ
জ্ঞানদাসের রাখহ পরাণি॥

(২৮৬)

কৃষ্ণের উপরও জ্ঞানদাসের যথেষ্ট দাবী আছে—না হইলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য রাধাকে সঙ্গ দিবার কথা তাঁহাকে বলিতে পারিতেন না। প্রিয়াজী বলেন যে পরিণাম যাহাই হউক না কেন, আমি শ্যামকে ছাড়িতে পারিব না। সুতরাং সখীদিগকে তিনি বলেন—

চল সভে মেলি, শ্যাম শ্যাম বলি,
রহিতে না পারি ঘরে।

তাঁহার কথায় সায় দিয়া জ্ঞানদাস বলেন, নিশ্চয়, আমিও তোমার সহিত চলিব—

জ্ঞানদাস কয়, মন অন্য নয়,
শ্যামের পিরিতি সার।
লয়্যা কুলশীল, যে জন রহিবে,
আমি না রহিব আর॥

(১২০)

শ্রীরাধা যখন শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করেন, তখন জ্ঞানদাস বলেন—'মোর মনে হেন লয়, শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে, (১৬২)।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাঁচটি ভণিতা উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—"বলিতে সঙ্কোচ হয়, এই কয়টি পদে কবির বাণী যেন শ্রীমতীর উক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে" (জ্ঞানদাসের পদাবলী, ভূমিকা ॥৶৹)। তাঁহার এই উক্তি যদি যথার্থ হয় তাহা হইলে জ্ঞানদাসের যে সখীভাব আমরা প্রমাণ করিতে চাহিতেছি তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। সহজিয়ারা নিজেকে রাধা ভাবিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে, এবং কখনও বা নিজেকে কৃষ্ণ ভাবনা করিয়া অভিপ্রেত নায়িকার সঙ্গে বিহার করে। তাহাদের অভীষ্ট হইতেছে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা; আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনা হইতেছে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা। শ্রীরাধা হ্লাদিনী শক্তি, তাঁহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন ঘটানোই হইতেছে সখীদের কাজ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়॥

(২১৮)

লতার মূলে জল দিলে লতার ফুলপাতা আপনিই বাড়িয়া উঠে; আর মূলে জল না দিয়া ফুল পাতায় জল ছিটাইলে অল্পদিনের মধ্যেই ফুল পাতা ঝরিয়া পড়ে। সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত বিচার করা প্রয়োজন যে জ্ঞানদাস ঐ পাঁচটি ভণিতায় নিজে রাধার স্থান গ্রহণ করিয়াছেন কিনা। হরেকৃষ্ণবাবু কোন পদের আকর উল্লেখ করেন নাই এবং

সাধারণতঃ প্রায় কোন পদেরই পাঠান্তর ধরেন নাই। তাহাতেই বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

তাঁহার প্রথম দৃষ্টান্তটি এই—

জ্ঞানদাস বলে মুঞি কারে কি বলিব।
কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব॥

(আমার সংস্করণের ২৭৩)

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদকর্ত্তৃক সঙ্কলিত ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে (৪।৫) এই ভণিতার পরিবর্ত্তে পাঠ আছে—

জ্ঞানদাস বলে সখি সেই সে করিব।
কানুর পীরিতি লাগি সাগরে মরিব॥

ইহার অর্থ এই যে জ্ঞানদাস রাধাকে সখি সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে তুমি কৃষ্ণের দেখা না পাইয়া বলিতেছ—

চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥

তুমি মরিবে কেন? আমি তোমার হইয়া গঙ্গাসাগরের সঙ্গমে প্রাণত্যাগ করিব, এই কামনা করিয়া যেন তোমার কানুর পীরিতি সার্থক হয়।

পদটি ক্ষণদায় আরম্ভ হইয়াছে "কিবা রূপে কিবা গুণে মোর মন বান্ধো" ইত্যাদি দিয়া। উহার তৃতীয় চরণটি পদামৃত সমুদ্র ও পদকল্পতরুর প্রথম চরণ হইয়াছে; যথা—

মনের মরম কথা শুন লো সজনী।
শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥

ঐ দুই গ্রন্থে ধৃত পাঠের শেষ চারি চরণ হইতেছে—

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা বা না করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
জ্ঞানদাস কহে মুঞি কারে কি বলিব।
বন্ধুর লাগিয়া আমি সাগরে পশিব।

(পদামৃত সমুদ্র পৃঃ ৪২৬, পদকল্পতরু ২৫২৯)

ঐ পদটি পদকল্পতরুতে দুইবার ধৃত হইয়াছে। উহার ৮২৩ সংখ্যক পদের ভণিতা—

জ্ঞানদাস কহে সখি এই সে করিব।
কানুর পিরিতি লাগি যমুনা পশিব॥

পদরসসারের পুঁথিতে (২১৪ ও ১৪০৪) শেষ চরণ—

কানুর লাগিয়া আমি অনলে পশিব।

যমুনায় বা অনলে পশিবার কথা বলিলে কথার ব্যঞ্জনা কম হয়, কেননা 'সাগরে মরিব' বলার উদ্দেশ্য যে, যে কামনা করিয়া সাগরসঙ্গমে প্রাণত্যাগ করে, পরজন্মে তাহার সে কামনা পূর্ণ হয়। পদামৃত সমুদ্রের ভণিতার অর্থ এই যে কবি রাধাকে বলিতেছেন 'কেবা বা না করে প্রেম কার এত জ্বালা' একথা ঠিক বটে, কিন্তু সখি! আমি কাহার মুখে হাত দিয়া কাহাকে নিন্দা করা হইতে নিবারণ করিব? তার চেয়ে তোমার বন্ধুর জন্য আমি সাগরে প্রবেশ করিব, সেখানেও যদি তাঁহাকে পাই আনিয়া তোমার সঙ্গে মিলন ঘটাইব। হরেকৃষ্ণবাবু ক্ষণদা, পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, পদরসসার প্রভৃতি প্রামাণিক সকল গ্রন্থের পাঠ উপেক্ষা করিয়া কোন এক পুঁথির পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে সখী বা ঐ অর্থবাচক কোন শব্দ না থাকায় তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের মনেও ভ্রম জন্মিয়াছে।

হরেকৃষ্ণবাবুর দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটি হইতেছে—

গঞ্জে গুরুজন, বলু কুবচন, সে মোর চন্দন চূয়া।
জ্ঞানদাস কহে, এ অঙ্গ বেচেছি, তিল তুলসী দিয়া॥

(৩০৬)

পদটির আরম্ভ 'কি মোর ঘর দুয়ারের কাজ'। পদকল্পতরুতে (৮৪৭) ইহার ভণিতা নাই। পদামৃতসমুদ্রে (পৃঃ ২৪৯) ইহার ভণিতা এই—

সো মুখ না দেখিয়া পরাণ বিদরে
রহিতে নারিয়ে বাসে।
এমত পিরিতি জগতে নাহিক
কহই এ জ্ঞানদাসে॥

১৩১২ সালে প্রকাশিত ও দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত বৈষ্ণবপদলহরীতেও (২৬৮ পৃঃ) এই পাঠ ধৃত হইয়াছে।

রাধা মোহন ঠাকুরের পদামৃত সমুদ্রের পাঠ উপেক্ষা করিয়া কোন অজ্ঞাতনামা পুঁথির পাঠকে প্রামাণিক ধরিলে অর্থ-বিভ্রাট ঘটা আশ্চর্য্য নহে। পদামৃতসমুদ্রে তৃতীয় কলিতে আছে—

গুরু গরবিত, বোলে অবিরত,
সে মোর চন্দন চুয়া।
সে রাঙ্গা চরণে, আপনা বেচিলুঁ,
তিল তুলসী দিয়া॥

এটি শ্রীরাধার উক্তি। এই কথাই পদের শেষে ভণিতায় পুনরায় কবি নিশ্চয়ই বলেন নাই। সুতবাং হরেকৃষ্ণবাবুর ধৃত পাঠ ঠিক নহে।

হরেকৃষ্ণবাবুর তৃতীয় দৃষ্টান্ত হইতেছে—

পরবশ প্রেম, পূরয়ে নাহি আরতি,
অনুখন অন্তর দাহ।
জ্ঞানদাস কহে, তিলে কত সুখ হয়ে,
হেরইতে শ্যামর নাহ॥

(৩১১)

রাধা বলিতেছেন যে প্রেম পরের বশে, পরের উপর নির্ভর করিয়া আমার আর্ত্তি বা বাসনা মিটিল না, তাই সব সময়ে বুকে জ্বালা। জ্ঞানদাস তাহার উত্তরে বলিতেছেন তুমি শুধু জ্বালাটার কথাই বলিলে, তোমার নাথ শ্যামকে দেখিতে প্রতিক্ষণে তোমার যে কত সুখ হয় তাহা বলিলে না। প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ যদি একই ব্যক্তির উক্তি হয় তাহা হইলে উহা পরস্পর-বিরোধী হয়।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত হইতেছে—

খাইতে খাইয়ে, শুইতে শুইয়ে,
আছিতে আছিয়ে পুরে।
জ্ঞানদাস কহে ইঙ্গিত পাইলে
আনল ভেজাই ঘরে॥

(সন্দিগ্ধ ৮)

এখানেও প্রথম চরণ রাধার উক্তি, দ্বিতীয় চরণ তাঁহার অনুগতা সখীরূপা জ্ঞানদাসের কথা। রাধে! তুমি বলিতেছ তোমার এতকষ্ট—

প্রাণ সই কি আর কুল বিচারে।
প্রাণ বন্ধুয়া বিনু তিলেক না জিউ
কি মোর সোদর পরে॥

জ্ঞানদাস তাঁহাকে বলিতেছেন, কি দরকার তোমার কুল রাখিয়া, তুমি ইঙ্গিত করিলে আমি তোমার ঘর দুয়ারে আগুন লাগাইয়া দিব! পদটি পদামৃতসমুদ্রে (পৃঃ ২৪৯) জ্ঞানদাস ভণিতায় এবং পদকল্পতরুতে (৮৯৩) চণ্ডীদাস ভণিতায় পাওয়া যায়।

শেষ উদাহরণটি এই—

হিয়ার পিরিতি, কহিল না হয়,
চিতে অবিরত জাগে।
জ্ঞানদাস কহ, নব অনুরাগ,
অমিয় অধিক লাগে॥

(৬০)

এখানে উদ্ধৃতাংশের প্রথম চরণ রাধার উক্তি। পদের প্রথম দিকে রাধা বলিয়াছেন 'সই গো মরম কহিনু তোরে'। তাহারই উত্তরে সখীরূপা জ্ঞানদাস বলিতেছেন—তোমার নূতন অনুরাগ, তাহা অমৃতের চেয়েও সুমিষ্ট, সুতরাং সেই প্রেমের কথা চিত্তে অবিরত জাগিবেই তো।

জ্ঞানদাস কোথাও স্বয়ং রাধার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ভণিতা দেন নাই। তিনি সখী ভাবেই সাধনা করিতেন। সখীরা রাধার কায়ব্যূহ স্বরূপ। শ্রীরাধা মহাভাব স্বরূপিণী। জ্ঞানদাসের দীক্ষাগুরু জাহ্নবাদেবী স্বয়ং সখী ভাবে উপাসনা করিতেন। এই কথা শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতিগোবিন্দ তাঁহার "জাহ্নবাতত্ত্ব মর্ম্মার্থ" নামক অপ্রকাশিত পুঁথিতে (বরাহনগর গ্রন্থ মন্দির বিবিধ ৬২ক) বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জাহ্নবা বৃন্দাবনলীলার অনঙ্গমঞ্জরী। কবিকর্ণপূরও গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় (৬৬) বলিয়াছেন 'অনঙ্গ মঞ্জরীং কোচিজ্জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে'। জাহ্নবাদেবীর সখীভাবের দৃষ্টান্ত

স্বরূপ গতিগোবিন্দের নিম্নলিখিত পদাংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

আনন্দে হাসি হাসি রাই পাশে বসি
কহে সুমধুর কথা।
রসের আবেশে রাই বিনোদিনী,
পুছেত রসের কথা॥
শুন বিনোদিনী, শুন গো ভগিনী
রসিক নাগর কতি।
হাসিয়া হাসিয়া চম্পক সহিতে
মিলাব গোবিন্দগতি॥ (১০ম পদ)

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে জ্ঞানদাস-বা অন্য কোন বৈষ্ণব মহাজন রাধাকৃষ্ণের লীলাকে জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন বলিয়া বর্ণনা করেন নাই, কেননা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি স্বরূপশক্তি বা হ্লাদিনী-শক্তি। তিনি অন্তরঙ্গা শক্তি, আর জীব তটস্থাশক্তি। জীব মায়ার অধীন, আর শ্রীরাধাকে বহিরঙ্গা মায়া কোনরূপে স্পর্শ করিতে পারে না।

৬। আকর গ্রন্থের পরিচয়

জ্ঞানদাসের পদ সমূহ বিভিন্ন পদসঙ্কলনের পুঁথিতে ও প্রকাশিত পুস্তকে ছড়াইয়া আছে। গোবিন্দ দাস, বলরাম দাস, রায়শেখর, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুঁথি অনেক পাওয়া যায়। বরাহনগর পাটবাড়ীর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরে জ্ঞানদাসের অনেকগুলি পদ পাইয়াছি। তবে পদগুলি প্রায়শঃই দুই এক পাতার পাতড়ায় লিখিত। পদাবলী বিভাগের ২৬ সংখ্যক বাণ্ডিলে অনেকগুলি এরূপ পাতড়া ছিল। উল্লেখ করিবারসুবিধা হইবে বলিয়া আমি সেগুলিকে ক, খ, গ ইত্যাদি চিহ্ন দিয়াছি। ক হইতে শ পর্য্যন্ত ত্রিশটি পাতড়া আছে। অধিকাংশ পাতড়ার লেখা দেখিয়া মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের অনুলিপি।

সাহিত্য পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুঁথি হইতে সংগ্রহ করিয়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ৩১টি পদ এবং পদরত্নাকর ও পদরসসারের পুঁথি হইতে ১৫টি পদ সংগ্রহ করিয়া 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে' প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাহিত্য পরিষদের ১৯২ সংখ্যক পুঁথিতে আমি জ্ঞানদাসের কয়েকটি পদ পাইয়াছি। পুঁথিখানিতে তারিখ লেখা নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৪, ৩২৭, ৩৩১, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২, ২৫১১, ২৫৭২, ৩৪০৯, ৩৭৪২, ৪১২১, ৪১২২,৪২৭০, ৪৩৩৩,৪৫২৩, ৪৫২৭, ৪৯২৬, ৪৯৫২, ৪৯৫৩ এবং ৫৪২২ পুঁথিতে জ্ঞানদাসের অনেক পদ আছে। সব চেয়ে বেশি পদ পাওয়া গিয়াছে ৩৩৩ সংখ্যক পুঁথিতে। ৩৩৬ সংখ্যক পুঁথিখানিতে মাত্র তারিখ দেওয়া আছে—১২১১ সালে ৭ই শ্রাবণ অর্থাৎ দেড়শত বৎসরের চেয়ে বেশী প্রাচীন। অন্য কোন পুঁথিতে তারিখ দেওয়া নাই, তবে ঐ গুলিও দেড়শ দুইশ বছরের প্রাচীন মনে হয়।

সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের নিকট চারশতাধিক পদের সংগ্রহযুক্ত একখানি প্রাচীন পুঁথি ছিল। তাহার কতকগুলি পৃষ্ঠায় ১০৬১, ১০৬২, ১০৬৩ লেখা আছে। সম্ভবতঃ উহা বাংলা সাল নির্দ্দেশক। ঐ পুঁথিখানিতে জ্ঞানদাসের অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব অনেকগুলি পদ পাওয়া গিয়াছে।

১৩১৩ সালে রসিকলাল দে মহাশয় 'ভক্তি' পত্রিকায় 'সজনি, কি আর লোকের ভয়' ইত্যাদি পদটি এবং ১৩৩৩ সালে শিবরতন মিত্র মহাশয় 'দীনেরে দেখিয়া পরাণকান্দে' ইত্যাদি পদটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ পদ দুইটি এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইল।

নবদ্বীপের হৃষীকেশ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিতাইপদ দাস বাবাজীর নিকট তাঁহার সঙ্গীত-গুরু বনমালী দাস বাবাজী লিখিত পদরত্নমালা নামে একখানি পদসঙ্কলনের পুঁথি আছে। তাহাতে লেখা আছে যে বনমালী বাবাজী

তাঁহার সঙ্গীত অধ্যাপক অদ্বৈতদাস পণ্ডিত বাবাজীর নিকট হইতে উহার অধিকাংশ পদ পাইয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ হইতে জ্ঞানদাসের কয়েকটি পদ লইয়াছি।

মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে কালানুসারে সর্ব্বপ্রথম নাম করিতে হয় নন্দ কিশোর গোস্বামীর 'রসকলিকা'র। নন্দকিশোর নিত্যানন্দাত্মজ বীরচন্দ্রের পুত্র হরিদেবের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। রসকলিকায় জ্ঞানদাসের। 'মন্দিরে বসসি চান্দ কান্দাওসি তারায় গাঁথসি হার' ইত্যাদি পদটি সম্পূর্ণ আকারে এবং 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে' ইত্যাদি পদের চারিটি চরণ পাওয়া যায়।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত এবং ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকা রচনা করেন। তিনি শেষ বয়সে ক্ষণদাগীত চিন্তামণি সঙ্কলন করেন। উহাতে জ্ঞানদাসের ১৭টি পদ পাওয়া যায়।

রাধামোহন ঠাকুর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর প্রায় সমসাময়িক। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বকীয়াবাদীদের পরাজিত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে যে স্বীকার-উক্তি পাইয়াছিলেন তাহা মুর্শিদকুলিখাঁর দপ্তরের মোহর যুক্ত হইয়া রক্ষিত আছে (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩০৬।৪র্থ সংখ্যা)। রাধা মোহন তাঁহার পদামৃতসমুদ্রে জ্ঞানদাসের মাত্র ২০টি পদ ধরিয়াছেন। তিনি বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের রচনাভঙ্গীর পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া জ্ঞানদাসকে বিশেষ প্রাধান্য দেন নাই।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য জগন্নাথের পুত্র নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে (পৃঃ ৯৭৬) জ্ঞানদাসের একটি মাত্র পদ এবং গীতচন্দ্রোদয়ে ৩৪টি পদ ধরিয়াছেন। গীতচন্দ্রোদয়ের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মাত্র পূর্ব্বরাগের পদ আছে।

দীনবন্ধুদাসের সংকীর্ত্তনামৃতে জ্ঞানদাসের ৯টি মাত্র পদ আছে। এই গ্রন্থখানি যে পুঁথি হইতে মুদ্রিত হইয়াছে সেই পুঁথিখানির লিপিকাল হইতেছে ১৬৯৩ শকাব্দা বা ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ।

গৌরসুন্দর দাস ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কীর্ত্তনানন্দ সঙ্কলন করেন। ঐ গ্রন্থের এক খণ্ডিত পুঁথি পাইয়া বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় প্রায় ছয় শত পদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উহাতে ৩৪টি পদ আছে। বরাহনগর পাট বাড়ীতে ১১১৭টি পদসংযুক্ত কীর্ত্তনানন্দের সম্পূর্ণ দুই খানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। যে সব পদ এই পুঁথি হইতে লইয়াছি তাহাদের নীচে 'কী পুঁথি' এইরূপ লিখিয়া দিয়াছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বশেষ অথচ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আকারে বৃহত্তম সঙ্কলন হইতেছে বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু। ইহাতে ৩১০১টি পদ আছে, তন্মধ্যে জ্ঞানদাসের পদের সংখ্যা ১৮৬।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌরীমোহন দাস পদকল্পলতিকায় জ্ঞানদাসের কয়েকটি অপ্রকাশিত পদ প্রকাশ করেন। ১২৯২ সালে বা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ পদরত্নাবলী নামে যে গ্রন্থ সঙ্কলন করেন তাহাতে জ্ঞানদাসের ১১টি পদ আছে।

কেবলমাত্র জ্ঞানদাসের পদাবলী লইয়া সর্ব্বপ্রথমে স্বতন্ত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিবার কৃতিত্ব রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের। তিনি ১৩০২ সালে ৩০৯টি পদ দিয়া এই গ্রন্থ ২০, সুকিয়া ষ্ট্রীটের কালিকা যন্ত্র হইতে প্রকাশিত করেন। তিনি অনেক পুঁথি ঘাঁটিয়া কতকগুলি নূতন পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তবে 'বন্ধুয়া আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া' ইত্যাদি অনন্তদাসের পদ (তরু ১৯৮০), এবং অন্য কবির আরও ১৭টি পদ তিনি জ্ঞানদাস ভণিতায় প্রকাশ করেন। তিনি কোন পুঁথিতে হয়তো জ্ঞানদাস ভণিতাই পাইয়াছিলেন। যে কোন পুঁথিতে জ্ঞানদাসের ভণিতাযুক্ত যে কোন পদ দেখিলেই তাহা নির্ব্বিচারে জ্ঞানদাসের রচনা বলিয়া মানিয়া লইবার এই রীতি আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

রমণীবাবুর গ্রন্থপ্রকাশের মাত্র দুই বৎসর পরে (১৩০৪ সালে) উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৯৬নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলীর' দ্বিতীয় খণ্ডে জ্ঞানদাসের ৩০৫টি পদ প্রকাশ করেন। রমণীবাবুর সংগৃহীত কয়েকটি পদবর্জ্জন করিয়া এবং নূতন দুই চারিটি পদ যোগ করিয়া এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। তাহার পর ১৩১২ সালে বঙ্গবাসী প্রেস হইতে দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় 'বৈষ্ণব পদলহরী' গ্রন্থে জ্ঞানদাসের ৩০৪টি পদ প্রকাশ করেন। এইসব গ্রন্থের মধ্যে কোনখানিই গবেষণার রীতিতে সঙ্কলিত হয় নাই বলিয়া সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়

অভিযোগ করেন (সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা ২২।৩)। ৩২।৩৩ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানদাসের পদাবলীর এক প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন বলিয়া পদকল্পতরুর ভূমিকা হইতে জানিতে পারি। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। অবশেষে ১৩৬৩ সালে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে "জ্ঞানদাসের পদাবলী" বাহির করেন। ইহাতে ৩৫টি সম্পূর্ণ পদ ও ২৯টি অসম্পূর্ণ পদ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু হরেকৃষ্ণবাবু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রামাণিক সঙ্কলনগুলিতে ধৃত জ্ঞানদাসের অনেক পদ তো ছাড়িয়া দিয়াছেনই, বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত গৌরপদতরঙ্গিনী ও পদামৃতমাধুরীর ন্যায় সুপরিচিত গ্রন্থে ধৃত জ্ঞানদাসের বহু পদ কোন রূপ কারণ না দেখাইয়া বাদ দিয়াছেন। গৌরপদতরঙ্গিনীতে জ্ঞানদাসের ১৬টি পদ আছে। নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহোদয় কীর্ত্তন গানের বহু প্রাচীন পুঁথি হইতে জ্ঞানদাসের অনেকগুলি নূতন পদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এইসব গ্রন্থ হইতে আমি পদ সংগ্রহ করিয়াছি। প্রাচীন ও আধুনিক সকল সঙ্কলনকর্ত্তার নিকটই আমি ঋণী।

কিন্তু আমার এই সঙ্কলনেও যে জ্ঞানদাসের সকল পদ স্থান পাইয়াছে এমন কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। অনুরাগিণী রাধা বোধহয় কৃষ্ণের নিকট দূতী পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে কৃষ্ণ জগন্নাথবল্লভ নাটকের ভঙ্গীতে হয়তো বলিয়াছিলেন আমি আবার তোমাদের সখীর অনুগত হইলাম কবে? কিন্তু ঐ পদ পাওয়া যায় নাই। 'কানুক ঐছন বাত। শুনি অবনত মাথ' (১২৯) ইত্যাদি পদ পড়িলে অনুমান হয় নিশ্চয়ই ঐরূপ কোন পদ জ্ঞানদাস লিখিয়াছিলেন; না হইলে এই পদটি অসংলগ্ন হয়। রাসের মধ্যে সহসা পাই 'যত নারীকুল বিরহে আকুল, ধৈরজ ধরিতে নারে' (৩৫২)। অথচ রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান বিষয়ে কোন পদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। খণ্ডিতার দুইটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। তাহার প্রথমটিতে রাধার শ্লেষ রহিয়াছে, দ্বিতীয়টি আরম্ভ হইয়াছে—"সুন্দরি কাহে কহসি কটুবাণী" (৩৮৪)। রাধার কটুবাণীযুক্ত কোন পদ জ্ঞানদাস নিশ্চয়ই লিখিয়াছিলেন। ভবিষ্যৎ গবেষকদের গবেষণার ফলে জ্ঞানদাসের আরও নূতন পদ আবিষ্কৃত হইবে ভরসা রাখি।

৭। ভণিতা বিভ্রাট

কোন পদ কাহার দ্বারা রচিত তাহা ভণিতা দেখিয়া নির্ণয় করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন আকর গ্রন্থে একই পদ বিভিন্ন কবির ভণিতায় কখনও কখনও দেখা যায়। জ্ঞানদাসের নামে যে পদ প্রচলিত আছে তাহা হয়তো কোন পুঁথিতে বা মুদ্রিত গ্রন্থে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, বলরামদাস বা গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া গেল। এরূপ ক্ষেত্রে পদটি জ্ঞানদাসেরই রচনা কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মান স্বাভাবিক। সেই জন্য আমরা গ্রন্থের শেষে ৩০টি পদ সন্দিগ্ধ পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। কিন্তু সন্দেহের কারণ কোথাও দুর্ব্বল, কোথাও বা প্রবল; তাহা প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিচার করিয়া দেখা দরকার। অনেক পদ মুখে মুখে ফিরিত। কোন গায়কের মুখে শুনিয়া কেহ হয়তো পদটি লিখিয়া রাখিলেন। কিন্তু সেই গায়ক যে ভুল করিয়া ভণিতার এক কবির স্থানে অন্য কবির নাম বসান নাই তাহার নিশ্চয়তা কি? ভাব ও ভাষার মিল থাকিলে এক কবির পদ অন্য কবিতে আরোপ করা বিচিত্র নহে।

জ্ঞানদাস এক সময়ে বিদ্যাপতির অনুকরণে পদ লিখিতেন। গোবিন্দদাসও বিদ্যাপতিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই সন্দিগ্ধ পর্য্যায়ের চারিটি পদ (৩, ৭, ১২, ২০) বিদ্যাপতির ভণিতায় এবং আটটি পদ (১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২৬) গোবিন্দদাস ভণিতায় পাওয়া যায়। ছয়টি পদের ভণিতায় (২, ৮, ১৮, ২২, ২৫, ৩০) চণ্ডীদাসের নামও দেখা যায়। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের অনুসরণ করিয়া কয়েকটি পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া এরূপ বিভ্রাট অস্বাভাবিক

নহে। বলরাম দাসের সঙ্গে ভণিতার বিভ্রাট হইয়াছে তিনটি পদে (১, ৫, ৬); বংশীবদনের সঙ্গেও তিনটি পদে (৪, ৭, ১৭)। যদুনাথদাসের সঙ্গে দুইটি পদের ভণিতায় গোলমাল দেখা যায় (৭, ২৩)। এগুলি ছাড়া নিম্নলিখিত কবিদের সঙ্গে এক একটি পদের ভণিতা-বিভ্রাট ঘটিয়াছে—বাসু ঘোষ (২৮), রায়শেখর (১৭), নরহরি (২১), গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী (২৪), জগন্নাথ (২৫), বিন্দু (২৭)। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে জ্ঞানদাসের নামে প্রচলিত পদের অন্য বার জন দাবীদার আছেন।

ইঁহাদের দাবীর মামলা মীমাংসা করিবার জন্য একটিমাত্র সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। একই পদে বিভিন্ন ভণিতা থাকিলে দেখিতে হইবে যে কোন ভণিতা সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। যদি ক্ষণদাগীতচিন্তামণির ন্যায় প্রামণিক গ্রন্থে প্রদত্ত ভণিতার সহিত পদকল্পতরুতে ধৃত ভণিতার বিরোধ দেখা যায় তাহা হইলে ক্ষণদার কথাই মানিতে হইবে বটে, কিন্তু যদি দেখা যায় যে পদামৃত-সমুদ্র, সংকীর্ত্তনামৃত, কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি একবাক্যে ক্ষণদার বিরোধিতা করিতেছেন তাহা হইলে সন্দেহ জাগে যে বোধ হয় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কোন গায়কের নিকট হইতে ভুল ভণিতা পাইয়াছিলেন। অবশ্য এরূপ সম্ভাবনাও আছে যে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীই ঠিক ভণিতা এবং রাধামোহন ঠাকুর ভুল ভণিতা পাইয়াছিলেন এবং রাধামোহনের ধৃত পাঠ অন্য সকলে মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সংকীর্ত্তনামৃতের সঙ্কলয়িতা দীনবন্ধু দাস রাধামোহনের একটি পদও তুলেন নাই, সুতরাং তাঁহার উপর রাধামোহনের প্রভাব পড়িয়াছে এরূপ কথা বলা যায় না। 'পহিলহি রাধামাধব মেলি' (সন্ধিপ্ত ১১) ইত্যাদি পদটি ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে জ্ঞানদাসের ভণিতায় আছে, অথচ পদামৃতসমুদ্র, সংকীর্ত্তনামৃত, কীর্ত্তনানন্দ ও পদকল্পতরুতে এটি গোবিন্দদাসের ভণিতায় ধরা হইয়াছে। সেইজন্য এটিকে গোবিন্দ দাসের পদ বলিয়াই ধরা উচিত। পদটির মধ্যে আছে—

হাসি দরশি মুখ ঝাপই গোই।
বাদরে শশী জনু বেকত না হোই॥

এমন উপমা, বিশেষ করিয়া 'জনু' শব্দের এমন বিশুদ্ধ প্রয়োগ জ্ঞানদাসে বিরল। সেই জন্য ক্ষণদা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সঙ্কলন এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সঙ্কলয়িতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খ্যাতিমান্ পণ্ডিত হইলেও এখানে তাঁহার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না।

যদি প্রামাণিক সঙ্কলনগুলির বিরুদ্ধে কোন পুঁথির সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাহা হইলে বিচার করিতে হইবে ঐ পুঁথির বয়স কত, উহার সঙ্কলয়িতা এবং লিপিকরের পাণ্ডিত্য ও সতকর্তা কিরূপ। 'মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা' ইত্যাদির 'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন' সুপ্রসিদ্ধ পদটির ভণিতাংশ কীর্ত্তনানন্দে নাই; কিন্তু গীতচন্দ্রোদয় ও পদকল্পতরুতে জ্ঞানদাসের ভণিতা দেওয়া আছে। ঐ দুই-খানি গ্রন্থই প্রামাণিক বলিয়া খ্যাত। রবীন্দ্রনাথও পদ-রত্নাবলীতে জ্ঞানদাসের ভণিতাতেই পদটি ধরিয়াছেন। এতগুলি প্রবল সাক্ষীর বিরুদ্ধে যাইতেছেন একমাত্র পদ-রত্নাকর পুঁথি। পদরত্নাকর ১২১৩ সনে বা ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে কমলাকান্ত দাস বর্দ্ধমানে বসিয়া সঙ্কলন করেন। তিনি বর্দ্ধমান রাজ-সরকারে চাকুরি করিতেন। তাঁহার পুঁথিতে ১৩৫৮টি পদ আছে। কমলাকান্ত নরহরি চক্রবর্ত্তী ও বৈষ্ণবদাসের তুলনায় অনেকটা অর্ব্বাচীন। তা ছাড়া তাঁহার গ্রন্থে অনেক সুপ্রসিদ্ধ কবির পদে অন্য লোকের ভণিতা দেখা যায়। তাহার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য্যজনক হইতেছে "জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া-সিন্ধু" ইত্যাদি পদটিতে নরোত্তম-দাসের ভণিতা (পদরত্নাকর ৪৩।৮), কিন্তু রাধামোহন নিজে তাঁহার পদামৃতসমুদ্রে (পৃঃ ৪৮৭) ওটিকে রাধামোহন ভণিতায় ধরিয়াছেন এবং পদকল্পতরুতেও (৩০০৫) পদটি রাধামোহনের বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুতে (৬৬৪) 'মহাপ্রভু নাচত চৈতন্য রায়' ইত্যাদি পদটি চৈতন্যদাসের ভণিতায় আছে, কিন্তু পদরত্নাকরে (১৩।২৩) উহা বাসুদেব ঘোষে আরোপ করা হইয়াছে। "এ কি পরমাদ আই লোকের বদনে" ইত্যাদি পদটি পদকল্পতরুতে (৮৬৫) শিবরাম ভণিতায় আছে, কিন্তু পদরত্নাকরে (১৪।৫৬) উহা শিবানন্দ ভণিতাযুক্ত। পদকল্পতরুতে (১০৭৪) "আজুক রজনী নিধুবনে আনি করল বিনোদরাস" ইত্যাদি পদটি

রাধামোহন ভণিতায় আছে, কিন্তু পদরত্নাকরে (১৩।৬৩) উহাতে গোবিন্দদাসের ভণিতা। 'পিয়ার ফুলের বনে' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদটি পদামৃতসমুদ্রে, পদকল্পতরুতে এবং সংকীর্ত্তনামৃতে গোবিন্দ দাসিয়া বা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ভণিতায় ধৃত হইয়াছে, কিন্তু পদরত্নাকরের (৪০।৩৮) ভণিতায় 'বলরাম' রহিয়াছে। সুতরাং পদরত্নাকরের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া "মনের মরম কথা" ইত্যাদি পদটি জ্ঞানদাসের রচনা বলিয়াই মানিয়া লওয়া উচিত। ঐ পদটি রামানন্দ বসুর—

"শাঙন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে"

(তরু ১৪৫)

ইত্যাদি পদের আদর্শে রচিত। জ্ঞানদাস কুঞ্জভঙ্গের—

প্রাণনাথ কি বলিব তোরে।
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে ॥

(২২০)

পদটিও বসু রামানন্দের—

"প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল" ॥

(তরু ৬৫৯)

ইত্যাদি পদটির অনুকরণে লিখিয়াছেন।

পদরত্নাকরের ভণিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যায় না বলিয়াই আমরা উহার (১৪।৩) 'শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে' (২২১) ইত্যাদি পদে চণ্ডীদাস ভণিতা দেখিয়াও পদটিকে পদকল্পতরুর প্রমাণ অনুসারে জ্ঞানদাসের রচনা বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। ঐরূপ কারণেই 'দানী দেখি কাঁপিছে শরীর' (৩২৮) ইত্যাদি পদটিতে পদরত্নাকরের (২৮।১৮) শ্যামানন্দ দাস ভণিতা অগ্রাহ্য করিয়াছি।

"সহজই শ্যাম সুকোমল শীতল"

(সন্দিগ্ধ ১০)

ইত্যাদি পদটি ক্ষণদায় জ্ঞানদাস ভণিতায় থাকিলেও, গৌর সুন্দরদাস কীর্ত্তনানন্দে উহা গোবিন্দ দাসের ভণিতায় ধরিয়াছেন। ক্ষণদা কীর্ত্তনানন্দ অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং অধিক প্রামাণিক। পদটিতে কিন্তু গোবিন্দ দাসের বৈশিষ্ট্য-দ্যোতক উপমা—

অনুখন দুনয়নে নীর নাহি তেজই
বিরহ-অনলে হিয়া জারি।
পাবক-পরশে সরস দারু যৈছন
একদিশে নিকসই বারি ॥

দেখিয়া সন্দেহ হয় যে এটি বোধ হয় গোবিন্দদাসেরই রচনা। কিন্তু 'শুন শুন সুন্দরি আর কত সাধসি মান' (সন্দিগ্ধ ১১৩) ইত্যাদি পদটি ক্ষণদায় জ্ঞানদাস ভণিতায় ও পদকল্পতরুতে গোবিন্দদাস ভণিতায় পাওয়া যায়। পদটিতে গোবিন্দদাসের রচনার কোন বৈশিষ্ট্য নাই বলিয়া এ ক্ষেত্রে ক্ষণদার প্রমাণই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে।

'নিতি নিতি আসি যাই'

(সন্দিগ্ধ ৯)

ইত্যাদি পদটি ক্ষণদায় জ্ঞানদাস ভণিতায়, পদকল্পতরুতে যদুনাথ ভণিতায় এবং নিমানন্দ দাসের পদরসসারে বংশীবদন ভণিতায় দেখা যায়। পদরত্নাকরেও পদটিতে বংশীবদন ভণিতা দেখা যায়। যদুনাথ ও বংশীবদন শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক, সুতরাং জ্ঞানদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহাদের রচনার ধারায় সঙ্গে জ্ঞানদাসের পরিণত বয়সের রচনা-ভঙ্গীর অনেক মিল দেখা যায়। সেইজন্য এটিকে নিঃসংশয়ে জ্ঞানদাসের রচনা বলিয়া মানা কঠিন, যদিও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী জ্ঞানদাসের পদ বলিয়াই ইহাকে স্বীকার করিয়াছেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সৈদাবাদ অঞ্চলে পড়াশুনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সুদীর্ঘকাল ব্রজমণ্ডলে থাকার দরুণ হয়তো কোন কোন পদের বিকৃত পাঠ পাইয়াছিলেন।

রাধামোহন ঠাকুর একে শ্রীনিবাসের বংশধর—যে বংশে তাঁহার প্রপিতামহ গতিগোবিন্দ, এবং পিতামহ কৃষ্ণপ্রসাদও পদকর্ত্তা ছিলেন—তাহার উপর আবার কীর্ত্তনের কেন্দ্রস্থল রাঢ়দেশে বাস করিতেন। সুতরাং তাঁহার প্রামাণিকতা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হওয়া উচিত। বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরুর

অনুবাদ প্রকরণে লিখিয়াছেন যে পদামৃতসমুদ্রের পদগুলি তিনি গান করিতেন এবং "সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল"। এরূপ উক্তি সত্ত্বেও দেখি যে—

'তুমি কিনা জান সই কানুর পিরিতি'
(সন্দিগ্ধ ৮)

ইত্যাদি পদটি পদামৃতসমুদ্রে জ্ঞানদাস ভণিতায় ধৃত হইয়াছে, কিন্তু পদকল্পতরুতে ভণিতা চণ্ডীদাস। বৈষ্ণবদাস লিখিয়াছেন যে তিনি অনেক দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে কি তিনি কোন অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছিলেন যে পদটি জ্ঞানদাসের নহে, চণ্ডীদাসেরই? এরূপ মনে করিবার কিন্তু হেতু দেখি না। কেননা "মথুরা সঞে হরি" ইত্যাদি পদটি রাধামোহন ঠাকুর (পৃঃ ৩৮২) স্বয়ং গোবিন্দদাসের রচনা বলিয়া ধরিলেও, পদকল্পতরুতে (১৯৮৪) উহা রাধামোহনের ভণিতা-সহ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং 'তুমি কিনা জান সই কানুর পিরিতি' পদটি জ্ঞানদাসের রচনা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতেছি।

ক্ষণদা-গীতচিন্তামণিকে যদি বলা যায় জ্ঞানদাসের স্বপক্ষের সাক্ষী, পদকল্পতরুকে বলিতে হয় বিপক্ষদলের সাক্ষী। সন্দিগ্ধ ১৭টি পদের মধ্যে বৈষ্ণবদাস ১২টি পদকে (২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১৬, ১৯, ২২, ২৩, ২৪, ২৫ এবং ২৯) অন্য কবির ভণিতা দিয়া ধরিয়াছেন। "আমি ত অবলা, কখন হৃদয়ে, ভালমন্দ নাহি জানি" ইত্যাদি পদটি (সন্দিগ্ধ ২) বরাহনগরের একখানি পুথিতে জ্ঞানদাস ভনিতায় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কীর্ত্তনানন্দ ও পদকল্পতরুতে চণ্ডীদাস ভণিতা আছে। পদটিতে বিশাখার দ্বারা রাধাকে চিত্রপটে কৃষ্ণকে দেখাইবার কথা আছে, সুতরাং পদটি চণ্ডীদাসের রচনা হইলেও, ঐ চণ্ডীদাস শ্রীরূপগোস্বামীর পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

'তখনি বলিনু তোরে, যাইস না যমুনা তীরে'

ইত্যাদি পদটি (সন্দিগ্ধ ৪) গীতচন্দ্রোদয়ে জ্ঞানদাস ভণিতায় ধৃত হইয়াছে। কিন্তু পদকল্পতরুর মাত্র ক পুঁথিতে উহা বংশীদাস ভণিতায় আছে, অন্যান্য পাঁচখানি পুঁথিতে ভণিতার কলি নাই। এ ক্ষেত্রে নরহরি চক্রবর্ত্তীর প্রমাণ-মানিয়া লওয়াই সঙ্গত বিবেচনা করি। তিনি বৈষ্ণবদাসের অনেক আগে গীতচন্দ্রোদয় সঙ্কলন করেন। 'প্রতি অঙ্গে মণি মুকুতা খিচনি' ইত্যাদি পদটি পদকল্পতরু অনুসারে বলরাম দাসের, আর সাহিত্য পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুঁথি অনুসারে জ্ঞানদাসের। ঐ পুঁথিখানির বয়স খুব সম্ভব পদকল্পতরু অপেক্ষা কম, কিন্তু ঐরূপ নির্ভুল পুঁথি খুব কমই চোখে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে পদটি কাহার নিশ্চিন্ত করিয়া বলা যায় না।

'আজু কেন তোমা এমন দেখি' ইত্যাদি পদটি (সন্দিগ্ধ ৭) গীতচন্দ্রোদয় ও কীর্ত্তনানন্দ অনুসারে জ্ঞানদাসের, কিন্তু পদকল্পতরুতে বিদ্যাপতির ভণিতা আছে। মিথিলার বিদ্যাপতির পদ হাজার রূপান্তরিত হইলেও ঐরূপ ভাষায় পরিণত হইতে পারে না। পদটিকে জ্ঞানদাসের রচনা বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। অবশ্য শ্রীখণ্ডের বিদ্যাপতির রচনা হওয়াও অসম্ভব নহে। তবে রচনাভঙ্গী জ্ঞানদাসেরই অনুরূপ; বিশেষ করিয়া—

কালাকানুর পথে যে জন যায়।
বাতাসে মানুষ চমক পায়॥

এই দুই চরণের মাঝখানে যে কথাগুলি অনুক্ত রহিয়া গেল তাহা মরমী কবি জ্ঞানদাসের নিজস্ব ভঙ্গী। বরাহনগরের একখানি পুঁথি (২৬৯) আবার পদটির উপর চণ্ডীদাসের দাবী জানায়। চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের মধ্যে কাহার দাবীর বেশি জোর তাহা বলিবার সাধ্য আমার নাই। চণ্ডীদাসের সঙ্গে জ্ঞানদাসের বিবাদ আরও চারটি পদ লইয়া আছে। (সন্দিগ্ধ ১৮, ২২, ২৩ এবং ৩০)।

আরও কয়েকটি পদের একাধিক দাবীদার আছে। 'হেদে হে নিলজ কানাই' ইত্যাদি পদটি (সন্দিগ্ধ ১৯) পদকল্পতরুর অধিকাংশ পুঁথিতে রায় শেখর ভণিতায়; পদরসসারে বংশীবদন ভণিতায়, বরাহনগরের এক পুঁথিতে এবং পদকল্পতরুর 'খ' পুথিতে জ্ঞানদাস ভণিতায় পাওয়া যায়। 'রাস জাগরণে নিকুঞ্জ ভবনে' ইত্যাদি পদটি (সন্দিগ্ধ ২৫) পদকল্পতরুর 'ক' পুঁথিতে জ্ঞানদাস ভণিতায়, উহার অন্যান্য পুঁথিতে জগন্নাথ দাস ভণিতায় এবং পদরসসারের পুঁথিতে দ্বিজচণ্ডীদাস ভণিতায় দেখা যায়। পদটি যদি

জগন্নাথদাসের হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে এমন সুন্দর আর একটি পদও তিনি লেখেন নাই। 'বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিনু' ইত্যাদি পদটির (সন্দিগ্ধ ২১) দাবীদার চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস এবং নরহরি।

সন্দিগ্ধ পর্য্যায়ে ধৃত ৫, ১৪, ১৭, ২১, ও ২৬ সংখ্যক পদকয়টি পদকল্পতরুর মতে জ্ঞানদাসের রচনা। কিন্তু "যতরূপ ততবেশ" ইত্যাদি পদটির (সন্দিগ্ধ ৫) কীর্ত্তনানন্দ অনুসারে রচয়িতা বলরাম দাস। কীর্ত্তনানন্দের শেষ দুই কলির সঙ্গে পদকল্পতরুর মিল নাই। দুই কবির দুইটি পদ জোট পাকাইয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। 'কত কত ভুবনে আছয়ে বরনাগরি' ইত্যাদি (সন্দিগ্ধ ১৪) পদে জ্ঞানদাসের সঙ্গে গোবিন্দদাসের পদও হয়তো ঐ ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। "শুন শুন শুন সুজন কানাই" (সন্দিগ্ধ ১৭) ইত্যাদি পদটির ভাষাতে গোবিন্দদাসের চেয়ে জ্ঞানদাসের রচনারীতির অধিক সাদৃশ্য দেখা যায়। সংকীর্ত্তনামৃতে কিন্তু পদটি গোবিন্দদাস ভণিতায় আছে।

'কলধৌত কলেবর গৌরতনু' ইত্যাদি পদটি (সন্দিগ্ধ ২৬)। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "জ্ঞানদাসের পদাবলী" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে ধৃত হয় নাই; কিন্তু তাঁহার "বৈষ্ণব পদাবলীতে" এটিকে তিনি জ্ঞানদাসের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। পদকল্পতরুতে (২৩৩৩) কিন্তু ঐ পদটি বিন্দু ভণিতায় পাওয়া যায়। বিন্দুর আরও চারটি পদ পদকল্পতরুতে আছে। হরেকৃষ্ণবাবু যদি তাঁহার উপজীব্য পুঁথির বয়স, শুদ্ধাশুদ্ধ, প্রাপ্তিস্থান প্রভৃতির কথা বলিতেন তাহা হইলে আমরা বিচার করিয়া দেখিতে পারিতাম যে উহা পদকল্পতরু অপেক্ষা অধিক বিশ্বাসযোগ্য কিনা। কিন্তু ১৩৪১ সালে সাহিত্যপরিষদ্ হইতে তাঁহার "চণ্ডীদাস-পদাবলী" বাহির হইবার পর হইতে তিনি আকরের উল্লেখ করা ছাড়িয়া দিয়াছেন। আকর পুঁথি ও গ্রন্থের উল্লেখ থাকিলে পদের প্রামাণিকতার তুলনামূলক বিচার করা যায়। কোন পদ কতটা জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহারও একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। ভবিষ্যতের গবেষকদেরও অনুসন্ধান করিবার অনেক সুবিধা হয়। সেইজন্য আশা করি ভবিষ্যতে যাঁহারা পদাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিবেন তাঁহারা কোথায় কোথায় কোন পদ পাইয়াছেন তাহা উল্লেখ করিবেন।

৮। জ্ঞানদাসে আধুনিকতার চিহ্ন

জ্ঞানদাস মধ্যযুগের কবি। তিনি যে বিষয়ের উপর কবিতা লিখিয়াছেন তাহাও মধ্যযুগের বিষয়। তথাপি স্থানে স্থানে তাঁহার পদে বিস্ময়কররূপে আধুনিককবিতার দুই একটি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার কবিতায় বস্তু ও অবস্তুর ভেদাভেদ যেন বিলুপ্ত হইয়াছে। বাস্তব বিষয় ও মানসিক-ভাব উপমা-উপমেয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া বাচ্যের অতিরিক্ত এক অলৌকিক ব্যঞ্জনা আনিয়াছে। লাবণ্য এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। কিন্তু জ্ঞানদাস সেই লাবণ্যের ফুল ফুটাইয়াছেন; বিলাসকালীন ঘর্ম্মবিন্দু হইতেছে লাবণ্যের ফুল; স্বয়ং অনঙ্গদেব যেন ঐ ফুল দিয়া শ্রীরাধার মুখরূপ ইন্দুকে পূজা করিয়াছেন—'অনঙ্গ লাবণ্য ফুলে পূজল ইন্দু' (২০১)। লাবণ্য আবার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ হন, লাবণ্য-লীলার একটু হাওয়া লাগিলে কঠিন যে পাষাণ সেও দ্রব হয়—।

'আরে সে লাবণ্য-লীলা বাতাসে দরবে শিলা'
(১৮৭)

এহেন শ্যামসুন্দরের সহজাত স্বভাব এমন যে তিনি স্পর্শ না করিলেও যেন স্পর্শ-জনিত সকল সুখ ও সম্পদ পাওয়া যায়—যখন একটিবার তাঁহাকে কেবলমাত্র চোখে দেখিতে পাওয়া যায়—

অপরশে দেই পরশ-সুখ-সম্পদ
শ্যামর সহজ স্বভাবে ॥
(১৬১)

আবার স্পর্শ যখন পাওয়া যায় তখন মনে হয় 'পরশে পরশ-শিলা' (১৩৪) স্পর্শমণির ছোঁয়া লাগিয়া রাধার মতন লোহাও বুঝি সোনা হইবেন।

শ্রীকৃষ্ণের মুখে একটুখানি হাসি যেন লাগিয়াই আছে —'হাসিখানি মুখেতে মিশায়'। তাঁহার কালো অধরে এই হাসির স্ফুরণ দেখিয়া কবির মনে হয় যেন—

'নবীন মেঘের কোরে বিজুরী প্রকাশ করে'
(১৬৫)

সেই হাসিমুখের কথা বড় মিষ্ট, কেমন মিষ্ট তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া কবি বলেন 'পাষাণ মিলাঞা যায় ও মধুর বোলে'—মানুষের কথা, বিশেষ করিয়া নারীর কথা দূরে থাকুক—পাষাণও তাঁহার কথা শুনিলে তাহার স্বাভাবিক কঠিনত্ব ত্যাগ করিয়া গলিয়া যায়। এমন বন্ধুর দেখা পাইবার পর রাধার আর 'ঘর যাইতে না লয় মন পরাণ কেমন করে' (১৩৯)। পরাণ যে কেমন করে তাহা আর বুঝাইয়া বলা যায় না। রাধা নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণের কালরূপ যেন তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে—'তিমিরে গরস্থাছিল মোরে' (১৫৯)। এ কোন দেশের ভাষা? ভালবাসিয়া সবকিছু না খোয়াইলে এ ভাষা বুঝা যায় না। রাধিকার মনে হয় 'ঘর নহে ঘোরবন, জাগিতে স্বপন হেন' (১৪১)। তাঁহার চির-পরিচিত পরিবেশকে যেন মনে হয় গভীর অরণ্য, যেখানে হিংস্র পশুর মতন সকলে তাঁহাকে আক্রমণ করিতেছে। সুতরাং তাঁহার জাগরণ দশাকে যেন স্বপ্নের বিভীষিকা বলিয়া মনে হয়। কবি না বলিলেও দরদী পাঠকের মনে হয় যেন রাধার দিবা-স্বপ্নই তাঁহার আত্মার যথার্থ জাগরণ! লোকে তাঁহাকে উপহাস করে, কলঙ্কিনী বলিয়া গালি দেয়। তাহাতে রাধার মনে দুঃখ না হইয়া সুখ হয়, তাঁহার মনে গর্ব্ব জাগে যে তিনি কৃষ্ণকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন, সেই জন্য তিনি বলেন—

দেখিয়া যতেক লোক করে পরিহাস।
চান্দের উদয়ে যেন তিমির বিনাশ॥
পতির আরতি যেন জলন্ত আগুনি।
বন্ধুর পিরিতি বুকে বহিছে ত্রিবেণী॥ (৩০৭)

স্বামীর ভালবাসা যেন রাধাকে জলন্ত আগুনের মতন পুড়াইতে আসে, কিন্তু তাঁহার বন্ধুর প্রেম যেন গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর পবিত্র সঙ্গমের মতন তাঁহার অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে; তাই সে আগুনে তাঁহার দেহ বা মন ঝলসিয়া যায় না। প্রবাহমানা বেগবতী ত্রিধারা সে আগুন নিভাইয়া দেয়; তাঁহার হৃদয়কে সুস্নিগ্ধ ও সুপবিত্র করে। এত কথা জ্ঞানদাস এত সংক্ষেপে বলেন! যতটুকু বলেন তার চেয়ে অনেক বেশি পাঠককে ভাবিয়া লইতে হয়। পাঠকের নিষ্ক্রিয় উপভোগের পরিবর্ত্তে তিনি সক্রিয় সহযোগ চাহেন। সেইজন্যই তিনি একটি চরণ লিখিয়া মধ্যবর্ত্তী কয়েকচরণ ছাড়িয়া দেন।

রূপানুরাগিনী রাধা বলেন—

লোচন-অঞ্চলে চিত চোরায়ল
রূপে চোরায়ল আঁখি।
যৌবন-তরঙ্গে সঙ্গে মন গেল
পরাণ রহিল সাখি॥
(১৪৪)

জ্ঞানদাস বহুস্থানে শব্দের প্রচলিত অর্থ ত্যাগ করিয়া অভিনব অর্থে উহার প্রয়োগ করিয়াছেন। 'শ্রুতি-সম্ভব নহে' বলিলে যে 'এমন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নহে' এরূপ বুঝাইবে তাহা কেবল পদের পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিয়া ধরা যায়। 'দেখতে লাল, উরহি মাল, মন্দ-মন্দ-আয়নি' (১৫৩)। দেখ প্রিয়তম বুকে মালাটি দুলাইয়া ধীর পদক্ষেপে আসিতেছেন। তাঁহার 'মকরগণ্ড, তিমির খণ্ড, ভালে তিলক লয়নি'। এখানেও পাঠককে কল্পনা করিয়া লইতে হইবে যে কানে মকরাকৃতি রত্ন-কুণ্ডল দুলিয়া দুলিয়া গণ্ডের উপর পড়িতেছে। সেই কুণ্ডলের দ্যুতিতে শ্রীকৃষ্ণের কালো রূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে! তিমির-খণ্ড বলিতে এখানে তিমিরকে খণ্ডন করে যাহা তাহাকে বুঝাইতেছে। আর তাঁহার কপালে চন্দনের তিলক লাগানো রহিয়াছে। এমন রূপ দেখিয়া রমণীদের অবস্থা কেমন হয় তাহা একটিমাত্র শব্দে জ্ঞানদাস বলিয়াছেন—

'রমণীকুলে আধ-দুকূল' (১৫৩) নীবি-বন্ধ খুলিবার মতন গতানুগতিক শব্দ প্রয়োগ না করিয়া জ্ঞানদাস

এখানে বলিতেছেন রমণীদের পরণে আধখানা মাত্র শাড়ী রহিল, আর আধখানা যে পথে লুটাইতেছে সে দিকে তাঁহাদের খেয়াল নাই।

বর্ষাকাল আসিয়াছে, মেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে, বিরহিণীর হৃদয় একা থাকার দুঃখে ও ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, এই সাধারণ কথাটি জ্ঞানদাস অসাধারণ শব্দ-প্রয়োগ করিয়া বলিতেছেন—'হেরি হেরি হিয়া 'ডাডরায়ল রে'। গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস অপেক্ষা অনেক অধিক শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেইসব শব্দে জ্ঞানদাসের মতন অর্থধনত্ব দেখা যায় না।

জ্ঞানদাস শুধু প্রচলিত শব্দকে অভিনব অর্থে ব্যবহার করেন নাই। তিনি কাব্যের প্রয়োজনানুরোধে ভূগোলকেও বদলাইয়া দিয়াছেন। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের দুইচার ক্রোশের মধ্যে যমুনা কোন দিন ছিল বলিয়া জানা যায় না। তবুও জ্ঞানদাসের রাখাল বালকগণ শ্যামসুন্দরকে গোবর্দ্ধনের নিকট খেলায় মত্ত দেখিয়া এবং "নৌতুন তৃণ হেরিয়া যমুনা তট, চঞ্চল ধায় গোপালা" (২২)। গোবর্দ্ধন পাহাড়ের কাছাকাছি যমুনা থাকিলে ভাল শোভা ফুটিত বলিয়া জ্ঞানদাস কঠিন ভৌগোলিক সত্যকে অবহেলা করিয়াছেন। গোবর্দ্ধনের মানসী-গঙ্গা একটি বড় দীঘি মাত্র। উহা পার হইবার কোন প্রয়োজন হয় না। পাশ দিয়া ধীরে ধীরে হাঁটিয়া গেলেও আধঘণ্টার মধ্যে পরিক্রমা করা যায়। কিন্তু রাধার মানসগঙ্গার রূপ দেখাইবার জন্যই হয়তো কবিকে বলিতে হইয়াছে—

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কলকল
দুকুল বাহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাড়িল বেগ
তরণি রাখিতে নাহি কেউ ॥

(৩৩৩)

এই অপরূপ শব্দঝঙ্কার শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাইবার জন্য নহে। কবি যখন তরণি শব্দ ব্যবহার করিতেছেন তখন কি তরুণী শব্দটি তাঁহার মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারে নাই? মানসগঙ্গায় নৌকাবিলাসের কথা অন্য কোন কবি লেখেন নাই। অথচ জ্ঞানদাস যে ব্রজমণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না তাহা নহে। তিনি রাধিকার পিত্রালয় বর্ষাণে ছোট পাহাড় আছে তাহা জানিতেন, 'শিখরে শিখগুরোল' বলিয়াছেন; জাবটে রাধার শ্বশুর বাড়ীর কথা বলিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর চেয়ে প্রাচীনতর কোন বইয়ে বর্ষাণ ও জাবটের উল্লেখ নাই বলিয়া শ্রীরূপগোস্বামী মথুরা-মাহাত্ম্যে এই দুই স্থানের নাম করেন নাই।

জ্ঞানদাস রূপকে সমুদ্র এবং যৌবনকে বন বলিয়াছেন।

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তর বিদরে কি জানি কি করে পরাণ ॥

(১৫৮)

রূপ যেন প্রবহমান তরল পদার্থ। শ্রীকৃষ্ণের রূপের সঙ্গে কোন দীঘি বা নদীর তুলনা দেওয়া চলে না; কুল-কিনারা দেখা যায় না এমন সমুদ্রের সঙ্গেই শুধু তাহার উপমা দিতে হয়। সেই সমুদ্রে রাধার চক্ষু একেবারে ডুবিয়া রহিল; তাহার আর উঠিবার সাধ্য নাই। এদিকে আবার সকল ইন্দ্রিয়ের রাজা যে মন সেও শ্রীকৃষ্ণের যৌবনের বনে প্রবেশ করিয়া পথ ভুলিয়াছে; আর সে বনের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে পারিতেছে না। চোখ এবং মনের যখন এমন অবস্থা তখন রাধা ঘরে ফিরিবেন কিরূপে? তাই ঘরে যাইবার পথ আর ফুরায় না। ফিরিয়া ফিরিয়া কানাইয়ের পানে চাহিতে থাকিলে আর পথ শেষ হয় কি করিয়া? রাধার হৃদয় তো বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; প্রাণ থাকিবে কি যাইবে তাহারও নিশ্চয়তা নাই।

রাধা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না যে তাঁহাকে কৃষ্ণের রূপই আকর্ষণ করিতেছে, কি তাঁহার গুণেই রাধার মন বাঁধা পড়িল। কিন্তু এত সূক্ষ্ম বিচার করিবার মতন শক্তি কি আর রাধার আছে? তাঁহার "মুখেতে না ফুরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে" (২৭৩)। চিত্রধর্মী কাব্যের এমন নিদর্শন বিরল।

T. E. Hume যে Imagist রীতির প্রবর্ত্তন করেন তাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প কথায় এক মানসিক চিত্র

ফুটাইয়া তোলা। জ্ঞানদাসের অনেক পদে এই রীতি লক্ষ্য করা যায়। রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়া কতটা যে বিচলিত হইয়াছেন তাহা তাঁহার কথার পুনরুক্তি হইতে বুঝা যায়—

দেইখ্যা আইলাম তারে
সই, দেইখ্যা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে
বান্ধ্যাছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জ দিয়া
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া।
কালিয়া বরণ খানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতিকুল নাহি গেলা রাখা॥ (১৬৪)

প্রকাশভঙ্গীর সংকোচন ও ঘনীকরণকে আধুনিক ইংরাজী কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা হয়। জ্ঞানদাসের পদে শব্দপ্রয়োগের এই মিতব্যয়িতা যে প্রচুর দৃষ্ট হয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মিতব্যয়িতাব খাতিরে অনেক কথার অনুল্লেখ তাঁহার রূপানুরাগের কয়েকটি পদে দেখা যায়। তাহার ফলে রসোপলব্ধির জন্য পাঠককে অনেক অনুক্ত কথা কল্পনা করিয়া লইতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে যাহা মনে হয় অসংলগ্ন ও দুর্বোধ্য, তাহাও রসবেত্তা ও মননশীল পাঠকের নিকট অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে।

মনের প্রবল অনুভূতিকে ভাষায় রূপ দিবার অতি-আগ্রহে জ্ঞানদাস সাধুভাষা, ব্রজবুলি ও বাংলার নিজস্ব ঘরোয়া শব্দ মিশাইয়াছেন। আধুনিকযুগের কবিদের ন্যায় তিনি ভাষা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার শুচিবাই ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে শব্দ তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন, ব্যুৎপত্তি তাহার যাহাই হউক না কেন, নিজ নিজ স্থানে তাহারা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই শব্দটির পরিবর্ত্তে অন্যকোন শব্দ ব্যবহার করিতে গেলে ভাব অনেক হাল্‌কা হইয়া পড়ে।

কটাক্ষপাতের দ্বারা চিত্ত চুরি যাওয়া অতি সাধারণ ঘটনা, কিন্তু রূপে চোখ চুরি যায় কিরূপে? পাঠককে কল্পনা করিয়া লইতে হয় যে রাধা যে দিন হইতে কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন সেইদিন হইতে "দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনু আন" (২৬০)। যে চোখ সামনের জিনিষ দেখিতে পায় না, সে চোখ থাকা না থাকা সমান, তাই রাধা বলেন 'রূপে চোরায়ল আঁখি'। কৃষ্ণের যৌবনের ঢেউ আসিয়া রাধার মনকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। রাধা মন হারাইয়াছেন এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? তাই তাঁহাকে সাক্ষী যোগাড় করিয়া মন-হারানো প্রমাণ করিতে হইতেছে। সেই সাক্ষী আর কেহ নহে রাধার প্রাণ। প্রাণ গেল না অথচ মন গেল এ যে বড় বিষম অবস্থা! মনের উপর রাধার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। ভুলিতে চাহিলেও তাহাকে ভুলিতে পারেন না। দেহের ক্লান্তি আছে, অবসাদ আছে, কিন্তু মনের নাই— "শয়নে সপনে মনে নাহি অবসাদ" (২৬০)। তাই রাধা নিরন্তর চোখের সামনে যেন দেখেন—

চকিত চাহনি গিম-দোলায়নি
হাসনি ভাষনি লীলা।
ও অঙ্গ-পরশে পবন হরষে
বরষে পরশ-শিলা॥ (১৪৪)

বন্ধুর সেই চারিদিকের লোকজনে দেখিয়া ফেলিল কিনা পরীক্ষা করিয়া চঞ্চল একটু দৃষ্টি, তাহার গ্রীবার একটু বিশেষ আন্দোলন, তাহার হাসির ও কথাবলার বিশেষ ঢংটি। ইহাকে সত্যই কি রূপানুরাগের পর্য্যায়ে ফেলা যায়? কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য্যের কথা তো এখানে বলা হইতেছে না! রাধা শ্যামসুন্দরের অঙ্গের স্পর্শ তখনও পান নাই, কিন্তু তিনি বুঝিতেছেন যে ঐ অঙ্গের একটু ছোঁয়া পাইলে বাতাসও উতলা হইয়া উঠে, চারিদিক হইতে নব জলধরকে আকর্ষণ করিয়া আনে, আর তাহার ফলে যেন অজস্র ধারায় স্পর্শ-মণি বর্ষিত হয়। সোজা ভাষায় বলিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণের গায়ের একটু হাওয়া রাধার অঙ্গে লাগিলে রাধা ভাবেন যে তিনি বুঝি স্পর্শমণির স্পর্শ লাভ কবিয়া সোনা হইয়া গিয়াছেন।

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া ডাঃ দীপ্তি ত্রিপাঠী লিখিয়াছেন যে "দেহজ কামনা, বাসনা ও তৎপ্রসূত অনুভূতিকে স্বীকার করা এবং প্রেমের শরীরী রূপকে প্রত্যক্ষ করা" উহার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মতে "দেহাতীত উপলব্ধির জন্য দেহকে অস্বীকার করবার প্রয়োজন নেই, বরং দেহকে আশ্রয় ক'রেই সে অনুভূতির উন্মীলন" (আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয় পৃঃ ২৫)

ইহাই আধুনিকতার পরিচায়ক। এ হিসাবে জ্ঞানদাসকে সবচেয়ে আধুনিক কবি বলিতে হয়; কেননা তিনি নিঃসঙ্কোচে লিখিতে পারিয়াছেন—"প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর" (২৭১)। এমন দুঃসাহসী উক্তি করিয়াও শ্রীমতীর সাধ মিটিল না, তাই তিনি আর একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—

'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে'।

একি শুধু দেহেরই অনু-পরমাণুর ক্রন্দন? জ্ঞানদাস তাহা স্বীকার করেন না। কেননা পরমুহূর্ত্তেই তিনি দেহজ-বাসনাকে দেহাতীত প্রেমে উর্দ্ধায়িত করিয়াছেন—"পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে"। শ্রীমতীর অধৈর্য্যের মূল কারণ হইতেছে এই যে তাঁহার প্রাণ প্রেমের প্রভাবে স্থির থাকিতে পারিতেছে না। কিন্তু রাধা দেহকে অস্বীকার করিতে চাহেন না।

দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউল্যাছে গা॥

এই পদটির ভণিতায় রাধামোহন ঠাকুরধৃত পাঠে আছে—('জ্ঞান শুন লাজঘরে ভেজাইলাম আগুনি')। কবি অনেকস্থলেই সখীভাবে রাধাকে উপদেশ দিয়াছেন, কখনও বা ভর্ৎসনাও করিয়াছেন। এই অপূর্ব্ব পদটিতে শ্রীরাধা যেন জ্ঞানদাসকে সখীভাবে সম্বোধন করিয়া স্বীকার করিতেছেন যে জ্ঞান, তুমি শোন, আমি লজ্জার ঘরে আগুন দিলাম। জ্ঞানদাস অবহিত ছিলেন যে লজ্জা-সরমের বালাই থাকিতে কেহ বলিতে পারে না "প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর"।

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় পদকল্পতরুর ভূমিকায় (পৃঃ ১২০) লিখিয়াছেন যে জ্ঞানদাসের পদে যে সরলতা ও স্বাভাবিকতা দেখা যায় তাহা "অতি শ্রেষ্ঠ কবিতার অসাধারণ বিশেষত্ব"। তবে তাঁহার মতে "জ্ঞানদাস সরল স্বাভাবিক ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাংলা পদরচনায় গোবিন্দদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও মোটের উপর কবিত্বের হিসাবে বাঙ্গালী পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান গোবিন্দদাসের পরেই নির্দ্দেশ করা সঙ্গত"। কাব্যের আলঙ্কারিক রীতির পক্ষপাতী সমালোচকমাত্রেই এই মত পোষণ করিবেন। কিন্তু আধুনিকতার উপাসকেরা অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সঙ্গে একমত হইয়া বলিবেন জ্ঞানদাস "বাংলাদেশের সর্ব্বযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি" (মধ্যযুগের কবি ও কাব্য, পৃঃ ১২৯)।

কিন্তু তাঁহার আধুনিকতায় সপ্তদশ শতাব্দীর ভক্ত ও সমালোচকেরা বিরক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই কি তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন? কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে হরিদাস পণ্ডিতের আদেশ লইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়াছিলেন সেই হরিদাস পণ্ডিতের শিষ্য রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী সাধন-দীপিকায় নরহরি সরকারঠাকুর, বাসু ঘোষ, অনন্ত আচার্য্য, নয়নানন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ ও গোবিন্দ কবিরাজের নাম করিলেও জ্ঞানদাসের নাম করেন নাই। রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাস রসমঞ্জরীতে বিদ্যাপতি, যশোরাজ খান, কবিশেখর, লোচন, কবিরঞ্জন, গোপালদাস ও গোবিন্দদাসের পদ উদ্ধৃত করিলেও জ্ঞানদাসের একটি পদও ধরেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্কলন গ্রন্থগুলিতে জ্ঞানদাসের আধুনিকধর্ম্মী অধিকাংশ পদই স্থান পায় নাই। 'চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চে কে দিলে ময়ূর পুচ্ছ" ইত্যাদি সুন্দর পদের 'রজতের পত্রে কেবা কালিন্দী পূজিল গো জবা কুসুম তাহে দিয়া' (১৬২) লালজবা কি পীতাম্বরের লালাতঙ্কের মতন প্রাচীন পদ-সঙ্কলয়িতাদিগকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়াছিল? "দেইখ্যা আইলাম তারে সই, দেইখ্যা আইলাম তারে" (১৬৪) পদটিও তাঁহারা বর্জ্জন করিয়াছেন। 'রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর' (২৭১) ইত্যাদি পদটিকে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, দীনবন্ধু দাস ও নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের সঙ্কলনে স্থান দেন নাই। কিন্তু আগুন চাপা দেওয়া বরং সম্ভব শ্রেষ্ঠ প্রতিভাকে চিরদিনের জন্য দাবাইয়া রাখা একেবারেই সম্ভব নহে। সেইজন্য আজ চারশত বৎসর পরে বিংশ শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে জ্ঞানদাসের কবি-প্রতিভা নবীন ও প্রাচীন সকল পথের লোকেরই মনোহরণ করিতেছে। জ্ঞানদাস আজ বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পূজা পাইতেছেন। তাঁহার পদাবলী সেইজন্য নিরতিশয় যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া এবং পূর্ব্ব সংগৃহীত পদাবলীর উপর আরও শতকরা পঁচিশ ভাগ যোগ করিয়া রসিকজনের হাতে তুলিয়া দিলাম।

১। কাহিনীকার জ্ঞানদাস

বন্দনা

(১)

যো চরণোদক তিন-লোক-তারণা।
আনন্দে শিব-শির উপরে ধরণা॥
কি মধুর শ্রীজাহ্নবাজীকী (১) মহিমা।
তুলন ত্রিভুবনে নাহিক উপমা॥
পদনখ-চান্দকলা নিতি তরুণা।
হেরইতে লোচনে উপজত তরুণা॥
আর গুরুজন-মনভাব ন ভবনা। (২)
জ্ঞানদাস তছু বাহিরে রহনা।

(গোবর্দ্ধন, গোবিন্দ কুণ্ডের পুঁথি) ক ৩০২

পাঠান্তর—ক

(১) কি মধুর শ্রী...চন্দকে তরনা।
(২) আর গুরুজন-মন ভাবন-ভবনা।

টীকা—

পদনখচান্দকলানিতি তরুণা ইত্যাদি—জাহ্নবাদেবীর পায়ের নখের সঙ্গে চন্দ্রের নিত্যনূতন তরুণরূপের (পূর্ণরূপের নহে) তুলনা করা হইয়াছে। সেই জাহ্নবাদেবীর লোচনে বা নয়নপথে যে পতিত হয় তাহারাই প্রতি তাঁহার করুণা জাগে। তিনি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করিবার কথা মনে যেন না উঠে; সেইরূপ ভাবনাও যেন জ্ঞানদাসের মনের বাহিরে থাকে।

(২)

শচীগর্ভ সিন্ধু মাঝে গৌরাঙ্গ-রতন রাজে
প্রকট হইলা অবনীতে।
হেরি সে রতন আভা জগত হইল লোভা
পাপ তম লুকাইল তুরিতে।
আয় দেখি গিয়া গোরাচাঁদে।
এ চাঁদ বদনের আগে গগনের চাঁদ কি লাগে
চাঁদ হেরি চাঁদ লাজে কাঁদে॥
পীয়িলে চাঁদের সুধা দূরে নাকি যায় ক্ষুধা
তাই তারে বল সুধাকর।
এ চাঁদের নাম সুধা পানে যায় ভবক্ষুধা
হয় জীব অজর অমর॥
গোরা-মুখ-সুধাকরে হরিনাম সুধা ঝরে
জ্ঞানদাসে সে অমৃত চাকি।
এড়াবে সংসার শঙ্কা গোরা নামে মারি ডঙ্কা
শমন কিঙ্করে দিবে ফাঁকি।

(গৌরপদতরঙ্গিণী পৃঃ ৩৯)

টীকা—

জগত হইল লোভা—জগতের সকলে লুব্ধ হইল। তুরিতে—শীঘ্র।

চাঁদ হেরি চাঁদ লাজে কাঁদে—গৌরাঙ্গচন্দ্রকে দেখিয়া লজ্জায় আকাশের চাঁদ যেন কাঁদে।

পীয়িলে—পান করিলে। নামসুধা—হরিনামামৃত।

(৩)

যে জন গৌরাঙ্গ ভজিতে চায়।
সে শরণ লউক নিতাই চাঁদের অরুণ দুখানি পায়॥
নিতাই চাঁদেরে যে জন ভজে।
সংসার তাপের শিরে পদধরি, অমিয়া সাগরে মজে॥
নিতাই যাহা যাহা রহিয়ে।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম-সুধানিধি, মানব ভরিয়া পিয়ে।
যে নিতাই বলিয়া কাঁদে।
জ্ঞানদাস কহে, গৌরপদ সেই, হিয়ার মাঝারে বাঁধে॥

(গৌরপদতরঙ্গিণী পৃঃ ২৮০)

টীকা—

সংসার তাপের শিরে পদধরি—সাংসারের তাপের মাথায় পা দিয়া (লাথি মারিয়া) অমৃতের সাগরে মজ্জিত হয়।

(৪)

ত্রেতায় অনুজরূপে শ্রীরাম সঙ্গতি।
বধিলে রাবণ জত রাখিলে খিআতি॥

গোকুলে গোপাল সঙ্গে নব বলরাম (?)
কেবল কৃপায় হরে, মোচানন্দ নাম॥
অতি অপরূপ নিতাইর করুণা।
আনন্দে পুরিল লোক, পাসরে আপনা॥
গোলোকের সম্পদ কীর্তন চিন্তামণি।
যাহার পরশে ধন্য ধন্য ধরনি।
প্রেম-ভকতি-সুধা জগতে বিলায়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কেহো নাহি চায়॥
জীবের ভাগ্যে গৌর চান্দ পরকাশ।
কলি ঘোর তিমির তিলেকে (করে ?) নাশ॥
অপার মহিমা প্রভুর কে কহিতে পারে।
জ্ঞানদাস না ভজিল হেন অবতারে॥ (ক পৃঃ ৩০১)

টীকা—

এটি নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা। ইনি ত্রেতায় শ্রীরামের অনুজ লক্ষণ এবং দ্বাপরে বলরাম ছিলেন।

'হরে মোচানন্দ নাম' বাক্যটি বোধ হয় মোচনানন্দ নাম হইবে। জীবের ভববন্ধন মোচনে যাঁহার আনন্দ।

শ্রীকৃষ্ণের

(ক)

ভাদ্রমাস কৃষ্ণপক্ষ অর্দ্ধেক যামিনী।
অষ্টমী মিলিত তাহে নক্ষত্র রোহিণী॥
ঘোরতর অন্ধকার ঘন ঘোর ঘটা।
ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত বিদ্যুতের ছটা॥
ঘন ঘন গরজন ঘন ঘন বরিষণ।
দেবকী উদরে হইলা কৃষ্ণের জনম॥
হইল আকাশপথে দুন্দুভির ধ্বনি।
শঙ্খবাদ্য করে যত দেবতা-রমণী॥
নৃত্য করে অপ্সরা কিন্নরে গায় গীত।
বসুদেব কৃষ্ণরূপ দেখিয়া মোহিত॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম পীতাম্বরধারী।
জ্ঞানদাস করে স্তব পদযুগ বেড়ি॥
(পাঁচথুপির ৺রামগোপাল আচার্য্যের পুঁথি, পদ ১৩২৯)

টীকা—

ভাগবতের ১০।৩।১—৯ অবলম্বনে রচিত।

(খ)

কারাগারে বসুদেব ভাবে মনে মনে।
কি করি বালক রক্ষা হইবে কেমনে॥
দেবকীর মুখ চাহি কহে বার বার।
দুনয়নে বারিধারা বহে অনিবার॥
পুত্রমুখ চাহি দেবী রহি অনিমিখে।
হায় বিধি হেন পুত্র দিল সে আমাকে॥
এমন সোনার চাঁদ এহেন রতন।
এখনি শুনিলে কংস বধিবে জীবন॥
বসুদেব দেবকী পুত্র লইয়া কোলে।
মুখপানে চাঞা ভাসে নয়নের জলে॥
হেন কালে বসুদেব শুনে দৈববাণী।
ব্রজে যশোদার ঘরে হয়্যাছে নন্দিনী॥
বালক লইয়া যাও নন্দের ভবনে।
পুত্র তুল্য কন্যা এক দেখিবে নয়নে॥
যশোদার পাশে তুয়া বালক রাখিয়ে।
ফিরা্যা আস মথুরায় সেই কন্যা লয়ে॥
দৈববাণী শুনি বসুদেব আনন্দিত।
জ্ঞান কহে বালক লয়ে চলহ তুরিত॥
(ঐ ১৩৩০)

(গ)

দেবকীরে বসুদেব কহয়ে বচন।
'দাও পুত্র' শুনি দেবী ভাসে দুনয়ন॥

দেবকী বলয়ে আমি আগে প্রাণ ছাড়ি।
যাউক প্রাণ তবু পুত্র দিতে আমি নারি॥
মা হইয়া পুত্রধনে দিব বিসর্জ্জন।
এমত তোমার আজ্ঞা অতি নিদারুণ॥
দশমাস দশদিন ধরিয়া জঠরে।
এমত সোনার পুত্র দিব কোথাকারে॥
বসুদেব বলে দেবী না কর রোদন।
এখনি শুনিলে কংস বধিবে জীবন॥
পাষাণেতে বুক বাঁধি কাঁদিতে কাঁদিতে।
'এই প্রাণ লহ' বলি দিল বসু হাতে॥
জ্ঞানদাসেতে কহে থির কর হিয়া।
রাখি এস পুত্র তব কোলেতে করিয়া॥

(ঐ ১৩৩১)

(ঘ)

পুত্র কোলে করি বসু ভাবে মনে মনে।
কারাগার হৈতে বাহির হইব কেমনে॥
দ্বারীগণ নিদ্রাগত দ্বার বিমোচন।
দূরে গেল দুষ্ট দৈত্য-দারুণ-বন্ধন॥
বাহির হইল বসু কোলে করি হরি।
চলিল ব্রজের পথে নারায়ণ স্মরি॥
ঘোর অন্ধকার পথ দেখিতে না পায়।
বিদ্যুতে কিঞ্চিৎ আলো অনুসারে যায়॥
জ্ঞানদাসেতে বলে কি চিন্তা তাহার।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত চিন্তামণি কোলে যার॥

(ঐ ১৩৩২)

(ঙ)

কারাগারে দেবকী কাঁদয়ে উভরায়।
হায় হত-বিধি মোয় এত দুঃখ তায়॥
কারাগারে অনাহারে পায় কত দুঃখ।
সব দুঃখ ভুলেছিনু দেখি পুত্র-মুখ॥
অবলা বলিয়া কি এতেক দুঃখ সয়।
দিয়া নিধি ওরে বিধি হরি নিলা তুই॥
ওরে নিদারুণ বিধি তোর লাগি পাই।
মার প্রাণ কেমন করে তোরে দেখাই॥
আর না কান্দিহ দেবী হও তুমি স্থির।
পুত্র লাগি চক্ষে তুমি না ফেলাহ নীর॥
জ্ঞানদাসেতে কহে থির কর হিয়া।
এখনি আসিবে বসু কন্যাটি লইয়া।

(ঐ ১৩৩৩)

(চ)

পুত্র কোলে বসু যায় বারিধারা পড়ে তায়
আঁধারেতে নাহি পায় পথ।
কোলেতে করিয়া হরি দু'নয়নে বহে বারি
মনে মনে ভাবিতেছে কত॥
শ্রীঅনন্ত হেন কালে দূতপ্রায় হেন চলে
ধীরে ধীরে করয়ে গমন।
অন্তরে দারুণ ব্যথা কেমনে যাইব তথা
মনে মনে স্মরে নারায়ণ॥
যার নাম স্মরি যায় সেই হরি কোলে যার
তাহাতে তাহার কিবা ভয়।
জ্ঞানদাসেতে কয় সামান্য বালক নয়
নদীতীরে উপনীত হয়॥

(ঐ ১৩৩৪)

(ছ)

যমুনা গভীর নদী যেন গঙ্গা বিষ্ণুপদী
বিশাল তরঙ্গ ভয়ঙ্কর।
সে ভাদ্রমাসের জল কলকল টলমল
ডুবে উঠে কুম্ভীর মকর॥
বাসুদেব পায়্যা ভয় মনে স্তব্ধ হয়্যা রয়
কেমনে হইব নদী পার।

হইল বিষম কথা কেমনে যাইব তথা
নাহি নৌকা নাহি কর্ণধার ॥
হেনকালে মহামায়া ধরিয়া শৃগাল কায়া
নদী জলে করে বিচরণ ॥
দেখি শৃগালের গতি বসুদেব হৃষ্টমতি
যমুনাতে নামিল তখন ॥
স্নান করিবার ছলে যমুনা নদীর জলে
কোল হৈতে পড়িল কুমার।
করাঘাত হানি শিরে ভাসে নয়নের নীরে
বসুদেব করে হাহাকার ॥
খোঁজে জলে দিয়া হাত পাইল সে জগন্নাথ
বসুদেব পুলকে পূরিল।
জ্ঞানদাস কহে হরি আইলা গোলক ছাড়ি
বিরজার বাঞ্ছাপূর্ণ কৈল ॥

(ঐ ১৩৩৫)

(জ)

যমুনা হইয়া পার গেলা নন্দের আগার
নিদ্রাগত যত পুরবাসী।
দুর্গা যশোদার কাছে অমনি পড়িয়া আছে
অকলঙ্ক যেন পূর্ণশশী ॥
বসুদেব দেখি কন্যা যশোদারে কহে ধন্যা
এ কন্যা সামান্যা কভু নয়।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্রী সনাতনী জগদ্ধাত্রী
মহামায়া হেন জ্ঞান হয়।
ভাবে মনে কি করিব কাহারে লইয়া যাব
দুইরূপ দেখি অপরূপ ॥
কন্যাটি লইয়া যাই দেখি কি করে গোঁসাই
কন্যা না মারিবে কংসভূপ।
পুত্ররে রাখিয়া তথা কন্যারে লইয়া যায়
রূপে পথ হৈল আলোময়।
যমুনা হইয়া পার মথুরার পুনর্ব্বার
উপনীত কংসের আলয় ॥
রূপ দেখি মাতার মনে হৈল চমৎকার
কারাগার হৈল হেমময়।
কিবা সে রূপের ঘটা অপূর্ব্ব তাহার ছটা
জ্ঞানদাস ভাবিয়ে বিস্ময় ॥

(ঐ ১৩৩৬)

(ঝ)

দ্বার রুদ্ধ দ্বারিগণ নিদ্রাভঙ্গ ততক্ষণ
গৃহমধ্যে বালিকা রোদন।
পোহাইল বিভাবরী উঠিল যত প্রহরী
কারাগারে তেমনি বন্ধন ॥
অস্ত্র হাতে ধ্যায়া যায় কন্যাটি দেখিতে পায়
কারাগারে কাঞ্চন-বালিকা।
গিয়া কংস-নিকেতন দ্বারী করে নিবেদন
দেবকীর হয়েছে বালিকা ॥
শুনি মথুরার পতি দেখে গিয়া দ্রুতগতি
কারাগার হয়্যাছে আলোক।
অত্যন্ত পাইয়া ভয় বালিকা মারিব কয়
দেবকীর প্রকাশিল শোক ॥
কৃতাঞ্জলি করি কয় ক্ষমা কর মহাশয়
কন্যাতে নাহিক তব ভয়।
অনেক বালক নষ্ট করিয়া দিয়াছ কষ্ট
কন্যা দেহ হইয়া সদয় ॥
দুষ্টমতি রাজা কংস দয়ার নাহিক অংশ
বলে লইয়া গেল সুকুমারী।
ধরিয়ে দুই চরণ শিরে করায় ভ্রমণ
আঘাত করিল শিলা'পরি।
অভয়ার কোন ভয় কি ভয় কংসের ভয়
যার নামে যায় ভব ভয়।
ভবের ভবানী ভীমা বেদাগমে নাহি সীমা
হাস্যমুখে কংসরাজে কয় ॥

ওরে কংস দুষ্টমতি না জান দৈবের গতি
কি হইবে আমারে ঘুরালে।
ব্রহ্মাণ্ড ঘুরায়ে যেই তোমারে ঘুরাবে সেই
জানিতে পারিবে সেই কালে॥
এত বলি ভগবতী আকাশে করিলা গতি
অষ্টভুজা হইলা তখনি।
জ্ঞান কহে মহামায়া কে বুঝিতে পারে মায়া
যোগমায়া জগত জননী॥ (ঐ ১০৩৭)

নন্দোৎসব

(৫)

[রাত্রে জনমলি কৃষ্ণ সভার উল্লাস।
প্রাতঃকালে হাতে যেন পাইল আকাশ॥
পুণ্য তিথি যোগ পাইয়া জনমিলা ভগবান।
দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম লোক পরিত্রাণ॥]
নন্দ নাচে নীল রতনমণি প্যায়া।
নানাধন বিলায় নন্দ পুত্রমুখ চ্যায়া॥
গোঠে হইতে নন্দ ঘোষ আইলেন ধ্যায়া।
হাতে লাঠি কান্ধে ভার নাচে থৈয়া থৈয়া॥
শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলের গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ॥
নন্দের মন্দিরে বেগে গোয়াল আল্য ধ্যায়া।
হরষিত হৈয়া নাচে সকল গোপের ম্যায়া॥
অপুত্রিকের পুত্র হৈল নিধনিয়ার ধন।
জয় জয় কীর্ত্তি নন্দের ঘোষে ত্রিভুবন॥
যতেক গোয়ালা নাচে হইয়া উল্লাস।
হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ॥
হরষিত হইয়া নাচে সকল গোপের ম্যায়া।
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য গীত করতালি দিয়া॥
পুণ্যতিথি যোগ পাইয়া জন্মিলা নারায়ণ।
দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম লোকের কারণ॥
বৃদ্ধ আবাল কিবা কুল বধূগণ।
হরি হরি মঙ্গল ধ্বনি করে সর্ব্বজন॥
তৈল হরিদ্রা দধি গাগরি ভরিয়া।
নন্দের হৈল পুত্র দেখ না আসিয়া॥
আজি নন্দের ঘরে কি আনন্দময়।
সুতিকা মন্দিরে কত চান্দের উদয়॥
কলসে কলসে দধি শত শত ভার।
ফেলরে ফেলরে নন্দ ডাকে বার বার॥
ক্ষণে নন্দ বাহির হয় ক্ষণে যায় ঘরে।
দুই হাত পসারিয়া বোলে কৃষ্ণ দেও মোরে॥
কৃষ্ণ কোলে করি নন্দ নাচে ফিরি ফিরি।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরি॥

(ব ২৬ (ভ) ১ম পত্র)

টীকা—

অপুত্রিকের পুত্র—নন্দের বহুকাল হইতে কোন পুত্র ছিল না একেবারে "হাতে যেন পাইল আকাশ", পুনরায় হাত বাড়াইয়া যেন পাইল আকাশ"। একবার "দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম লোক পরিত্রাণ" বলিয়া পুনরায় "দ্বাপর যুগের ধর্ম্ম লোকের কারণ" আছে দেখিয়া সন্দেহ হয় যে বন্ধনীর ভিতরকার প্রথম চারি চরণ প্রক্ষিপ্ত অথবা লিপিকার প্রমাদে বা গায়কের দোষে দুইবার ধরা হইয়াছে।

বরাহনগরের ২৬প সংখ্যক পুঁথিতে পদটির আরম্ভ
গোঠ হইতে নন্দঘোষ আইলেন ধ্যায়া
কীর্ত্তনানন্দের মুদ্রিত পুস্তকে আরম্ভ—
নন্দ নাচে নীল রতনমণি পায়্যা।

(ক ১)

নন্দের মন্দির মাঝে কি আনন্দময়।
ভাগ্যবতী যশোমতী কৃষ্ণ কোলে লয়॥
অনাথের নাথ কৃষ্ণ জগতের পতি।
যশোদার দুগ্ধ খান হঞা বাল্যমতি॥
অসুর দলন হেতু দেব চূড়ামণি।
ভকত পালন লাগি পবিত্র অবনী॥
নাচেরে নাচেরে নন্দ থৈয়া থৈয়া বলি।
যতেক রমণী নাচে মাথায় গাগরি॥
গোপ গোপীর ঐ লীলা দেখি যদুমণি।
আনন্দে বিভোর হইঞা নাচেন রোহিণী॥
যদুকুলের বংশ হৈল কি বলিব আর।
পৃথিবীর ভার ঘুচে মহিমা অপার॥
যদুকুলের প্রদীপ হইল স্বভাব উজ্জ্বল।
সভে উদ্ধারিতে যেন আইলা গঙ্গাজল॥
গাইয়া বাইয়া কত নাচয়ে নটিনী।
নন্দঘোষ পরিতোষ চন্দ্র চক্রপানি॥
জ্ঞানদাসেতে কয় করি পরিহার।
তোমার চরণে মন রহুক আমার॥

(ব ২৬ (ভ) ১ম পত্র)

টীকা—

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবের বর্ণনা। অসুরদলন গৌণ কাজ, ভক্তজনকে পালন করিয়া পৃথিবীকে পবিত্র করাই তাঁহার আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য।

রোহিনী—বলরামের মা। বাইয়া—বাজাইয়া।

(৭)

দধি দুগ্ধ ভূমে ফেলি নাচে নন্দরায়।
মাতিয়া আনন্দরসে গড়াগড়ি যায়॥
নন্দ উৎসব হৈল গোকুল নগরে।
ধন্য ধন্য করিয়া সভে বোলে যশোদারে॥
সভে বোলে ধন্য নন্দ যশোমতি দুইজন।
তোমার ঘরে জন্ম লৈল দেব নারায়ণ॥
পুত্রভাগ্য নাহি যার অবনীর মাঝ।
নিস্ফল জনম তার জীবনে কিবা কাজ॥
এত শুনি নন্দঘোষ মনে বিচারিয়া।
পুত্রের কল্যাণে পান দেই ত হাসিয়া॥
ভাণ্ডার বিলায়েন নন্দ পুত্রের কল্যাণে।
রজত কাঞ্চণ দেই বস্ত্র যে ভবনে॥
ভাট বিপ্রে দিল দান পরশ পাথর।
শত শত ধেনু আর খাট পট্টাম্বর॥
ভাগবত কথা এই গোবিন্দ কীর্ত্তন।
যেই ইহা শুনে তার সফল জীবন॥
যেই জন গায় উৎসব মধুর করিয়া।
কৃষ্ণে মতি হয়, যায় শমন তরিয়া॥
জ্ঞানদাসেতে কহে ব্যাসের বিচারে।
গোকুলের লোক ভাসে আনন্দে সায়রে॥

(ব ২৬ (প) পত্র ৭)

টীকা—

পুত্রের কল্যাণে পান দেই ত হাসিয়া—পুত্রজন্মরূপে শুভঘটনায় পুত্রের মঙ্গল উদ্দেশ্যে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদিগকে পান বিলি করা হইল।

ভাটবিপ্র পরশপাথর দান পাইলেন।

ভাগবতকথা এই গোবিন্দকীর্ত্তন—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে নন্দোৎসব বর্ণিত হইয়াছে। নন্দ অলঙ্কারে পরিশোভিত দুই লক্ষ গাভী, এবং রত্ন ও সুবর্ণজলে রঞ্জিত বস্ত্রসমূহের দ্বারা আবৃত সাতটি তিলনির্ম্মিত পর্ব্বত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন (ভা ১০।৫।৩)।

(৮)

এ তোর বালিকা চাঁদের কলিকা
দেখিয়া জুড়াবে[১] আঁখি।
হেন মনে লয়[২] এ হেন রূপক[৩]
পদুকা করিয়া রাখি[৪]॥
শুন বৃকভানুর প্রিয়ে[৫]।
কি হেন করিয়া কোলেতে রাখ্যাছ
এ হেন সোনার ঝিয়ে॥
তড়িত[৬] জিনিয়া বরণ[৭] সুন্দর
মুখে হাসি আছে আধা।
গণকে যে নাম সে নাম রাখুক
আমরা রাখিলাম রাধা॥
স্বরূপ লক্ষণ অতি বিলক্ষণ
তুলনা দিব বা[৮] কিয়ে।
কোন মহাপুরুষের[৯] প্রেয়সী হইবে
সোঙরিবা যদি জীয়ে॥
দুহিতা বলিয়া দুখ না ভাবিহ
ইহু[১০] উদ্ধারিবে বংশ।
জ্ঞানদাস কয় শুন্যাছি [১১] কমলা
ইহার অংশের অংশ॥

(কী ১৬)

(র ৬৮, ক৩৩)

পাঠান্তর—ক

(১) জুড়ায় (২) লয়ে (৩) সদাই হৃদয়ে (৪) পসরা করিয়া রাখি। (৫) বৃষভানু-প্রিয়ে (৬) কমল (৭) বদন (৮) যে (৯) 'কোন' শব্দ নাই (১০) এহো (১১) শুনেছি।

টীকা—

শ্রীরাধার জন্মিবার পর কোন প্রৌঢ়া গোপী বৃষভানুর পত্নীকে বলিতেছেন।

এ হেন রূপক পদুকা করিয়া রাখি—এমন তোমার মেয়ের রূপ, দেখিয়া ইচ্ছা গলার পদক করিয়া রাখি।

তড়িত জিনিয়া বরণ সুন্দর—ইহার গায়ের রং বিদ্যুতের প্রভাকেও হারাইয়া দেয়।

সোঙরিবা যদি জীয়ে—তোমার মেয়ে যদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে সে যখন কোন মহাপুরুষের প্রেয়সী হইবে দেখিবে তখন আমার ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা মনে করিও।

কমলা ইহার অংশের অংশ—লক্ষ্মী-শ্রীরাধার অংশেরও অংশ। নারদ পঞ্চরাত্রে আছে যে মহালক্ষ্মী রাধার বামাঙ্গ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে (১।৪) লিখিয়াছেন যে শ্রীরাধার "লক্ষ্মীগণ হয় যে তাঁর অংশ-বিভূতি।"

(৯)

প্রাণ নন্দিনি, রাধা বিনোদিনি,
কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপ নগরে প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি॥
বিহান হইতে, কাহার বাটীতে,
কোথা গিয়াছিলা বল।
এ ক্ষীর মোদক, চিনিকদলক
কে তোর আঁচরে দেল॥
অগোর চন্দন কস্তূরী কুঙ্কুম,
কে রচিল তোর ভালে।
কে বান্ধিল হেন, বিনোদ লোটন,
নব মল্লিকার মালে॥
অলকা-তিলক, ললাটে ফলক,
কে দিল চম্পকদাম।
জ্ঞানদাস কহে, সব বিবরণ
কহ জননীর ঠাম॥

(র ৫৯, প্রা ৬১, ল ১৯৯, ক ৩৩)

টীকা—

বিনোদ লোটন—সুন্দর খোঁপা।

(১০)

মা গো গেনু খেলাবার তরে।
পথে লাগি পেয়ে, এক গোয়ালিনী,
লৈয়া গেল মোর ঘরে ॥
গোপ-রাজরাণী, নন্দের গৃহিনী,
যশোদা তাঁহার নাম।
তাঁহার বেটার, রূপের ছটায়,
জুড়ায়ল মোর প্রাণ ॥
কি হেন আকুতে, তাঁর বাম ভিতে,
লৈয়া বসায়ল মোরে।
এক দিঠে রহি তাঁহার আমার,
রূপ নিরীক্ষণ করে ॥
বিজুরী উজোর, মোর অঙ্গখানি
সেহ নব জলধর।
সুমেল দেখিয়া, দিবাকর ঠাঞি,
কি হেতু মাগল বর ॥
তবে মোর গোরা গা খানি মাজিয়া,
লাস-বেশ বনাইয়া।
হরষিত মোরে, পাঠাইয়া দেখ,
এ সব আঁচরে দিয়া।
ঝিয়ের কাহিনী, শুনি গোয়ালিনী
মুচকি মুচকি হাসে।
কত সুধারস হিয়ায় বরিষে,
কহে কবি জ্ঞানদাসে ॥

(র ৬০, প্রা ৬২, ল ১৯৯, ক ৩৪)

টীকা—

পূর্ব্বে পদের জননীর প্রশ্নে রাধা উত্তর দিতেছেন।

(১০ ক)

রাধিকারে লয়ে কোরে রাণীর অতি সুখ।
মন সাধে চায়্যা রৈল রাধার চাঁদমুখ ॥
প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া অনিমিখে রাণী।
এমন সোনার বাছা মুই যাই নিছনি ॥
ভাসয়ে আনন্দে রাণী রাধা কোলে লয়ে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেই বদন কমলে ॥
না যাইহ খেলাইতে তুমি কোন স্থানে।
তিল আধ না দেখিলে মরি যে পরাণে ॥
বাৎসল্যে ব্যাকুল রাণী কিছুই না জানে।
ধন্যা সে কীর্ত্তিদা রাণী কহিতেছে জ্ঞানে ॥

(পাঁচথুপির পুঁথি ১১৭৫ পদ)

নাপিতানীবেশে মিলন

(১১)

এক কথা বড় মনেতে হইল
নাপিতানী বেশ করি। (১)
যাইয়া জাবটে রাধার আগেতে
কামাব চরণ ধরি ॥ (২)
জল দিয়া তাহে পাখালিয়া পায়ে
আলতা পরঞা(৩) দিব।
সে রাঙ্গা চরণ কমল-তলেতে
নিজ নাম লেখ্যা দিব ॥ (৪)
শুনিয়া সুবল কহয়ে তখন
কি বলিতে পারি আমি।
যাহাই করিলে আনন্দ হইব (৫
তাহাই করহ তুমি ॥

নাপিতানী বেশ ধরিতে তখন
সুরঙ্গ বসন পরে।
চূড়াটি এলায়া লোটন বান্ধিল
পিঠের উপরে দুলে ॥
সিঁথায়ে সিন্দুর নাসায়ে[৬] বেশর
কিবা অপরূপ হৈল।
শঙ্খ তাড় আর করে অভরণ[৭]
সুবল পরায়ে দিল ॥
রমণীর বেশ ধরেন তখন
লয়া নাপিতানী সাজ।
কহে জ্ঞানদাস চলিল তখন
রসিক নাগররাজ ॥

(সজনী পৃঃ ৯০, ক ১৫২)

পাঠান্তর—ক

(১) ধরি। (২) তারি,। (৩) যতনে আলতা। (৪) আপন নাম লিখিব। (৫) পাইবে। (৬) নাসাতে। (৭) গজমোতিমালা।

(১২)

বেশ ধরি নাপিতানী চলিল নাগর-মণি
আনন্দিত হঞা বড় মন।
পদ আধ চলি যায় পুলকিত সব গায়
রাধা-পদ-সেবার কারণ ॥
গোকুল নগর হৈতে আইলা সে জাবটেতে
রাজপথ দিয়া চলি যায়।
হেনই সময়ে দেখি রাধিকার এক সখী
শ্যামবর্ণ[১] দেখিয়া সুধায় ॥
কোথায় তোমার বসতি[২] হও তুমি কোন্ জাতি
কিবা কাজে আইলে ই ধারে[৩]।
তোমার এ রূপ দেখি জুড়াইল দুটি আঁখি
স্বরূপ করিয়া কহ মোরে ॥
নাপিতানী কহে তবে[৪] ঘর মোর মধুপুরে[৫]
হেথা আইনু কামাবার তরে।
সারাদিন করি বিত্তি[৬] আমার সে এই নিত্যি[৭]
সন্ধ্যাকালে যাই আমি ঘরে[৮] ॥
সখী বলে বলি আমি রাই আগে যাবে তুমি
নাপিতানী বলে চল যাব।
সখী বলে দাঁড়াও তুমি[৯] গোচর করিএ আমি
তবে তোমায় রাধা-আগে লব ॥
নাপিতানী কহে ভাল তবে সেহ চলি গেল
রাই-আগে দিল দরশন।
জ্ঞানদাসে কহে এবে করজোড় করি তবে
ধীরে ধীরে করে নিবেদন ॥

(সজনী ৯১ পৃঃ, ক ১৫৩)

পাঠান্তর—ক

(১) শ্যামানারী। (২) কোথায় তোমার স্থিতি। (৩) ব্রজপুরে। (৪) অই। (৫) মথুরা নগরে রই। (৬) বৃত্তি। (৭) নীতি। (৮) ফিরি যাই ঘরে। (৯) সখি কহে রহ তুমি।

(১৩)

সখী বলে শুন রাই করি নিবেদন।
এক নাপিতানী ধরে শ্যামল বরণ ॥
মথুরা নগরে ঘর আইল কামাবারে।
তুমার নাম করি ডাকি আনিলুঁ তাহারে ॥
রাধা বলে কামাইব আনহ তাহারে[১]।
শুনি সখী ধাঞা গিঞা কহিল তাহারে[২] ॥
রাধিকার আজ্ঞা হইল আস্য আমার সনে[৩]।
শুনিয়া নাগর বড় আনন্দিত মনে ॥
পুলকে পূরল তনু গেল রাধার কাছে।
শ্যামবর্ণ দেখি তবে[৪] বিনোদিনী পুছে ॥
শুনিলুঁ তোমার ঘর মথুরা নগরে।
নগরে নগরে ফির কামাবার তরে ॥
তোমার বরণখানি দেখি হই সুখী।
তোমার তুলনা রূপ কোথাও না দেখি ॥

অবিরত সেবা করি থাক মোর কাছে।
মথুরা নগরে আর না পাবে যাইতে[৫] ॥
বৃদ্ধ পতি আছে মোর মথুরা নগরে।
তিল আধ আমা ছাড়া রহিবারে নারে ॥
এতেক বচন শুনি বিনোদিনী হাসে।
ত্বরাএ কামাতে বৈস কহে জ্ঞানদাসে ॥

(সজনী ৯১ পৃঃ, ক ১৫৩)

পাঠান্তর—ক

(১) আন দেখি এখনি কামাই। (২) সখি ধাই কহে নাপিতানী পাশে যাই। (৩)। হইল রাধার আজ্ঞা এস মোর সনে। (৪) শ্যামলী দেখিয়া তারে। (৫) এই ভয় মথুরায় ফিরি যাও পাছে।

(১৪)

এতেক শুনিয়া হাসিয়া হাসিয়া
উঠিল কিশোরী গোরি।
রত্ন সিংহাসন জোগাল[১] তখন
আনিল সুবর্ণ ঝারি ॥
সিংহাসন' পরি বৈসল কিশোরী
হেলন সখীর অঙ্গে।
শ্যাম সুনাগর বসিল তখন[২]
কামাইতে তারে রঙ্গে ॥
হরষিত হঞা চরণ তুলিঞা
নাপিতানী-হাতে দিল।
দুবাহু পশারি চরণেতে[৩] ধরি
হরষ হইঞা নিল ॥
তাহে জল ঢালি চরণ পাখালি
আঁচলে করিয়া মুছে।
ঝামা যে লইঞা চরণে ধরিঞা
পুন পুন [৪] তাহে দিছে ॥
চরণ মাজয়ে আলিস ধরয়ে
অবশ হইল ধনী ॥
নরুণ লইঞা নখ যে কাটিঞা
চাঁছয়ে নখের কনি ॥
নখ যে চাঁছিল কি শোভা হইল
শারদ চন্দ্র জিনিঞা।
জল দিঞা পুন পাখালি চরণ
আলতা দিছেন পরাঞা ॥
নানা লতা ফুল চিত্রিঞা অতুল
আলতা পরাঞা দিল[৫]।
তবে সে চরণ- কমলে তখন
নিজ নাম লেখ্যা দিল[৬] ॥
কহে জ্ঞানদাস নিজ মনোরথ[৭]
পূরল নাগর হরি।
আলস ভাঙ্গিয়া চরণ তুলিঞা ॥
দেখয়ে কিশোরী গোরি ॥

(সজনী ৯৩ পৃঃ, ক ১৫৪)

পাঠান্তর—ক

(১) আনিল। (২) বৈসে ত্বরাপর। (৩) রাই পদ। (৪) মৃদু মৃদু বোলাইছে। (৫) আলতা পরায় শ্যাম। (৬) লিখিয়া আপনার নাম। (৭) মনোআশ।

(১৫)

একে পরশ-রস শ্যাম-অঙ্গ-গন্ধ।
চরণ-কিনারে দেখে নাম-পরবন্ধ ॥
ঢলিয়া পড়িল রাই নাপিতানী-কান্ধে।
কি হৈল কি হৈল বলি সখীগণ কান্দে ॥
রাই-অঙ্গ-পরশনে এলাইল সাজ।
নাগরে হেরিয়া সখীগণ পায় লাজ ॥
দুবাহু পশারি শ্যাম রাই নিল কোলে।
মিলিল চকোর চান্দ জ্ঞানদাস বোলে ॥

(ক ১৫৫)

টীকা—

নাম পরবন্ধ—শ্যামের নাম লেখার প্রকার।

(১৬)

চরণ তলেতে, শ্যামনাম দেখি, তাহার পানেতে চায়।
মুখেতে বসন, দিয়া যে তখন, আধ আধ হাসি তায়॥
হাসি বিনোদিনী, কহে নাপিতানি, ভাল সে কামাহ তুমি।
বয়সে অধিক, তুমি সে আমার, পরণাম করি আমি॥
ইঙ্গিতে কহিল, সূর্য্যপূজা ছলে, এখনি যাইব আমি।
রাধাকুণ্ডতীরে, নিভৃত কুঞ্জেতে, বসিয়া রহ গা তুমি॥
এতেক বলিয়া, বিদায় করিল, বাহির হইঞা জায়।
হেনই সময়ে, দুয়ারে তাহারে, জটিলা দেখিতে পায়॥
জটিলা কহিল, কে তুমি এখানে, আস্যাছিলা কি কারণ।
কোথা তোমার ঘর, কিবা কর্ম্ম কর, কহ দেখি বিবরণ॥
তোমার ঘরেতে, আইলাম কামাতে, মথুরা নগরে ঘর।
ঘরে বৃদ্ধপতি, রাখিয়া আস্যাছি, তেঞি যাই তৎপর।
এতেক বলিয়া, চলিল ধাইয়া, সুবলের কাছে আসি।
জ্ঞানদাস কহে, সব বিবরণ, সুবলেরে কহে হাসি॥

(সজনী ৯৩-৯৪)

টীকা—

জ্ঞানদাস কহে সব বিবরণ সুবলেরে কহে হাসি— জ্ঞানদাস এই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া সখ্যভাবে বিভাবিত হইয়া সুবলকে হাসিয়া হাসিয়া সব কথা বলিলেন।

(১৭)

"শুন হে রসিক, নাগর বন্ধুয়া, চরণে ধরিয়া বলি।
কেনে বা করিলে, চরণ পরশ, অপরাধ ক্ষম তুমি॥
মনেতে যে কর, নানা বেশ ধর, কেহো সে লখিতে নারি।"
"তুয়া অনুরাগে, রহিতে না পারি, তেই নানা বেশ ধরি॥"
"তেঞি সে তোমারে, কহে সবজন, রসিক মুরারি বলি।"
এতেক শুনিঞা, কহয়ে হাসিঞা, "শুন শুন রাধা বলি॥
তুমার চরণ, বিনে মোর মন, তিল আধ নাহি রয়।
যে কর সে কর, চরণে রাখিহ, জ্ঞানদাস ইহা কয়॥"

(সজনী ৯৪ পৃঃ)

টীকা—

এই পদে জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সুর মিলাইয়া শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—তুমি যাহাই কর না কেন, আমাকে চরণে রাখিহ।

(১৮)

এথা রাধা বিনোদিনী সখিগণ সাথে।
শ্যাম পূজা করিলেন হঞা হরষিতে॥
রাধা কহে চল যাই সূর্য্য পূজিবারে।
কুন্দলতা যাঞা তুমি কহ জটিলারে॥
কুন্দলতা জটিলারে কহল ধাইঞা।
সূর্য্য পূজা করিবারে যাই রাধা লঞা॥
জটিলা কহয়ে সভে ঝট যে আসিয়।
পূজা করি সেথা তিল আধ না রহিয়॥
পূজা সজ্জা লঞা সব সখিগণ আল্য।
কুন্দলতা সঙ্গে রাধা বাহির যে হল্য।
সূর্য্য পূজা ছলে রাই রাধাকুণ্ড তীরে।
নিভৃতে নিকুঞ্জে যাই খুজেন নাগরে॥
দেখিয়া ত হাসি হাসি কহে বিনোদিনী।
জ্ঞানদাস কহে শ্যাম রসিক শিরোমণি॥

(সজনী ৯৩-৯৪, ১০৬২ সাল)

টীকা—

কুন্দলতা—নন্দের ভ্রাতা উপনন্দের পুত্র সুভদ্রের পত্নী, সুতরাং সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বৌদিদি।

২। বিদ্যাপতির অনুসরণে জ্ঞানদাস

(১৯)

হেম-বরণ বর সুন্দর বিগ্রহ
সুর-তরুবর পরকাশ।
পুলক পত্র নব প্রেম পক্ক ফল
কুসুম মন্দ মৃদু-হাস॥ ধ্রু॥
নাচত গৌর মনোহর অদভুত
রাজিত সুরধুনি-ধার।
ত্রিজগত লোক ওক ভরি পাওল
ভকতি-রতন-মণিহার॥
ভাব-বিভবময় রস রূপ অনুভব
সুবলিত সুখময় অঙ্গ,
দ্বিরদ-মত্ত-গতি অতি সুমনোহর
মুরছিত লাখ অনঙ্গ॥
ধনি খিতি-মণ্ডল ধনি নদিয়াপুর
ধনি ধনি ইহ কলি-কাল।
ধনি অবতার ধনি রে ধনি কীর্ত্তন
জ্ঞানদাস নহ পার।

(তরু ২০৬২, র ২৬৪, ক ৪)

টীকা—

গৌরাঙ্গের সুন্দর শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি হেমবর্ণের, দেখিয়া মনে হয় যেন কল্পতরু প্রকাশ পাইয়াছে। পুলক-রোমাঞ্চ যেন সেই কল্পতরুর নবপত্র, প্রেম যেন পাকা ফল আর মৃদু হাসিটুকু যেন ফুল। মনোহর এবং অপূর্ব্ব গৌরসুন্দর নৃত্যভঙ্গীতে সুরধুনি তীরে বিরাজিত রহিয়াছেন। ত্রিভুবনের লোক ওক ভরিয়া অর্থাৎ ঘরভরিয়া ভক্তিরত্নের মণিহার পাইল। ভাবের ঐশ্বর্য্যে (বিভব) পরিপূর্ণ, রস, ও রূপের অনুভবে সুগঠিত সুখময় তাঁহার দেহ। তাঁহার মত্তগজের (দ্বিরদমত্ত) মতন অত্যন্ত মনোহর চলনভঙ্গী (গতি) দেখিয়া লক্ষ লক্ষ কামদেব মূর্চ্ছিত হন। পৃথিবীমণ্ডল ধন্য, নদীয়াপুর ধন্য, এই কলিকাল ধন্য ধন্য, অবতার ধন্য, কীর্ত্তন ধন্য ধন্য। কেবল জ্ঞানদাসই পার হইতে পারিলেন না।

(২০)

সুবলিত বলিত ললিত পুলকায়িত
মুরতি পিরিতিময় কাঞ্চন-কাঁতি।
শারদ-চাঁদ ছাঁদ-মুখ-মণ্ডল
লীলা-গতি রতি-পতিকো ভাতি॥
গৌর মোহনিয়া বনি নাচে।
অরুণ চরণে মণি-মঞ্জির রঞ্জিত
অঙ্গে অঙ্গে কত কাচনি কাচে॥ ধ্রু॥
গদগদ ভাষ হাস রসে রোয়ত
অরুণ নয়নে কত ঢরকত লোর।
নটন-রঙ্গে কত অঙ্গ-বিভঙ্গিম
আনন্দে মগন সঘনে হরি বোল॥
বনি বনমাল লাল উর-উপর
কনয়া শিখরে কিরণাবলি-ভাতি।
জ্ঞানদাস-আশ ওই অহনিশি (১)
গাওই গোরাগুণ ইহ দিনরাতি

(তরু ২০৬১, র ২৬৮, ক ৩)

পাঠান্তর—ক

(১) ওঁহি নিরবধি।

টীকা—

শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্ত্তি সুগঠিত (সুবলিত), সুন্দর, আনন্দময় (পুলকায়িত), প্রেমময়, এবং কাঞ্চনের কান্তিযুক্ত (বলিত—যুক্ত)। তাঁহার মুখমণ্ডলের ছাঁদ শরতের চাঁদের মতন, এবং লীলাভরে গমনগতি মদনের ন্যায়। গৌরাঙ্গ মন মোহন বেশে সাজিয়া (বনিয়া) নাচিতেছেন। তাঁহার অরুণবর্ণের চরণে মণিময় নূপুর শোভা পাইতেছে। তিনি প্রতি অঙ্গে কত না সাজই ধরিয়াছেন (কাচনি কাচে)।

তিনি ভাবাবেশে গদগদস্বরে কথা বলেন, হাসেন, আবার কি রসে যেন ক্রন্দন করেন, তাঁহার অরুণ নয়নে কত অশ্রুই উছলিয়া পড়ে। নৃত্যের রঙ্গে তাঁহার কত অঙ্গভঙ্গী (অঙ্গ-বিভঙ্গিম) তিনি আনন্দে মগ্ন হইয়া ঘন ঘন হরিবোল বলেন। তাঁহার আরক্ত বক্ষের উপরে বনমালা সাজানো রহিয়াছে, দেখিয়া মনে হয় যেন স্বর্ণের পর্ব্বতের চূড়ায় আলোকমালা শোভা পাইতেছে। জ্ঞানদাস এই দিনরাত্রি আশা করিতেছেন যে, দিনরাত্রি যেন গৌরগুণ গাই।

(২১)

কষিল-কনক-রুচির গৌর অখিল-ভুবন-মরম চৌর
করভ-স্তম্ভ বাহু-দণ্ড কল্মষ-তাপ ত্রাসনি।
প্রচুর-পুলক শোভিত অঙ্গ নটন লীলা অধিক রঙ্গ
বয়ান শরদ পূণিম ইন্দু সরস-হাস-ভাষনি।
আজু বনি গৌর চান্দ জগজন-মন-নয়ন-ফান্দ
উরহি দোলত কুন্দ মাল ভালে তিলক-লায়নি॥
নয়নে বহত সলিল ধার কমলে ঝরকি মধু অপার
চৌদিকে বেঢ়ল ভকত-ভৃঙ্গ হরিষে হরি-বোলনি।
মত্ত গজেন্দ্র গমন মন্দ নিরখি মদন-হৃদয়-ফন্দ
অসুর অমর কিয়ে নারী নর ত্রিজগত-চিত দোলনি।
তরুণ বয়স গৌর দেহ অন্তরে উয়ল গোকুল মেহ
ভাবে ভরল মরম তরল চৌদিকে করুণ চাহনি।
ধন্য ধরণি ধন্য কাল ধন্য ধন্য পহু দয়াল
কয়ল কীর্ত্তন জীব-তারণ জ্ঞানদাস গুণ-গাহনি॥
(ক ৬)

টীকা—

গৌরাঙ্গের বর্ণ কষিতকাঞ্চনের ন্যায় সুন্দর; তিনি নিখিল জগতের মনচোর, বাহুদণ্ড হস্তীশাবকের শুণ্ডতুল্য এবং তিনি কল্মষ বা পাপের তাপের ভয় উৎপাদক, অর্থাৎ তিনি পাপতাপ বিদূরিত করেন। তাঁহার দেহ পুলক-রোমাঞ্চদ্বারা শোভিত, নৃত্যলীলায় তাঁহার আনন্দ, তাঁহার বদন শরৎকালীন পূর্ণিমার চন্দ্রের মতন এবং তাঁহার বাক্য সরস এবং হাস্যযুক্ত। আজ গৌরচন্দ্র জগতের সকল লোকের মন ও নয়নের ফাঁদ রূপে সাজিয়াছিল; তাঁহার বক্ষে কুন্দফুলের মালা এবং কপালে তিলক। তাঁহার নয়ন হইতে প্রচুর অশ্রু বর্ষিত হইতেছে, দেখিয়া মনে হয় যেন কমল হইতে অফুরন্ত মধু ঝরিতেছে। তাঁহার চারিদিকে সানন্দে হরিবোল বলিতে বলিতে ভক্তবৃন্দ ঘেরিলেন। তাঁহার গতিভঙ্গী মত্তগজেন্দ্রের ন্যায় ধীর; তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয় যেন তিনি মদনের হৃদয় জয় করিবার ফাঁদ; সেই জন্য ত্রিভুবনের সুরাসুর, নরনারী সকলের চিত্ত দুলিয়া উঠিল। তরুণ বয়স্ক গৌরচন্দ্রের অন্তরে গোকুলের জলধর উদিত হইলেন, তাই হৃদয় তরল হইল এবং ভাবে ভরিয়া গেল। তিনি চারিদিকে করুণ-নয়নে চাহেন। পৃথিবী ধন্য, কলিকাল ধন্য, আমার দয়াল প্রভু ধন্য, যিনি জীবকে ত্রাণ করিবার জন্য কীর্ত্তন করিলেন। জ্ঞানদাস তাঁহার গুণ গান করেন।

(২২)

কনয়া কিশোর সে বয়স রসময়
কি নব কুসুমধনু।
লাবণ্যসার কিয়ে সুধায়ে নিরমিত
গৌর সুবলিত তনু॥
পহুঁ গুণ সাধ করি হেন শুনি।
শ্রবণ-পরশে সরস সব তনু
অন্তরে জুড়ায় পরাণি॥
কনকনীপ ফুল পুলক সমতুল
স্বেদ বিন্দু বিন্দু মুখে।
বিভোর প্রেমভরে অন্তর গর গর
উজোর মরমের সুখে॥
অরুণ নয়ানেতে করুণা নিরমিত
সঘনে বোলে হরিবোল।
জ্ঞানদাসে বোলে পহুঁর পদভরে
আনন্দে অবনি হিলোল॥
(র ২০৭, গী ১৯, ক ৮)

টীকা—

গৌরাঙ্গ যেন সোনার কিশোর, তাঁহার বয়স এমন যে রসে তিনি পরিপূর্ণ; তিনি কি নবীন কন্দর্প? তাঁহার সুগঠিত (সুবলিত) গৌরদেহখানি কি লাবণ্যের নির্য্যাস দিয়া অথবা অমৃত দিয়া নির্ম্মিত? আমার ইচ্ছা হয় যে প্রভুর গুণ শুনি। তাঁহার গুণের কথা কানে গেলেই সমস্তদেহ সরস হয় এবং প্রাণ জুড়ায়। তাঁহার দেহের রোমাঞ্চ দেখিয়া মনে হয় যেন সোনার কদমফুল ফুটিয়াছে। তাঁহার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম। তিনি প্রেমবশে বিভোর, তাঁহার অন্তর উচ্ছ্বসিত মরমের সুখে উজ্জল। তাঁহার অরুণ নয়নে যেন করুণা তৈয়ারী হইতেছে (জীবের প্রতি করুণা বশতঃ নয়ন ছল ছল করে)। তিনি বারংবার হরিবোল বলেন। জ্ঞানদাস বলেন যে প্রভুর নৃত্যকালে পদভরে পৃথিবীতে যেন আনন্দের তরঙ্গ উঠে।

(২৩)

খেলত ন খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত ন হেরত সহচরি মাঝ॥
বোলইতে বচন অলপ অবগাই।
হাসত ন হাসত মুখ মুচুকাই॥
এ সখি এ সখি পেখলুঁ (১) নারি।
হেরইতে হরখি রহল (২) যুগ চারি॥
উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি।
কলসে কলসে জনু অমিয় উভারি॥
মনমথ-মন্ত্রি (৩) অগোরল বাট।
চকিত চকিত (৪) পহু কত রস-নাট॥
কিয়ে ধনি ধাতা নিরমিল তাই।
জগ মাহ উপমা করই ন পাই॥
পরখে পুছলুঁ হম তাকর (৫) নাম।
জ্ঞানদাস কহ রসিক সুজান॥ (৬)

(গী ৪১১, কী ১৫১, অ ১৪৬, র ২৯, ক ৩৫)

পাঠান্তর—(১) কি পেখনু—কী। (২) হরখে হরল—ক। (৩) মন্ত্র—ক। (৪) চকিতে চকিত—কী। (৫) রাইক—কী। (৬) তুহুঁ রসিক সুজান—ক।

টীকা—

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে প্রথম দেখিয়া কোন সখীকে বলিতেছেন, কখনও খেলে কখনও খেলে না, সহসা লোক দেখিলে লজ্জা পায় (এদিকে ছেলেমানুষের মতন দেখাও আছে, আবার নবীনার মতন লজ্জা পাওয়াও আছে)। সখীদের মধ্যে দেখিয়াও দেখে না (নয়ন অন্য কিছু খুঁজিয়া বেড়ায়)। কথা বলিলে তাহার অল্পই প্রণিধান করে (অবগাই) (মন যে অন্যদিকে গিয়াছে)। মুখে একটু খানি হাসি যেন খেলিয়া যায়। সখি ওগো সখি, আজ সেই নারীকে দেখিলাম; দেখিতেই আনন্দ যেন চারযুগ ধরিয়া রহিল। ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে দুই চার পা চলিতে লাগিল তাহা দেখিয়া মনে হইল যেন ঘড়াঘড়া অমৃত উছলিয়া পড়িতেছে। মন্মথ মন্ত্রী হইয়া এখন পথ আগলাইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে সে কত রসকলা দেখাইল। বিধাতা কি সুন্দরী তৈয়ারী করিলেন। জগতে তাহার উপমা নাই। পরীক্ষা করার জন্য তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন বেশ করিয়াছ, তুমি খুব রসিক সুজন।

তুলনীয়—বিদ্যাপতি (৬১১)

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ।
হেরত না হেরত সহচরি মাঝ॥
সুন সুন মাধব তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু পেখলি যাই॥

বিদ্যাপতি নানা উপমা দিয়া শুধু দেহের নব যৌবনেরই বর্ণনা করিয়াছেন। জ্ঞানদাস নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনের চিত্রটি মনস্তাত্ত্বিকের নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।

(২৪)

উলসল উরথল অব ভেল রে।
আয়ত হোয়ত নয়ান রে॥
গতি অতি তুরিত সমাপন রে।
শৈশব কয়ল পয়ান রে॥

তোরে নিবেদ সোঁ। শুন সখি অব রে।
চিরদিন হৃদয়ক দন্দা রে॥
বালা বাঢ়ল দারিদ টুটব।
মিলাওব শ্যামরচন্দা রে॥
হাস অধর পাশ মিলিত রে।
রতিপতি অনুবন্ধা রে॥
উনমিত নিতম্ব সুললিত রে।
ভাষা অতি ভেল মন্দা রে॥
কেশ-পাশ-দিগ কালিম রে।
শ্রবণে লেল অবতংশ রে॥
জ্ঞানদাস কহ নব তনু-রুহ রে।
মনমথ গাড়ল বংশ রে॥

(ক ৩৪)

টীকা—শ্রীরাধার বক্ষস্থল (উরপল) উল্লসিত (উলসল) বা উচ্ছ্বসিত হইল এবং নয়ন বিস্তৃত হইল। তাহার ত্বরিত-গতি সমাপ্ত হইল এবং শৈশব প্রস্থান করিল।

তুলনীয়—চরণচপলতা লোচন লোমস— বিদ্যাপতি (১৭)
পদ্ভ্যাং মুক্তাস্তরলগতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্যাং
(শার্ঙ্গধর পদ্ধতি ৩২৮২)

হে সখি তোমাকে বলি শুন। মনের অনেকদিনের দ্বন্দ্ব মিটিল। বালার বয়োবৃদ্ধি হইল, এইবার (শ্যামচন্দ্রের) দারিদ্র্য দূর হইল, শ্যামচন্দ্রের সঙ্গে ইহার মিলন ঘটাইব। ইহার অধরপানে এখন হাসি মিশিল, কামদেবের সে অবলম্বন-স্বরূপ (অনুবন্ধা) হইল। তাহার নিতম্ব বর্দ্ধিত ও সুললিত হইল এবং ভাষা মৃদু হইল। তাহার কেশপাশ আরও কৃষ্ণবর্ণ হইল। কানে এখন অলঙ্কার পরিল। জ্ঞানদাস বলেন তাহার নবীন রোম (তনু-রুহ) হইল, মন্মথ নিজের অধিকারের চিহ্নস্বরূপ যেন বংশদণ্ড প্রোথিত করিল।

(২৫)

এ সখি! এ সখি! বুঝই না পারি।
কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী॥
রস-পরসঙ্গ শুনই সুখ পাব।
রসবতী-সঙ্গ ছোড়ি নাহি (১) যাব॥
আধ আধ চাহি যাই পদ আধা।
রস-পরসঙ্গ শুনই বহু সাধা॥
হামরা দুহুজন পথে একু মেলি।
সো আনজন সঞে করু আন খেলি (২)॥
যব কছু পুছয়ে উতর না পাব।
অধরক পাশ হাস পশিয়াব (৩)॥
ঐছন রমণী দৈব (৪) দেল সঙ্গ।
বিহি উদগীম (৫) চাহি দিল ভঙ্গ॥
উহ সে লাজবশ হামারিও লাজ।
জ্ঞানদাস কহে দূরে রহু কাজ॥

(কী ১৪০, গীতচন্দ্রোদয় ৪১১,
তক ৭৯ (ভণিতাহীন), র ৬, ২৮, ক ৩৬)

পাঠান্তর—কী
(১) না। (২) কেলি। (৩) পশি যাব। (৪) দৈবে। (৫) উদলীম। তরুতে প্রথম চরণের পরিবর্ত্তে আছে—কি কহব মাধব বুঝই না পারি।

বয়ঃসন্ধি অবস্থার নায়িকার সখীরা বলিতেছেন—বুঝিতে পারি না সুন্দরী বালিকা কি নারী। সে রসের কথা শুনিয়া সুখ পায় এবং রসবতীর সঙ্গ ছাড়িতে চাহে না। সে অল্প অল্প দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আধপদ (একটুমাত্র) আগাইয়া যায়, (কিন্তু বেশীদূর যাইতে পারে না), কেননা তাহার রসপ্রবাহ শুনিতে বড় সাধ। আমরা দুইজন পথে একত্রে মেলামিশা করি, সে তখন অন্যজনের সঙ্গে অন্য খেলা করে। যদি তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় তো উত্তর পাওয়া যায় না, শুধু অধরে একটু হাসি খেলিয়া যায়। ঐরূপ রমণী দৈববলে পাইলাম। বিধাতা উদগ্রীব দেখিয়া সে ভঙ্গ দিল। সে লজ্জার বশ, সেটা আমাদেরই লজ্জার কথা। জ্ঞানদাস বলেন এমন অবস্থায় কাজ দূরেই থাকে।

(২৬)

কমল বয়নী কনককাঁতি। (১)
মুকুতানিকর (২) দশন পাঁতি॥
নাসা তিল মৃদু কুসুমতুল।
কাজরে সাজল (৩) দিঠি দুকুল॥
চললি হরিণী-নয়নী রাই। (৪)
ত্রিভুবন জন (৫) উপমা নাই॥
অরুণ অধরে হসন ইন্দু।
চিবুকে মধুর শ্যামরু বিন্দু॥
উচ কুচযুগ কনকগিরি।
হিয়ার মাঝারে মাণিক-ছিরি॥
পবন-তরল বসন মেলি।
দামিনী বেঢ়ল চান্দনী-বেলী॥
বিদ্রুমসারি রসময় সাজ।
রবি সিনায়ত তটিনী মাঝ॥
লোম-লতাবলী ভুজগী ভাণ।
নাভিবর হ্রদে (৬) করু পয়ান॥
কেশরী সোসরি মাঝারি অঙ্গ।
ত্রিবলী যৌবন জল তরঙ্গ॥
মদনবিমান চারু (৭) নিতম্ব।
উলটকদলী উরু আরম্ভ॥
বেনিয়ে বান্ধল বেলন-জাদ।
উলট কমল ফুটল আধ॥
কটির উপরে কিঙ্কিনী-নাদ।
রতন-মঞ্জীর করু বিবাদ॥
চরণ কমল শীতল ছায়।
জ্ঞানদাস মন জুড়ায় তায়॥

(কপদা ২৮১৭ কী ১০১, অ ১৪৯, র ৫৫, ২০৮, ক ৯৬)

পাঠান্তর—

(১) কমল মুখী কুসুম কাঁতি—কী; কমল বয়নী কুসুম কাঁতি—অ। (২) নিঝরে—কী। (৩) মণ্ডিত—কী; মাজল—অ। (৪) সাজিল রে মৃগ-নয়নী রাই—কী। (৫) জিনি—অ; রূপ—কী। (৬) সরোবরে—কী, অ। (৭) চক্র—কী, চাক—অ।

টীকা—

কমলমুখী রাধার অঙ্গকান্তি সুবর্ণের তুল্য, তাহার দন্তরাজী মুক্তাসমূহের ন্যায় শুভ্র; নাসিকা তিলফুলের মতন মৃদু ও সুঠাম, নয়নের প্রান্তদ্বয় যেন কজ্জলে সুরঞ্জিত। মৃগনয়না রাই অভিসারে চলিলেন। ত্রিভুবনে তাঁহার রূপের তুলনা নাই। তাঁহার লাল টুকটুকে ঠোঁটে হাসিটি যেন চাঁদের রেখার মতন শোভা পাইতেছে, আর চিবুকে মৃগমদে অঙ্কিত (অথবা স্বাভাবিক তিল) একটি শ্যাম বিন্দু। তাঁহার কনকগিরিনিভ উচ্চ কুচযুগ, এবং তাহার উপর হারের মাণিকগুলি কি শ্রীসম্পন্ন! অভিসারিণীর শুভ্রবসন বাতাসে আন্দোলিত হওয়ায় মনে হইতেছে যেন জ্যোৎস্নার লতিকাকে (চান্দনি বেলী,—বেলী—বল্লী) বিদ্যুৎ জড়াইয়াছে। গলার হারের প্রবালশ্রেণীর শোভা দেখিয়া মনে হইতেছে যেন হার-তরঙ্গিণীর মধ্যে (প্রভাত বা সন্ধ্যার রক্তবর্ণ—প্রবালের মতন রং) সূর্য্য স্নান করিতেছে। লোম লতাবলী যেন সর্পিণীর মতন সুগভীর নাভিরূপ হ্রদে গমন করিতেছে। সিংহের মতন (কেশরীসোসরি—সদৃশ) সুন্দরীর মধ্যদেশ (কটিদেশ) আর ত্রিবলী দেখিয়া মনে হয় যেন যৌবন তরঙ্গিণীর ঢেউ। তাহার সুন্দর নিতম্ব যেন কামদেবের বিমান এবং উরুদেশ যেন কলাগাছ উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নীবিবন্ধের সহিত যে বেলন জাদ বা বুটিদার থোপা বাঁধা রহিয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হইতেছে বুঝি আধফোটা কমল উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুন্দরী সবেগে চলায় তাহার কটির কিঙ্কিনী এবং পায়ের রতন নূপুর বাজিতেছে। মনে হয় যেন তাহারা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করিতেছে। জ্ঞানদাস বলেন যে শ্রীরাধার চরণপদ্মের শীতল ছায়ায় তাঁহার মন জুড়ায়।

পদটীতে বিদ্যাপতির রচনারীতি, এমন কি উপমাগুলির শব্দ পর্য্যন্ত রহিয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

দাঁত—

দশন মুকুতা পাঁতি অধর মিলায়ল (৬২৪)

কুচযুগ ও হার—

অমর ভূধর সম পয়োধর মহঘ মোতিম হার।
হেম-নির্ম্মিত শম্ভুশেখর গঙ্গ নির্ম্মলধার ॥ (৩০)

অথবা—

গিরিবর গরুঅ পয়োধর পরসিত
গিম গজমোতিক হারা।
কামকম্বু ভরি কনক সম্ভু পরি
ঢারত সুরধুনিধারা ॥ (৬২৩)

লোমাবলী—

নাভি বিবর সঞে লোম লতাবলি
ভুজগি নিশ্বাস-পিয়াসা (২২)

অথবা—

কুপগভীর তরঙ্গিণী তীর।
জনমু সেমারলতা বিনু নীর ॥ (২৭)

উরু এবং মাজা—

কদলি উপর কেসরি দেখল।
কেসরি মেরু চঢ়লা ॥ (২৬)

(২৭)

চিরদিন না রহে কুসুমে মকরন্দ।
পহরে না পাইয়ে দুতিয়াক চন্দ ॥
অহনিশি না রহে চন্দন-রেহ।
ঐছন জানিয়ে যৌবন এহ ॥
শুন শুন সুন্দরি কি বলিব আন।
গত ধন লাগি না বঞ্চহ কান ॥
জগমাহা জানয়ে মধু ভাল মন্দ।
হিংসক জন সঞে কভু নহে দন্দ ॥
যাচক বুঝি যো না করয়ে দান।
ইথে বড় আছে কি ধনিয় অব জান ॥
নিজ মন মন্দিরে করহ বিচার।
জীবন নহ বিনু পর-উপকার ॥
অতএ জানি যদি হয়ে অবধান।
জ্ঞানদাস কহ জগতে বাখান।

(ক ২৪৪)

টীকা—

শ্রীকৃষ্ণের দূতী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—চিরদিন ফুলে মধু থাকে না, দ্বিতীয়ার চাঁদ প্রহরের পর দেখা যায় না, দিনরাত চন্দনের রেখা থাকে না—যৌবনও ঐরূপ (স্বল্পস্থায়ী) জানিও। যে ধন চলিয়াই গিয়াছে বা যাইবে তাহার জন্য কানাইকে বঞ্চনা করিও না। জগতের মধ্যে সকলেই নিজের ভাল মন্দ বুঝে, হিংসক লোকের সঙ্গে কখনও দ্বন্দ্ব বা মনের মিল হয় না। যাচক বুঝিয়া দান না করার চেয়ে ধনীর আর অবমাননা কি আছে? তোমার নিজের মনের মন্দিরেই বিচার কর; পরের উপকার বিনা জীবনে ফল কি? এইসব জানিয়া যদি অবধান হও (আমার কথায় মন দাও) তাহা হইলে জ্ঞানদাস বলেন যে জগতে প্রশংসা হইবে।

(২৮)

চলইতে চাহি (১) চরণ (২) নাহি ধাবয়ে
রহিতে নাহিক প্রতিআশ। (৩)
আশ নৈরাশ কছুহ নাহি সমুঝিয়ে (৪)
অন্তরে উপজে তরাস ॥ (৫)
সজনি বচন না বোলসি আধা
তুহুঁ রসবতি উহ রসিক-শিরোমণি
হঠে রস না করহ বাধা ॥ ধ্রু ॥
প্রেম-রতন জনু কনয়া কলস পুন
ভাগ্যে যে হয়ে নিরমাণ। (৬)
মোতিম-হার বার শত টুটয়ে (৭)
গাঁথিয়ে পুন অনুপাম ॥

হর-কোপানলে মদন দহন ভেল
তুয়া উরে যুগল মহেশ।
পরিহর মান কানু-মুখ হেরহ
জ্ঞান কহয়ে (৮) সবিশেষ॥

(কী ৫২৯ ২৪৩ পত্র, তরু ৫১৮
র ২১২, ক ২৫৩)

পাঠান্তর—কী

(১) চাহিয়ে। (২) পাত্রেব। (৩) প্রতিআশে। (৪) একুই নাহি বুঝিয়ে। (৫) তরাসে। (৬) ভাঙ্গিলে সে হয় নিরমাণ। (৭) ছুটয়ে। (৮) কহল।

টীকা—

সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—চলিতে চাহি, চরণ চলে না, অথচ থাকিলেও কোন প্রত্যাশা নাই। আশা-নিরাশা কিছুই বুঝি না, শুধু মনে ভয় জন্মে। সখি, তুমি একটু কথাও বলিতেছ না। তুমি রসবতী, ও রসিক চূড়ামণি, হঠকারিতা করিয়া রসের ব্যাপারে বাধা জন্মাইও না। প্রেমরতন যেন সোনাব কলসের মতন, ভাগ্যবশে তাহার নির্মাণ হয় (এবং ভাঙ্গিলে আর জোড়া দেওয়া যায় না); মোতির হার কতবার ছিঁড়িয়া যায়, আবার তাহা গাঁথিযা অতুলনীয় করা যায়। শিবের কোপানলে মদন দগ্ধ হইয়াছিল, আর তোমার বুকে দুইটি স্বর্ণশিব রহিয়াছে (তুমিও কি মদনতুল্য কৃষ্ণকে দগ্ধ করিবে?), তুমি মান ত্যাগ কর, কানুর মুখের পানে চাও—এইকথা বিশেষ করিয়া জ্ঞানদাস বলিতেছেন।

(২৯)

হসইতে আয়লুঁ তুহু ভেল রোই।
বড় মুঞি বেদনী হেরইতে তোই॥
রূপ-কলা-রসে তুহু ভেল ভোরি।
পিয়া অনুরূপ বিহি না দিল তোরি॥
তুহু যে সুচেতনি বুঝ সব কাজ।
মধুকর বিনু নাহি মালতী সাজ॥
কহইতে চাহি বচন নাহি আর।
মৌনকে যাই সো অনুতাপ সার॥
ভালমন্দ বুঝিতে না বুঝি তোর রীত।
সো পুন পাছে মিঠ আগে পুন তীত॥
অতত্র যো মনোরথ কহবি নিচয়।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হয়।

(ক ৭৪)

টীকা—

হাসিতে (রঙ্গরস করিতে) আসিলাম, তুমি কাঁদিতে লাগিলে। তোমাকে দেখিয়া আমি বড় দুঃখ পাইতেছি। তুমি রূপে ও কলাবিদ্যায় পরিপূর্ণ কিন্তু বিধাতা তোমার অনুরূপ নায়ক দিলেন না। তুমি সুচতুরা, সব কাজই তো বুঝ। ভ্রমরী না হইলে কি মালতী শোভা পায়? বলিতে চাই, কিন্তু বলিতে পারি না, অথচ চুপ করিয়া থাকিলেও অনুতাপ হয়। আমি ভালমন্দ তো কিছু বুঝি, কিন্তু তোমার ধরণ-ধারণ বুঝিতে পারি না। যে জিনিষ আগে তেতো মনে হয় পরে তাহাই মিষ্ট লাগে। সেইজন্য তোমার মনের অভিপ্রায় কি ঠিক করিয়া বল। জ্ঞানদাস বলেন একথা ঠিক বলিয়াছ।

তুলনীয়—

যৌবন চাহি রূপ নাহি উন।
ধনি তুঅ বিসয় দেখিঅ সব নুন॥
একেপ ভেল বিধাতা ভোর।
সমকএ সামি ন সিরজিল তোর॥

(বিদ্যাপতি ৩১০)

জে ফুল ভমর নিন্দহু সুমর বাস ন বিসরএ পার
জাহি মধুকর উড়ি উড়ি পড়,
সেহে সঁসারক সার॥

(বিদ্যাপতি ৪২)

(৩০)

রাজিত চিকুর, উপরে নব মালতী,
অলিকুল অলকার পাশে।

মলয়জ মাঝে, সাজে মৃদু মৃগমদ,
তরুণী নয়ন বিলাসে ॥
সজনি ১ পেখনু শ্যামর চান্দে।
তরনি তনয়া তীরে, তরু অবলম্বনে
তরুণ ত্রিভঙ্গিম ছান্দে ॥ ধ্রু ॥
ও মুখ মণ্ডল, ও মণি কুণ্ডল,
গাণ্ড উজোর ভেল কিরণে।
ইন্দ্রনীলমণি, মুকুর উপরে জনু,
করু অবলম্বন অরুণে ॥
তরুণ তারাবলী, অনিবার ঝলমলি,
উরে গজ মতিম হারে।
জ্ঞানদাস কহত, (২) ধটি অঞ্চল (৩)
বিজুরি ঘনয়ারে (৪) ॥

(কী ৪০
র ১৭, ক ৪৯)

পাঠান্তর—ক

(১) সজনি কি। (২) বহে। (৩) পীতধটি অঞ্চল। (৪) ঘন আন্ধিয়ারে।

টীকা—

শ্রীকৃষ্ণের কেশদামের উপর নবমালতীর মালা, (তাহার সৌরভে) ভ্রমরগণ অলকার পাশে শোভা পাইতেছে। চন্দনের মাঝে কস্তুরীর বিন্দু দেখিয়া তরুণীদের নয়ন যেন বিলাস করে। সখি! শ্যামচন্দ্রকে দেখিলাম যে তিনি সূর্য্যতনয়া যমুনার তীরে গাছ হেলান দিয়া তরুণ ত্রিভঙ্গ ছাঁদে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মণিকুণ্ডলের আভায় মুখমণ্ডল, বিশেষ করিয়া গণ্ডস্থল উজ্জ্বল হইল—দেখিয়া মনে হইল যেন নীন্দ্রনীলমণির আয়নার উপরে অরুণ আশ্রয় লইয়াছে (ইন্দ্রনীলমণি দিয়া তৈয়ারী আয়নার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের দেহের শ্যামল কান্তির, আর কুণ্ডলের মণিকে সূর্য্যের সঙ্গে উপমা দেওয়া হইয়াছে)। তাঁহার বুকে যে গজমতির হার তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন নবোদিত (তরুণ) তারকারাশি নিরন্তর ঝলমল করিতেছে। জ্ঞানদাস বলেন যে তাঁহার বস্ত্রের আঁচলায় যেন বিদ্যুৎ পুঞ্জীভূত (ঘনয়ারে) হইয়া রহিয়াছে।

(৩১)

তরু অবলম্বন কে।
হৃদয়-নিহিত-মণি, মাল বিরাজিত,
সুন্দর শ্যামর দে ॥
নব কুবলয় দল, কিয়ে অতসী ফুল,
নীল (১) মুকুর মণি আভা।
কিয়ে দলিতাঞ্জন, কিয়ে নবঘন,(২)
বরণে না পায়হ (৩) শোভা ॥
কুসুমিত চিকুর বলিত বর বরিহা,
চাঁদ বিরাজিত ভালে।
আর এক অপরূপ, মলয়জ-তিলক,
চাঁদ উয়ল ঘন মালে ॥
কোটি ইন্দু জিনি, বয়ন মনোহর,
অধরে মুরলী রসাল।
জ্ঞানদাস চিত, ওরূপ অবিরত,
ভাবিতে যাউ মোর কাল ॥

(র ৪০, প্রা ৫৮, লহরী ৩, ক ৬৬)

পাঠান্তর—ক

(১) নীলমণি। (২) কিয়ে রূপ নবঘন। (৩) পারই।

টীকা—

হৃদয়নিহিত মণি ইত্যাদি—বুকে মণিমালা লাগিয়া শোভা পাইতেছে। তাহার সুন্দর শ্যামলবর্ণ দেহ, তাহার কান্তির সঙ্গে নব প্রস্ফুটিত নীলোৎপলসমূহ, কিম্বা অতসী ফুল, অথবা নীলমণির দর্পণের বা দলিতাঞ্জনের, বা নবীন মেঘের তুলনা করা যায়। একসঙ্গে কবি পাঁচটি উপমা দিয়াছেন।

আর এক অপরূপ—আর এক অপূর্ব্ব ব্যাপার—তাঁহার কপালে চন্দনের তিলক দেখিয়া মনে হয় যেন মেঘের মালার উপর চাঁদ উঠিয়াছে।

(৩২)

কুঞ্চিত অলক-উপরে অলি-মণ্ডল
মল্লিকা-মালতি-মালে, । (১)
চূড়া কিরণ চারু শিখি-চন্দ্রক
শোভিত আধ-কপালে ॥
সজনী বড়ই কঠিন বর-কান ।
কুটিল কটাখে লাখ লাখ কুলবতী
তেজল (২) কুল-অভিমান ॥
মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ মণ্ডল
কাম-কামান ভুরু-ভঙ্গী ॥
চন্দন তিলক ভাল-পর রাজিত (৩)
যাহে দেখি চান্দ কলঙ্কী ॥
পীত-পতনি মণি-ভূষণ ঝলমলি
উরে দোলত বন-মাল ।
জ্ঞানদাস কহে, ও রূপ পেখলুঁ
বিজুরী তরুণ তমাল ॥

(অ ১২৯ মাধুরী ২।৩০, ক ৬৪)

পদামৃত মাধুরী'তে আরম্ভ—সই লো ও বড় বিনোদিয়া কান ।

পাঠান্তর মাধুরী—(১) কাম কামান ভুরু ভঙ্গী । (২) ছাড়ল । (৩) মলয়জ তিলক, ভালে অতি বিলখণ ।

টীকা—

কুঞ্চিত অলকা......আধ কপালে—

শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্চিত কেশ কপালের উপর মল্লিকা ও মালতীর মালা, তাহাতে আবার অলিকুল শোভা পাইতেছে। তাঁহার আধকপালে সুন্দর ময়ূরপুচ্ছের উপর অঙ্কিত চন্দ্রযুক্ত চিক্কন চূড়া টলিয়া রহিয়াছে।

মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ-মণ্ডল—তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হয় যেন উহা সুন্দর মরকত নির্ম্মিত দর্পণ।

কাম-কামান ভুরু-ভঙ্গী—তাঁহার ভ্রুভঙ্গী যেন কামের ধনুর মতন।

যাহা দেখি চাঁদ কলঙ্কী—তাঁহার কপালে চন্দনের তিলকের শোভা দেখিয়া চাঁদ কলঙ্কযুক্ত হইয়াছে।

পিত পিতনি—পীত উত্তরীয় বা উড়নী।

উরে—বক্ষে।

(৩৩)

উরজ উঠল জনু বদরি ।
করে জনি ঝাপই সগরি ॥
পরবোধে পরসিহ থোর ।
কমলিণী পড়ু যৈছে করিবর কোর ॥
মাধব তুয়া পায়ে সোঁপিহু গোরী ।
তুহু বিদগধবর ইহ রস থোরী ॥ ধ্রু ॥
সচল নবনীক পুতুলী
অরুণ কিরণে জনু স্নতলী ॥
সরস না হয় ভরমে ।
চাঁদ আরোপল জনু জলধর ঠামে ॥
সহজে সহজে কর করমে ।
ধরম রাখি যদি রাখয় ধরমে ॥
বৈদগধি দোতী বিচারে ।
জ্ঞানদাস কহ ইহ রস সারে ॥

(র ৯৭, কী ১১৫, ক ৮০)

টীকা—

দূতী শ্রীকৃষ্ণকে মুকুলিকা বয়সী রাধার সহিত অতি সাবধানে বিলাস করিতে অনুরোধ করিতেছেন। (কিন্তু ভাবটি ফুটে নাই)।

বদরি—কুল। সগরি—সমস্তটা। রস থোরি—অল্প রসযুক্তা। সচল ইত্যাদি—জীবন্ত ননীর পুতুল।

(৩৪)

যব কানু নিকটে যাই কিছু বোলি ।
লাজ কমল-মুখি রহ মুখ মোড়ি ॥
আরত নাহ বিনয় বেরি বেরি ।
ধনি মুখ-চাঁদে আধ আঁচল দেলি ॥

রাধা কানুক পহিল আলাপ।
মনমথ মাঝে মন্ত্র করু জাপ ॥
বাহু পসারল গোকুল-নাহ।
আছইতে আশ ন করে নিরবাহ ॥
ভুখিল মনোরথ ন পুরয়ে আশ।
চান্দ-কলা নহে তিমির বিনাশ ॥ (১)
পরশিতে চিবুক নয়ন ভেল রঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে উলসিত অঙ্গ ॥

(অ ১৫২, ক ৭৯)

পাঠান্তর—ক

(১) ইহার পর অতিরিক্ত—

ভাবে বিভোর পহু লহুলহু হাস।
রাই শিথিল মুখ বহ নিশোয়াস ॥

টীকা—

আরত—আর্ত্ত।

ভুখিল মনোরথ ন পুরয়ে আশ—বাসনার ক্ষুধা রহিয়াছে, অথচ আশা পূর্ণ হইতেছে না। চাঁদের একটু কলাতে (দ্বিতীয়ার চাঁদে) অন্ধকার নাশ হয় না (বালা নিতান্ত অল্পবয়সী)।

(৩৫)

তুহুঁ বিদগধবর তরুণী পরাণ।
আজু শুনলো মুঞি মনসিজ(১) নাম।
অঞ্চল পরশিতে অন্তর কাঁপ।
রমণী সহয়ে কিয়ে এত এ আলাপ ॥
এ হরি এ হরি(২) অতএ আমার।
হাম কিছু না বুঝিয়ে ও রস বিচার ॥
আরতি অধিক নাহি কিছু লাভ।
দারিদ ঘর যাচক নাহি যাব ॥
জল বিনু জলচর না করয়ে কেলি।
কলিকা কমলে ভ্রমর নহে মেলি ॥
দেখইতে শুনইতে লাগু তরাস।
আজু পুছব মুঞি প্রিয়সখী পাশ ॥
সো যব জানয়ে এ সব সুধি।
জ্ঞানদাস কহ ভাল কহ বুধি ॥

(লহরী ৫৮, ক ৮২)

পাঠান্তর—ক

(১) মনমথ। (২) পরিহার (পরিহর)।

টীকা—

শ্রীরাধা প্রথম মিলনের সময়ে কাকুতি করিয়া বলিতেছেন যে তিনি এই প্রথম কামের নাম শুনিলেন। তিনি দরিদ্র, সুতরাং তাঁহার কাছে যাচক কেন আসিল ?

কলিকা কমলে ভ্রমর নহে মেলি

ইত্যাদির সহিত তুলনীয়—

বিদ্যাপতি (২৮৮)

জাবে ন মালতি কর পরগাস।
তাবে ন তাহি মধু বিলাস ॥
লোভ পরীহরি সুনহি রাঁক।
ধকে কি কেও কুই বিপাক ॥
তেজ মধুকর এ অনুবন্ধ।
কোমল কমল লীন মকরন্দ ॥

অথবা—বিদ্যাপতি (৬৭৩)

কভু নাহি সুনিএ সুরতক বাত।
কৈসে মিলব হম মাধব সাথ ॥

অথবা—বিদ্যাপতি (৬৮৩)

সুরতক খোজ করব যাঁহা পাও।
ঘরে কি আছয়ে নাহি সখিরে সুধাও ॥

(৩৬)

অলপ বয়সে মোর রস পরকাশ।
না পুরে অলপ ধনে দারিদ আশ ॥
হামারি পরশ-রস কৃপণক দান।
অমিয়া ভরমে কেহ করু বিষপান ॥

এ হরি এ হরি না ধরহ চীর।
হাম অবলা তুহুঁ রতি-রণ-ধীর॥
তরল নয়ান-শর অথির সন্ধান।
নবীন শিখাওল গুরু পাঁচবান॥
লহু লহু হাম বচন আধ মিঠ।
অবেকত মুকুরে বেকত নহ দিঠ॥
শিশির সময় নহ পিককুল গাব।
কলিকা কমলে ভ্রমরা নাহি যাব॥
অতয়ে জানি অব কর অবধান।
জ্ঞানদাস কহ নাহি মন মান॥

(ক ৮২)

টীকা—

অল্পবয়স্কা শ্রীরাধার প্রথম মিলনে কাকুতি।

তুলনীয়—

জাবে ন মালতি কর পরগাস।
তাবে ন তাহি মধু বিলাস॥
লোভ পরি হরি সুনহি রাঁক।
ধকে কি কেও কুই বিপাক॥
তেজ মধুকর এ অনুবন্ধ।
কোমল কমল লীন মকরন্দ॥
এখনে ইচ্ছসি এহন সঙ্গ।
ও অতি সৈসবে ন বুঝ রঙ্গ॥

(বিদ্যাপতি ২৮৮)

অর্থাৎ যতদিন মালতী না ফোটে ততদিন তাহার উপর ভ্রমর বিলাস করে না। লোভ ছাড়িয়া হে দরিদ্র শুন। সহসা বিপাকে পড়িতেছ কেন? ভ্রমরের রীতি ত্যাগ কর। এখনও কোমল কমলে মধু বিলীন হইয়া আছে। এখনই ইহার সঙ্গ ইচ্ছা করিতেছ? ও এখনও অতি শিশু, রঙ্গ বুঝে না।

(৩৭)

পহিলহি নায়র করল আরম্ভ।
সিন্দুরে সুন্দর করিবর কুম্ভ॥
বিদগধ নায়রি অধিক সুজান।
চন্দন চান্দ কয়ল নিরমাণ॥
কি কহব রে সখি রস অবশেষ।
দুহুঁ বনাওল দুহুঁ জন বেশ॥
অঞ্জনে রঞ্জল খঞ্জন জোর।
কাজরে চঞ্চরি কঞ্জহি কোর॥
বিবিধ কুসুমে করু কুন্তল সাজ।
কবরী বনাওল বিদগধ রাজ॥
রতন-জড়িত মণি-কাঞ্চন-দাম।
চূড়া চিকণ কয়ল অনুপাম॥
দুহুঁ জন বেশ ভেল দুহুঁ জন ভোর।
জ্ঞানদাস কহ বৈদগধ ওর॥

(ক ১০২)

টীকা-

বিলাসের পর কিশোর-কিশোরী পরস্পরের বেশভূষা করিয়া দিতেছেন। প্রথমে নাগর আরম্ভ করিলেন। তিনি রাধার কপালে সিন্দুর দিতে যাইয়া তাঁহার করি কুম্ভতুল্য স্তনে সিন্দুর দিয়া দিলেন। রসিকা নাগরী তাহার প্রতিশোধ লইলেন না—তিনি কানাইয়ের চেয়ে লোক ভাল (অধিক সুজান); তিনি কান্তের কপালে চন্দন দিয়া চাঁদ আঁকিয়া দিলেন। সখি! রসের কথা কি বলিব! দুই জনে দুই জনার বেশ বানাইলেন। খঞ্জনতুল্য নয়ন-যুগলে কজ্জলের অঞ্জন পরাইয়া দিলেন, কমলতুল্য নয়নে কাজল দিয়া যেন পদ্মের কোলে ভ্রমর (চঞ্চরি) বসাইলেন। রসিকবর নানারকম ফুল চুলে পরাইয়া রাধার কবরী বানাইয়া দিলেন। মণিরত্নখচিত সুবর্ণ হার এবং অতুলনীয় সুচিকন চূড়া বানাইলেন। উভয়ে উভয়ের বেশ বানাইয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন। জ্ঞানদাস বলেন রসজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা হইল।

(৩৮)

অলসে অরুণ লোচন তোর।
অমিয়া মাতল চন্দ্র চকোর॥

আয়ে রে সুন্দরী সঙ্গমনীতা।
ও কত বেকত গোপত কথা॥
কুচ শ্রীফল করল জুড়ি।
শুকে কি দংশল কনয়া গিরি।
সিন্দুরে কাজরে মিটই গেল।
মহুর ভাঙ্গিয়া কে ধন নিল॥
জ্ঞানদাস কহে বুঝিবে কে।
রসিক যে জন বুঝিবে সে॥

(ব ২৬ ত)

টীকা—

প্রথম সঙ্গমের পর শ্রীরাধাকে দেখিয়া সখীরা বলিতেছেন—আলস্যে তোমার চোখ জড়াইয়া আসিতেছে, রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই বলিয়া চোখ লাল হইয়াছে। তোমার চক্ষুরূপ চকোর যেন চন্দ্রের অমিয়া পান করিয়া মত্ত হইয়াছে। সুন্দরি! তোমাকে কানাইয়ের কাছে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, এখন তোমার সব গুপ্তকথা ব্যক্ত হইয়া গেল। তোমার কুচ দেখিয়া মনে হইতেছে যেন বেল। শুকপক্ষী কি কনকগিরিকে দংশন করিল? তোমার সীথার সিন্দুর এবং চোখের কাজল মুছিয়া গিয়াছে। মোহর (সিল) ভাঙ্গিয়া কে ধনরত্ন লুট করিল? জ্ঞানদাস বলেন একথা যে রসিক সেই বুঝিবে।

তুলনীয়—বিদ্যাপতি—

নীন্দ ভরল অছ লোচন তোর।
অমিয় ভরমে জনি লুবুধ চকোর॥
নিরস ধূসর করু অধর-পঁবার।
কৌন কুবুধি লুটু মদন-ভঁড়ার॥
কোন কুমতি কুচ নখ-খত দেল।
হায় হায় শম্ভুভগন ভএ গেল॥
দমন লতা সম তনু সুকুমার।
ফুটল বলয় টুটল গৃম হার॥
কেস কুসুম তোর সিরক সিন্দুর।
অলক-তিলক হে সেউ গেল দূর॥

(মিত্র মজুমদার ৬৮)

(৩৯)

দুহুঁ দিঠি অঞ্চল বচন সমাপল
চৌদিকে (১) আছে কত আনে।
দুহুঁ জন বুঝল কেহ নাহি বুঝল (২)
ঐছন দুহুঁ জন শেয়ানে॥ (৩)
সখি রাই কলাবতী কানে।
কি দুহুঁ মনোভব মনোহি বুঝায়ল
কি দুহুঁ আপন সুজ্ঞানে॥ ধ্রু॥
ভুজে ভুজে বাঁধি উরহি দরশায়ল
রমণী সমুঝব কাজে।
আনন সরোরুহ করে পরশায়ল
সময় বুঝায়ল সাজে॥
কর কমল মুখ -কমল লুকায়ল
আন সমুঝায়ল নাহ।
জ্ঞানদাস কহ তরুণী উন নহ
তৈছন (৪) করল নিরবাহ॥

(কী ২৫৪, তরু ৭১৮,
র ৮৮, ক ১৬১)

পাঠান্তর—তরু

তরুর আর ধ্রু—সখি রাই কলাবতী কানে।

(১) চৌদিশে। (২) সমুঝল। (৩) ঐছন দুহুঁ যে শিয়ানে। (৪) তৈছে।

টীকা—

চোখের ইসারায় দুইজনে কথা শেষ করিল, কেননা চারিদিকে কত অন্য লোক রহিয়াছে। দুইজনেই শুধু বুঝিল, আর কেহ নহে; এমনই চতুর তাঁহারা দুইজন। দুইজনের মনের কামভাব মনেই বুঝাইল, দুইজনেই কি অপরূপ সঙ্কেত সৃষ্টি করিল। কানাই ভুজেভুজ বাঁধিয়া বুক দেখাইল, রমণী কাজ বুঝিল। নিজের মুখপদ্ম হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া সজ্জার দ্বারা সময় বুঝাইয়া দিল (রাত্রিতে কমল মুদিত হয়)। নায়িকা করকমলে মুখকমল স্পর্শ করিল (মুখ ঢাকিয়া অন্ধকার রাত্রিতে অভিসারের ইঙ্গিত করিল) কিন্তু

নাথ অন্তরকম বুঝিল (নায়িকা সন্ধ্যায় আসিবে বুঝিল)। জ্ঞানদাস বলেন নায়িকা কম নহে, সেইরূপই নির্ব্বাহ করিল (অর্থাৎ সন্ধ্যাতেই অভিসার করিল)।

(৪০)

যব সখী চললহি আপন গেহ।
তব মঝু নিন্দে ভর সব দেহ॥
শুতি রহলুঁ হাম করি এক চিত।
দৈব বিপাক ভেল সব বিপরীত॥
না বোল সজনি শুন স্বপন সম্বাদ।
হেরইতে কেহো জনি করে পরিবাদ॥
বিষদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝে।
তুরিত ঘুচাইতে নিজ নখ বাজে॥
এক পুরুখ পুন আনি দিল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক দাগে॥
সে ভয়ে চিকুর চীর আন হই গেল।
কপোলে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল॥
অতএ করব কেহো অপযশ গাব।
জ্ঞানদাস কহ কো পতিয়াব॥

(ক ১৭৬)

টীকা—শ্রীরাধা সখীর কাছে মিথ্যা স্বপ্নদেখার কথা বলিয়া রতিচিহ্ন কি করিয়া হইল তাহা বুঝাইতেছেন।
জনি করে পরিবাদ—কলঙ্ক উঠায় না যেন।
বিষদ—সাপ।
কো পতিয়াব—এ কথা তোমার কে বিশ্বাস করিবে?

(৪১)

অবহু রভস রস কয়ল হি ধাধস
ঝামর দুপর বেলি।
উলটল কবরী সামরি(১)নাহি অম্বর
কহ কেবা গারি বা দেলি॥
সখি হে কোনে এতহুঁ দুখ দেলা(২)।
বিকচ কমল ফুল লোচন ছল ছল
কৈছে মুদিত ভেলা(৩)॥ ধ্রু॥
তাম্বুল অধরে মধুর বিম্বফল
কীর দশন কিবা দেল(৪)।
কুচ শ্রীফল পর বিহগ বৈঠল(৫)
তাহে অরুণ রেখ ভেল॥
কাজর কপোল লোল অমিয়াফল
সিন্দুর সুন্দর বয়ানে।
জ্ঞানদাস কহ চলহ চলহ
রাইক মিলাহ সিনানে॥

(কী ২৫৪, তরু ৭১৭, র ৮০, ক ১৭২.)

পাঠান্তর—তরু
(১) সম্বরি। (২) দেল। (৩) অব কাহে মুদিত ভেল। (৪) কির দংশন কি বা দেল। (৫) বিহগ কিএ বৈঠল।

টীকা—
কয়ল হি ধাধস—খুব আবেগ দেখাইল।
কীর—শুকপক্ষী।

(৪২)

মন্দিরে বসসি চান্দ ফান্দাওসি
তারায় গাঁথসি হার।
বলে জলনিধি অঙ্গুলে মথসি
গণসি পানিক ধার॥
অতএ বড়ি সাহস তোর।
যে রস উপজল নিয়ড়ে রহি গেল
কেহো না পাওল ওর॥
আচলের বায়ে অচল চালসি
সাগর গণ্ডুষে খাও।
কেনে কুবুধিনী কাল ভুজঙ্গিনী
জিয়ন্তে ধরিতে চাও॥
গগন মণ্ডলে সেজ বিছাওসি
চান্দকে মাগসি কোর।
কুলিশ খসই দশনে ধরসি
এ বড়ি সাহস তোর॥

সুমেরু-শিখর গরবে গিলসি
কাটিয়া থাপসি নীর।
অলপ বয়সে এতেক চাতুরী
জগতে বোলসি ধীর॥
জ্ঞানদাস কহে কানু সে রাহু
রাই সে নবীন শশী।
ভক্ষ্য সামগ্রী একত্র করিয়া
চমকি রহসি বসি॥

(রসকলিকা ১৬৪ পৃঃ)

এটি শ্রীরাধার প্রতি সখীদের বক্রোক্তি।

এই সুন্দর পদটি নন্দকিশোর দাস গোস্বামী তাঁহার 'রসকলিকায়' উদ্ধৃত কবিয়া উহাব ব্যাখ্যা এইরূপ লিখিয়াছেন।

কৃষ্ণের অঙ্গের মালা চন্দ্রসম দীপ্ত।
সেই মালা হয়ে রাই-বক্ষোপরি লিপ্ত॥
মুকুতার হার তাতে যেন তারা সম।
সখীগণ কহে তাবা-হার গাঁথ কেন॥
জলনিধি শব্দ কহি সমুদ্র সকল।
এথা ক্ষীরনিধি হয়ে, ও কুচমণ্ডল॥
সেই কুচ-সমুদ্র অঙ্গুলে মথহ।
নখরেখ লাগিয়াছে তাহা নিরিখহ॥
সখী কহে রাই তোমার অদ্ভুত চরিত।
জলধারাগণ যেন হেন লয়ে চিত॥
বড়ই সাহস এই হয় যে তোমার।
কৃষ্ণসঙ্গে লীলা কৈলা আনন্দ অপার॥
নিকটে যে রস হৈল সেহো দূরে গেল।
আমরা তোমার সখী কিছু না জানিল॥
সম্ভোগের কালে বুঝি আঁচল পাড়িলা।
সেই আঁচলের বায়ে অচল চালিলা॥
কৃষ্ণচন্দ্র হয়ে অতি রসের সাগর।
আলিঙ্গন-গণ্ডুষরূপে তাহা পান কর॥
কুবুধিনী প্রায় কেন কালসর্প ধর।
নাভিলোম-লতা সেই সর্পের আকার॥
গগন-মণ্ডল বক্ষ তাহে শয্যা কর।
কৃষ্ণচন্দ্রে কোল দিয়া বক্ষোপরে ধর॥
কুলিশ নির্গত কালে আরক্তিমা হয়।
সেই আরক্তিমা বর্ণ কৃষ্ণাধর কয়॥
তাহা দন্তে ধর তুমি আনন্দিত মনে।
বড়ই সাহস তোমার না যায় কথনে॥
সুমেরু শিখর গর্ব্বে করহ ভক্ষণ।
নীর কাটিয়া তাহা করহ স্থাপন॥
অলপ বয়সে তুমি এতেক চতুর।
জগতের লোক কহে ধীর প্রচুর॥
জ্ঞানদাস কহে শ্রীকৃষ্ণ রাহু হন।
তুমি ত নবীন শশী তার ভক্ষ্য সম॥
মনেতে বাসনা করি আছয় বসিয়া।
ভক্ষ্য সামগ্রী সব একত্র করিয়া॥
এই ত কহিল সখী উক্তি রসোদগার।
দর্শন, কথন, আর স্পর্শন প্রচার।

(রসকলিকা ১৬৫—৬৬ পৃঃ)

(৪৩)

দুতিয়াক চান্দ সবহুঁ নহি হেরই
পুনিম-সময়ে পরভাব।
ঐছন শ্রম-রস ন বুঝি পরশ কত(১)
পর এ কত সুখ পাব (২)॥
এ হরি এ হরি কি বলিয়ে পারি।
তুহুঁ মত কুঞ্জর কমলিনি নারি।
নিতি নিতি রাতি শীতে যদি(৩) অতিশয়
বরিখয়ে লাখ তুষার।
তাপে উতাপিত তিরপিত নহে খিতি
যব নহে জলধর-ধার॥

কনক-শিলিপ জমু শারি শরণ বিমু (?) (৪)
ঐছন রসবতি লেহ।
জ্ঞানদাস কহ বুঝই ন বুঝহ
এ মোরে(৫)বড়ই সন্দেহ।।
(অ ১৫১, ক ৮১)

পাঠান্তর—ক

(১) পরশন ঐছন। (২) না জানিয়ে কিয়ে সুখ পাব। (৩) যব। (৪) শারি সরণ রেণু। (৫) মোহে।

টীকা—

দুতিয়াক চান্দ ইত্যাদি—দ্বিতীয়ার চাঁদ ক্ষুদ্রাকার ও স্বল্পস্থায়ী বলিয়া সকলে দেখিতে পায় না, সেই চাঁদই আবার পূর্ণিমায় নিজের প্রভাব দেখায়, ঐরূপ এখন বালার সঙ্গে স্পর্শ (সম্ভোগ) শ্রম মাত্র, পরে (পূর্ণিমার মতন যখন ইহার যৌবন হইবে) তখন কতসুখ পাইবে।

মতকুঞ্জর—মত্তহস্তী।

নিতি নিতি রাতি ইত্যাদি—অত্যন্ত শীতের রাত্রিতে প্রত্যহ যদি খুব তুষার পাত হয়, তাহা হইলে তাহাতে ক্ষিতি উত্তপ্তই হয়; তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে হইলে মেঘের জলধারা প্রয়োজন। (বালার নিকট যাইলে তুমি এখন ঠাণ্ডা হইতে পারিবে না)।

কনকশিলিপ—স্বর্ণ-শিল্পী (ইহার পরে কি আছে ঠিক বুঝা গেল না)।

(৪৪)

যবহুঁ আছল নব লেহা।
অভিন আছল দুহুঁ দেহা।।
অব ভেল প্রেম পুরাণে।
তিলে তুল না করে গেয়ানে।।
মনোরথ আছিল শেষ (১)।
দরশন অবহুঁ সন্দেশ।।
(সজনি) অব(২)কি কহব দুরদিনে।
অভিমানে না রহে পরানে।।
দুহুঁ কুল দূরে নিবারি (৩)।
না বুঝলুঁ পাছ বিচারি।।
সুর-তরু-ফল ভেল আন।
হেম-মণি ধরু আন বান।।
জ্ঞানদাস না বুঝল রীতি।
ভালজন ঐছন পিরীতি
(অ ১৫৯, ক ২২৭)

পাঠান্তর—ক

(১) অশেষ। (২) 'ক' তে সজনি নাই। (৩) দুহুঁ বেলে বারি।

টীকা—

অভিন—অভিন্ন। তিলে তুল না করে গেয়ানে—এখন একটি তিলের তুল্যও মনে করে না।

দরশন অবহুঁ সন্দেশ—এখন দেখা পাওয়াই কঠিন (মিষ্ট দ্রব্যের ন্যায় দুর্ল্লভ)।

সুরতরু ফল ভেল আন—কল্পতরুর ফল (আমার ভাগ্য গুণে) অন্য রকম হইয়া গেল।

হেমমণি ধরু আন বান—হেমমণি এখন অন্যরূপ বর্ণ ধরিল।

(৪৫)

কিয়ে মঝু রূপ, কলারস চাতুরী,
সব ভেল চূরে।
গুরুজন বৈরি, দ্বিগুণ ভেল ধাতা,
ডর সঞে কয়ল বিদূরে।।
সজনি হাম জীয়ব কতি লাগি।
একে মঝু অন্তর, দগধ নিরন্তর,
নাহ অধিক অনুরাগী।।
বৈদগধি বিধি সকল লুকায়ল,
দুহু ভেল পন্থক চোর।
যবহুঁ দৈব দোষে দরশ করায়ল,
কেহ না কহে এক বোল।।
অবিরত চিতে কত, কাঁদি গোঙায়ব,
কাহে করব বিশোয়াসে।
জ্ঞানদাস কহ, অন্তর দহ দহ
পরবশ পিরীতি আশে।।
(প্র।২১১)

টীকা—

আমার রূপের এবং কলারসের চাতুর্য্যের যে অহঙ্কার ছিল সব কি চূর্ণ হইল? একে গুরুজন আমার বৈরী, তাহাতে আবার বিধাতা শত্রুতা করিতেছে; আমার ভয়ডর সব এখন দূরে গিয়াছে সখী! আমি বাঁচিব কিসের আশায়? একে ত আমার হৃদয় সর্ব্বদা পুড়িয়া যাইতেছে। নাথ আমার অত্যন্ত অনুরাগী। বিধাতা কি তাঁহার সমস্ত বৈদগ্ধতা (রসজ্ঞান) লুকাইলেন? আমরা দুইজন (রাধাকৃষ্ণ) কি পথের চোর হইলাম? দৈবদোষে তাহার সহিত যখন আমার সাক্ষাৎকার ঘটিল, তখন তো কেহ কিছু বলিল না। আমি আর নিরন্তর কত কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাল কাটাইব? কাহাকেই বা বিশ্বাস করিব? জ্ঞানদাস বলেন পরের বশ যে প্রেম তাহার আশায় অন্তর পুড়িয়া যাইতেছে।

(৪৬)

পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি[১]।
ঝাঁপল শৈল-শিখরে এক পাণি॥
অব বিপরিত ভেল সে সব কাল।
বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই[২]মাল॥
না বোলহ সজনী না বোলহ আন[৩]।
কী ফল আছয়ে ভেটব কান॥ ধ্রু॥
অন্তর বাহির সম নহ রীত।
পানি তৈল নহ গাঢ়[৪] পিরীত॥
হিয়া সম কুলিশ বচন মধুধার।
বিষ-ঘট উপরে দুধ উপহার॥
চাতুরি বেচহ গাহক ঠাম।
গোপত প্রেম-সুখ ইহ পরিণাম॥
তুহুঁ কিয়ে শঠিনি কপটে কহ মোয়[৫]।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হোয়॥

(তরু ৪৯৬, কী-ব ২৯ (২৪১ পত্র)
র ২০৪, ক ২৫৫)

পাঠান্তর—কী

(১) চাঁদ কণা দিলে আনি। (২) গাঁথয়ে। (৩) কী বোলহ আন। (৪) নিবিড়। (৫) তুহুঁ কিনা জানহ কি বলিবঁ তোয়।

টীকা—

ঝাঁপল শৈলশিখরে এক পাণি—পাহাড়ের চূড়া যেন এক হাত দিয়া ঢাকিল (দুর্লভ বস্তু যেন সহজ-প্রাপ্য এইরূপভাব দেখাইল)।

কী ফল আছয়ে ভেটব কান—কানাইয়ের সঙ্গে দেখা করিলে আর কি লাভ হইবে?

হিয়া সম কুলিশ বচন মধুকর ইত্যাদি—বজ্রের মতন কঠিন হৃদয় কিন্তু মুখের কথা শুনিলে মনে হয় মধু ঝরিতেছে। বিষভর্ত্তি ঘটের উপরে একটু দুধ দেওয়া হইয়াছে যেন। যেখানে তাহার চাতুরী লোকে বুঝেনা এমন জায়গার গ্রাহকের কাছে উহা বিক্রয় করুক। গুপ্ত প্রেমের আনন্দের এই কি পরিণাম?

তুলনীয়—বিদ্যাপতি (৩৯৩)

তোহর হৃদয় কুলিশ কঠিন, বচন অমিয় ধার।

'বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল' ইহার সহিত তুলনা করুন—

আবে ভেল ঝলে কুসুম রস ছু ছু।
বারি-বিহন সর কেও নাহিপুছ॥

—এখন কুসুমে রসও নাই গন্ধও নাই; যে সরোবরে জল নাই, কে তাহাকে পুছে? (৪৫৫)

(৪৭)

সজনি তুহুঁ সে কহসি মঝু হিত।
হীত অহীত সবহুঁ হাম বুঝিয়ে
আনে হয়ত বিপরীত॥ ধ্রু॥
লঘু উপকার করয়ে যব সুজনক
মানয়ে শৈল সমান।
অচল হীত করয়ে মুরুখ জনে
মানয়ে সরিষ প্রমাণ॥
কামুক রীত ভীত মঝু চীতহিঁ
না জানি কি হয়ে পরিণাম।

ঐছন পিরিতিক বশ নাহি হোয়ত
যৈছন কীর সমান ॥
কি কহব রে সখি কহি কহি দেখলু
অতয়ে চাহি সমাধান।
যাকর যো গুণ কবহুঁ না যাওত
জ্ঞানদাস পরমাণ ॥

(তরু ৪৯৮, র ২০৫, ক ২৫৪)

টীকা—

আন হোয়ত বিপরীত—আমি তো হিত-অহিত বুঝি কিন্তু অন্যে অর্থাৎ কৃষ্ণ যে বিপরীত বুঝেন।

লঘু উপকার ইত্যাদি—সুজনের যদি অল্প উপকারও করা যায় সে উহাকে পর্ব্বততুল্য বড মনে করে, আর মূর্খের যদি পাহাড়ের মতন (অচল হীত) উপকারও করা যায়, তাহা হইলে উহা সে সরিষার মতন ছোট মনে করে।

কামুক রীত ইত্যাদি—কানাইয়ের ব্যবহার দেখিয়া আমাব মনে ভয় হইতেছে, না জানি উহার পরিণাম কি হইবে। ঐ ধরণের লোক প্রেমের বশীভূত হয় না, যেমন টিয়াপাখী সুযোগ পাইলেই পলায়ন করে।

(৪৮)

হাম ধনী কুলবতী নারী।
জগভরি রহি গেল গারি ॥
দুহুঁ কুলে কণ্টক দেল।
মনোরথ উগি আথ গেল ॥
সই কত অনুরোধ কানে।
অব কৈছে ধরব পরাণে ॥
হিয় মাহা ছিল বহু সাধে।
সবে সিদ্ধি ভেল পরিবাদে ॥
অনুখণ লখএ না যায়।
দুরগহ কিয়ে না করায় ॥
কুসুম ঝলমল মকরন্দে।
কি করব অলি-পরবন্ধে ॥
নব যৌবন যব যাব।
জ্ঞানদাস পুন কিয়ে পাব ॥

(ক ২২৫)

টীকা—

গারি—কলঙ্ক। উগি আথ গেল—উদয় করিয়াই অস্ত গেল। দুরগহ—দুষ্টগ্রহ।

কুসুম ঝলমল মকরন্দে কি করব অলি-পরবন্ধে—আমার যৌবন রূপ কুসুম মধুতে ঝলমল করিতেছে, কিন্তু ভ্রমরকে কি করিয়া (পরবন্ধ) আনা যায়?

(৪৯)

এক পরে আছইতে আন ভেল রীত।
তনু মন জীবন এক পিরিত ॥
কষিল কনক ভেল আন স্বভাব।
আছ এ আলাপ দেখই নাহি পাব ॥
এ সখি এ সখি কি বলিব আন।
ধিক ধিক কহইতে আছ এ পরাণ ॥
অনিমিখ নয়নে রহত মঝু আগে।
অব দূর দরশনে বহু পুণভাগে ॥
সেবলুঁ সুরতরু ফল দূরে গেল।
হাতক রতন কোন্ হরি নেল ॥
সায়র নিকট কয়ল যব বাস।
তবহুঁ না টুটল গুরুয়া পিয়াস ॥
চুত না মঞ্জরু সময় বসন্ত।
জ্ঞানদাস কহ কিয়ে পরিয়ন্ত ॥

(ক ২২১)

টীকা—

একরকম ছিল, অন্যরকম হইয়া গেল। তখন একমাত্র প্রেমই ছিল দেহ মন ও জীবন। কিন্তু এখন দেখিতেছি কষিত কাঞ্চন অন্য রকম হইল। আলাপ আছে অথচ দেখা পাই না। সখি, ওগো সখি কি আর বলিব, এমন কথা বলার জন্য এখনও যে প্রাণে বাঁচিয়া আছি, সেই বাঁচাকে ধিক্ ধিক্। যে আগে আমার কাছে চোখের নিমেষ পর্যন্ত

কেলিত না (নিমেষ ফেলিলে আমাকে সেই নিমেষের জন্য দেখিতে পাইবে না ভয়ে); এখন বহু পুণ্যফলে দূর হইতে তাহাকে কখনও দেখিতে পাই মাত্র। আমার হাতের রত্ন কে চুরি করিয়া লইল ? সাগরের নিকট বাস করিয়াও আমার গুরুতর তৃষ্ণা মিটিল না। বসন্ত সময় উপস্থিত হইলেও আমগাছ মুকুলিত হইল না। জ্ঞানদাস বলেন এ প্রেমের অবধি (পরিয়ন্ত) কোথায় ?

(৫০)

দুহুঁক পিরিতি দুহুঁ অন্তরে জাগয়ে
বাস করিয়ে একপুরে।
দারুণ গুরু-ভয়ে এতয়ে করাওল
জনু ভেল জলনিধি দূরে॥
সজনি কহ কৈছে ধরব পরাণে।
যাকর পিরিতি জীউ সঞে বাটল
তা সঞে কিয়ে আন ভানে॥
যব দিন দখিন অখিল সুখ-সম্পদ
চিরদিনে প্রেম-বাউল।
অবশেষ নাম, কাম দুখ-দায়ক
এবে সখি শেল-সমতুল॥
পন্থ গতাগত হেরি চিত উনমত
কহিয়ে না পারিয়ে কাহিনী।
জ্ঞানদাস কহ জীউ কি এত সহ
খরতর এ দিঠি-আগিনী॥

(ক ২০৪)

টীকা—

এক পুরে—একই নগরে।

জনু ভেল জলনিধি দূরে—মনে হয় যেন উভয়ের মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান রহিয়াছে।

জীউসঞে বাটল—প্রাণের সহিত ভাগ করিয়া লইলাম।

দখিন—যতদিন সে দক্ষিন বা অনুকূল ছিল।

চিরদিনে প্রেম-বাউল—বহুকাল হইতে প্রেমে-পাগল হইয়াছি।

অবশেষ নাম—এখন নামমাত্র অবশিষ্ট আছে।

পন্থ গতাগত হেরি চিত উনমত—সে পথ দিয়া যাতায়াত করে দেখিয়া চিত্ত উন্মত্ত হয়।

খরতর এদিঠি-আগিনী—এখন চোখ দিয়া যেন রাগে বা দুঃখে আগুন বাহির হইতেছে।

(৫১)

কানু কুশলে পরদেশ সিধারল
লাগল মনমথ বাদে।
নয়নক লোরে লহরি দিঠি বাদর
কি কহব হৃদয় বিষাদে॥
সখি হে পরাণ ভেল উপহাস (১)।
আশা-পাশ পাপ-মন বান্ধল
জীবন মরণক আশ (২) ॥ ধ্রু ॥
এতদিন অমিয়া-সরোবরে আছিলুঁ
চিন্তামণি ছিল অঙ্কে।
চন্দন-পবন হুতাশন হিমকর
বিষধর বিলসে কলঙ্কে॥
কেশ কুসুম ধরি সম্বরি না বান্ধব(৩)
না করব সুন্দর শিঙ্গার (৪)।
নাহ বিহিন(৫)সব দাহন মানিয়ে (৬)
জ্ঞানদাস কহল উপচারে॥

(কী, ব ২৯, [২৯১ পত্র] তরু ১৮৫৯, র ২৩৯, ক ২৭৮)

পাঠান্তর—কী

(১) উপহাস। (২) আশে (ক-জীবন মরণক দাস) (৩) বান্ধই। (৪) শিঙ্গারে। (৫) তাহা বিনু। (৬) দাহা মানিয়ে।

টীকা—

সিধারল—গমন করিল।

(৫২)

শৈশব সময় পহুঁ গেলা।
যৌবন সময় অব ভেলা॥

আর নাহি কয়ল উদেশ।
কি কহব কাহিনি বিশেষ ॥
সজনী দুরগহ করু অবগাহ(১)।
বিছুরল গোকুল-নাহ(২) ॥
বাঢ়ল বিরহ-বেয়াধি।
মনমথ পরম বিবাদী(৩) ॥
মন্দিরে একলা পরাণে।
কত চিতে করি অনুমানে ॥
দিনে দিনে তনু অবরোধে।
কা দেই করব(৪)সম্বাদে ॥
জ্ঞানদাস অনুমান।
তনু অব করব পয়ান (৫) ॥

(তরু ১৮৫৮, কী, ব ২৯, ২৯১ পৃঃ
র ২৩৭, ক ২৭৬)

পাঠান্তর—কী

(১) অবগাহে। (২) গোকুল-নাহে। (৩) বিরোধী। (৪) কহব। (৫) জ্ঞানদাস চিতে অনুমান।
দোতি করহ পয়ান ॥

টীকা—

শৈশব সময় পহুঁ গেলা—তুলনীয় বিদ্যাপতি (৪১৩)
"নারঙ্গি ছোলঙ্গি কোরি কি বেলী।
কামে পসাহলি আচর কেলি ॥
অব ভেলি তালফল তুলে।"

নারঙ্গী ছোলঙ্গীর মত কুঁড়ি অবস্থায় যখন ছিল তখন কাম অঞ্চল বিছাইয়া সাজাইল। এখন তালফল তুল্য হইল।

(৫৩)

সহজে লুনিকো পুতলী গোরী।
জারল বিরহ অনল তোরি ॥
বরণ কাঞ্চন এ দশবাণ।
শ্যামরী সোঙরি তোহারি নাম ॥
অধর সুরঙ্গ(১) বান্ধুলী ফুল।
পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল ॥
ফুয়ল কবরী উরহিঁ লোল।
সুমেরু উপরে চামর ডোল ॥
(শুনহ মাধব! কি কহোঁ তোয়।
সমতি না দেই যামিনী রোয় ॥)(২)
গলায় এ গজমোতিম হার।
বসন বহিতে গুরুয়া ভার ॥
অঙ্গুল-অঙ্গুরী বলয়া ভেল।
জ্ঞান কহে দুঃখ মদন দেল ॥

(সমুদ্র ৫৪, গী ২২৬, কী ৯৪, তরু ৪১, ক্ষণদা ১৮।৫
ক, বি, ৩৩১ (পত্র ১৪) র ১, ক ৪০)

পাঠান্তর—

প্রথম দুই চরণের পরিবর্ত্তে ক.-বি· ৩৩১ পুঁথিতে আছে
মাধব কহলোঁ তোয় ঠাম।
সামরি সোঙরে তোহারি নাম ॥

(১) অরুণ অধর—সমুদ্র, গী, তরু।

(২) মাধব কহিলু তোয়।
সমতি না দেই দিন রজনী বোয়—সমুদ্র, গী,
সমতি না দেয় সতত রোয়—তরু।

টীকা—

গৌরী (রাই) স্বভাবতঃই ননীর পুতুলেব মতন কোমল; তাহাকে তোমার বিরহরূপ অগ্নি সন্তপ্ত করিল (জারল—জ্বালাইল)। তাহার দেহের রং যেন দশবার বিশোধিত সুবর্ণের মতন। এখন তোমার নাম স্মরণ করিতে করিতে (বিরহে) সে কালো হইয়া গিয়াছে। তাহার অধর ছিল লাল টুকটুকে বাঁধুলি ফুলের মতন, এখন তাহা ধুতুরার ফুলের মতন ধূসর হইয়া গেল। তাহার খোলা বেণী বুকের উপর দোলে, দেখিয়া মনে হয় যেন সুমেরুর উপর চামর দোলানো হইতেছে। মাধব! শুন, তোমাকে আর কি বলিব! সে কোন কথার জবাব না দিয়া সারা রাত্রি ধরিয়া কাঁদে। সে এমন দুর্ব্বল হইয়াছে যে তাহার গলার গজমোতির হার এবং দেহের বসনও ভার বলিয়া মনে হয়। তাহার আঙুলের আংটি এখন বালা হইয়াছে। জ্ঞানদাস বলেন মদন তাহাকে এমত দুঃখ দিল।

এই পদটিতে বিদ্যাপতির প্রভাব সুস্পষ্ট।

"ফুয়ল কবরী উরহি লোল।
সুমেরু উপরে চামর ডোল॥"

ইহার সহিত তুলনীয় বিদ্যাপতির (৭৪৭)

ফুয়ল কবরী উলটি উরে পরই।
জনু কনয়াগিরি চামর চরই॥

পুনরায়—

অঙ্গুল-অঙ্গুরী বলয়া ভেল'র সহিত বিদ্যাপতির (১৮৫) 'অঙ্গুরি বলয়া ভেল কামে পিন্ধায়ল' তুলনা করা যাইতে পারে।

(৫৪)

'সখী সহ রাজিত এক জনি
জল সুতাকো সুত তা সুতকো
সুত তা সুত ভক বদনী॥
তমঃ রিপু সুত, ভ্রাতা পিতঃ বাহন
তা অরি কটি যৌবনী॥
মীন সুতা সুত, তা সুত নাসা,
তা পর জড়িত মণি॥
কনক খম্ব পর, লসত কঞ্চুকি,
নাচত চরত ফণি।
জ্ঞানদাস কহে, একল রাধিকা,
গোকুল চন্দ্র ধনী॥

(র ৫৭ প্রা ৬১)

টীকা—

এটি হেঁয়ালি আকারে শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা। তিনি সখীর সহিত যেন এক হইয়া বিরাজিত আছেন।

জল সুতাকে ইত্যাদি—জলের সুতা পদ্ম, তাহার সুত পদ্মযোনি ব্রহ্মা, ব্রহ্মার সুত মারিচি, তাহার পুত্র রাহু, তাহার ভক অর্থাৎ ভক্ষ্য যে চন্দ্র, তাহার মতন বদন যাঁহার।

তমঃ রিপু সুত ইত্যাদি—তমের শত্রু সূর্য্য, তাহার পুত্র সুগ্রীব, তাহার ভ্রাতা বালী, তাহার পিতা ইন্দ্র, ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত, তাহার অরি সিংহ, সেই সিংহের ন্যায় যাঁহার কটিদেশ।

মীন সুতা সুত ইত্যাদি—মীনসুতা মৎস্যগন্ধা তাঁহার সুত ব্যাসদেব, তাঁহার সুত শুক, সেই শুকের (শুকপক্ষীর) ন্যায় নাসা যাঁহার। নাসার উপর মণি জড়িত রহিয়াছে।

কনক খম্বপর ইত্যাদি—সোনার খাম্বা (দণ্ড)র মত দেহের উপর কাঁচুলি শোভা পাইতেছে। তাহার উপর ফণিসদৃশ বেণী ঝুলিতেছে। জ্ঞানদাস বলিতেছেন একলা রাধিকাই গোকুলের চন্দ্রস্বরূপিণী সুন্দরী।

(৫৫)

সখি হে বিরাট-তনয় দেহ দান
বায়স অজ রবে, তনু মোর জর জর,
কিয়ে ভেল পাপ পরাণ॥
বক্ত্র যার তিন দুন, তাহার বাহন পুনঃ,
তাহার ভক্ষের ভক্ষের নিজ সুতে।
বান দুন শির যার, পুরী নষ্ট কৈল তার,
হেন দুঃখ পিয়া দেল মোতে॥
সুরভি তনয় প্রভু, তাহার ভূষণ রিপু,
তাহার প্রভুর নিজ সুতে।
তাহার কটাক্ষ শরে, দহে মম কলেবরে,
বল সখি বাঁচিব কিমতে।
মুনি তিনগুণ করি, বেদে মিশাইয়া পুরি,
দেল সখি একত্র করিয়া।
আমি কুলবতী রামা, বিধি মোরে হ'ল বামা,
গরাসিব বাণ ঘুচাইয়া॥
জ্ঞানদাসেতে কয়, পিয়া মোর বাম নয়,
দেখি সখি আছে কোন দেশে।
যাহ দূতি ত্বরা করি, আন গিয়া শ্রীহরি,
চাতকিনী রহিল সেই আশে॥

(র ২৩১)

টীকা—

বিরাট তনয় দেহ দান—উত্তর দাও।

বায়স অজ রবে—বায়সের ডাক কা, আর অজ বা ছাগলের ডাক 'মে' = কামে কামে আমার দেহ জর জর।

বক্ত্র যার তিনদুন ইত্যাদি—যাহার মুখ তিনের দ্বিগুণ অর্থাৎ ষড়ানন, কার্ত্তিক। তাহার বাহন ময়ুর।

তাহার ভক্ষ্য—বায়ু, তাহার পুত্র—হনুমান।

বানদুন শির যার—পঞ্চবান, তাহার দ্বিগুণ শির, দশানন রাবণ। হনুমান যাইয়া দশাননের পুরী লঙ্কা নষ্ট করিয়াছিল, সেইরূপ দুঃখ আমার প্রিয়ও আমাকে দিল।

সুরভি তনয় প্রভু ইত্যাদি—সুরভি-তনয় বৃষ, তাহার প্রভু মহাদেব, তাহার ভূষণ সর্প, তাহার রিপু—গরুড়, তাহার প্রভু কৃষ্ণ, তাহার নিজসুত—কামদেব। সেই কামের কটাক্ষ রূপ শরে আমার কলেবর দগ্ধ হইতেছে, সখী তুমি বল আমি কিরূপে বাঁচিব?

মুনি তিনগুণ করি ইত্যাদি—মুনি সাত, তাহার তিনগুণ একুশ, বেদে মিশাইয়া পুরি—চারবেদ, একুশের সহিত বেদ মিশাইয়া তাহা আবার বেদ দিয়া পূরণ করিতে হইবে অর্থাৎ ২১ + ৪ = ২৫। ২৫ × ৪ = ১০০।

ইহাতে বাণ ঘুচাইয়া অর্থাৎ ৫ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা হয় (বিশ) সেই বিষ আমি পান করিব।

(৫৬)

পাঁচ পঞ্চগুণ, সিন্ধু বিন্দু তাহা
তিথি তথি হরণই কেল।
এতেক বচন বলি, মাধব গেয়ল
পুনর্ত্তিষ্ঠতি নাহি ভেল॥
সখি সো যদি বিছুরল মোহে।
ব্রজপতি বন্ধু নন্দন নন্দন তা সুত হৃদয় মম দাহে॥
ব্যাস সুত যেই জন, তা সুত মণ্ডলী পরিহর
গঙ্গজ বিন্দ।
জ্ঞানদাস কহে সো মঝু ভখিব, যদি নাহি
আওয়ে গোবিন্দ॥

(বঙ্গশ্রী ২০২, প্রাঃ ১২০)

টীকা—

পাঁচ পঞ্চগুণ ইত্যাদি—পাঁচ পঞ্চগুণ হইতেছে পঁচিশ; সিন্ধু সাত, বিন্দু তাহে—সাতে শূন্য সত্তর। ৭০ + ২৫ = ৯৫। তিথি তথি হরণই বোল—তিথি পনোর। ৯৫ হইতে ১৫ বাদ দিলে ৮০ 'আসি' হয়। মাধব 'আসি' বলিয়া গেল কিন্তু আর ফিরিয়া আসিল না।

সখি সে যদি আমাকে ভুলিয়া যায় তাহা হইলে ব্রজপতি বন্ধু হইতেছেন বসুদেব, তাহার নন্দন কৃষ্ণ, নন্দন তা সুত—তাহাকে আনন্দ দেয় যে পুত্র, কাম। সেই কাম আমার হৃদয় দহন করিতেছে। ব্যাসসুত যেই জন—ধৃতরাষ্ট্র, তা সুত মণ্ডলী—একশত পরিহর গঙ্গজবিন্দ—গঙ্গজ অষ্টবসু, বিন্দু একশত হইতে আশি ৮০ বাদ দিলে বিশ বা বিষ হয়।

জ্ঞানদাস বলিতেছেন যে গোবিন্দ না আসিলে রাধার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তিনি বিষ খাইবেন।

(৫৭)

সখি হের দেখ আসিয়া
ধরণী উপরে এ চারি (১) পঙ্কজ
নয়নে দেখ চাহিয়া॥
পঙ্কজ উপরে, বিংশ শশধর,
চাঁদের উপরে গজ।
এ চারু গজের উপরে শোভিত
যুগল কেশরী রাজ॥
কেশরী উপরে, এ দুই উদয়(২)
উদয়(৩) উপরে গিরি।
গিরির উপরে, এই দুই তমাল,
চারি শাখা আছে ধরি॥
তাহে আছে সখি, একটি তমাল,
নবঘন সম দেখি।
একটি তমাল, সোনার বরণ
শুনলো মরম সখি॥
তাহে ফলিয়াছে তরুণ বরণ,
এ চারি উত্তম ফল।

ফলের ভিতর ফুল ফুটিয়াছে,
নাহি তার শাখা দল ॥
তা পর এ দুই, কীরের বসতি,
তা পর চকোর চারি।
তা-পর এ দুই চাঁদের বসতি
পিবইতে ইহ বারি ॥
তা পর দেখহ, বিধু সে অরুণ,
তাপর ময়ূর অহি।
জ্ঞানদাস কহে, মরমক বাত,
একথা জানে না কোহি (৪) ॥

(র ২৫৭. প্রা ১২৭ ক ৩১৪
'মানসী ও মর্ম্মবাণী' ১৯১১, শিবরতন মিত্র বীরভূমি ৮।৭)

পাঠান্তর—ক

(১) চারু (২) উদর (৩) উদর (৪) মোহি।

টীকা—

এটি বিদ্যাপতির "সজনী, অপুরুব পেখল রামা কণক-লতা অবলম্বন উঅল হরিণ-হীন হিমধামা" ইত্যাদি পদের (মিত্র-মজুমদার ৬২৩) আদর্শে রচিত রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপের বর্ণনা।

ধরণীর উপরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণযুগল যেন চারিটি পঙ্কজ। সেই চরণ পঙ্কজে বিশটি নখ যেন কুড়িটি চন্দ্র। চন্দ্রের উপরে আবার হস্তীর শুণ্ডের মতন চারিটি উরু (চাঁদের উপরে গজ)। উরুর উপরে যুগল কেশরিরাজ, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের সিংহের ন্যায় ক্ষীণ মাজা। মাজার উপরে আবার 'এ দুই উদয়' অর্থাৎ স্তনযুগল। তাহার উপরে গিরিসদৃশ চুচুকদ্বয়। তাহার উপর দুই তমাল, অর্থাৎ উভয়ের সুবিস্তৃত স্কন্ধদ্বয়। তাহাতে আবার চারিটি শাখা অর্থাৎ উভয়ের দুইখানি করিয়া চারিখানি হাত। একটি (কৃষ্ণের) তমালের বর্ণ নবজলধরের তুল্য, অন্য একটি তমালের (শ্রীরাধার) রং সোনার মতন। তাহাতে আবার অরুণ বরণ (পক্কবিম্বতুল্য) চারি ওষ্ঠাধররূপ ফল ফলিয়াছে। সেই ফলের ভিতর ফুল ফুটিয়াছে অর্থাৎ কুন্দকলিতুল্য দন্তপংক্তি, কিন্তু সেই ফুলের শাখাদল নাই। তাহার উপর দুই কীর বা শুক পক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় নাসিকা যুগল রহিয়াছে। তাহার উপর আবার চকোররূপ চারিটি চক্ষু। তাহার পর দুই জনের দুই মুখরূপ চন্দ্রের বসতি। চক্ষুরূপ চকোর মুখচন্দ্রের বারি বা সুধাপানে সমুৎসুক। তাহার উপর 'বিধু সে অরুণ' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটাতুল্য বিধু এবং শ্রীরাধার অরুণ বর্ণ সিন্দুর বিন্দু। তাহার উপর শ্রীকৃষ্ণের শিখিপুচ্ছের চূড়া এবং শ্রীরাধার সর্পাকার বেণী। জ্ঞানদাস বলিতেছেন এটি একেবারে মর্ম্মের কথা, ইহার রহস্য কেহ জানে না।

(৫৮)

সখি (১) হে, কি পেখনু নীপমূলে ধন্দ
একে সে (২) বরণ কালা, বিবিধ বিনোদ মালা, (৩)
লাবণ্যে ঝুরয়ে (৪) মকরন্দ ॥
ভবজ অনুজ রথ, তা তলে বিনতা সুত,
কোরে কুমুদ বন্ধু সাজে।
হরি-অরি সন্নিধানে, অলি রথে পুরে বাণে (৫)
রমণী মণির মন মাঝে (৬) ॥
খগেন্দ্র-নিকটে বসি, রসেন্দ্র বাজায় বাঁশী,
যোগীন্দ্র মুণীন্দ্র মূরছায়।
কুন্তীর নন্দন-মূলে, কশ্যপ নন্দন দোলে,
মনমথ মনমথ তায় (৭) ॥
জলধি সুতাপতি, তার তলে (৮) যার স্থিতি,
সে কেন যমুনার জলে ভাসে।
শচীপতি রিপুযুতা, বাহন বিজুরীলতা,
রূপ নিরখয়ে জ্ঞানদাসে (৯) ॥

(সা প ২০১, সোনার গৌরাঙ্গ ৪।৫।২৬০পৃ. ব $\frac{৩০ ক}{পত্র ১}$, লহরী ৩৩, ক ৬৯)

পাঠান্তর—

(১) সজনি—ক। (২) এক—ক। (৩) লীলা—ক। (৪) লাবণ্য ঝরয়ে—ক। (৫) অলিরথ পুরে বানে—ব; অলি বসি পুরে বান—ক; (৬) রমণী মুনির মন মাঝে—সা. প ২০১, রমণী মনির মনে বাজে। (৭) মনমথের মনমথে তায়—ক। (৮) তার শিরে—ব ৩০ ক, তার উরে—ক। (৯) নিরীক্ষণ করে জ্ঞানদাসে—ক

টীকা—

সখি! কদম্বের মূলে কি এক ধাঁধা (প্রহেলিকা) দেখিলাম। একে তাহার কালা বরণ, তাহাতে আবার মনভুলানো মালা (লীলা—পাঠান্তরে), তাহার লাবণ্য দেখিয়া পুষ্পমধু (পরাজয়ের দুঃখে) কাঁদিতেছে। ভবজ অনুজ—ভব মানে শিব, তাঁহা হইতে জাত গণেশ, তাহার অনুজ কার্ত্তিক, কার্ত্তিকের রথ বা বাহন হইতেছে ময়ূর—শ্রীকৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছের চূড়ার নীচে বিনতাসুত—গরুড়, গরুড়ের তুল্য নাসিকা। কোরে কুমুদবন্ধু সাজে, চূড়া এবং নাসিকার কোরে বা মাঝখানে কুমুদের বন্ধু চন্দ্র—অর্থাৎ চন্দনে আঁকা চাঁদ (এখানে বদনচন্দ্র হইবে না, কেননা বদন চূড়া ও নাসিকার কোলে বা মাঝখানে থাকে না)।

হরি-অরি সন্নিধান—হরি মানে ভেক, তাহার অরি সর্প, কাণের কাছের কুঞ্চিত কেশ সর্পের আকার, অথবা ভ্রূকে সর্পের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

অলি রথে পূরে বাণ—অলির রথ বা বাহন পদ্ম (শ্রীকৃষ্ণের নয়নকমল)—বঙ্কিম ভ্রূ বা কুঞ্চিত অলকের ন্যায় সর্পের নিকট থাকিয়া নয়নপদ্ম কটাক্ষরূপ বান সন্ধান করিতেছে। তাহাতে রমণীর মণি যাহারা, সতীশ্রেষ্ঠ যাহারা, তাহাদের মনের মধ্যেও ঐ কটাক্ষ বিদ্ধ হয়।

খগেন্দ্র নিকটে বসি—খগেন্দ্র গরুড়, গরুড়ের মতন নাসিকা, নাসার নিকটে বসিয়া রসেন্দ্র অর্থাৎ আরক্ত সরস অধর বাঁশি বাজায়, তাহা শুনিয়া যোগি ও মুনিদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারাও মূর্চ্ছা যান।

কুন্তীর নন্দন মূলে ইত্যাদি—কুন্তীর নন্দন কর্ণ, তাহার মূলে কশ্যপের নন্দন সূর্য্য (সূর্য্য তুল্য) কুণ্ডল দুলিতেছে, তাহাতে মন্মথেরও মন মথিত হয়।

জলধিসুতাপতি ইত্যাদি—জলধিসুতা লক্ষ্মী, তাঁহার পতি নারায়ণ, তার তলে যার স্থিতি—নারায়ণের পদতলে পদ্ম; সেই পদ্ম কেন যমুনার-জলরূপ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে ভাসিতেছে?

(অথবা পাঠান্তরে 'তার উরে যার স্থিতি'—নারায়ণের বক্ষে যাহার স্থিতি—কৌস্তভ মণি)

শচীপতি রিপুসুতা ইত্যাদি—শচীপতি ইন্দ্র, তাহার শত্রু পুলোমা, তাহার সুতা শচী, সেই শচীর (এবং ইন্দ্রের) বাহন মেঘ। জলধর তুল্য শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বিজুরিলতা তুল্য পীতধড়া জ্ঞানদাস নিরীক্ষণ করেন অথবা ইন্দ্রের শত্রু পর্ব্বত, তাহার সুতা পার্ব্বতী তাঁহার বাহন সিংহ, সিংহ তুল্য কটিদেশে বিজুরিলতা তুল্য পীতধটি—এই রূপে জ্ঞানদাস দেখেন।

(৫৯)

মীনেরে দেখিয়া পরাণ কান্দে।
ঠেকিনু বিষম মেঘের ফান্দে॥
বৃষ হউ মোর এ সাধ মনে।
পরিবাদ হউ মিথুন সনে॥
কর্কট বিষম মদন বাণে।
সিংহ প্রবেশয়ে এ দেহ সনে॥
কন্যার বসতি নাহিক ইথে।
যদি বা মিলয়ে তুলার সাথে॥
বিছার বিবাদে কি করে মোর।
ধনুরে করুণা করিব তোর॥
মকরে ভাবুক এ সব কথা।
কুম্ভ কলঙ্কিনী হইবে রাধা॥
ভনে জ্ঞানদাস এ রস গূঢ়।
বুঝয়ে পণ্ডিত না বুঝে মূঢ়॥

(বীরভূমি, ১৩৩৩ পৌষ, ৭৫ পৃঃ)

টীকা—

মীন দ্বাদশ রাশি। দ্বাদশ মাস চৈত্র। চৈত্র মাস আসিয়াছে দেখিয়া রাধার প্রাণ কাঁদিতেছে। মেষ প্রথম রাশি। রাধা বলিতেছেন যে একজনের বিষম ফাঁদে আমি পড়িয়াছি। বৃষ দ্বিতীয় রাশি। বৃষ হউ—যুগল হই এই সাধ আমার মনে জাগে। মিথুন হইলে অর্থাৎ উভয়ে মিলিত হইতে পারিলে কলঙ্ক হয়, হউক। মদনবানে আমার মনে হইতেছে যেন কর্কটে বিষম দংশন করিতেছে। সিংহ পঞ্চম রাশি। পঞ্চশর যেন এ দেহের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। কন্যা ষষ্ঠ রাশি। ছয় রিপুর

কিন্তু ইহাতে (দেহে) কোন স্থান নাই। তুলা সপ্তম রাশি। ছয় রিপু যদি আরও সাতজনের সঙ্গে মিলিত হয় তাহা হইলেও আমার কিছু করিতে পারিবে না। বৃশ্চিক বিবাদ করিয়া দংশন করিলেও আমার কিছু হইবে না। হে পুষ্পধনু! তোমার ব্যর্থতা দেখিয়া তোমাকে আমি করুণা করি। মকর দশম রাশি। দশজনে এসব কথা ভাবুক। রাধা কুম্ভ ভরিয়া জল আনিতে যাইয়া কলঙ্কিনী হইবে। জ্ঞানদাস বলেন এই রস নিগূঢ়। পণ্ডিত লোকে ইহা বুঝেন, মূঢ়জন বুঝে না। (সুতরাং পদটির সন্তোষজনক অর্থ বাহির করিতে পারিলাম না।)

(৬০)

গুরু দুরজন, দূরে তেয়াগিনু,
পতি ক্ষুরধার তায়।
কানুর পিরীতি, কি রীতি করিনু,
কলঙ্ক এ লোকে গায়॥
সই গো মরম কহিনু তোরে।
কানুর পিরীতি, শপতি করিতে,
যে বলু সে বলু মোরে॥
ধরম বচন, মনেতে না লয়,
করমে আছিল যে।
সে সব আদর, ভাদর-বাদর,
কেমনে ধরিব দে॥
হিয়ার পিরীতি, কহিলে না হয়,
চিতে অবিরত জাগে।
জ্ঞানদাস কহে, নব অনুরাগে,
অমিয়া-অধিক লাগে॥

(লহরী ১১৭, ক ২০৩)

তুলনীয়—চণ্ডীদাস (পৃঃ ২৫)

সই কি আর বলসি মোরে
কানুর পিরিতি ছাড়িতে নারিব
মরম কহিয়ে তোরে॥
ছাড়িতে নারিব কানুর পিরিতি
আরতি সুখের সার।
নিশ্চয় কহিলুঁ মনের বেদনা
কি আর বলসি আর॥
গুরু পরিজন করাতিয়া গুণ
সে সব সহিতে পারি।
বন্ধুর বিচ্ছেদ জীবন না রহে
বুক বিদরিয়া মরি॥ ইত্যাদি

(৬১)

বন্ধু হে কানাঞি মোর বন্ধু হে কানাঞি।
তোমা বিনে তিলেক জুড়াতে নাঞি ঠাঞি॥
এ ঘরকরণে বন্ধু আগুনির খনি।
তোমার পিরিতি লাগি রাখ্যাচি পরাণি॥
আগম দরিয়া মাঝে তৃণ সম ভাসি।
উচিত কহিতে নাঞি এ পাড়া পড়সি॥
শীতের উড়ানি শ্যাম গিরিষের বায়।
বরিষার ছত্র তুমি দরিয়ার না॥
তুমি যদি কর দয়া এত দুখে সুখ।
জ্ঞানদাসে কহে রাধা তিলেক লাখ যুগ॥

(সা প. পুঁথি ১৯২)

টীকা—

আগম দরিয়া মাঝে—বন্যায় স্ফীত নদীর মধ্যে।

বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত 'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদে আছে—

"শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না।"

কিন্তু এই ভাষা কখনই মিথিলার বিদ্যাপতির হইতে পারে না। হয়তো বিদ্যাপতির পদে গায়ক যে আখর দিয়াছিলেন তাহাই পদেব মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে।

(৬২)

আর কত বোল সই আর কত বোল।
নিভান অনল আর পুন কেন জ্বাল॥
যে অনলে পোড়ে হিয়া সে অনলে সেকি।
কস্তুরী লেপিয়া অঙ্গে শ্যাম-নাম লেখি॥
শ্যাম পরসঙ্গ বিনে যদি প্রাণ রয়।
তমু ত দারুণ লোকে এত কথা কয়॥

জ্ঞান কহে বিনোদিনি নিবারহ চিতে।
কালায় মাতল মন কি করে কথাতে ॥

(তরু ৮৪৬, ক ২০৭, ভণিতাহীন, পদরত্নাকর পুঁথি হইতে ভণিতা সংগৃহীত।)

টীকা—

সখি! আর কত বলিবে বল! আমি একটু ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তুমি ভুলিতে দিতেছ না—নেভানো আগুন তুমি যেন ফুৎকার দিয়া জ্বালাইয়া দিতেছ। আগুনে কোন অঙ্গ পুড়িয়া গেলে, আগুনেই তাহা সেঁকিতে হয়, তেমনি কৃষ্ণপ্রেমের আগুনের জ্বালা মিটাইবার জন্য আমি কৃষ্ণের গায়ের রংয়ের মতন দেখিতে মৃগমদকস্তুরী দিয়া অঙ্গে শ্যাম নাম লিখি। শ্যামের কথা শুনিতে পাই না, তাহাতেও আমার পোড়া প্রাণ যায় না—এমন ক্ষীণ আমার প্রেম, তবুও দুষ্ট লোকে আমাকে এত কথা শোনায়। জ্ঞানদাস বলেন বিনোদিনি! মনকে নিবারণ কর, তোমার মন তো কালাতে মাতিয়া আছে, লোকের কথায় তোমার ভয় কি বা দুঃখ কি?

(৬৩)

কানু সে জীবন জাতি প্রাণ-ধন
এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ-অধিক হিয়ার পুতলী
নিমিখে নিমিখে হারা ॥
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি
যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিলুঁ শ্যাম বন্ধু বিনু
আর কেহো মোর নয় ॥
(কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ
আর কার জনি হয় ॥) (১)
সে মোর করমে লিখন আছিল
বিহি ঘটায়ল মোরে।
তোরা কুলবতী দেখিলে কুমতি
কুল লৈয়া থাক ঘরে।
গুরু দুরজন বলু কুবচন
না যাব সে লোক-পাড়া ॥
জ্ঞানদাস কয় কানুর পিরীতি
জাতি কুল শীল ছাড়া ॥

(তরু ৮৯৮, র ১৭০, ক ২০০)

পাঠান্তর—(১) ঘর নহে ঘোর হেন।

টীকা—

তোরা কুলবতী দেখিলে কুমতি—তোমরা আমার কুমতি দেখিলে তো? আমি কুল ছাড়িয়া শ্যামকে বরণ করিয়া লইলাম! তোমাদের যেন এমন না হয়। তোমরা কুল বজায় করিয়া ঘরে থাক। আমি থাকিতে পারিলাম না।

(৬৪)

ঘর হেন নহে মোর (১)ঘরের বসতি।
বিষ হেন লাগে মোর পতির পিরিতি ॥
বিরলে ননদী মোরে যতেক বুঝায়।
কানুর পিরিতি বিনে আন নাহি ভায় ॥
সখি মোর নব অনুরাগে।
পরবশ জীউ না উবরে পুণভাগে ॥
আঁখে রৈয়া আঁখে নহে সদা রহে চিতে।
সে রস বিরস নহে জাগিতে ঘুমিতে ॥
এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধান্দি।
তিলে কতবার দেখোঁ স্বপন-সমাধি।
জ্ঞানদাস কহে ভাল ভাবে পড়িয়াছ।
মনের মরম কথা কারে জানি পুছ ॥

(তরু ৯৪৭, র ১৬৩, ক ১৯৭)

পাঠান্তর—ক (১) ঘর নহে ঘোর হেন।

টীকা—

পরবশ জীউ না উবরে পুণভাগে—আমার প্রাণ পরের বশ, আমার পুণ্যফলে সেই প্রাণ পরের হাত হইতে ফিরিয়া আসে না (উবরে—ফিরে)।

আঁখি রৈয়া আঁখে নহে ইত্যাদি—সে চোখের সামনে থাকিয়াও, শুধু বাহিরের চোখে লাগিয়া থাকে না, সর্বদা হৃদয়ের মধ্যে থাকে।

(৬৫)

ভাল হৈল বন্ধু, আপনা রাখিলে,
কি আর ও সব কথা।
তোমার পিরীতি, বুঝিতে না পারি,
ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥
সহজে অবলা, অখলা(১)হৃদয়,
ভুলিনু পরের বোলে।
অনেক পিরীতির, অনেক দোষ যেন,
দুপুরে আন্ধার বেলে॥
বাদিয়ার বাজি যেন, তোমার পিরীতি হেন,
না বুঝি এ কোই রীতি।
সমুখে সরস, অন্তরে নীরস,
বুঝিনু কাজের গতি॥
সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে,
কি তার আপন পর।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি করিলে,
কেবল দুখের ঘর॥

(লহরী ১৬৩, ক ২১৫)

পাঠান্তর—ক (১) অমলা।

(৬৬)

ওহে শ্যাম(১) বুঝিনু তোমার চিত।
আগে আহার দিয়া মারয়ে বাঁধিয়া
এমতি তোমার রীত।
যখন আমাকে সদয় আছিলা
পীরিতি করিতা(২) বড়।
এখন কি লাগে হইলা বিরাগী নিদয় হইলা দড়॥
বুঝিনু মরমে যে ছিল করমে সেই সে হইতে চায়।
নহিলে কে জানে খলের বচনে পরাণ সঁপিনু তায়॥
তোমার পীরিতি, আরতি দেখিতে(৩)
যে দুখ উঠিছে চিতে।
সে নারী মুরুখ(৪) যে করে ভরসা
তোমার পীরিতি রীতে॥
দেখিতে শুনিতে মানুষ আকার
আছি না আছিয়ে ঘরে।
হিয়ার ভিতরে যেমত পুড়িছে সে দুখ কহিব কারে॥
পুরুবে জানিতাম হইবে এমতি
পাইব এতেক লাজে।
জ্ঞানদাস কহ(৫) ধৈর্য্য করি রহ(৬)
আপন সুখের কাজে॥

(কীর্ত্তনানন্দ ৩০৮ পৃঃ, তরু ৮০৪, র ১৫৬, ক ২১৩)

পাঠান্তর—তরু (১) কানাই (২) করিলা (৩) দেখিতে শুনিতে (৪) মরুক (৫) কহে (৬) ধৈরজ ধরহ।

টীকা—

আগে আহার দিয়া ইত্যাদি—তুমি ব্যাধের মতন প্রথমে আহার দিয়া তারপর বাঁধিয়া মার।

নিদয় হইল-দড়—অবিচল নিষ্ঠুরতা দেখাইতেছ, কখনও ভুলিয়াও সদয় হও না (দড় শব্দের ইহাই ব্যঞ্জনা)।

দেখিতে শুনিতে মানুষ আকার আছি না আছিয়ে ঘরে—বাহিরটা আমার মানুষের মতন দেখিতে দেখায় বটে, কিন্তু ভিতরটা পুড়িয়া ছারখার হইয়াছে। ঘরে থাকিতে হয় তাই থাকি।

তুলনীয় বাসু ঘোষের পদ (পদামৃত সমুদ্র ১৭৩)

হের যে আমারে দেখ মানুষ আকার গো
মনের আনলে আমি পুড়ি।
জলন্ত আনলে যেন পুড়িয়া রহিয়াছি গো
পাকনিয়া পাটের ডোরি॥

(৬৭)

বন্ধু কানাই কহিলে বাসিবা দুখ।
আর যত কুলবতী কুলের ধরম রাখে
সে জনি হেরয়ে তুয়া মুখ॥ ধ্রু॥
(সহজে বরণ কাল তিমির কাজর ভেল
অন্তর বাহিরে সমতুল।
মরুক তোমার বোলে কলসী বান্ধিয়া গলে
সে ধনি মজাকু জাতি কুল)॥
যখন তোমার সনে পরিচয় নাহি ছিল
আন ছলে দেখিয়া বেড়াও।
বারে বারে ডাকি আমি শুনিয়া না শুন তুমি
আঁখি তুলি সরসে না চাও॥
যখন পিরিতি কৈলা আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনে বলাইতা(১) মোর বেশ।
আঁখি-আড় নাহি কর হৃদয় উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥
একে হাম পরাধিনী তাহে কুল কামিনী
ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ।
যথা তথা থাকি আমি তোমা বহি নাহি জানি
সকলি কহিলুঁ সবিশেষ॥
বড় বৃক্ষ ছায়া দেখি ভরসা করিনু মনে
ফুলে ফলে একই না গন্ধ।
সাধিলা আপন কাজ, আমারে সে দিলা লাজ
জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্দ॥

(পদকল্পতরু ৮০৩, কী ৩০৭ র ১৫৪, ক ২১৩)

বন্ধনীর ভিতরের অংশ কীর্তনানন্দে নাই

পাঠান্তর—কী—(১) বনাইয়া।

মন্তব্য—তুলনীয়—দ্বিজ চণ্ডীদাস—(মৎসম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী, পৃঃ ১৭২)

বঁধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ।
যতেক রমণী ধনী বৈঠয়ে জগত মাঝে
না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ॥

ঐ পদেই আছে—গগন ইন্দু আনিঞা, করে কর দর্শাইয়া, এবে কেন এমতি আকর।

টীকা—

আঁখি আড় নাহি কর—চোখের আড়াল করিতে না।

এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ—এখন সন্দেশের মতন তুমি দুর্লভ হইয়াছ।

ঘর হইতে আঙ্গিনা বিদেশ—আমি ঘর থাকিতেই অভ্যস্ত; আমার কাছে ঘরের আঙ্গিনাও বিদেশতুল্য।

(৬৮)

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই।
নিচয়ে মরিব তোমার চাঁদমুখ চাই॥
শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতেও পারি।
তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি॥
চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে।
এমতি রহিয়ে পাড়া পড়সীর ডরে॥
তাহে আর তুমি সে হইলা নিদারুণ।
জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন॥

(তরু ৮১৩, র ১৫৮, ক ২১৭)

টীকা—

শাশুড়ী ননদীর কথা ইত্যাদি—শাশুড়ী ননদিনী গঞ্জনা দেয়, তাতে দুঃখ নাই, তুমি যে আমাকে ভালবাস এবং সে জন্য অপরে আমারে নিন্দা করে, সে নিন্দা শুনিতে আমার সুখই হয়; কিন্তু তুমি যদি নিষ্ঠুরতা করিয়া আমাকে দেখা না দাও, তাহা হইলে সেই কথা মনে করিয়া করিয়া আমি যে মরণ যন্ত্রনা ভোগ করি। কিন্তু এত যন্ত্রনাতেও কাঁদিতে পারি না। চোর রাত্রে চুরি করিতে যাইয়া কোথাও ধরা পড়িয়া খুব মার খাইয়া পলাইয়াছে, তাহার আঘাত চিহ্ন দেখিয়া চোরের বৌয়ের খুবই দুঃখ হয় কিন্তু সে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে পারে না, কেননা কাঁদিলেই সকলে জানিয়া যাইবে যে তাহার স্বামী চোর। সেই রকম রাধা মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে পারেন না।

(৬৯)

শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু
ভুলিয়া পিরীতি কৈনু।
পিরীতি বিচ্ছেদ(১) সহন না যায়(২)
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু ॥
সই! পিরীতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান সব করে আন
না শুনে ধরম কথা ॥ ধ্রু ॥
সবাই বোলয়ে(৩) পিরীতি কাহিনী
কে বলে পিরীতি ভাল।
কানুর পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে
পাঁজর ধসিয়া গেল ॥ (৪)
পিরীতি মিরীতি তুলে তোলাইনু
পিরীতি গুরুয়া ভার। (৫)
পিরীতি-বিয়াধি যারে উপজয়
সে বুঝে না বুঝে আর ॥
(কেন হেন সই পিরীতি করিনু
দেখিয়া কদম্ব তলে।
জ্ঞানদাসে কহে এমন পিরীতি
ছাড়িবে কাহার বোলে(৬) ॥)

(সমুদ্র ৪২৪, কী ২৮৯, তরু ৯১৯, ক্ষণদা ১৯।৫
র ১৭৯, ক ২৩০)

পাঠান্তর—(১) বিচ্ছেদে—তরু, কী, সমুদ্র। (২) না রহে জীবন—সমুদ্র, কী; না রহে পরাণ—তরু। (৩) সবাই কহয়ে—তরু। (৪) পাঁজর হইল কালো—কী।

সজনী কে বলে পিরীতে ভাল

শ্যাম বন্ধু সনে পিরীতি ভাবিতে পাঁজর ধসিয়া গেল—সমুদ্র।

(৫) পিরীতি মিরিতি তৌলে তলাইয়া পিরীতি গুরুয়া ভার।
পিরীতি বিয়াধি যারে উপজিল, সে নাকি জীয়য়ে আর ॥
—সমুদ্র।

(৬) বন্ধনীর ভিতকার অংশ সমুদ্র, তরু ও কী তে নাই। উহার স্থানে আছে—

জীবনে মরণে পিরীতি বেয়াধি হইল যাহার সঙ্গ
(অঙ্গ—কী ও তরু)
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি নিতুই নতুন রঙ্গ—তরু,কী
জ্ঞানদাস বলে এমতি পিরীতি ভাবিতে জীবন ভঙ্গ—সমুদ্র।

টীকা—

প্রথমে দূতীমুখে তাহার রূপগুণের কথা শুনিয়া এবং মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া তাহাকে দেখিলাম। দেখিয়াই মজিলাম। তাই তাহার সঙ্গে প্রেম করিলাম। এখন সেই প্রেমের বিচ্ছেদ যে আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিলাম। সখি! প্রেম যেন এক স্বতন্ত্র বিধাতা, সে সমস্ত বিধান উলটাইয়া দেয় (সব করে আন), ধর্মকথা কানে তোলে না। সকলেই প্রেমের কাহিনী বলিয়া থাকে, কিন্তু কে বলে যে প্রেম করা ভাল? আমার তো কানুর প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে বুকের পাঁজর একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। আমি প্রেম এবং মৃত্যু (মিরিতি) ওজন করিয়া দেখিলাম; বুঝিলাম প্রেমেরই গুরুত্ব অধিক। প্রেমরূপ ব্যাধি যাহার জন্মিয়াছে সেই বুঝে, অন্য ইহা বুঝিবে না। সখি! তাহাকে কদমতলায় দেখিয়া কেন প্রেম করিলাম। শ্রীরাধার আক্ষেপ শুনিয়া জ্ঞানদাস বলিতেছেন কাহার কথায় এমন প্রেম ছাড়িবে?

তুলনীয়—চণ্ডীদাস (পৃঃ ১১৬)

পিরীতি মিরীতি এ দুই বচন
কে বলে পিরীতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া
জনম কাঁদিতে গেল ॥

(৭০)

[সখি আর কি কহিতে ডর।
যাহার লাগিয়া সব ছাড়িলাম সে কেন বাসয়ে পর ॥

সুজন কুজন যে জন না জানে তাহারে বলিব কি।
অন্তরের বেদন যে জন জানয় তাহারে পরাণ দি ॥
কানুর পীরিতি কহিতে শুনিতে পরাণ ফাটিয়া উঠে।
শঙ্খ বণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে ॥]
গৃহে গুরুজন স্বামী তরজন যা লাগি না দিনু কানে।
এখন কি লাগি সে লোকে(১) আমারে না চাহে
নয়ন কোণে ॥
সই পরখী বুঝিনু কাজে।
বিনি অপরাধে সাধিলে বাদ জগত ভরিল লাজে।
সে সব পীরিতি সাদর(২) আরতি সদাই পড়িছে মনে।
প্রেম পরাভব এমন জানিয়া এখন যায় পরাণে ॥
সহজে অবলা আগু অনুসরে না জানে কি হয় পাছে।
জ্ঞানদাস বলে সময় বুঝিতে কে যেন এমন আছে(৩)।

(তরু ৯৫৭ কীর্ত্তনানন্দ ৩০০ পৃঃ)
র ১৬৪, ক ২২২ অতি সামান্য মিল)

বন্ধনীর ভিতরকার অংশ তরুতে নাই। ঐ অংশ সাহিত্য পরিষদের ২০৫৬ পুঁথিতে চণ্ডীদাস ভণিতায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩২৫ সংখ্যক পুঁথিতে নরহরি ভণিতায় পাওয়া যায়। কীর্ত্তনানন্দে সমগ্র পদ জ্ঞানদাস ভণিতায় আছে।

পাঠান্তর—

(১) জন—তরু (২) আদর—তরু

টীকা—

যে লোকে আমারে ইত্যাদি—যাহার জন্য গৃহের গুরুজনের এবং স্বামীর কত তিরস্কার গ্রাহ্য করি নাই, সে কেন এখন আমাকে নয়নের কোণেও চাহিয়া দেখে না?

পরখী—পরীক্ষা করিয়া।

আগু অনুসরে ইত্যাদি—স্বভাবতঃ আগাইয়া চলে, পরে কি হইবে ভাবিয়া দেখে না।

(৭১)

কি আর বুঝাও কুলের ধরম
মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হঞা রসের পরাণি
কভু জানি কার হয় ॥
কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন
দুখানি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক পরাণ পুতলি
নিমেষে বাসিয়ে হারা ॥
সরস মাপিত বচন তোমার
যেন বাজিয়ার বাজি।
মুখে সরবস হৃদয়ে আন
কাজের গতিক বুঝি ॥
সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে
কি তার আপন পর।
জ্ঞানদাসে কহে কানুর পিরিতি
কেবল দুখের ঘর ॥

(ক. বি ৩২৪, পত্র ১৭)

এই পদটির প্রথম কলির সহিত পদকল্পতরুর ৮৯৮ সংখ্যক পদের তৃতীয় কলিটির মিল আছে। ঐ কলিটি 'ক' সংস্করণে নাই। অন্যান্য সব কলি পৃথক।

টীকা—

শ্রীরাধা একদিকে সখীদিগকে বলিতেছেন যে তিনি কুলধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবেন না, কেননা তাঁহার মন একটা স্বাধীন বস্তু নহে, তাহা হৃদয়ের অনুচিত এবং সে হৃদয় কানাইয়ের চরণে নিবেদন করা হইয়া গিয়াছে। কানুই তাঁহার জীবন ইত্যাদি। এই সব কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সামনে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন রাধা সুর বদলাইয়া অনুরোধ করিতেছেন—যে তোমার মুখে এক, মনে অন্য; তুমি বাজীকরের মতন ভেল্কি লাগাইয়া মিষ্ট কথায় নারীকে বশ কর; ভ্রমরার মতন তুমি ফুলে ফুলে মধু খাইয়া বেড়াও—কেহই তোমার আপন নহে আবার কেহই পর নহে। জ্ঞানদাস রাধার সঙ্গে সায় দিয়া বলিতেছেন—কানুর প্রেম শুধু দুঃখই দেয়।

(৭২)

রূপ দেখিলে এমন হবে জানিব কেমনে।
এত কি সহিতে পারে অবলা পরাণে ॥

দ্বিগুণ দহয়ে তনু মুরলীর স্বরে।
কুলিন সাপিণী যেন গরল উগারে॥
আর তাহে তাপ দিল পাপ ননদিনী।
ব্যাধের মন্দিরে যেন কম্পিত হরিণী॥
নিরবধি প্রাণ মোর শ্যাম-অনুরাগী।
যে মোরে ছাড়িতে বোলে হবে বধের ভাগী॥
জ্ঞান কহে যেই কহ সেই সে করিব।
শ্যাম বন্ধুর লাগি পরাণ হারাইব॥

(তরু ৭৮৫, ক ২৯৩)

টীকা—

কুলিন সাপিণী যেন গরল উগারে—মুরলীর ধ্বনি রাধার সর্ব্বাঙ্গে বিষের জ্বালা ধরাইয়া দেয়, কেন না ইহা শুনিবামাত্র তিনি ছুটিয়া যাইতে পারেন না।

কুলিন সাপিণী—জাত সাপের স্ত্রী—বাঁশী যেন সেই রকম করিয়া গরল উদ্গীরণ করে।

ব্যাধের মন্দিরে কম্পিত হরিণী—ব্যাধ কোন মুহূর্ত্তে বা কাটিয়া ফেলে এই ভয়ে হরিণী কম্পিত।

(৭৩)

শ্যাম-রূপ দেখিয়া, আকুল হইয়া
দুকূল ঠেলিলাম হাতে।
ভুবন ভরিয়া, অপযশ(১)ঘোষণা,
নিছিয়া লইনু মাথে॥
সজনি, কি আর লোকের ভয়।
ও চাঁদ বয়ানে, নয়ান-ভুলল,
আর মনে নাহি লয়॥
অপযশ ঘোষণা, যাক দেশে দেশে,
সে মোর চন্দন চুয়া।
শ্যামের রাঙ্গা পায়,(২) এ তনু সঁপেছি,
তিল তুলসীদল দিয়া॥
কি মোর সরম,(৩) ঘর ব্যবহার,
তিলেক না সহে গায়।
জ্ঞানদাস কহে, এ তনু নিছিনু,
শ্যামের ও রাঙ্গা পায়॥

(লহরী ৩৬, ক ১৯৩)

পাঠান্তর—ক

(১) অযশ। (২) শ্যামের চরণে। (৩) ধরম।

দ্বিতীয় ভাগ

আত্মপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানদাস

৪। বন্দনা

(৭৪)

কাঁচা কাঞ্চন তনু চন্দন ভালে।
আজানুলম্বিত উরে মালতীর মালে॥
পুলকের শোভা কিবা নবনীপ ফুলে।
কুন্তলে কুসুম কত শত অলিকুলে॥
ভুবনমোহন রূপ মনমথ লীলা।
চাঁদের অধিক মুখ শশি ষোলকলা॥
হেম করিকর জিনি ভুজযুগ শোভা।
গমন মাতঙ্গ জিনি জগমন লোভা॥
আবেশে অবশ অঙ্গ বোলে হরি হরি।
কি লাগি ঝরয়ে আঁখি বুঝিতে না পারি॥
গদাধর আদি যত সহচর সঙ্গে।
নিজ নিজ ভাবে সবে সংকীর্ত্তন রঙ্গে॥
যাহাতে ধরণী ধন্য, বিশেষে নদীয়া।
জ্ঞানদাস বড় দুঃখী তাহা না দেখিয়া॥

(গী ১৬, ক ৩০০)

টীকা—

চন্দন ভালে—কপালে চন্দন।

আজানুলম্বিত উরে—উর মানে বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু এবং বক্ষে মালতীর মালা।

পুলকের শোভা ইত্যাদি—তাঁহার দেহের পুলকরোমাঞ্চ দেখিয়া কদম্বফুলের কথা মনে হয়।

হেম করিকর—হাতীর রং ময়লা, আর তাঁহার বাহুর রং সোনার মতন, তাই সোনার হাতীর শুঁড়কে হারাইয়া দেয় তাঁহার বাহুর শোভা।

(৭৫)

হাটক হাট পড়ল নদীয়াপুর
গৌরচন্দ্র অধিকারী।
তাহে কত রতন আছয়ে অমূলধন
শ্রীনিবাস আদি পশারী॥
দেখি ধনি ধনি ধনি কলিকাল।
গাহক আদর বাদর সাদর
অদ্বৈত চন্দ্র রসাল॥
ভকতি রতনমণি কাঞ্চন আরতি
প্রেম-পরশ-রস হারে।
দীন অকিঞ্চন জনে জনে দেয়ল
নিত্যানন্দ করুণা বিথারে॥
শ্রীহরিদাস ভাব রস পাওল
উনমত বহু নিধি লাভে।
জ্ঞানদাস হাট শেষে আওল
পাওল আপন স্বভাবে॥

(ক ৫)

টীকা—

নদীয়াপুরে সোনার (হাটক) হাট বসিল। সেই হাটের অধিকারী হইতেছেন গৌরচন্দ্র। সেই হাটে কত রত্নাদি অমূল্যধন আছে। শ্রীনিবাস (শ্রীবাস) প্রভৃতি তাহা বিক্রয় করেন। দেখ কলিকাল ধন্য ধন্য ধন্য। রসময় অদ্বৈতচন্দ্র গ্রাহকদের উপর আদরের বাদলধারা বর্ষণ করেন। নিত্যানন্দ করুণা বিস্তার করিয়া ভক্তিরূপ রত্নমণি, অনুরাগরূপ কাঞ্চন, এবং প্রেমের স্পর্শ রসরূপ হার প্রত্যেক দীন দরিদ্রকে দিলেন।

শ্রীহরিদাস ভাবরস পাইলেন এবং বহু গচ্ছিত ধন (নিধি) লাভ করিয়া উন্মত্ত হইলেন। হাট ভাঙ্গিয়া যাইবার পর জ্ঞানদাস আসিলেন এবং স্বভাবতঃ যাহা পাওয়া উচিত তাহাই পাইলেন অর্থাৎ কিছুই পাইলেন না।

(৭৬)

ভুবন সুন্দর গৌর কলেবর আজানু ভুজযুগ লোল।
অরুণ নয়নে বয়ানে চাহিয়া পড়ই প্রেম হিলোল ॥
গোরা-রূপ হেরি জগজন কান্দে।
চান্দজিনি মুখ অধিক ঝলমলি কুমুদ পড়িগেল ধান্দে।
ভাবে গরগর গৌর গভীর জগত বৈচিত্র চলে।
সজল নয়ানে চৌদিকে হেরিয়া রহে গদাধর কোলে ॥
হাসে গদগদ বচন অমৃত সিঞ্চিত জীব জন্তুলতা।
জ্ঞানদাস কহে গঢ়ল গুনা রূপে সে পুন কেমন ধাতা ॥

(গীত চন্দ্রোদয় ২৯৪ পৃঃ)

টীকা—

ভুজযুগ লোল—চঞ্চল ভুজযুগ (নৃত্যভঙ্গীতে চঞ্চল)।

কুমুদ পড়িগেল ধান্দে—কুমুদপুষ্প চাঁদ দেখিলে প্রস্ফুটিত হয়; শ্রীগৌরাঙ্গের মুখ দেখিয়া কুমুদ ধাঁধায় পড়িল এই ভাবিয়া যে এই কি চন্দ্র!

সিঞ্চিত জীবজন্তু লতা—তাঁহার বচন-অমৃতে জীবজন্তু লতাপাতা সব কিছু সিঞ্চিত হইল।

সে পুন কেমন ধাতা—কোন বিধাতা এমন রূপ গড়িল?

(৭৭)

কষিল কাঞ্চন মনি গৌর কলেবর।
আজানুলম্বিত ভুজ পুলক-উজর ॥
বরণ কিরণে দেশ গেল আঁধিয়ার।
ধন্য কলিযুগ-লোক, ধন্য অবতার ॥
গৌর করুণার সীমা।
বিরিঞ্চি সিঞ্চিত ভব ভাবিতে মহিমা ॥
তরুণী তরুণ বৃদ্ধ শিশু পশু পাখি।
যারে দেখে সভে সুখী চাহে অশ্রুমুখী ॥
আনন্দে রসাল শৈল-শিখর সমান।
জগভরি যারে তারে কৈল প্রেম দান ॥
অখিলের সার প্রভু গৌর চিন্তামণি।
কেবল কৃপায় কৈল ধরণিরে ধনি ॥
হেন প্রেম না পাইল পাপী হেনজনা।
জ্ঞানদাস বলে তারে নহিল করুণা ॥

(ক ৭)

টীকা—

গৌরাঙ্গের দেহ যেন কষিত কাঞ্চন এবং মণির ন্যায় আভাযুক্ত। জানুপর্য্যন্ত লম্বিত তাঁহার বাহু, দেহ তাঁর পুলকে উজ্জল। তাঁহার বর্ণের আভায় দেশ হইতে অন্ধকার দূর হইল। কলিযুগের লোক ধন্য যে এমন অবতার পাইয়াছে—করুণা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে তাহাই দেখাইবার জন্য যেন তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার মহিমার কথা ভাবিয়া শিব এবং ব্রহ্মাও সিঞ্চিত (প্রেমরসে আপ্লুত) হন। গৌরাঙ্গ তরুণ-তরুণী, শিশুবৃদ্ধ, পশুপক্ষী প্রভৃতি যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন সেই আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করে। গৌরাঙ্গ আনন্দের ভরে রসময় শৈলশিখরতুল্য (পর্ব্বতশিখর হইতে যেমন নির্ঝরিণী ধারা বহে, তেমনি তাঁহার প্রেমধারা প্রবাহিত হয়)। তিনি নির্ব্বিচারে জগৎ ভরিয়া প্রেমদান করিলেন। জগতের সারবস্তু হইতেছেন চিন্তামণিস্বরূপ গৌরচন্দ্র (চিন্তামাত্রেই যিনি সকল অভীষ্ট পূরণ করেন তাঁহাকে চিন্তামণি বলে); তিনি কেবল কৃপার দ্বারা পৃথিবীকে ধন্য করিলেন (ধনি অর্থে ধন্য, এখানে বড় লোক নহে)।

এমন যে প্রেম তাহা এরূপ পাপীজন পাইল না; জ্ঞানদাস বলেন যে তাঁহার প্রতি প্রভুর করুণা হইল না।

(৭৮)

পূরবে আছিলা প্রিয়া রাধা গুণবতী।
এবে গদাধর সঙ্গে অধিক পিরিতি ॥
অন্তরেতে শ্যাম হেম-বরণ উপরে।
অধিক উজর ভেল পুলক-নিকরে ॥
বড় অপরূপ গোরাচান্দ অবতার।
জগতে উদিত কিয়ে করুণা আকার ॥

রায় রামানন্দ শ্রীনরহরি দাস।
গোপীর স্বভাব ভাব সবে পরকাশ ॥
গৌর প্রেমে ভাসল জগতের লোক।
আনন্দে মোদিত সব নাহি দুখ শোক
সংকীর্তন রসে সব গৌর-গুণ গাই।
পড়ল সুখের সিন্ধু অবাধ না পাই ॥
আকিঞ্চনে অধিক ভকতি-রতি দেল।
সবে জ্ঞানদাস ইথে বঞ্চিত ভেল ॥

(ক ৯)

টীকা—

শ্রীকৃষ্ণলীলায় গুণবতী রাধা প্রিয়া ছিলেন আর গৌরাঙ্গ লীলায় গদাধরের সঙ্গে প্রভুর অধিক প্রেম। তাঁহার অন্তরে শ্যামরূপ আর বাহিরে স্বর্ণবর্ণ, সেই বর্ণ আবার পুলকরোমাঞ্চ হেতু অধিক উজ্জ্বল হইল। গৌরচন্দ্র বড় অপূর্ব্ব অবতার, মূর্ত্তিমান করুণা কি জগতে উদিত হইলেন! রায় রামানন্দ এবং নরহরি দাস (সরকার) প্রভৃতি সকলে গোপীর স্বভাব প্রকাশ করেন। গৌরাঙ্গের প্রেমে জগতের লোক ভাসিল, তাহারা এতই আনন্দে বিহ্বল যে দুঃখ শোক কিছু বোধ করিতে পারে না। সকলে সংকীর্ত্তনরসে গৌরগুণ গান করিয়া সুখের সমুদ্রে পড়িয়াছেন, সে সুখের সীমা নাই। যে অকিঞ্চন তাহাকেই ভক্তি ও প্রেম অধিক দিলেন, কেবল মাত্র জ্ঞানদাসই ইহাতে বঞ্চিত হইলেন।

(৭৯)

সহজই গোরা কলেবরে।
হেরইতে আঁখি মন ঝুরে(১) ॥
তাহে কত ভাব-পরকাশ।
কে বুঝয়ে কি রস বিলাস ॥
কি কহব পহুঁক চরিত।
রোদইতে উদয় পিরিত ॥
পুলকয়ে প্রেম-অঙ্কুর।
প্রতি অঙ্গ(২) সুখভরি পূর ॥
মেঘ জিনি ঘন গরজন।
বরিষয়ে(৩) প্রেম বরিষণ।
পুলক রচিত(৪)সব তনু।
কিশোর কুসুম-ধনু জনু(৫) ॥
করুণায় কান্দে সব দেশ।
জ্ঞানদাস না পায় উদ্দেশ ॥

(তরু ২৬৯০, গীত চন্দ্রোদয় ১৭ পৃঃ, ক ৮)

পাঠান্তর—তরু

(১) সহজ কাঞ্চন গোরা চাঁদ। হেরইতে জগজনে লোচন-ফাঁদ ॥ (২) অঙ্গে। (৩) সঘনে। (৪) বলিত। (৫) কেশর কদম্বফুল জনু।

টীকা—

পহুঁক চরিত—প্রভুর চরিত

রোদইতে উদয় পিরিত—তিনি ক্রন্দন করিলে প্রেমের উদয় হয়।

মেঘজিনি ঘন গরজন ইত্যাদি—তাঁহার কণ্ঠস্বর মেঘের চেয়েও গুরুগম্ভীর, তিনি প্রেম বর্ষণ করেন।

কিশোর কুসুমধনু জনু—যেন কিশোর বয়স্ক কামদেব।

(৮০)

কাঞ্চন কিরণ,(১) গৌর তনু মোহন,
প্রেমে আকুল দুই নয়ন ঝরে।
করিবর সুবলিত(২) আজানু লম্বিত,
ভুজ যুগে শোভিত পুলক ভরে ॥
জয় শচী নন্দন গৌরাঙ্গ নাম (৩)।
জয় জগতারণ কারণ ধাম ॥
হরি(৪)গুণ কীর্ত্তন প্রকট(৫)অনুক্ষণ
নাহি পরাভব ভবে(৬)।
শিব শুক নারদ ব্যাস বিশারদ
অণুক্ষণ রঙ্গে(৭)সঙ্গে ফিরে ॥
চুয়া চন্দন, অঙ্গে বিলেপন
রূপ সুধাকর মোহ করে ॥

জ্ঞানদাস কহে, গৌর কৃপাময়ে
হেরইতে কোন(৮)জীব দেহ(৯)ধরে ॥

(র ২৬০ ; ল ২৯১, প্রা ৫৩, ক ৪)

পাঠান্তর—ক

(১) বরণ। (২) কবিকর ললিত। (৩) শ্রীশচীনন্দন চৈতন্যনাম। (৪) নিজ। (৫) নটন। (৬) নাহি পরাপর ভাব ভরে। (৭) রঙ্গে সব ক্ষণ। (৮) কো। (৯) থেহ।

টীকা—

জয় জগতারণ ধাম—জগতের ত্রান কর্ত্তা এবং বিশ্বের কারণস্বরূপ। এই চরণটি গোবিন্দদাসের একটি সুপ্রসিদ্ধ পদের প্রথম চরণ, কিন্তু নিত্যানন্দ সম্বন্ধে প্রযুক্ত (তরু ৪)।

ব্যাস বিশারদ—ব্যাস যিনি সর্ব্বজ্ঞ। ভাগবতে (৮।২৩।৮) সর্ব্বজ্ঞ অর্থে বিশারদ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৮১)

গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ নিজ অঙ্গ দিএগ।
শুনে বৃন্দাবন গুণ ত্রিভঙ্গিম হএগ ॥
গাএ বাসু (দেবান) ন্দ মাধব গোবিন্দে।
নাচে পুলকিত কেহুঁ পরম আনন্দে ॥
গোলকের নাথ পহুঁ নীলাচল মাঝে।
শ্রীনিবাস আদি যত (ভক) তের মাঝে ॥
বিপুল পুলক শোভে গৌর কলেবরে।
কত শত ধারা বহে নয়ন কমলে ॥
হেরি গদাধর ··
শুনি সকরুণ কান্দিএ সব দেশ ॥
আজানুলম্বিত ভুজ ডাহিনে তুলিয়া।
খেনে হরি হরি বোলে আবেশ হইয়া ॥
খেনে বিলসয়ে খেনে চলয়ে (?) ধরণি।
জ্ঞানদাস বলে কিছুই না জানি ॥

(ক ২৯৯)

টীকা—

তুলনীয়—

ক্ষণদাগীত চিন্তামনি (৬।১) ধৃত মুরারি ভণিতাযুক্ত পদ
গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ নিজ অঙ্গ দিয়া।
গান বৃন্দাবন গুণ আনন্দিত হৈয়া ॥

ঐ পদের সহিত আর কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না।

বাসু ঘোষের পুরা নাম ছিল বাসুদেবানন্দ, মাধব ঘোষের মাধবানন্দ (চৈঃ ভাঃ ৩৫ দাখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ) ও গোবিন্দ ঘোষের নাম গোবিন্দানন্দ ঘোষ।

(৮২)

আগম যোগ পুরাণ বেদান্তক
মহিমা বুঝই না পারি।
সো পহুঁ ঘরে ঘরে, পতিত বাহিএগ (ফিরে ?)
দেই জে প্রেমে লছিমি ভিখারি ॥
দেখ বীরচান্দকি লীলা।
... ...
ভব বিরিঞ্চি সিঞ্চিত ভেল যার গুণে
নারদ নিরবধি·· সনক সুনন্দ ॥
সনাতন অনুক্ষণ খোজত অন্ত না পায়।
ধনিরে ধনিরে ধনি জাহে পুরখ মণি (?)
সন্ধ্যা-বিধিক বিধানে।
সোভান্দ. বড় ঠাকুর জ্ঞানদাস গুণগানে ॥

(ক ৩০২)

টীকা—

এটি নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্র বা বীর ভদ্রের বন্দনা।

সোভান্দ বড় ঠাকুর—বোধ হয় লিপিকর প্রমাদ। শোভান্ধ অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের দ্বারা অন্ধ করিয়া—কবির বিশেষণ বলা যাইতে পারে।

(৮৩)

পূরবে গোবর্দ্ধন ধরল অনুজ যার
জগ-জনে(১) বলে বলরাম।

এবে সে চৈতন্য সঙ্গে আইল(২) কীর্ত্তন রঙ্গে
আনন্দে নিত্যানন্দ নাম ॥
পরম উদার করুণাময় বিগ্রহ
ভুবন-মঙ্গল গুণধাম।
গৌর-পিরীতি(৪) রসে কটির বসন খসে
অবতার অতি অনুপাম ॥
নাচত গাওত হরি হরি বোলত
অবিরত গৌর গোপাল (৫)।
হাস প্রকাশ মিলিত মধুরাধরে
বোলত পরম রসাল ॥
রামদাসের পহুঁ সুন্দর বিগ্রহ(৬)
গৌরীদাস আন নাহি জানে(৭)।
অখিল লোক যত(৮) ইহ রসে উনমত
জ্ঞানদাস নিতাই গুণ গানে(৯) ॥

(ক্ষণদা ৯।২, তরু ২৩১১, প্রা ৫৬, ল ২৬৭, র ২৬৯, ক ১৪)

পাঠান্তর—তরু

(১) কহে। (২) আইলা। (৩) ধবি পহু। (৪) প্রেম। (৫) নিরবধি অনু মাতোয়াল (বোধ হয় ইহাই আসল পাঠ ছিল; 'মাতোয়াল' শব্দ পছন্দ না হওয়ায় মূলে ধ্রুত পাঠ বসানো হইয়াছে)। (৬) সুন্দবেব জীবন। (৭) গৌরী-দাসের ধনপ্রাণ। (৮) জীব (৯) জ্ঞানদাস গুণগান।

টীকা—

পৃথিবীর লোকে সবাই বলে যে বলরামই নিত্যানন্দ হইয়া জন্মিয়াছেন। পূর্ব্ব অবতারে তাঁহারই ছোট ভাই কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। এখন তিনিই চৈতন্যেব সহিত কীর্ত্তনরঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি আনন্দময় বলিয়া তাঁহার নাম নিত্যানন্দ। তিনি অত্যন্ত উদার স্বভাব (কাহারও কোন দোষ লন না। মার খাইয়াও প্রেম দেন), করুণার প্রকট মূর্ত্তি, তিনি ভুবনের মঙ্গল করেন এবং সমস্ত গুণের আশ্রয়স্বরূপ। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি প্রীতির আনন্দে তাঁহার দেহ ক্ষণে ক্ষণে স্ফীত হইতেছে, কখনও বা সঙ্কুচিত হইতেছে, তাই কটিদেশ হইতে বসন খসিয়া পড়িতেছে। তিনি অতুলনীয় অবতার। তিনি নাচেন, গান, আর অবিরত হরি হরি ও গৌর গোপাল নাম উচ্চারণ করেন। তাঁহার মধুর অধরের মিলিত অবস্থা হইতে একটু একটু যেন হাসি বাহির হইতেছে। তাঁহার বচন অত্যন্ত রসময়। তিনি রামদাসের প্রভু, সুন্দরানন্দের যেন বিগ্রহস্বরূপ; গৌরীদাস ইঁহাকে ছাড়া আর জানেন না। জগতের সকল লোক এই রসে (নিত্য আনন্দের রসে) উন্মত্ত হইল। জ্ঞানদাসও নিতাইয়ের গুণগানে উন্মত্ত হইল।

রামদাস—খানাকুল-কৃষ্ণনগরে ইঁহার শ্রীপাঠ।

রামদাস-অভিরাম সখ্য প্রেমরাশি।

(৮৪)

দেখরে ভাই! (১)প্রবল মল্লরূপধারী।
নাম নিতাই ভায়া বলি রোয়ত
লীলা(২)বুঝই না পারি ॥
ভাবে বিঘূর্ণিত লোচন ঢরঢর
দিগ বিদিগ নাহি জান।
মত্ত সিংহে যেন(৩) গরজে ঘন ঘন
জগ মাহ কাহু না মান(৪) ॥
লীলা রসময় সুন্দর বিগ্রহ
আনন্দে(৫) নটন-বিলাস।
কলি-মদ-(৬) দলন দোলন গতি মন্থর
কীর্ত্তন করল প্রকাশ ॥
কটি-তটে বিবিধ বরণ পট পহিরণ
মলয়জ লেপন(৭) অঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহে বিধি আনি মিলাওল(৮)
কলি মাহ(৯) ঐছন রঙ্গে ॥

(র ২৬৬, প্রা ৫৫, ল ২৬৬, ক ১৩, গী ২৯৬, কী ৬৫, ক্ষণদা ১৩।২)

গীতচন্দ্রোদয়ে এবং কীর্ত্তনানন্দে আরম্ভ—

ভাবে বিঘূর্ণিত লোচন ঢলঢল
দিক বিদ্দিক্ নাহি জানে। ইত্যাদি।

পাঠান্তর—

(১) দেখ—গী, দেখ দেখ—কী। (২) মহিমা—গী, কী। (৩) জিনি—গী, কী। (৪) মানে—গী, কী। (৫) আনন্দ—গী, কী। (৬) কলি-বল—গী, কী।

'ক'—কলি বন দলন—এই পাঠ যে ঠিক নহে, 'ল' পড়িতে 'ন' পড়া হইয়াছে তাহা 'ক'এর পদে টীকায় লিখিত 'মত্ত সিংহের' সহিত উপমা প্রকাশক উক্তি হইতেই বুঝা যায়। হস্তী কদলী বন দলন করে, সিংহ বন দলন করে এরূপ কথা শুনা যায় না। (৭) লেপিত—গী, কী। (৮) কোনে মিলাত্তল—গী; কোন মিলত্তেল—কী। (৯) জগ মাহ—গী, কী—।

টীকা—

হে ভাই! প্রচণ্ড মল্লের বেশ ধারণকারীকে দেখ। ইঁহার নাম নিতাই। ইনি ভায়া বলিয়া কাঁদেন; ইঁহার লীলার রহস্য বুঝিতে পারা যায় না। প্রেমাবেশে ইঁহার ঢলঢল নয়ন ঘুরিতে থাকে এবং ইঁহার দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান থাকে না। ইনি মত্ত সিংহের মতন পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন করিতে থাকেন এবং জগতের মধ্যে কাহাকেও মানেন না। লীলাভরে রসময় ইঁহার সুন্দরমূর্ত্তি, ইনি আনন্দে নৃত্যবিলাস করেন, ইনি ঢুলিয়া ঢুলিয়া ধীরে ধীরে চলেন এবং কলিকালের গর্ব্ব দলন করিবার জন্য কীর্ত্তন প্রকাশ করিলেন (কলিকালে লোকের পাপে প্রবৃত্তি হয়, কলির এই দুষ্টদর্প চূর্ণ করিলেন তিনি কীর্ত্তন প্রকাশ করিয়া। কীর্ত্তনের ফলে সব পাপতাপ বিদূরিত হইল। বৃন্দাবনদাসও গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দকে সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াছেন)। তাঁহার কটিতে নানাবর্ণের বস্ত্র শোভা পায়, আর দেহে চন্দন লেপিত থাকে। জ্ঞানদাস বলেন যে বিধাতা এমন রঙ্গ কলিকালের মধ্যে আনিয়া মিলাইলেন।

বিবিধ বরণ পট পহিরণ—তুলনীয় শ্রীচৈতন্যভাগবতের (৩৫) বর্ণনা—

শুক্ল পট্ট নীল পীত—বহুবিধ বাস।
অপূর্ব্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস॥

মল্লবেশ সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন—(৩৫)

পরম মোহন সঙ্কীর্ত্তনমল্ল-বেশ।
দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দ বিশেষ॥
শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্টবাস।
তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস॥

(৮৫)

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় চৈতন্য বলায়॥
লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে।
পাপিয়া পাষণ্ড মতি না রাখিল দেশে॥
পাটবসন পরে নিতাই মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল ঝলমল নানা অভরণে॥
সঙ্গে সঙ্গে যায় নিতাইর রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি যত সহচর॥
চৌদিকে হরিদাস হরিবোল বলায়।
জ্ঞানদাস নিশিদিশি নিতাইর গুণ গায়॥

(র ২৬৭, প্রা ৫৫, ল ২৬৬, ক ১৪, গী ২৯, ভক্তি রত্নাকর ৯৭৫, তরু ২৩০৬, (ক্ষণদা ২২।২)

গী ২৯৬ তে এই পদের অন্য এক রূপ—

পট্টবসন পরে মুকতা শ্রবণে।
ঝলমল করে অঙ্গ নানা আভরণে॥
*পিঠে পাট খোপা তাহে শোভে হেম ঝাঁপা।
কলি—কলমষরাশি নাশি করে কৃপা॥
আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় গৌরাঙ্গ বোলয়॥
লম্ফে ঝম্ফে যায় পহুঁ গৌর-আবেশ।
পাপ পাষণ্ড মতি না ফুটল দেশে॥
*দয়ার কারণ পহুঁ ক্ষিতিতলে আসি।
অবিচারে দিল প্রভু প্রেম রাশি রাশি॥

*চিহ্নিত চারিচরণ অতিরিক্ত; গী ২৯তে নাই। শেষচরণে জ্ঞানদাস নিত্যানন্দকে 'পহুঁ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, ইহা লক্ষ্য করার বিষয়।

সঙ্গে রঙ্গে সঙ্গী রঙ্গী রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি যত সহচর॥
চৌদিকে হরিদাস হরি হরি বোলায়।
জ্ঞানদাস নিশি দিশি পহুঁ গুণ গায়॥

টীকা—

আপে নাচে আপে গায়—নিজেই নাচে, নিজেই গায়; কাহারও প্ররোচনার প্রয়োজন নাই।

লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই—বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের নৃত্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে লিখেছেন—(৩৫)

একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর।
কিবা জোড়ে জোড়ে লাফ দেন মনোহর॥

ঝলমল ঝলমল নানা অভরণে—বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের অলঙ্কার ধারণের বিবরণে বলিয়াছেন (৩৫)

দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি পরিলেন আত্ম-ইচ্ছাময়॥
সুবর্ণ মুদ্রিকা রত্নে করিয়া খিচন।
দশ-শ্রী অঙ্গুলে শোভা করে বিভূষণ॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্য হার।
মনি-মুক্তা প্রবলাদি-যত সর্ব্বসার॥

রামাই—শ্রীবাসের ভ্রাতার নাম ছিল রামাই। কিন্তু এখানে সম্ভবতঃ জাহ্নবাদেবীর প্রিয়পাত্র রামাই গোঁসাইয়ের কথা বলা হইয়াছে। বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে—

জাহ্নবার প্রিয় বন্দো রামাই গোঁসাই।
যে আনিল গৌড়দেশে কানাই বলাই॥
যৈছে বীরভদ্র জানি তৈছে শ্রীরামাই।
জাহ্নবামাতার আজ্ঞা, ইতে আন নাই॥

সুন্দর—সুন্দরানন্দ।

গৌরীদাস—অম্বিকা কালনায় ইনি গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। নিত্যানন্দ প্রভু ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী বসুধা ও জাহ্নবাকে বিবাহ করেন।

(৮৬)

চলিতে না চলে পা কিবা সে হেলনি গা
রাজপথে নিতাইর নাট।
সঙ্গের যতেক সঙ্গী তা বড় তা বড় রঙ্গী
অতি অপরূপ রসের হাট॥
এ দেশেতে এমন না ছিল এতদিন
নিতাই চাঁদের হেন লীলা।
দীনহীন লোক প্রীত চিত আঁখি উলসিত
কিবা কলি রসে ভুলি গেলা॥
শুনিয়া ভাইর কথা পুরুবে বারুণী পীতা
সে সব আভাসে হাস মুখে।
না করে কাহারে ভিন এই সে প্রেমের চিন
দিগবিদিগ নাই সুখে॥
রাত্র দিনে আন নাই কহিতে লোকের ঠাই
আবেশে অবশ হইয়া পড়ে।
জ্ঞানদাস এই কয় জগভরি জয় জয়
ভবভয় সব গেল দূরে॥

(গীত ২৯৬, ক ১৫)

টীকা—

সঙ্গের যতেক সঙ্গী তা বড় তা বড় রঙ্গী—নিত্যানন্দ প্রভুর সহচরেরাও কিরূপ রঙ্গ-প্রিয় ছিলেন তাহা চৈতন্যভাগবতের (৩৫) বর্ণনা হইতে জানা যায়।

পুরুবে বারুণী পীতা—নিত্যানন্দ দ্বাপরলীলায় বলরাম ছিলেন এবং বারুণী পান করিতেন। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার হাসিমুখ দেখিলে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

(৮৭)*

বলনী চাহনী দোলনী হেলনী গায়নী আপনী নাচে।
রামাই সুন্দর পণ্ডিত পুরন্দর কাছে॥
নাচে নিত্যানন্দ-আনন্দ সাগর পরম রসাল।
গৌর সংকীর্ত্তন প্রকট অনুক্ষণ জগত ··।
হাস গদগদ ভাস সুন্দর করুণাময় দিঠে চায়।
বিপুল পুলকিত অঙ্গ পুলকিত কৃপাএ ভুবন ভাসায়॥

*বন্দনায় অন্যান্য পদ—১, ২, ৩, ৪, ১৯, ২০, ২১, ২২, ১১৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ৩৫৮, ৩৭৮, ৩৭৯।

ডাহিন ভুজ তুলি বোলএ হরি হরি জৈছন
করিবর চলে।
হেরি পশু পাখি আনন্দে আকুল জ্ঞানদাস বোলে॥
(ক ৩০১ পৃঃ)

টীকা—

বলনি—বলন, গঠন।

গায়নী আপনী নাচে—গাহিতে গাহিতে নাচেন।

রামাই—শ্রীবাসের ছোট ভাই।

সুন্দর—সুন্দরানন্দ, যিনি পূর্ব্বলীলা সুদাম ছিলেন।

সুন্দরানন্দ নিত্যানন্দের শাখা ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম॥
(চৈঃ চঃ ১।১১।২৩)

পুরন্দরপণ্ডিত—ইহার বাড়ী ছিল খড়দহে।

নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় পণ্ডিত পুরন্দর।
প্রেমার্ণব-মধ্যে ফিরে যৈছন মন্দর।
(চৈঃ চঃ ১।১১।২৮)

৫। গোষ্ঠলীলা

[সখ্য ও বাৎসল্য রসের পদ]

(৮৮)

গোপাল যাবে কিনা যাবে আজি গোঠে।
এক বোল বলিলে, আমরা চলিয়া যাই,
গোধন চলিয়া গেল মাঠে॥
উচ্চণ্ড(১) দেখিয়া বেলা, ডাকিতে আইনু মোরা,
যতেক গোকুলের রাখ জান।
একেলা মন্দির মাঝে, আছ তুমি কোন কাজে।
এ তোমার কোন ঠাকুরাণ॥
যদিবা এড়িয়া যাই, অন্তরেতে(২) ব্যথা পাই,
যাইতে কেমতে প্রাণ ধরি।
না জানি কি গুণ জান, সদাই অন্তরে টান,
তিল আধ না দেখিলে মরি॥
মাথেতে ছিঁদন দড়ি, হাথেতে কনক-লড়ি,
বার হইলা বিহারের বেশে।
সকল বালক লৈয়া, যমুনার তীরে যাইয়া,
জ্ঞানদাস ছিল তার(৩) শেষে॥

(লহরী ৫, প্রা ৬২, ক ২৭)

পাঠান্তর—ক
(১) উদয়। (২) মনে। (৩) সবার।
টীকা—
ঠাকুরাণ—প্রভুর মতন বা জমিদারের মতন ব্যবহার।
এড়িয়া যাই—তোমাকে ছাড়িয়া আমরা যাই।

(৮৯)

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়াল পাড়া॥
হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে ঘরে।
সাজিয়া কাচিয়া সভে হইলা বাহিরে॥
আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে।
গোধন চালাঞা সভে চলিলা একসাথে॥
চারি দিকে সব শিশু মধ্যে রাম কানু।
কাঁচনী পাঁচনী কারু হাতে শিঙ্গা বেনু॥
সভার সমান বেশ বয়স এক ছান্দ।
তারাগণ বেঢ়িয়া চলিলা শ্যামচান্দ॥
ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়।
জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায়॥

(তরু ১১৯০, র ৩৩, ক ২৮)

টীকা—
কাঁচনী পাঁচনী—কাঁচনী মানে সজ্জা, রাখালের হাতে লাঠি, লাঠিই হইয়াছে সজ্জা যাহাদের;
বাহুড়ায়—ফিরায়।

(৯০)

বাঁকুয়া পাঁচনী হাতে রঙ্গিয়া রাখাল সাথে
বাহির হৈলা রোহিনী নন্দন।
শিঙ্গা দিয়া চাঁদ মুখে উভ করি দিলা ফুকে
শিঙ্গা রবে ভেদিল গগন॥
পরিধান নীল ধটী গলে শোভে হেম কাঁঠি
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন।
আকর্ণ শোভিত ঠান আঁখিযুগ ঘূর্ণমান
শোভে কত রতন-ভূষণ॥
এক কাণে কোকনদ দেখিতে লাগয়ে সাধ
আর কাণে মকর কুণ্ডল।
জিনি ময়-মত্ত হাতী গমন-মন্থর গতি
ধরণী করয়ে টলমল॥
বাহির কৈলা বলরাম না দেখিয়া ঘনশ্যাম
প্রেমে ছলছল দুনয়ন।

জ্ঞানদাসেতে কয় মিলিলা রাখালচয়
মাঝে করি নন্দের নন্দন ॥
(তক ১২২৭, র ৩৩, ক ২৮)

টীকা—
উভ করি—উচ্চ করিয়া।
ময়মত্ত—মদ মত্ত।

(৯১)

শ্রীদাম বলে ওগো রাণি বিদায় দে তোর(১)নীলমণি
লয়ে যাব গোষ্ঠ বিহারে।
গোধন চারণ করি আনি দিব তোর(২) হরি
নিবেদন করি করজোড়ে ॥
রাণী বলে কি বলিলি না পাঠাব(৩) বনমালী
তোমরা সবাই যাও বনে।
বড় হইলে লালনে লইয়ে যেও কাননে
পাঠাইব তোমা সভা সনে ॥
কানাই বলে শ্রীদাম ভাই আমার যাওয়া হল' নাই
মা বিদায় নাহি দিল মোরে।
জ্ঞানদাস কহে শুন যশোদার জীবন(৪)
জানি কিনা জানি বিদায় করে(৫) ॥
(রাখাল ৫৫, ক ২৭)

পাঠান্তর—ক
(১) দাও। (২) তোমার। (৩) পাঠাইব। (৪) জীবন ধন। (৫) জানি বিদায় করে বা না করে।

(৯২)

গিরিধর লাল, গিরিপর খেলন,
তরু হেলন পদ পঙ্কজ দোলনীয়া।
অতি বল সুবল, মহাবল বালক,
কান্ধে ছান্দ করে.ভার দোহনিয়া ॥
গিরিবর নিকট, খেলত শ্যাম সুন্দর,
ঘূর্ণিত নয়ন বিশালা।
নৌতুন তৃণ, হেরিয়া যমুনা তট,
চঞ্চল ধায় গোপালা ॥
সখাগণ সঙ্গে, রঙ্গে নন্দ নন্দন
উপনীত যমুনা তীর।
পাঁচনি বেত্র, বাম কক্ষে দাবই,
অঞ্জলি ভরি পিয়ে নীর ॥
প্রিয় বসুদাম, শ্রীদাম, মধুমঙ্গল,
তীরে রহি হেরত রঙ্গ।
শ্যামল সুন্দর, মূরতি মনোহর,
হেরি যমুনা.অতি বাঢ়ল তরঙ্গ ॥
জ্ঞানদাস কহ, পরিমল সুন্দর,
কুসুম ষট্পদ জোর।
যমুনাক তীর, রমণ অতি সুঘড়।
সুবস রসের ওর(১) ॥
(তক ১৩২৬, র ৩৬, প্রা ৬৩ , ল ১৯৮, ক ২৯)

পাঠান্তর—ক
(১) বিহরে গোবর্দ্ধন কোর।
পদকল্পতরুতে ভনিতাযুক্ত শেষ কলিটি নাই। প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলীতে আছে।

(৯৩)

নবীন মেঘের ছটা, জিনিয়া বরণ(১) কটা
ভালে কোটি চন্দনের চাঁদ।
শিরে শিখি শ্রীখণ্ড ঝলমল করে গণ্ড,
মুখমণ্ডল মোহন ফাঁদ।
রাম কানু দোঁহে, ভুবন মোহন বেশে
বনে যায় গোধন লইয়া।
শিঙ্গা বেণু লাখে লাখে, বাজায় ব্রজবালকে
ডাকে সভে সাঙলি বলিয়া ॥
সোনার নূপুর তাড় বালা আপাদ লম্বিত বনমালা,(২)
রঙ্গে সব সঙ্গে শিশু ধায়।

ধড়ার অঞ্চলা চলে, ঘণ্টার মনোরোলে(৩)
ভাব ভরে কেহ নাচে গায় ॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, রহি যায় ভিন্ন ভিন্ন,
তাহে অলি বসি করে গান।
জ্ঞানদাসেতে বলে, কি আনন্দ(৪)যমুনাকূলে
হেরি দুই ভাইর বয়ান ॥

(লহরী ৯, ক ২৯).

পাঠান্তর—ক

(১) বিজুরী। (২) মালা। (৩) কটিতে কিঙ্কিনি রোল, আবা আবা আবা বোল। (৪) আনন্দে ('কি' শব্দ 'ক'তে নাই)।

(৯৪)

আরক্ত সুন্দর কান্তি শ্রীদাম গোপাল।
বনফুল মালে কুন্তল বাঁধে ভাল ॥
অরুণ বরণ ধটি কটির বাঁধনি।
যষ্টি বিশাল বেত্র মুরলী কাচনি ॥
প্রবাল মুকুতা গঞ্জে গলে ঝলমল।
হেলায় দুলিছে কানে মকর কুণ্ডল ॥
সর্ব্ব অঙ্গ(১) ভূষিত গোক্ষুরের ধুলা।
উরু পর দুলিছে বন ফুল মালা ॥
নানা(২) আভরণ অঙ্গে কটিতে কিঙ্কিনী।
চরণে মঞ্জীর বাজে রুনু ঝুনু শুনি ॥

(র, ৪২, প্রা ৫৭, লহরী, ২৭৫, ক ১৯)

পাঠান্তর—ক

(১) বিভূষিত। (২) পাশ।

টীকা—

সর্ব্ব অঙ্গ ভূষিত গোক্ষুরের ধূলা—গোষ্ঠ হইতে ফিরিবার সময় গায়ে গোরুর ক্ষুর দিয়া উড়ানো ধূলা লাগিয়াছে।

(৯৫)

আরক্ত গৌর কান্তি গোপাল সুদাম।
পূর্ণিমার শশী যিনি মুখ অনুপাম ॥
বিলোল নয়ন যেন পঙ্কজের পত্র।
সুললিত লসিত(১) সুন্দর সর্ব্ব গাত্র ॥
কৃষ্ণ ক্রীড়া কৌতুক রসে মাতুয়ার।
দিগ্ বিদিগ নাহি আনন্দ অপার ॥
কুন্তলে গুঞ্জার শোভা বকুলের দাম।
গোরোচনা তিলক চন্দন অনুপাম ॥
রাঙ্গা ধটি পরিধান কটিতে কিঙ্কিনী।
নানা আভরণ অঙ্গে হীরা হেম মণি ॥
শ্রবণে সোনার কুঁড়ি ফুলের মঞ্জরী।
গলে বনমালে অলি ভ্রমিছে গুঞ্জরী ॥
বাম করে মুরলী নূপুর বাজে পায়।
অগুরু চন্দন ফুল শোভে তার গায় ॥

(র ৪৩, প্রা ৫৭, লহরী ২৭৬, ক ১৯)

(১) পাঠান্তব—ক

ললিত।

(৯৬)

স্তোককৃষ্ণ গোপালজী শ্যামল বরণ।
হরিত বরণ তার পিন্ধন বসন ॥
দ্বিরদ শাবকগতি বিক্রমে বিশাল।
গীম দোলনে দোলে গলে বনমাল ॥
কৃষ্ণ ক্রীড়া আমোদে তনু উলসিত।
অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত ॥
নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল।
অঙ্গে দোলে বনফুল শ্রবণে কুণ্ডল ॥

(র ৪৪, প্রা ৫৭, লহরী ২৭৭, ক ১৯)

টীকা—

দ্বিরদ শাবক গতি—হস্তী শাবকের মতন চলনভঙ্গী।

(৯৭)

কলধৌত বরণ যে সুবল গোপাল।
কমল জিনিয়ে অতি নয়ন বিশাল ॥
কনক বরণ ধটি কোটির শোভন।
ক্ষুদ্র ঘন্টি সারি তাহে বাজে রনুরণ ॥

চাঁচর চিকুর চূড়া টালনী কপালে।
বেড়িয়া টালনী(১) তাহে নব গুঞ্জা মালে॥
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত শোভে নানা অলঙ্কার।
মত্ত করিবর যিনি গমন সঞ্চার॥
উরু পর দোলে লোল তুলসীর দাম।
ভুবন মোহন রূপ অতি অনুপাম॥
করেতে মুরলী ধরে কনক রচিত।
দেখিতে দেখিতে আঁখি আনন্দে পুরিত(২)॥
(র ৪৪, প্রা ৫৭, লহরী ২৭৮, ক ২০)

পাঠান্তর—ক
(১) টাপনী। (২) পূর্ণিত।

টীকা—
কলধৌত—স্বর্ণ।

(৯৮)

অতি অপরূপ শ্যাম কান্তি চিকনিয়া।
অসিত অম্বুজ কিয়ে নীলমণি জিনিয়া॥
বরণ অরুণ(১) কান্তি গোপাল অংশুমান্।
কজ্জল(২) বরণ তার বস্ত্র পরিধান॥
সুনীল জলদ তার দিঘল নয়ন।
নাটুয়ার ঝোলা অঙ্গে নানা আভরণ॥
উভ করি বাঁধে কেশ চম্পকের দাম।
যার রূপ দেখি মূরছে কত কাম॥
মৃগমদ তিলক কপালে মনোহর।
কুমকুম ভূষিত তার কপাল সুন্দর॥
বাম করে মুরলী ডাহিনে পাঁচনি।
বিনোদ চলনে যায় বিনোদ চাহনি॥
উরপরে দোলে কিবা নব গুঞ্জা মাল।
কণ্ঠ তটে হার চারু মুকুতা প্রবাল॥
হাসি হাসি কথা কহে বড়ই মধুর।
রুণু রুণু বাজে পায় সোনার নূপুর॥
(র ৪৫, প্রা ৫৭, লহরী ২৭৯, ক ২০)

পাঠান্তর—ক
(১) কজ্জল। (২) তরুণ।

(৯৯)

তপত কাঞ্চন জিনি গোপ বসুদাম।
অরুণ বসন পরে গলে ফুলদাম॥
ডাহিনে টালনী বাঁধে লটপট পাগ।
চম্পকের মালা তাহে নানা ফুল রাগ॥
উপরে ছুলিছে ফুল অঙ্গে ফুল জল।
মৃগমদ চন্দনেতে রঞ্জিত কপাল॥
নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক্য রতন।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত শোভে অগুরু চন্দন॥
সুধাময় তনুখানি নাটুয়ার ছাঁদ।
অঙ্গ নিরখিয়ে মুগ্ধ পূর্ণিমার চাঁদ॥
ঘন ঘন মুরলী বাজায় মনোহর।
হাসির হিল্লোল তায় দোলে কলেবর॥
(র ৪৬, প্রা ৫৮, লহরী ২৮০, ক ২০)

টীকা—
লটপট পাগ—মাথার পাগড়ি খুলিয়া যায়।

(১০০)

নীল পদ্ম কান্তি জিনি কিঙ্কিনী গোপাল।
পরিধান পিঙল বসন দেখি ভাল॥
ডাহিনী টালনি ভালে কুটিল কুন্তল।
বেড়িয়া মালতী যাথি যূথি থরে থর॥
গোরোচনা তিলক অলকা পাঁতি কোলে।
রতন কুণ্ডল ছবি ঝলকে কপালে॥
সপত্র কদম ফুল দোলে বাম অংশে।
পক্ক বিম্ব অধরে গাইছে মৃদু বংশে॥
নানা আভরণ অঙ্গে করে টলমল।
উরু পরে দোলে মাল(১) নব গুঞ্জা ফল॥
(র ৪৬, প্রা ২৫৮, লহরী ২৮১, ক ২১)

পাঠান্তর—ক
(১) মালা।

টীকা—
গাইছে মৃদু বংশে—বাঁশীতে ধীরে ধীরে গাহিতেছে।

(১০১)

অতসীসম(১) আভা অর্জ্জুন গোপাল।
পঙ্কজ পলাশ জিনি নয়ন বিশাল॥
ধূসর বরণ বস্ত্র করে পরিধান।
কটিতে কিঙ্কিনী বাজে রুণুঝুনু গান॥
বীণা বেণু আর হাতে কাঁচনি পাঁচনি।
নানা আভরণ অঙ্গে বিনোদ সাজনি॥
অনুক্ষণ করিতেছে নটন বিহার।
নবনীতে অধিক(২) প্রীত যে তাঁহার॥

(র ৪৭, প্রা ৫৮, লহরী ২৮২, ক ২১)

পাঠান্তর—ক

(১) অতসী কুসুম। (২) সমধিক।

(১০২)

দেবদত্ত গোপাল যে দুর্ব্বাদল শ্যাম।
অরুণ বসন পরে অতি অনুপাম॥
রঙ্গিম পাগড়ি পেঁচ উড়িছে পবনে।
নব কিশলয় তার দুলিছে শ্রবণে॥
গলায় দুলিছে হার মুকুতা প্রবাল।
মৃগমদ চন্দন তিলক শোভে ভাল॥
কেয়ুর শোভিত ভুজ সঘনে দোলায়।
রুণু রুণু সঘনে নূপুর বাজে পায়॥
ধড়ায় মুরলী করে কনক পাঁচনি।
বনফুল মালায় ধূসর তনু খানি॥

(র ৪৭, প্রা ৫৮, লহরী ২৮৩, ক ২১)

(১০৩)

সুন্দর ববণ দেখি সুনন্দ গোপাল।
সুন্দর আকৃতি তাঁর গলে বনমাল॥
কনক বরণ ধটি কটির আঁটনি।
দোলয়ে সুন্দর তাহে পাটের থোপনি॥
বিনোদ পাগড়ি মাথে তাহে ফুল আভা।
উড়িছে ভ্রমর তাহে মকরন্দ লোভা॥
সুগন্ধি ছটার ফোঁটা কপালে উজ্জ্বল।
রতন কুণ্ডল দুটী কানে ঝলমল॥
শুদ্ধ সুবর্ণের হার বিচিত্র অলঙ্কার(১)।
গলায় দুলিছে গজ মুকুতার হার॥
অনুক্ষণ গাইছেন মনোহর গীত।
পরম পবিত্র সেই শ্রীকৃষ্ণ চরিত॥
বিনোদ বাঁকুয়া হাতে ধড়ায় মুরলী।
সর্ব্ব অঙ্গে বিভাসিত গোক্ষুরের ধূলি॥

(র ৪৮, প্রা ৫৮, লহরী ২৮৪, ক ২২)

পাঠান্তর—ক

(১) শুদ্ধ সুবর্ণের বিচিত্র অলঙ্কার।

(১০৪)

বরুথপ গোপাল যে অতি মনোহর।
সিন্দুর বরণ অতি স্নিগ্ধ কলেবর॥
ধবল বসন পরে গলে বনমাল।
অরুণ বরণ দুটী নয়ন বিশাল॥
ভুবন মোহন রূপ অপরূপ ছাঁদ।
হেরিতে মিলন কত পূর্ণিমার চাঁদ॥
বিনোদ পাগড়ি প্যাঁচ পিঠে ঝলমল।
ঝিকি ঝিকি(১) করে দুটী শ্রবণে কুণ্ডল॥
হাত দোলাইয়া যায় বাম করে বাঁশী।
আধ আধ বচন কহিছে মৃদু হাসি॥

(র ৪৮, প্রা ৫৮, লহরী ২৮৫, ক ২২)

পাঠান্তর—ক

(১) ঝিকিমিকি।

(১০৫)

নন্দক গোপাল যেন দুর্ব্বাদল শ্যাম।
রাতুল বসন পরে অতি অনুপাম॥
মেদুর মধুর হাসি কোমল প্রকাশে।
সদাই আনন্দ লীলা কৌতুক প্রকাশে॥

বিনোদ চূড়াটী তাহে নাগেশ্বর গাঁথা।
চন্দন তিলক তাহে মৃগমদ লতা ॥
নানা আভরণ অঙ্গে শোভে ফুল আলা(১)।
উরু পর দুলিছে বনজ ফুল মালা ॥
কাঁচনি মুরলী করে কনক পাঁচনি।
চলিতে নূপুর বাজে রুণু রুণু(২) শুনি ॥

(র ৪৮, প্রা ৫৯, লহরী ২৮৬, ক ২২)

পাঠান্তর—ক

(১) নানা আভরণ অঙ্গে ফুলে করে আলা।

(২) রুনুঝুনু।

টীকা—

মেদুর মধুর হাসি—অতিস্নিগ্ধ মধুর হাস্য।

(১০৬)

দেখ দেখ গোবিন্দের সঙ্গে।
অবিরত ধায় কত লাবণ্য বিভঙ্গে ॥
বিশালা বিষয়া দোঁহে সমান বয়েস।
ধূমল ধূসর বর্ণ সুললিত কেশ ॥
নীল রক্ত বর্ণ ধটি কটির আঁটনি।
চলিতে নূপুর বাজে রুনু ঝনু ধ্বনি ॥
দোঁহার মাথায় পাগ দোঁহে নটপটী।
গলায় দোমুতিহার শোভে পরিপাটী ॥
সুবর্ণ পাটের থোপ পিঠে ঝলমল।
ঈষৎ দুলিছে কানে রতন কুণ্ডল ॥
সোনার শিকলি শিঙ্গা শোভে দুই কাঁধে।
দোঁহে এক মেলে যায় নটবর ছান্দে ॥

(র ৫০, প্রা ৫৯, লহরী ২৮৭, ক ২৩)

(১০৭)

উজ্জ্বল সুবাহু গোপাল দুইজন।
লোহিত বরণ নীল পদ্মের বরণ ॥
দোঁহা কটি তটে নীল বিচিত্র বসন।
নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক রতন ॥
সপত্র কদম ফুল দোঁহাকার কানে।
কপোল চুম্বন করে অগিম দোলনে ॥
চাঁচর চিকুরে বেড়ি নব গুঞ্জামালে।
টালনী বিনোদ চূড়া ডাহিন কপালে ॥
গোক্ষুরের ধূলা দোঁহা অঙ্গে বিভূষিত।
অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত ॥
সুবর্ণ চম্পক মালা দোলে উড়ে বায়।
মধুর চলনি মত্ত করিবর ভাণ্ডায় ॥
সংক্ষেপে কহিনু এই ষোড়শ গোপাল।
লক্ষ লক্ষ গোপ আছে বিনোদ রাখাল ॥
জ্ঞানদাসেতে কহে সে দিন কবে হব।
যে দিন রাখাল পদে আশ্রিত হইব ॥

(র ৫২, প্রা ৬০)

টীকা—

জ্ঞানদাস নিম্নলিখিত ষোলজন সখার রূপগুণ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীদাম, সুদাম, স্তোককৃষ্ণ, সুবল, অংশুমান, বসুদাম, কিঙ্কিণী, অর্জ্জুন, দেবদত্ত, সুনন্দ, বরূথপ, নন্দক, বিশালা, বিষয়া, উজ্জ্বল এবং সুবাহু। । ইঁহাদের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২২।৩১ ৩২) স্তোককৃষ্ণ, অংশুমান, শ্রীদাম, সুবল, অর্জ্জুন, বিশালা এবং বরূথপের নাম আছে। দেবদত্তের পরিবর্তে ভাগবতে দেবপ্রস্থের নাম আছে। ভাগবত বর্ণিত বৃষভ এবং ওজস্বিনের নাম জ্ঞানদাস উল্লেখ করেন নাই। শ্রীরূপ কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় বলিয়াছেন যে বিশালা, দেবপ্রস্থ, বরূথপ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বয়সে কিছু ছোট এবং তাঁহাদের ভাব হইতেছে দাস্যমিশ্রিত সখ্য। শ্রীরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখাদের মধ্যে শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশুর নাম করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী গোপালচম্পূতে (পূর্ব্ব, ২১।২৬) বলিয়াছেন যে, "শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দাম, সুদাম, বসুদাম এবং কিঙ্কিণীসংজ্ঞক চারিজন সখাকে শ্রীকৃষ্ণের দেহের বহিঃস্থিত ও প্রকাশমান মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার বলিয়া জানেন।" শ্রীরূপ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত এবং উজ্জ্বলকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা

বলিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার সুবল ও উজ্জ্বল সর্ব্ব-প্রধান। রঘুনাথ দাস গোস্বামী দানকেলিচিন্তামণিতে (৩৫) সুবল, উজ্জ্বল, বসন্ত এবং কোকিলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে জ্ঞানদাস বর্ণিত ষোলটি গোপালের মধ্যে সুনন্দ, নন্দক, বিষয়া এবং সুবাহু এই চারি-জনের কথা গোস্বামীগণ এবং কবিকর্ণপুর কিছু বলেন নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও পদ্মপুরাণেও এই চারিটি নাম পাওয়া যায় না।

কবি কর্ণপুর গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা অর্জ্জুনগোপাল রামানন্দ রায় রূপে, শ্রীদাম অভিরাম রূপে, সুদাম সুন্দর ঠকুররূপে, বসুদাম ধনঞ্জয় পণ্ডিতরূপে, সুবল গৌরীদাস পণ্ডিতরূপে, সুবাহু উদ্ধারণ দত্তরূপে, স্তোককৃষ্ণ পুরুষোত্তমদাসরূপে, দাম নাগর পুরুষোত্তম-রূপে, অর্জ্জুন পরমেশ্বরদাসরূপে, বরূথপ রুদ্রপণ্ডিতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে রামানন্দ রায় এবং রুদ্রপণ্ডিত ছাড়া অন্য সকলেই নিত্যানন্দের সহচর। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস ইঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

প্রেমরসসমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদ প্রধান॥
পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম॥
গৌরীদাসপণ্ডিত পরম ভাগ্যবান।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ॥
বড়গাছিনিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস॥
পুরন্দর পণ্ডিত পরম শান্ত দান্ত।
নিত্যানন্দস্বরূপের বল্লভ একান্ত॥
নিত্যানন্দজীবন পরমেশ্বর দাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥
ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ॥ (চৈঃ ভাঃ ৩.৬)

এইরূপে বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দের ৩৭ জন সহচরের গুণগান করিয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের সময়েও ইঁহারা কৃষ্ণ-লীলায় কে কি ছিলেন তাহা নির্ণীত হয় নাই—

ভাগবতরূপে জন্ম হইল সভার।
কৃষ্ণ সে জানেন, যার অংশে জন্ম যার॥
(চৈঃ ভাঃ ১।২)

(১০৮)

দিনমণি বল্লভ, দুহু কর পল্লব,
সুবলিত আঙ্গুলী সুছাঁদ।
অমৃত অঙ্গুলী মাঝে, রতন অঙ্গুরী সাজে,
মুখের লাবণী সত্যো চাঁদ॥
সরুয়া সুন্দর কটি, মেঘবরণ ধটি,
অঞ্চল চঞ্চল পদ আগে।
কনয়া কিঙ্কিণী জাল, ঝুনু রুনু বাজে ভাল,
অঙ্গদ ভূষিত ধৌতরাগে॥
রাতা উৎপল জিনি, শ্রীরাঙ্গা চরণখানি,
রতন মঞ্জীর বাম পায়।
বলরাম বড় রঙ্গে, বাম করে ধরি শিঙ্গে,
রোহি রোহি গভীর বাজায়॥
যার গুণ শ্রুতিমাত্র, পুলকে পুরয়ে গাত্র,
তার রূপ কে কহিতে পারে।
জ্ঞানদাসেতে ভণে, এতেক রাখাল সনে,
বিহরয়ে যমুনার তীরে॥
(র ৫০, প্রা ৫৯, লহরী ২৮৮, ক ২৩)

টীকা—

দিনমণি বল্লভ—সূর্য্যের প্রিয় (কমল)

এতেক রাখাল সনে—পূর্ব্বের ১৪টি পদে ষোলটি গোপালের বর্ণনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান পদে বর্ণিত সখারা বলরামের সঙ্গে যমুনার তীরে বিহার করেন।

(১০৯)

পহিরণ নীলাম্বর ধবল বরণ।
করে ধরি শিঙ্গা মত্ত গজেন্দ্র গমন॥

পদ দুই চলে পুন চলিতে না পারে।
স্থির হইতে নারে ঢলি ঢলি পড়ে॥
পড়িয়া আপনি কহে আপনি অস্থির।
বারুণী বলিয়ে পিয়ে যমুনার নীর॥
বারুণী বারুণী বলি সখাগণে চায়।
ক্ষণে ক্ষণে ধরণী পড়িয়া গড়ি যায়॥
অরুণ নয়ণ করি অধর কাঁপায়।
ভয় মানি কেহ তার নিকটে না যায়॥
আপনার ছায়া দেখি তারে কহে কথা।
আপনে কহে বাত আপনে নাড়ে মাথা(১)॥
ক্ষেণে হাসে ক্ষেণে কাঁদে বিবিধ বিকার।
বালকের সঙ্গে ক্ষণে করেন বিহার॥
কেহ গায় কেহ কয় কেহ তাল ধরে।
আনন্দে নাচয়ে ব্রজ বালক ভিতরে॥
একুই কুণ্ডল মাত্র বাম কানে দোলে।
একুই নূপুর বাম চরণকমলে॥
ধরণী লোটায় নীল ধড়ার অঞ্চলে।
বিগলিত হইয়াছে বেণীর কুন্তলে॥
ক্ষণে তরুতলে বসি দোলায় শরীর।
টলমল করে ক্ষিতি ভারে নহে স্থির॥
দেখিয়া বালকগণ ক্ষণে ক্ষণে হাসে।
ক্ষণে ক্ষণে ভজে ক্ষণে পিরীতি সম্ভাষে॥
নির্ম্মল ধরাতল দেখিতে সুছাঁদ।
দিবসে উদয় যেন পূর্ণিমার চাঁদ॥
কৃষ্ণ ক্রীড়া রসে দিগবিদিগ নাহি(২) মানে।
আনন্দে বলাইর গুণ জ্ঞানদাস ভণে॥

(প্রা ৫৯, লহরী ২৮৯, ক ২৩)

পাঠান্তর—ক

(১) আপনি কহিয়া কথা নিজ নাড়ে মাথা।
(২) না।

(১১০)

হিয়ায় কণ্টক দাগ, বয়ানে বন্ধন লাগ,
মলিন হইয়াছে মুখশশী।
আমা সভা তেয়াগিয়া, কোন বনে ছিলা গিয়া,
তোমা ভিন্ন সব শূন্য বাসি॥
নবঘন শ্যাম তনু, ঝামর হইয়াছে জনু,
পাষাণ বেজেছে রাঙ্গা পায়।
বনে আসিবার কালে, হাতে হাতে সঁপি দিলে,
ঘরকে(১) গেলে কি বলিব মায়॥
খেলাব বলিয়া বনে, আইলাম তোমা সনে,
সবে মিলি বসিয়া(২) তরু ছায়।
বনে বনে উকটিয়া, তোর লাগি না পাইয়া,
আমা সভা প্রাণ ফাটি যায়॥
জ্ঞানদাস কহে বাণী, শুন ভাই নীলমণি,
এ কোন চরিত তোর বল।
আমাদের ফেলে বনে, যাও তুমি অন্য স্থানে,
তুমি মোদের এক যে সম্বল॥

(তরু ১৩১৬, র ৩৭, প্রা ৬৩, ল ১৯৯, ক ৩০)

পাঠান্তর—ক

(১) ঘরে। (২) বসি।

'তরু'তে ভণিতাযুক্ত শেষ কলিটি নাই; উহা প্রাচীন কবির 'গ্রন্থাবলী'তে এবং বৈষ্ণবপদ-লহরীতে আছে।

টীকা—

গোষ্ঠে সখাদের রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধাকুণ্ডে শ্রীরাধার সহিত বিলাস করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার দেহে বিলাসচিহ্ন সমূহ দেখিয়া সরলমতি গোপবালকেরা ভাবিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের বুঝি গোচারণের ক্লেশে বুকে কাঁটার দাগ লাগিয়াছে, মুখে যেন কি দিয়া বাঁধিবার ছাপ লাগিয়াছে, আর মুখখানি মলিন হইয়াছে।

উকটিয়া—খুঁজিয়া।

(১১১)

গোপাল আন যায়া নন্দ গোপাল আন যায়া।
এই দেখ গেছে বাছা বাধা পাসরিয়া ॥
কখন গিয়াছে গোপাল আমি নাহি জানি।
মাথায় বান্ধিয়া ফেটা দিল যে রোহিণী ॥
বিহানে উঠিয়া দধি মথিলাম আপনি।
বিসরিয়া বাছামুখে না দিলাম নবনী ॥
এই দেখ পয়োধর স্ফুরে ঘনে ঘন।
যশোদা মায়ের প্রাণ করে ছন ছন ॥
উঠেরে রবির রথ বিষ জানাইয়া।
মঞ্জুরিত লতা সবা গেছে শুখাইয়া ॥
জ্ঞানদাসেতে বল শুন (ন)ন্দরানী।
এখনি আসিব ঘরে তোমার নীলমণি ॥

(ক, বি, ৩৩৯, পত্র ১৩)

টীকা—

মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের জন্য আকুল হইয়া বলিতেছেন যে গোপাল 'বাধা পাসরিয়া' অর্থাৎ খড়ম লইতে ভুলিয়া গোষ্ঠে গিয়াছে; তাহাকে শীঘ্র আন।

ফেটা—পাগড়ি।

পয়োধর স্ফুরে—সন্তানস্নেহে পয়োধর স্ফুরিত হইতেছে।

উঠেরে রবির রথ বিষ জানাইয়া—সূর্য্যের রথ অগ্রসর হইতেছে, বেলা বাড়িতেছে, রৌদ্র প্রখর বলিয়া মনে হইতেছে যেন বিষ জানাইতেছে।

উত্তর গোষ্ঠ

(১১২)

যমুনা তীরে, ধীরে চলু মাধব,
মন্দ মধুর বেণু বায়।
ইন্দু বরণ, ব্রজবধূ কামিনী,
শয়ন তেজিয়া বনে ধায় ॥
অসিত অম্বর, অসিত সরসীরুহ
অতসি কুসুম হিমকর।
ইন্দ্র নীলমণি, উদরে মরকত,
শিখি চূড়া অহিবর ॥
গোধূলি ধূসর বিশাল বক্ষস্থল
গো ছাঁদ রজ্জু করে।
দেখি অপরূপ রূপ মনোহর,
জ্ঞানদাসের জ্ঞান হবে ॥

(র ৩৪, প্রা ৬৩)

টীকা—

গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমনসময়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপ।

ইন্দুবরণ ব্রজবধূ কামিনী—চাঁদবরণী ব্রজগোপীরা।

অসিত অম্বর—কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্র।

অসিত সবসীরুহ—নীলপদ্ম।

শিখি চূড়া অহিবর—মাথায় ময়ূরের চূড়া, আর কেশগুলি যেন সর্প। সাপ ও ময়ুব তাহাদের শক্রতা ভুলিয়া একত্রে রহিয়াছে।

(১১৩)

ধেনু সনে আওত নন্দদুলাল।
গোধূলি ধূসর, শ্যাম কলেবর,
আজানুলম্বিত বনমাল ॥
ঘন ঘন শিঙ্গা বেণুরব শুনইতে,
ব্রজবাসীগণ ধায়।
মঙ্গল থারি, দীপ করে বধূগণ,
মন্দির দ্বারে দাঁড়ায় ॥
পীতাম্বর ধর, মুখ জিনি বিধুবর
নবমঞ্জরী অবতংস।

চূড়া ময়ূর, শিখণ্ডক মণ্ডিত,
বায়ই মোহন বংশ॥
ব্রজবাসীগণ, বাল বৃদ্ধ জন,
অনমিখে মুখশশী হেরি।
ভুলিল চকোর, চাঁদ জনু পাওল
মন্দিরে নাচয়ে ফেরি॥
গো গণ সবহুঁ গোঠে পরবেশল,
মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পন্থে, যশোমতী আও,
জ্ঞান ভাণত রসাল॥

(র ৩৮, প্রা ৬৪, ল ১৯৯)

টীকা—

নব মঞ্জরী অবতংস—নূতন মঞ্জরী দিয়া কর্ণভূষণ রচনা করিয়াছেন।

বায়ই—বাজায়।

(১১৪)

দুহুঁ রাণী দুহুঁ করু কোরে।
ছরম ভরম করু দূরে॥
আচরে বদন মোছাই।
মাখন দেওত জোগাই॥
খাওত সখাগণ সঙ্গ।
অতিশয় সো সুখ রঙ্গ॥
কি কহব ভুবন সুখ ভোর।
জ্ঞানদাস তহি ভৈগও তোর॥

(প্রা ৬৪)

টীকা—

ছরম ভরম করু দূরে—যশোদা ও রোহিণী, কৃষ্ণ ও বলরামকে কোলে করিয়া পুত্রদের যে শ্রমরূপ ভ্রম হইয়াছিল তাহা দূর করিলেন।

৬। শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ

(১১৫)

অপরূপ গোরাচান্দে।
বিভোর হইয়া রাধার প্রেমে
তার গুণ কহি কান্দে॥
নয়নে গলয়ে প্রেমের ধারা
পুলকে পূরল অঙ্গ।
খেনে গরজয়ে খেনে সে কাঁপয়ে
উথলে ভাব-তরঙ্গ॥
পারিষদ গণে কহয়ে যতনে
রাধার প্রেমের কথা।
জ্ঞানদাস কহে গৌরাঙ্গ নাগর
যে লাগি আইলা এথা॥

(তরু ১১০১, র ২৬১, ক ৯)

টীকা—

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণভাবে রাধার প্রেমে বিভোর হইয়া তাঁহার গুণের কথা নিজে বলিতেছেন এবং সহচরদের মুখে শুনিতেছেন।

(১১৬)

সখি মুখে শুনি শ্যামনাম মুরলী এক মুরতিক
হিয়া মাহ হোয়ল আশ।
কাতর অন্তরে প্রিয়সখী মুখ হেরি
গদ গদ কহতহি ভাষ॥
(সজনি কি কহব কহন না যায়।
অপরূপ শ্যাম নাম দুই আখর
তিলে তিলে আরতি বাঢ়ায়॥
মুনি-মন-মোহন মুরলী খুরলী শুনি
ধৈরজ ধরন না যাতি।

মনোরম গুণগণ গুণিজন গানে শুনি
চিত রহল তঁহি মাতি ॥
বিদগধ সুন্দর কহত দূতীবর
ভট্ট কীরিতি যশ গায় ॥
শুনি শুনি উনমত চিতে ভেল মনমথ
চপল জীবন দোলায় ॥
শিখণ্ড শেখর শ্যাম রূপে গুণে অনুপাম
স্বপনে দেখিলুঁ যুবরায় ॥
ফলকে তাঁহারি রূপ মদন মোহন ভূপ
বলে উঠি ধরিবারে ধায় ॥
ধেনুক বধের দিনে সকল সখার সনে
দিঠিতে পড়িলাম আমি তার।
আপনা ভুলিয়া গেলুঁ লাজ ভয় হারাইলুঁ
জ্ঞানদাস কম্প অনিবার ॥)

(মাধুরী ১৯৩)

বন্ধনীর ভিতরের অংশ পরের পদের সহিত অভিন্ন।

টীকা—

মুরলী খুরলী শুনি—মুরলীর অভ্যাস বা আলাপ শুনিয়া।

(১১৭)

নামে, মুরলীরবে গুণী গানে স্বপনেহুঁ
চিত্রে দরশে প্রতিআশ।
কাতর অন্তরে সখী-মুখ চাহি ধনী
কহতহি গদ গদ ভাষ ॥
সখি কি কহব কহন না যায়।
অপরূপ শ্যাম নাম দুই আঁখর
তিলে তিলে আরতি বাঢ়ায়।
মুনি-মন মোহন মুরলী খুরলি শুনি
ধৈরয ধরণ না যাতি।
মনোরম গুণগণ গুণীজন-গানে শুনি
চিত রহল তঁহি মাতি ॥
বিদগধ সুন্দর কহত দূতী মোহে
ভট্ট কীরিতি যশ গায়।
শুনি শুনি উনমত চিতে ভেল মনমথ
এ চপল জীবন দোলায় ॥
শিখণ্ড-শেখর শ্যাম রূপে গুণে অনুপাম
স্বপনে দেখিলুঁ যুবরায়।
ফলকে তাহারি রূপ মদন-মোহন ভূপ
বলে উঠি ধরিবারে ধায় ॥
ধেনুক বধের দিনে সকল সখাব সনে
দিঠিতে পড়িলুঁ আমি তার।
আপনা ভুলিয়া গেলুঁ লাজ-ভয় হারাইলুঁ
জ্ঞানদাস কম্পে অনিবার ॥

(ক ৪৭)

টীকা—

তাহার নাম শুনিয়া, মুরলীধ্বনি শুনিয়া, গুণিজনের মুখে তাহার গুণগান শুনিয়া এবং স্বপ্নে ও চিত্রে তাহাকে দেখিয়া প্রত্যাশা জাগিল। তাই কাতর-হৃদয়ে সখীর মুখের দিকে চাহিয়া সুন্দরী গদগদ স্বরে বলিলেন—সখি। কি বলিব, বলা যায় না। শ্যামের নাম অপূর্ব্ব, সেই নামের দুই অক্ষর প্রতিক্ষণে আমার মনের উৎকণ্ঠা বাড়াইতেছে। তাঁহার মুরলীর আলাপ এমন যে মুনিদেরও মন মোহিত হয়—কাজেই আমি তাহা শুনিয়া আর ধৈর্য্য ধরিয়া ঘরে থাকিতে পারি না। গুণীব্যক্তিদের গানে তাঁহার চিত্তাকর্ষক গুণরাশির কথা শুনিয়া তাহাতেই চিত্ত মত্ত হইয়া রহিল। এদিকে আবার দূতী বলিতেছে এবং ভাটেরা তাঁহার যশ-কীর্ত্তি গান করিতেছে যে তিনি রসিক এবং সুন্দর। এই কথা শুনিয়া শুনিয়া আমার হৃদয়ে কাম উন্মত্ত হইয়া উঠিল; আমার এ চপল জীবনকে যেন দোলাইতেছে। আবার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ-ধারী রূপে গুণে অতুলনীয় শ্যামযুবরাজকে স্বপ্নে দেখিলাম। চিত্রে অঙ্কিত তাহার সেই মদনমোহন রাজরূপ যেন সজোরে

আমাকে ধরিতে আসিতেছে। যেদিন তিনি ধেনুক বধ করেন সেইদিন তিনি সকল সখার সঙ্গে যাইতেছিলেন এমন সময় তাঁহার দৃষ্টিপথে আমি পড়িলাম। তখন নিজেকে ভুলিয়া গেলাম ; লজ্জা এবং ভয়ও আমার হারাইয়া গেল। শ্রীরাধার অবস্থা দেখিয়া জ্ঞানদাস 'ভয়ে' কাঁপিতে লাগিলেন (পাছে রাধাকে দেখিয়া লোকে কলঙ্ক রটনা করে)—সে কাঁপুনি আর থামে না (অনিবার)।

শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণির শৃঙ্গার ভেদ প্রকরণে পূর্ব্বরাগ বিচারের সময় বলিয়াছেন যে দর্শন শ্রবনাদি দ্বারা পূর্ব্বরাগের উৎপত্তি হয়। দর্শন তিন প্রকারের—সাক্ষাৎ, চিত্রপটে এবং স্বপ্নে। শ্রবণ দূতী, সখী এবং বন্দীজনের মুখ হইতে হয়। জ্ঞানদাস শ্রীরূপের এই বিচারধারার সহিত পরিচিত ছিলেন। একটি পদেই তিনি এই ছয় প্রকারে জাত পূর্ব্বরাগের বর্ণনা করিয়াছেন।

ধেনুকাসুর বধ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৫।১) বর্ণিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণ পৌগণ্ড বয়সে (পাঁচ বৎসরের পর দশম বর্ষ পর্যন্ত) সখাদের সহিত গোচারণ করিতেন। একদিন বলরাম গোচারণকালে গর্দ্দভরূপধারী এবং নরমাংসভোজী ধেনুকাসুরকে বধ করিয়া তাহার রক্ষিত তালবন হইতে তাল পাড়িয়া সখাদিগকে খাওয়াইলেন।

(১১৮)

যমুনা যাইঞা, শ্যামেরে দেখিঞা,
ঘরে আল্য(১) বিনোদিনী,
বিরলে বসিঞা, কান্দিঞা কান্দিঞা,
ধেয়য়ে শ্যামরূপ খানি ॥
হেন বেলে তথা, আইল ললিতা,
রাধা দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া, বেথিত হইয়া
তুলিয়া লইল কোরে ॥
নিজবাস দিয়া, মুখানি মুছিয়া
প্রবোধ করিছে সখি।
আজু কেন হেন হঞাছে এমন,
বলনা কি হেতু দেখি(২) ॥
বাম করপর(৩) ধরিয়ে কপোল,
মহা যোগিনীর পারা।
ও ছুটি নয়ন, ঝরল সঘন,
শ্রাবণ মেঘের(৪) ধারা ॥
সখি ঠেকিলা শ্যাম-পিরিতি ফান্দে।
স্থির নহে মন, চমকে সঘন,
ধৈরয নাহিক বান্ধে(৫)।
আজনম সুখে, হাসি বিনা মুখে,
কভু না দেখিয়ে আন।
জ্ঞানদাস কয়, বাজেছে হৃদয়,
শ্যামের প্রেমের বাণ(৬) ॥

(ব ২৬ পত্র ১, সংকীর্ত্তনামৃত ১৮৯)

পাঠান্তর—সং

(১) আসি। (২) কি হেতু ইহার শুনি। (৩) করমূল। (৪) শায়ন মাসের। (৫) এ চির চিকুর, কিছু না সম্বর, ভাবে হল্যো আগআন। (৬) জ্ঞানদাস বলে, মরমে বিন্ধিলে, কালার নয়ন বান।

টীকা—

বাম করপর ধরিয়ে কপোল মহাযোগিণীর পারা ইত্যাদি—শ্রীরাধা গালে বাঁ হাত রাখিয়া যোগিণীর মতন যেন ধ্যানে বসিয়াছেন।

তুলনীয়—চণ্ডীদাসের "বিরতি আহারে, রাঙ্গাবাস পরে, যেমত যোগিণী পারা" (তরু ৩০)।

(১১৯)

নিতি নিতি যায় রাই যমুনা সিনানে।
না দেখি না শুনি তার পদ কোন দিনে ॥
এবে দিনা দুই তিন দেখিয়া আন ছান্দে।
ডাকিলে সমতি না দেয় আঁখি মুদি কান্দে ॥
সই বড় পরমাদ হইল।
না জানি কি দেব দানবে তারে পাইল ॥ ধ্রু ॥

খণে ধনি চমকয়ে খণে উঠে কাঁপ।
করে পরশন নহে এত অঙ্গ তাপ ॥
মনের যুগতি কেহো লখিতে না পারে।
মৃগমদ লেপই কাঞ্চন কলেবরে ॥
সবে এক দেখিয়া করিয়া পরতীত।
কালানাম শুনিয়ে থকিত হয়ে চিত ॥
কালা কালা বরণ দেখিয়া ভালবাসে।
জ্ঞানদাস বলে কানুর ভাব আছে ॥

(র ৫, প্রা ৬৮, ল ২০২, ক৪২, কী ২৫৩)

টীকা—

আন ছান্দে—অন্য রকম দেখিতেছি।

সমতি না দেয়—উত্তর দেয় না।

করে পরশন নহে—হাত দিয়া ছোঁয়া যায় না এত দেহের উত্তাপ।

মৃগমদ লেপই—তাহার সোনার বরণ দেহে আবার লেপন করে কেন? (কস্তুরী কাল রংয়ের বলিয়া কৃষ্ণ-সাদৃশ্য)।

থকিত—স্থগিত।

'না জানি কি দেব দানবে তারে পাইল'—তুলনীয়—চণ্ডীদাস (২ পৃঃ)

ওঝা বেঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভুতা।

(১২০)

মরমে লাগিল, শ্যামের পিরিতি,
পাসরিতে নার সখি।
কেমনে পাসরি, উপায় কি করি,
বলনা কি হেতু দেখি ॥
সখি কি রঙ্গ করিছ গো।
গৃহপতি কাজ, বাড়াইতে লাজ,
ভজিব নন্দের পো ॥
যো হোউ সো হোউ, জাতিকুল যাউ,
ছাড়িতে নারিব তারে।
চলসঙ্গে মেলি, শ্যাম শ্যাম বলি,
রহিতে না পারি ঘরে ॥
জ্ঞানদাস কয়, মন অত নয়,
শ্যামের পিরিতি সার।
লয়্যা কুলশীল, যে জন রহিবে,
আমি না রহিব আর ॥

(ব ২৬, পত্র ১)

টীকা—

কেমনে পাসরি—কেমন করিয়া ভুলিব বলিয়া দাও।

বল না কি হেতু দেখি—তাহাকে ভুলিবার চেষ্টা করা সত্বেও মানসচক্ষুতে কি জন্য দেখি বল।

গৃহপতি কাজ, বাড়াইতে লাজ—সে আমার ঘরেরই পতি, হৃদয়ের কেহ নহে, সুতরাং তার ঘরের কাজ করাটা আমি লজ্জাজনক মনে করি।

লয়্যা কুলশীল যে জন রহিবে ইত্যাদি—কুল এবং শীল বজায় রাখিবার জন্য যে ঘরে থাকিতে চায় থাকুক, আমি কিন্তু কিছুতেই আর ঘরে থাকিব না।

(১২১)

চঞ্চল মন স্থকিত নয়ান
আবেশে অঙ্গ এল্যালি।
ঘরের বাহির তিলে শতবার
কোন বা দেবা পায়লি ॥
জটিলা শুনিতে অবে পরমাদ
আমাদিগে বুঝি বহালি।
রাজ নন্দিনী কুলের কামিনী
সবকুল বুঝি মজালি ॥
ই কি বিপরীত চিত চমকিত
লোকজন সব হাসালি।
এই পথে নিতি করে আনাগোনা
আজি গুরুজনা (বুঝি) জানালি ॥
গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
তোরে বলে. রাজ দুলালি।
রাতা উৎপল নয়ান যুগল
কেন্দে কেন্দে আঁখি ফুলালি ॥

একে কুলবালা সহজে অবলা
এতদূরে কেন আইলি।
এই রাজপথে কেহ নাই সাথে
কলঙ্কিনী নাম ধরালি॥
বন্ধু গেল চলে ডাণ্ডায়্যা কেনে
চাতকিনী পারা রহলি।
জ্ঞানদাসে ভণে নিবেদি চরণে
শুন বৃষভানু দুলালি॥

(*ক, বি, ৩৩৯ পত্র ৩)

টীকা—

এই পদটির প্রতি চরণের শেষ শব্দটির প্রয়োগ নূতন ধরণের।

চঞ্চল মন ইত্যাদি—শ্রীরাধার মন চঞ্চল হইয়াছে অথচ নয়ন নিশ্চল হইয়া যেন শ্রীকৃষ্ণের রূপ ধ্যান করিতেছে।

আবেশে অঙ্গ এল্যালি—ভাবাবেশে অঙ্গ যেন আউলিয়া পড়িতেছে।

কোন বা দেবা পায়লি—কোন দেবতা বুঝি উহাকে স্কন্ধে ভর করিয়াছে।

তুলনীয় চণ্ডীদাস (২ পৃঃ)

'ওঝা বেঝা আন গিয়া পাইয়াছে ভুতা।'

বহানি—এই শব্দের প্রয়োগ পদাবলী সাহিত্যের অন্যত্র নাই। মানে বোধ হয়—'বকানি' আমাদিগকে জটিলা বকিবে।

সতীকুল বুঝি মজালি—বোধহয় তুমি কুল মজাইলে।

লোক জন সব হাসালি—লোক হাসাইলে তুমি।

গুরুজন বুঝি জানালি—আজ বোধহয় গুরুজনে জানিতে পারিয়াছেন।

ডাণ্ডায়্যা কেনে- কেন চাতকিনীর মত দাঁড়াইয়া রহিলে?

(১২২)

কুঞ্জ মন্দির মাহা,(১) বৈঠলি সুন্দরী
দিনকর দু'পহর(২) ঠানে।
যব হাম পুছলু পিরীতি সম্ভাষণ
প্রেমজল ভরল নয়ানে॥
মাধব! তুয় অনুরাগিণী রাধা।
তুয়া পরসঙ্গে, অঙ্গ সব পুলকিত,
না মানয়ে গুরুজন-বাধা॥
ভাবে ভরল তনু, পুন পুন কাঁপই,
পুন পুন শ্যামর(৩) গোরী।
পুন পুছত পুন, দিগ নেহারত,
ভূমে শুতই পুন(৪) বেরি॥
কুয়ল কবরী, উরহি লোটায়ত(৫),
কোরে করত তুয় ভানে।
জ্ঞানদাস কহে, তুহু ভালে সমুঝত,
সমুচিত করহ বিধানে॥

(অ ১৪৭, তরু ১৫৩, কী ৯৫, ক্ষণদা ২৩।৪, গী ১৬৬)

পাঠান্তর—ক্ষণদা

(১) নিজঘর মাঝহিঁ। (২) দুপুর। (৩) শ্যামরী। (৪) কত (৫) লোটায়ল। (৬) কোন করব পরমাণে, কোন করবহ আনে—কী।

টীকা—

দিনকর দুপহর ঠানে—সূর্য্য যখন দ্বিপ্রহর নির্দ্দেশ করে।

প্রেমজল ভরল নয়ানে—চক্ষু প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হইল।

অঙ্গসব পুলকিত না মানয়ে গুরুজন বাধা—তোমার প্রসঙ্গ উঠিলেই তাহার দেহে পুলক সঞ্চার হয়, গুরুজন সামনে আছে বলিয়াও কোনরূপ বাধা মানে না।

পুনপুন শ্যামর গৌরী—গৌরবর্ণা বারবার ভাবের আবেগে যেন নীলবর্ণ (শ্যামর) হইয়া যায়।

কোরে করত তুয় ভানে—কবরীর বন্ধন খুলিয়া গেলে, উহা যখন বুকের উপর লোটাইতে থাকে, তখন সে বর্ণসাদৃশ্য হেতু কবরীকেই শ্যাম মনে করিয়া আলিঙ্গন করে।

(১২৩)

রাই! এমন কেনে বা হইলা।
কিরূপ দেখিয়া আইলা॥
মরম কহ না মোর।
বিয়াধি ঘুচাও তোর॥

না পারি বুঝিতে রীত।
সব দেখি বিপরীত ॥
সোনার বরণ তনু।
কাজর ভৈ গেল জনু ॥
নয়ানে বহয়ে ধারা।
কহিতে বচন হারা ॥
জ্ঞানদাস মনে জাপ।
কহিলে ঘুচিবে তাপ ॥
(তরু ১১৯,১৩৭; গীতচন্দ্রোদয় ১৫০ পৃঃ, র ৩; প্রা ৬৫, ল ২০১, ক ৪৫)

টীকা—

কহিতে বচন হারা—কথা বলিতে বলিতে কথার খেই হারাইয়া যায়। জ্ঞানদাস মনে জাপ—জ্ঞানদাস মনে মনে জপ বা আলোচনা করিতেছেন।

কহিলে ঘুচিবে তাপ—মর্ম্মের কথা যদি সখীজনকে বল তাহা হইলে মনের তাপ ঘুচিবে।

(১২৪)

চলিতে না পার রসের ভরে।
আলস নয়ন(১) অলপ ঝরে ॥
ঘন ঘন তুমি বাহির যাও।
আন ছলে কত কথা বুঝাও ॥
না জানি কি আর(২) অন্তর সুখে।
আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে(৩) মুখে ॥ ধ্রু ॥
মরম(৪) পিরিতি বেকত অঙ্গে।
তিলেক শোয়াস্ত না দেয় অনঙ্গে ॥
কালবদন(৫) দেখি চমকি চাও।
ভাবেতে আকুল(৬) ওর না পাও ॥
কপোলে পুলক বেকত দেখি।
প্রেম কলেবর সতত(৭) সাখি ॥
জ্ঞানদাস অনুভাবিয়া(৮) গায়।
রসের বেভার লুকা না যায় ॥
(তরু ৬৭৩, কী ২৫৯, র ৪, প্রা ৬৫, ল ২০১, ক ১৬৭)

পাঠান্তর—তরু।

(১) নয়ান। (২) কিবা। (৩) ঝলক। (৪) মরমে। (৫) বরণ। (৬) বেয়াকুল। (৭) ততহি। (৮) রস ভাবিয়া।

টীকা—

আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে—আঁচলে সোনা বাঁধা থাকিলে মুখের দীপ্তি দেখিলেই বুঝা যায়।

ওর না পাও—সীমা পাও না।

সতত সাখি—সব সময়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

(১২৫)

বরিহা চন্দ্র চিকুরে নব মালতি
মল্লিকা মধুকরবৃন্দে।
কত কত বিবিধ কুসুম পরিপাটিত
রাজিত কলিকা কুন্দে ॥
সজনি সুন্দর শ্যাম কিশোর।
অরুণায়ত আঁখি লহু অবলোকনে
হিয়া জুড়ায়ল মোর ॥
চন্দন চান্দ ভালে ভালি রঞ্জিত
তরুণী-নয়ান-পরাণ।
কুঞ্চিত অধরে মন্দ মৃদু বাজত
মুরলী মধুরিম তান ॥
শ্রুতি মণি-কুণ্ডল কিরণ মনোহর
মণি-ভূখণ প্রতি অঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহ চিত থির না রহ
হেরইতে তনু তিরিভঙ্গে ॥
(ক ৬১)

টীকা—

বরিহ চন্দ্র—কৃষ্ণের চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, তাহাতে চন্দ্র অঙ্কিত থাকে।

রাজিত কলিকা কুন্দে—তাঁহার কেশে কুন্দের কলি শোভা পাইতেছে।

তরুণী-নয়ান-পরাণ—তরুণীদের যেন তিনি নয়ন ও প্রাণ-স্বরূপ।

(১২৬)

সজনি(১) রহিতে নারিনু ঘরে।
না দেখি না শুনি, এমন দেবতা
যুবতী দেখিয়া ভুলে ॥ ধ্রু ॥
নিশির স্বপনে চান্দ উপরাগে
হেরয়ে(২) মন্দিরে বসি।
হেনই সময়ে সে বন(৩)দেবতা
মোরে গরাসিল আসি ॥
গরাসি তরাসে আকুল হইয়া
মুরছি পড়িনু ভূমে।
তোর নাম ধরি কতেক(৪) ডাকিনু
শুনিয়া না শুনলি কানে ॥
আমার বিতথা সে যে দেবতা(৫)
হাসিয়া ভুলিল রঙ্গে(৬)।
চন্দন বসন সব অভরণ
স্বপনে দিয়াছি অঙ্গে(৭) ॥
এ বোল শুনিয়া ননদী ঠমকী
বেড়ায় আইখের ঠারে।
জ্ঞানদাস কহে আমরা থাকিতে
কিবা পরমাদ তোরে (৮) ॥
(গী ২৬৩, তরু ৭১৪, কী ৬০ র ৮৬, ক ১৬৩)

মন্তব্য—

এই পদটিতে যদি কী প্রদত্ত "জ্ঞানদাস কহে ননদ শুনাতে" পাঠ থাকে তাহা হইলে রসোদ্গার পর্য্যায়ে যাইবে। কিন্তু গীতচন্দ্রোদয়ে ঐ স্থানে আছে 'জ্ঞানদাস কহে আমরা থাকিতে"। নরহরি চক্রবর্ত্তী এটি পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ে স্বপ্ন সম্ভোগের মধ্যে দিয়াছেন।

পাঠান্তর—

(১) ননদি গো-তরু। (২) হেরিয়ে—গী, তরু। (৩) নব—গী। (৪) কত না—গী, তরু। (৫) সে নব দেবতা গী; সে বন দেবতা—তরু। (৬) শুনি চমকয়ে চিতে—তরু। (৭) এ বোল শুনিয়া ননদী চমকি। ভ্রময়ে বুলয়ে ভিতে—তরু। চন্দন বসন প্রভৃতি অংশ তরুতে নাই। গী এবং কীতে আছে। (৮)

শাশুড়ী ননদী ঘরে মোর বাদী কি জানি কি হৈল মোরে।
জ্ঞানদাস কহে আমরা থাকিতে কি বা পরমাদ তোরে ॥—গী
গোকুল পতির মতি ভুলাইলা ঈষৎ আঁখির ঠারে।
জ্ঞানদাস কহে ননদী ভুলাইতে কিবা পরমাদ তারে ॥
—তরু।

টীকা—

সখি! আর ঘরে থাকিতে পারিলাম না। এমন এক অভূতপূর্ব্ব দেবতায় আমাকে পাইয়াছে যে যুবতী দেখিয়া নিজেই ভুলে। আমি স্বপ্নঘোরে ঘরে বসিয়া চাঁদের গ্রহণ দেখিতেছিলাম (চাঁদকে রাহু গ্রাস করিল)। এমন সময়ে সেই বনদেবতা আসিয়া আমাকে গ্রাস করিল। তাঁহার গ্রাসে বা আক্রমণে ভীত হইয়া আমি আকুল হইয়া মাটিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তারপর তোমার নাম ধরিয়া কত ডাকিলাম, তুমি শুনিয়াও শুনিলে না। এদিকে আমার এই অবস্থা (বিতথা), ওদিকে সেই দেবতা হাসিয়া রঙ্গ করিতে লাগিলেন। আমি স্বপ্নঘোরেই চন্দন মাখিয়াছি, তাহার বস্ত্র ও অলঙ্কার গায়ে পরিয়াছি। (রাত্রে বিলাসকালে শ্রীকৃষ্ণের দেহের চন্দন রাধার গায়ে লাগিয়াছে, এবং বেশভূষা বদল হইয়া গিয়াছে—তাই ঢাকিবার জন্য রাধার এই স্বপ্ন কাহিনী)। এই কথা শুনিয়া রাধার ননদিনী আঁখির ঠারে সব দেখিয়া ঠমকি ঠমকি বেড়াইতে লাগিল। জ্ঞানদাস বলেন আমরা থাকিতে তোমার বিপদ আসিবে কোথা হইতে?

(১২৭)

হাসি রহল করে বদন(১) ঝাঁপাই।
মধুর সম্ভাষণ মধুরিম চাই(২) ॥
আনদিন শ্রবণে না দেই(৩) পরথাব।
আজু আপনে ধনী কাহিনী শুধাব ॥
শুন শুন মাধব! উলসিত অঙ্গ।
কমলিনী কয়ল ভুয়া পরসঙ্গ ॥ ধ্রু ॥

শুনইতে তৈখণে যো করু চিত(৪)।
কাহে কহবু কে যাবে পরতীত ॥(৫)
এতদিনে জানলু সিধি ভেল কাজ।
দূরে গেল দুঃসহ(৬) দ্বিগুণ মঝু লাজ ॥
লোচনলোর লুকায়লি(৭) গোরী।
পুলক প্রচুর কয়লি(৮) ধনী চোরি ॥
শুভ ভেল অশুভ গেল সব(৯) দূর।
জ্ঞানদাস কহ মনোরথ পূর ॥

(কী ১৪৫, গী ৪০০, র ২৪, ক ৩৮)

পাঠান্তর— কী

(১) বয়ান। (২) মধুর সম্ভাষি মধুরিম চাই। (৩) দেখই। (৪) চিতে। (৫) পরতীতে। (৬) দুখ। (৭) লুকায়ল। (৮) কয়ল। (৯) বহু।

টীকা—

দূতী মাধবকে বলিতেছেন—আজ রাধা হাসিয়া হাত দিয়া মুখ ঢাকিল; মধুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মিষ্ট কথায় সম্ভাষণ করিল। অন্যদিনে তোমার প্রস্তাবে কান দেয় না, আর আজ নিজে হইতে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিল। মাধব! শোন শোন মাধব, কমলিনী উল্লসিত হইয়া আজ তোমার প্রসঙ্গ তুলিল। সেই কথা শুনিতে আমার মনে যাহা হইল, তাহা আর বলিয়া কি হইবে, কে বিশ্বাস করিবে? এতদিনে জানিলাম কার্য্য সিদ্ধি হইল, আমার এতদিনের (অকৃতকার্য্যতার) দুঃসহ এবং দ্বিগুণ লজ্জা আজ দূরে গেল। গোরী চোখের জল লুকাইল, দেহের প্রচুর পুলক সঞ্চার সে গোপন করিল (চোরি)। আজ শুভ হইল, সব অশুভ দূর হইল। জ্ঞানদাস বলেন মনোরথ পূর্ণ হইল।

(১২৮)

হাম যাইতে পথে ভেটলি গোরী।
তুয়া পরথাব কয়লি কিছু থোরি ॥
সজল নয়নে ধনী মঝু মুখ হেরি।
আরতি রহল কহব পুন বেরি ॥
শুন শুন মাধব! নিজ পুন ভাগ।
রাই কমলিনী তোহে(১) এত অনুরাগ ॥ ধ্রু ॥
পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ(২)।
নীপ-নিকরে কিয়ে পূজল অনঙ্গ ॥
অধর শুকায়ল দীঘ নিশ্বাস।
জনু অনুরোধে ঝাঁপল নিজবাস ॥
কত কত ভাব পেখলু হাম তাই।
ধনি ধনি তুহুঁ ধনী রসবতী রাই ॥
ধাতা বিদগধ ঐছন সাজ।
জ্ঞানদাস কহ সমুচিত কাজ ॥

(কী ১৪৪, গী ৪০১ র ২৭, ক ৩৭)

পাঠান্তর—কী

(১) এত তোহে। (২) পুন কি রইল তুহুঁ পুন পরসঙ্গ।

টীকা—

দূতী শ্রীকৃষ্ণকে খবর দিতেছেন—পথে যাইতে যাইতে সেই গৌরীর সহিত দেখা হইল; অল্প কিছু (ইঙ্গিতে) তোমার প্রস্তাব (পরথাব) তাহাকে বলিলাম। সুন্দরী সেই কথা শুনিয়া সজল নয়নে আমার মুখের পানে তাকাইল, যেন আর্ত্তি দেখাইল যে আবার কিছু বলিব। মাধব! শোন শোন, তোমার কপাল ভাল, তোমার প্রতি রাই কমলিনীর এত অনুরাগ। সে প্রসঙ্গ শুনিয়া পুনরায় তাহার দেহে পুলক জাগিল, দেখিয়া মনে হইল যেন অনেক কদমফুল দিয়া কামদেবকে পূজা করা হইল (দেহের রোমাঞ্চের সহিত কদম্ব কেশরের তুলনা)। দীর্ঘনিশ্বাসে তাহার অধর শুকাইল, যেন অনুরোধে পড়িয়া কাম নিজের বাসস্থান (অধর) আবৃত করিল (অথবা পুলক ঢাকিবার জন্য নিজের বস্ত্র দিয়া দেহ আবৃত করিল)। আমি তাহার কত কত ভাব দেখিলাম। মাধব তুমি ধন্য ধন্য, আর রসবতী রাইও সুন্দরী। বিধাতা রসিক তাই এইরূপ ভাবে (ঘটনা) সাজাইয়াছেন। জ্ঞানদাস বলেন সে কাজ উচিতই হইয়াছে।

(১২৯)

কান্থক ঐছন বাত।
শুনি অবনত মাথ ॥
কিছু না কহল ফেরি।
লোরে পন্থ না হেরি ॥
মলিন বদন ভেল।
ধীরে ধীরে চলি গেল ॥
আওল রাইক পাশ।
কি কহব জ্ঞানদাস ॥

(তরু ৪৪ ক ৭৫)

টীকা—

রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটকে দেখা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ

গোপকুমার—সমাজমিমং সখি পৃচ্ছ কদাহুগতোঽহম্।
কথমিবমামন্থ পশ্যতি দিশি দিশি কথমিব কলয়তি মোহম্ ॥

এই গোপকুমারদের সমাজে জিজ্ঞাসা কর, আমি কবে আবার তোমাদের সখীর অনুগত হইলাম? তিনি কি জন্য আমাকে চারিদিকে দেখেন, কেনই বা মোহপ্রাপ্তা হন?

কানাইয়ের এই ধরণের কথা শুনিয়া রাধার দূতী মাথা নীচু করিলেন, পুনর্ব্বার (ফেরি) আর কিছু বলিলেন না; চোখের জলে তিনি পথ দেখিতে পাইলেন না। মুখখানি মলিন করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন। রাইয়ের কাছে তিনি আসিলেন। এমন অবস্থায় জ্ঞানদাস কি বলিবেন?

৭। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ

(১৩০)

সজনি। শুনি মনে হোয়ল আনন্দ।
রাই সুধামুখী মোহে এত অনুরাগী
মিলন করহ পরবন্ধ ॥
পরখে শুনলু হাম রূপে গুণে অনুপাম
তাঁহি রহল মন লাগি।
তুহুঁ সুচতুর ধনী মোহে অনুকূল জানি
যব পুন হোয় মোর ভাগি ॥
ঐছে দিবস খণ হোয়ব সুলখণ
মোহে মিলবি ধনী রাই।
সো তনু পরশয়ে তাপ সব মেটায়ে
তব হাম জীবন পাই ॥
ঐছন নাগর বচন শুনি কাতর
দিঠি ভেল ছল ছল লোর ॥
কানু পরবোধি তুরিতে ধনী পাশহি
জ্ঞানদাস চলু ভোর ॥

(পী ৪০৩ র ৩০)

টীকা—

পরখে শুনলু হাম—পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম এবং অন্যের নিকট শুনিলাম (অথবা পরখে মানে পরের নিকট)।

(১৩১)

শুন শুন গুণবতি রাই।
তোহে(১) বিনু আকুল কানাই ॥ ধ্রু ॥
সো তুয়া পরশক লাগি।
ছটফটি যামিনি জাগি ॥
খিন তনু মদন হুতাসে ।(২)
তেজই উতপত শাসে ॥(৩)
চীত পুতলি সম দেহ।
মরম না বুঝএ(৪) কেহ ॥
পুছিতে কহএ আধ ভাখি।
নিঝরে ঝরএ দুন(৫) আঁখি ॥
জ্ঞান কহএ তোহে সার।
করহ গমন উপচার ॥

(কী ১৪৯, পী ৬৮০, তরু ৯৫, সমুদ্র ১১৯ র৩১, ক ৭৫)

পাঠান্তর—

(১) তো—পী, কী, তক। (২) হুতাস—পী। (৩) শাস—পী। (৪) সমুখয়ে—পী। (৫) দউ—পী; ছুটি—কী, তক।

টীকা—

শ্রীকৃষ্ণের দূতী রাধাকে মাধবের প্রেমের কথা জানাইতেছেন।

তেজই উতপত শাসে—উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

চীত পুতলি সম দেহ—চিত্রে অঙ্কিত পুত্তলির মতন তাহার দেহ।

পুছিতে কহএ আধ ভাখি—জিজ্ঞাসা করিলে অস্ফুট ভাষায় কি যেন বলে।

গমন উপচার—তাহার বিরহ-ব্যাধির উপশমের একমাত্র প্রতীকার তোমার গমন (অভিসার)।

(১৩২)

চলইতে থকিত চকিত রহু কান।
হাসি নেহারল তুহারি বয়ান॥
চৌদিগে হেরি(১) কহল কিছু থোর।
ধরণি না সম্বরে ও রস-ওর॥
এ সখি এ সখি নিবেদলুঁ তোয়।
অকপটে কহবি না বঞ্চবি মোয়॥
তুহুঁ বর-নারি চতুর বর-নাহ।
অনুভবে জানি আছয়ে নিরবাহ॥
তুয়া সঞে পিরিতি কি রস আন ঠাম।
কো ধনি গুপতে পূজয়ে নিতি কাম॥
শ্রবণে নয়নে ধনি রহল সমাধি।
ধক ধক অন্তরে উপজে বিয়াধি॥
এত জানি যব হয়ে পরসাদ।
জ্ঞানদাস কহ নহ পরমাদ॥

(অ ১৪৪ ক ১৭০)

পাঠান্তর—

(১) চাহি

টীকা—

থকিত—স্থগিত। ধরণি না সম্বরে ও রস ওর—এই রসের সীমা পৃথিবী সম্বরণ করিতে পারে না।

সমাধি—গভীর ধ্যান। পরসাদ—প্রসাদ, কৃপা।

(১৩৩)

যব মোহে পেখলুঁ শ্যামর নাহা।
অমিয়া-সরোবরে করু অবগাহা॥
অনিমিখ নয়নে হামারি মুখ হেরি।
তুয়া পরথাব কয়ল কত বেরি॥
এ সখি এ সখি কি বলিব আন।
জানলুঁ লো তুহুঁ জীবন কান॥
হরখে পূরল তনু, রস পরিপূর।
লোরে ভরল দুহুঁ নয়ন-দুকূল॥
এতদিন হামারি আছিল চিতে আন।
কত কত শুনলুঁ তুয়া গুণ-গান॥
কি কহব সুন্দরি তোহারি সোহাগ।
ধনি তুয়া ধনি পিয়া ধনি অনুরাগ॥
আজু কালি কিয়ে আএব নাহা।
জ্ঞানদাস কহ তব নিরবাহা॥

(ক ২৮৯)

টীকা—

যব মোহে পেখলুঁ…অবগাহা—যখন আমি শ্যামলবর্ণের নাথকে দেখিলাম তখন যেন অমৃত সরোবরে অবগাহন করিলাম।

পরথাব—প্রসঙ্গ।

(১৩৪)

কহইতে সো ধনী বচন না শুন।
পহিল সম্ভাষে পুছয়ে(১) নাহি পুন॥
আন পর নাই(২) যাই যব পাশে।
আন সম্ভাষি আন পরিহাসে॥

শুন শুন মাধব ! তুহুঁ সুচতুর ।
কিয়ে বিধি পরসন কিয়ে প্রতিকূল ॥ ধ্রু ॥
লাজ লাজাই কহলু পুন(৩) বেরি ।
যতনহি নয়ন কোণে নাহি হেরি ॥
মুকুলিত উরোজ(৪) কুসুম নাহি ভেল ।
হেরি হেরি ভ্রমর নিরাশ ভই গেল ॥
কুবলয় কর চির চিকুর চিয়াব(৫) ।
কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝাব ॥
অপরশে আন সঞে প্রিয়সখী-সঙ্গে ।
জ্ঞানদাস কহ(৬) বুঝল অনঙ্গে ॥

(তরু ৮১, গী ৪০০, র ৬, ল ২০২, প্রা ৬৫, ক ৩৬)

পাঠান্তর—তরু

(১) পুছই। (২) থাই। (৩) এক। (৪) করোজ। (৫) চিয়াব। (৬) কহে।

টীকা—

দূতী মাধবকে বলিতেছেন—

কথা বলিতে গেলে সেই সুন্দরী (এরূপ ভাব দেখান) যেন শুনিয়াও শোনেন না। প্রথম সম্ভাষণ করিলে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করে না (সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দিবার রীতি লঙ্ঘন করে)। যখন অন্য কোন লোকজন কাছে থাকে না, তখন তাহার কাছে গেলে (তোমার সহিত মিলনের কথা না তুলিয়া) অন্য কথা বলিয়া, আমাকে অন্য বিষয় লইয়া পরিহাস করে। মাধব! তুমি তো সুচতুর নায়ক; তুমিই বুঝিয়া দেখ বিধাতা তোমার প্রতি প্রসন্ন না প্রতিকূল। আমি লজ্জায় লজ্জিত হইয়া পুনরায় আমার (তোমার) কাজের কথা বলিলাম। কিন্তু আমার এত যত্নকরা সত্ত্বেও সে চোখের কোণ দিয়াও আমার দিকে তাকাইল না। উরোজ বা করোজ কুসুম (উরোজ—কুচরূপ কুসুম, করোজ—করোজ ফুল,) মুকুলিত হইল না, তাই দেখিয়া ভ্রমর নিরাশ হইয়া গেল। কুবলয়-কর অর্থাৎ হাতের নীল বর্ণের উৎপল তাহার (নীল) বসন ও (কালো) কেশ চেতন করাইয়া দেয় বা বুঝাইয়া দেয় (চিয়াব) (সে কৃষ্ণে অনুরাগিণী), ইহা প্রকৃত (পরকিত) না মনের একটা খেয়াল (ভাব) মাত্র? অন্য লোকের সঙ্গে সে অন্য ভাব দেখায় (অপর সে আন সঞে), কিন্তু প্রিয়সখীর সঙ্গে অন্য রকম ব্যবহার করে। সেইজন্য জ্ঞানদাস বলিতেছেন যে রাধা অনঙ্গকে বুঝিয়াছেন।

(১৩৫)

সরস সিনান সমাপই সুন্দরি
মন্দির চলু সখি সাথ।
নিরজন জানি কানু তহিঁ উপনিত
সহচর সুবল সাঙ্গাত।
দেখরি মোহন গোকুল-চন্দ।
রাধা রসবতি রসিক-শিরোমণি
নব পরিচয় অনুবন্ধ।
সহচরি-পাশে হাসি হরি পুছত(১)
স্বরূপে কহবি বর-রামা।
রমণি-সমাজে গজ-বর-গামিনি
এ ধনি কে অনুপামা ॥
সরস সম্বাদ সম্বাদই সহচরি
কনয়-দাম রুচি গোরি।
মাঝহিঁ মাঝ বিরাজই ও ধনি
বৃখভানু-রাজ-কিশোরি।
শুনইতে নাম প্রেমে পরিপূরল
মাধব অমিয়া-সিনান ॥
জ্ঞানদাস কহে আর কিয়ে বিছুরয়ে(২)
নিশি-দিশি ধরল ধেয়ান ॥

(অ ১৪৫, র ২৬, ক ৭৫)

পাঠান্তর—ক

(১) পুছয়ে। (২) বিছুরয়ে

টীকা—

সুবল সাঙ্গাত—সুবল সখা।

কনয়দাম রুচি গোরি—এই গৌরির কান্তি স্বর্ণমাল্যের মতন।

৮। রূপানুরাগ

(১৩৬)

চিক্কণ চিকণ রে চিকণ কালা দে।
এক অঙ্গের লাবণ্য কহিতে পারে কে॥
নিরবধি তনু মোর আবেশ না ছাড়ে।
যতই দেখিএ তত আরতি বাঢ়ে॥
কি কহিব রে শ্যামরূপের মাধুরী।
রূপের নিছনি লঞা মরি মরি মরি॥
চরণ-কমল-শোভা কি কহিব জ্ঞানদাস।
ভকত জনের মন পূরাইতে আশ॥

(সং ১৯৫)

টীকা—

আরতি বাঢ়ে—আর্ত্তি বর্দ্ধিত হয়।

(১৩৭)

কুন্দে কুন্দাইল দেহ বিদগধি বিধি।
বাছিঞা থুইল নাম শ্যাম গুণনিধি॥
চূড়াএ চন্দ্রক দিঞা কুন্দ মল্লিকা।
চান্দের অধিক মুখ ও চান্দ চন্দ্রিকা(১)॥
সজনী কি আর কথার অনুবাদে(২)।
মো পুনি পড়িঞা গেলোঁ ও নয়ন ফান্দে॥
আবেশে অবশ অঙ্গ চলে বা না চলে।
পাষাণ মিলাঞা যায় ও মধুর বোলে॥
নীলমণি হেন গা মুকুতা খিছনী।
আই আই মরিঞা যাই রূপের নিছনী॥
মণিমালা শোভা গলে কটিতে প্রবাল।
তমাল শ্যাম সুতে নব গুঞ্জাহার॥(৩)
নাসাস্থলে(৪) লোলে কত লাখের(৫) মুকুতা।
জ্ঞান কহে ভালে ঝুরে বৃষভানু সুতা॥

(গী ১৬০, সং ১৯৬, অ ১৩৬, ক ৪৭)

পাঠান্তর—অ

(১) মুখ চান্দের চন্দ্রিকা। (২) সখি কি আর কি আর অনুবাদে। (৩) কালা পাটে গলে কালা কাঁটিতে প্রবাল। তমাল-শ্যামল সুতে নব গুঞ্জামাল॥ (৪) নাসা-মূলে। (৫) মূলের।

টীকা—

কুন্দে কুন্দাইল—কুন্দনামক যন্ত্র দিয়া কুঁদিয়া তৈয়ারী করিল। অনুবাদে—বর্ণনায়। লোলে—দোলে। গীত-চন্দ্রোদয়ে পদটির আরম্ভ—

সই কি আর কথার বাদে।
মো মেনে ঠেকিয়া গেনু ও নয়ান-ফান্দে॥

(১৩৮)

চিকণ কালিয়া শ্যাম মদন মোহন ঠাম
রূপে আঁখি রহিল ভুলিয়া।
মেঘ জিনি বরণখানি বেশ তাহে জগজিনি
জ্ঞান হরে মধুর হাসিয়া॥
যে হ'তে দেখেছি তারে রহিতে না পারি ঘরে
গৃহ কাজে না লয় মোর চিত।
শুইলে সোয়াস্ত নাঞি প্রাণ রহিল শ্যামের ঠাঞি
আহার করিলে লাগে তিত॥
জাতিকুল যাউ পাছে শ্যামেরে রাখিব কাছে
তিলে আর না দিব ছাড়িয়া।
কেহো যদি কিছু বলে কালিয়া বান্ধেছি গলে
যাব দূরে দুকুল খাইয়া॥
করিব চরণ সেবা দেখিব সে মুখ আভা
তবে চিত হবে মোর স্থির।
জ্ঞানদাসেতে ভণে মিলিবে শ্যামের সনে
ওগো ধনি মন কর স্থির॥

(ব ২৬, পত্র ১)

টীকা—

মদনমোহনঠাম—মদনকে মোহিত করে এমন শোভা বা

জগজিনি—জগতকে জয় করে, অর্থাৎ মোহিত করে।

কালিয়া বান্ধেছি গলে—আমি কালিয়া বন্ধুকে যেন গলার হার করিয়াছি।

(১৩৯)

কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণে ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়নের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে হই ভোল মুখে না নিঃসরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥

(বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ১০৫৬ পৃঃ)

টীকা—

কাম মোহে নয়নের কোণে—নয়নের ইঙ্গিতে কামও মোহিত হয়।

রসাবেশে হই ভোল—রসের আবেশে মত্ত হইয়া।

(১৪০)

কি রূপ দেখিনু সই! কদম্বের তলে।
ঘর যাইতে না লয় মন পরাণ কেমন করে॥
নয়নে লাগল রূপ কি আর বলিব।
নিতি নব অনুরাগে পরাণ হারাব॥
নেবারিতে নারি চিত ঝুরে রাতি দিনে।
আকুল করিলে মোরে কালার বরণে॥
কালিয়া বরণ কিয়ে অমিয়ার সার।
জ্ঞান কহে না জীয়ে যে পিয়ে একবার॥

(গীতচন্দ্রোদয় ১৬৭ পৃঃ)

টীকা—

চিত ঝুরে—অন্তর কাঁদে।

কালিয়া বরণ কিয়ে ইত্যাদি—যে কালার বর্ণরূপ অমিয়া-নির্য্যাস একবার পান করে সে আর বাঁচে না।

(১৪১)

কিশোর বয়েস মণি কাঞ্চন অভরণ
ভালে চূড়া চিক্কণ বনান।
হেরইতে রূপ- সায়রে মন ডুবল
বহু ভাগ্যে রহল পরাণ॥
সখি হে পেখলুঁ পন্থক মাঝ।
হাম নারী অবলা একলা যাইতে পথে
বিছুরল সব নিজ কাজ॥
নয়ান সন্ধান- বাণে তনু জরজর
কাতর বিনি অবলম্বে।
বসন খসয়ে ঘন পুলকে পূরল তনু
পানি না পূরলুঁ কুম্ভে॥
ঘর নহে ঘোর বন(১) জাগিতে স্বপন হেন
আরতি কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে মনে অনুমানিয়ে
বাস করব নীপছায়॥

(ক. বি. ৩৪১, পত্র ১, তরু ২৯৫, র ১২, ক ৫৮, মা ১।৫০৭)

পাঠান্তর—

ক.বি.তে আরম্ভ—একে নব কিশোর বয়েস—পদামৃত মাধুরীতে আরম্ভ—শ্যাম নব কিশোর বয়েস মণি কাঞ্চন অভরণ। (১) ঘোর যেন—ক।

টীকা—

বিছুরল সব নিজ কাজ—নিজের সব কাজ (জলআনা প্রভৃতি) ভুলিয়া গেলাম।

কাতর বিনি অবলম্বে—তাহার নয়নশর সন্ধানে কাতর হইয়া পড়িলাম, একটু ঠেস দিবার মতন অবলম্বনও পাইলাম না।

ঘর নহে ঘোর বন—আবার নিজের গৃহকে ভীষণ অরণ্যের মতন মনে হইতে লাগিল (তাহাতে শাশুড়ী ননদিনী প্রভৃতি হিংস্র জন্তু রহিয়াছে এই ধ্বনি)।

জাগিতে স্বপন হেন—জাগরণ দশা কুস্বপ্ন দেখার মতন বিভীষিকাপূর্ণ।

(১৪২)

সহজহি রূপ কলা-গুণে আগর
নাগর বিদগধ-রাজে।
হেরইতে লোর ঘোর দিঠি পেখলু
শেল রহল হৃদি মাঝে॥
সখি হে কি মোহে মোহন কেল।
শ্যামর-বরণ তনু কিশোর কুসুম ধনু
অলখিতে অন্তরে গেল॥
কিয়ে মুখ-চন্দ্র কলা-রস-লহরী—
লাবণি কে কছু ওরে।
লীলা-জলধি মাঝে মন ডুবল
তনু মন নহ পুন জোরে॥
গুরুজন-গৌরব লাজ না রহ চিত
চিন্তা না করব আনে।
জ্ঞানদাস কহে কুল-শীল না রহে
ঐছন বুঝি পরিণামে॥

(অ ১৪৩)

এই পদটির সহিত ক ৫৬ পৃঃ শুধু প্রথম কলির অর্দ্ধাংশ মিলে। অন্যান্য অংশের কিছু কিছু মাত্র উহাতে আছে। পদটি 'ক' হইতে নীচে উদ্ধৃত হইল।

সহজই রূপ কলাগুণ আগোর
নাগর বিদগধ রাজ।
হেরইতে কিশোর কুসুম তনু অলখিত
পৈঠল অন্তর মাঝ॥
সজনি পড়ল অকাজ।
হেরি হারায়লু নারি-ধরম ধন
ধৈরজ-কুল-শীল লাজ॥
কিয়ে মুখ চন্দ্রক শিরে শিখি চন্দ্রিকা
মেঘে বাসব ধনু চন্দ।
অতি অপরূপ উদিত অবনীতলে
মিলিত শরদরবিন্দ॥
তা সঞে বিজুরি খেলি উজর নখর পাতি
লাবণি কো করু ওর।
লীলা জলনিধি মাঝে হাম ডুবলু
জ্ঞানদাস মন ভোর॥

(১৪৩)

একে সে মুরতি তার পিরিতি রসের সার
আঁখি-আড়ে চায় বা না চায়।
মধুর মুরলী স্বরে তরুণী-পরাণ হরে
না চাহিতে যৌবন যাচায়॥
কালিন্দীকূলে তরু মূলে উড়ে পীতবাস।
কাল-পারা তারে বলি গোয়াল-কুলের কালি
আজু দেখি লাগিল তরাস॥
ভালে সে কুটিল কেশ মল্লিকা-মালতীবেশ
মধুকরী সঙ্গে মধুকর।
চন্দনের বিন্দু তাতে উপমা করিতে চিতে
হারাইলুঁ যত বুদ্ধি-বল॥
হিয়ায় হিলোলে কত নব-(১)চম্পক-মাল
আর কহিতে নাহি জানি।
জ্ঞানদাস কহে(২) যেহ বোল সেহ হয়ে
ভালে ঝুরে রাধা ঠাকুরাণী॥

(অ ১৪২, ক ৫০)

পাঠান্তর—ক

(১) নবীন। (২) হেরি জ্ঞানদাস কহে।

টীকা—

আঁখিআড়ে—বাঁকা আঁখি দিয়া (কটাক্ষ করিয়া)।

হিয়ায় হিলোলে কত নবচম্পক মাল—বুকে কত নূতন ফোটা চাঁপা দিয়া গাঁথা মালা দুলিতেছে।

(১৪৪)

লোচন-অঞ্চলে চিত চোরায়ল
রূপে চোরায়ল আঁখি
যৌবন-তরঙ্গে সঙ্গে মন গেল
পরাণ রহিল সাখি ॥
সই কি না সে নাগর কালা।
মরম জানিল ধরম কহিল
জাতি কুল শীল গেলা ॥
চকিত চাহনি গিম-দোলায়নি
হাসনি ভাবনি লীলা।
ও অঙ্গ-পরশে পবন হরষে
বরষে পরশ-শিলা ॥
একে সে আকার রসের বিহার
আরে অভরণ সাজে।
জ্ঞানদাস কহে ও রূপ দেখিলে
কে করে কাল-বিয়াজে ॥

(অ ১৪১, ক ৫৪)

টীকা—

চোরায়ল—চুরি করিয়া লইল।

পরাণ রহিল সাখি—শ্রীকৃষ্ণের যৌবনের তরঙ্গ দেখিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মন চলিয়া গেল—প্রাণ তাহার সাক্ষী রহিল।

ধরম কহিল—ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া সত্য কহিতেছি।

ও অঙ্গ পরশে পবন হরষে ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের একটু খানি ছোঁয়া পাইলে বাতাসও উতলা হইয়া উঠে; মেঘকে আকর্ষণ করে; যাহার ফলে স্পর্শমণি যেন অজস্রধারায় বর্ষিত হয়।

কাল বিয়াজে—কাল-বিলম্বে।

(১৪৫)

বেশ বনাওনি কেশের সাজনি
কিনা সে তিলক দেল।
নয়ন-কোণের বাণ-বরিখণে
অঙ্গ জরজর ভেল ॥
সই বড় বিনোদিয়া সে।
অধর-মিলনিয়া মন্দ হাসি-খানি
মরমে লাগিয়াছে ॥
রসের ভরে না ধরে অঙ্গ
চলিতে না চলে পা।
শিরিষ-কুসুম অধিক কোমল
কানড়-কুসুম গা ॥
ও রূপ লাবণ্যে কে ধরে(১)পরাণ
ও না মনোহর ছান্দে।
জ্ঞানদাস কহে বিনি পরিচয়ে
দেখিয়া কেবা না কান্দে ॥

(অ ১৪০, ক ৫৪)

পাঠান্তর—ক

(১) ধরু।

টীকা—

বেশ বনাওনি—বেশের নির্ম্মাণ।

কানড় কুসুম—নীলোৎপল (সংস্কৃত কন্দোট শব্দ হইতে)।

(১৪৬)

অভিনব কিশোর বয়স রস আন।
আন বেশ ধরু আন বনান ॥
নয়নক অঞ্চলে আন সন্ধান।
সব-বৈদগধী ও রস আন(১) ॥
বিহি বড় সুচতুর ঐছন রঙ্গ।
সোঁপলুঁ নিজ তনু সাখি অনঙ্গ ॥
সুচতুর শ্যাম বচন-রুচি আন।
চমকহি(২)চমকয়ে কত ফুলবাণ ॥
ঢল ঢল(৩)যৌবন চলনিহু আন।
আন ত্রিভঙ্গিম রহনিহু আন ॥
সুঠাম গীমকি ভঙ্গিম আন।
সুমধুর মুরলিক আন সুতান ॥

হেরইতে লোচনে হরল গেয়ান।
জ্ঞানদাস মনে রহল ধেয়ান॥

(অ ১৩৯, ক ৪৮)

পাঠান্তর—ক

(১) সীমা সমাধান। (২) চকিতে। (৩) টলমল।

টীকা—

এই পদটীতে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সবকিছুতেই অনন্য-সাধারণতা দেখিতে পাইতেছেন।

রস আন—তাহার রস অন্যরকমের।

আন বনান—অন্য ধরনের নির্ম্মাণ।

চলনিহ আন—তাঁহার চলিবার ধরণও স্বতন্ত্র।

(১৪৭)

একে কালা-বরণ চিকণ তাহে লেপিয়া
মলয়জ মৃগমদ(১) কুঙ্কুমে।
অঙ্গের সৌরভে কত(২) মধুকর উড়ে তায়
সাজিয়াছে কাঞ্চন বিদ্রুমে॥
দেখিলুঁ দেখিলুঁ সই যত মনে অনুভই
কহিতে কহিল নয় বোলে।
প্রতি অঙ্গ রসময় পিরিতির আলয়
ভালে তাহে জগজন(৩)ভোলে॥
একে সে রসিক-রাজ আরে অভরণ সাজ
কুন্তলে কুসুম কত পাঁতিয়া।
আবেশে অবশ-গায় চলে(৪)আধ আধ পায়
খেণে রহে অতি রসে মাতিয়া॥
পিয়ার আরতি যত অপাঙ্গে ইঙ্গিতে কত
কেমন কেমন উঠে চিতে।
আরে সে লাবণ্য-লীলা বাতাসে দরবে শিলা
জ্ঞানদাস কহয়ে পিরিতে(৫)॥

(অ ১৩৮, ক ৫৫)

পাঠান্তর—ক

(১) কস্তুরী। (২) সৌরভে যত। (৩) জগমন। (৪) চলি। (৫) জ্ঞানদাসেতে কয় যদি হয় পরিচয়
কিবা হয় তাহার পিরিতে।

টীকা—

বিদ্রুমে—প্রবাল। অনুভই—অনুভব করি। আরতি-অনুরাগ। অপাঙ্গে ইঙ্গিতে কত—কটাক্ষে ও ইঙ্গিতে কত অনুরাগ জানায়। লাবণ্য লীলা বাতাসে দরবে শিলা—সেই লাবণ্যলীলার একটু বাতাসেও পাষাণ গলিয়া যায়।

(১৪৮)

অতি সুমধুর মধুর(১)শ্যাম
কুটিল-কেশ কুন্তল-দাম(২)
মউর-পক্ষ শোহনি।
ভাল উপরে চঁদন-বিন্দু
অমল শরদ-পুনিম-ইন্দু
ভুবন-মরম মোহনি॥
আজু পেখলুঁ তরণি(৩)তীর।
মদন-মোহন গতি সুধীর॥
মুরলি-গীত কে ধরু চীত
আনন্দে উলটি বহত নীর॥
কম্বু-কণ্ঠে কনক-মাল।
গজ-মোতিম (৪)গাঁথি প্রবাল॥
বিবিধ রতন সাজনি।
প্রাত-কমল নয়ন-জোর
মাঝে মধুপ রহ অগোর
রমণি-রমণ চাহনি(৫)॥
উচ উর পর কুসুম-দাম
রূপ নিরুপম পূজল কাম
কটি পিত-পট কাছনি।
ভুবন-বিচিত্র এ অঙ্গঠাম
বিধিক অবধি ও নিরমাণ
জ্ঞানদাস যাও নীছনি।

(অ ১৩৩, ক ৬০)

পাঠান্তর—ক

(১) মুরতি। (২) কুন্দ দাম। (৩) তটিনী। (৪) এ গজমোতিম। (৫) রমণির মন তাজনি।

টীকা—

শোহনি—শোভা পায়। চঁদন—চন্দন। তরণিতীর—তরণি তনয়া, সূর্য তনয়া, যমুনার তীরে। কম্বুকণ্ঠে—শঙ্খের মতন কণ্ঠ।

(১৪৯)

বরিহা-গুঞ্জা মালতি-রঞ্জিত
কুন্তল বন্ধ সুভাঁতি।
মৃগমদ-বিরচিত তিলক বিরাজিত
কাজরে উজর কাঁতি॥
দেখ সখি সুন্দর শ্যাম ত্রিভঙ্গ(১)।
মধুর অধর পর মুরলী-বর ধর
রাধা-রতি-রস-রঙ্গ(২)॥
মলয়জ কুঙ্কুম অঙ্গ বিলেপন(৩)
মণিময় হার সুকণ্ঠ।
রসভরে অরুণ দৃগঞ্চল মন্থর
কুণ্ডলে মণ্ডিত গণ্ড॥
পীতাম্বর-ধর(৪) কটি পর কিঙ্কিনি
উরে দোলত(৫) বন-মাল।
রহতহি সঘন(৬) নীপ অবলম্বন
জ্ঞানদাস মন চির-কাল॥

(অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী ১৩২, ক ৬৮)

পাঠান্তর—ক

(১) ত্রিভঙ্গে। (২) রাধা—রতি-রস-রঙ্গী। (৩) অঙ্গহি লেপন। (৪) পীতাম্বর বর। (৫) লম্বিত। (৬) রহই সুধীর।

টীকা—

দৃগঞ্চল মন্থর—নয়নের প্রান্ত ধীর।

(১৫০)

শিরে শিখি-পঞ্চ সঙ্গে নব মালতি
মধুকর তহি কত রঙ্গে।
মনমথ মাথ হাথ দেই কান্দত
হেরইতে ভাঙু বিভঙ্গে॥
সজনী অপরূপ নিরমিল ধাতা।
বয়স কিশোর ওর নহি লাবণি
দরশে পরশ-সুখ-দাতা॥
কেশ-বিনাস সরস মধুর ধ্বনি
কত আদর দিঠি বঙ্কে(১)।
চন্দন-চন্দ কলা-কুল-কৌশল
তেঁ নহ শশি নিকলঙ্কে(২)॥
শ্রুতি মণি-কুণ্ডল-কিরণ মনোহর
মণি-ভূষণ প্রতি-অঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহ কৈছে ধরব দেহ
হেরইত তরুণ ত্রিভঙ্গে(৩)

(১৩১, ক ৬৫)

পাঠান্তর—ক

(১) ব্যঙ্গকে। (২) অকলঙ্কে।
(৩) ও চরণ পঙ্কজে শশি আসি লুটই
ভ্রমর চকোর করু দ্বন্দ্ব।
জ্ঞানদাস কহ ছাডয়ে নিরন্তর
অদভুত সুধা মকরন্দ॥

টীকা—

মনমথ মাথ ইত্যাদি—কৃষ্ণের ভ্রূর শোভা দেখিয়া কামদেব মাথায় হাত দিয়া কাঁদেন (কেন না তাঁহার ধনুকের চেয়ে ঐ ভ্রূব শোভা এবং কার্য্যকারিতা অধিক)।

ওর নাহি লাবনি—লাবণ্যের সীমা নাই।

কত আদর দিঠিবঙ্কে—তাঁহার বঙ্কিমদৃষ্টিতে কত আদর যেন উছলিয়া উঠে।

(১৫১)

শারদ-অমল-ইন্দু মুখ সুন্দর(১)
তনু ঘন শ্যামর কাঁতি।
নয়ন কমল অলি ভুরু-যুগ ভঙ্গিম
লাগি রহল মধু-মাতি॥
সজনি হেরলুঁ নায়র(২) নন্দ-কিশোর।
ভঙ্গিম অলসে অলপ অবলোকন
তরুণী-চিত ভেল ভোর(২)॥

চন্দ্রক-চারু চূড়ে   বনি বন-মাল
মণ্ডিত মধুকর পাঁতি।
চন্দন-চাঁদ(৩)   অলক আধ ঝাঁপল
হেরি নব-ইন্দুক ভাঁতি॥
হিয়ে মণি-হার   শ্রবণে মণি-কুণ্ডল
সহজই সুমুরতি সেহ।
জ্ঞানদাস কহ   ও রূপ হেরইতে
কো ধনি ধরু নিজ দেহ॥

(অ ১৩০, ক ৫২)

পাঠান্তর—ক

(১) শারদ পূর্ণিমা ইন্দুমুখ মণ্ডল। (২) নাগর। (৩) তরলিত চিত ভেল মোর।

টীকা—

তনুঘন শ্যামর কাঁতি—মেঘের ন্যায় শ্যামলকান্তি দেহের। নয়ন কমল অলি ইত্যাদি—চোখদুটি তার কমলের মত আর ভ্রূযুগল হইতেছে যেন সেই কমলের উপরকার ভ্রমর। সুমুরতি—সুন্দর মূর্ত্তি। কো ধনি ধরু নিজ দেহ—কে এমন সুন্দরী আছে যে নিজের দেহে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারে?

(১৫২)

সহজই শ্যাম   রূপ অতি মোহন
মনোহর ভঙ্গিম অঙ্গ।
ব্রজবনিতা-রসে   অবশ নিরন্তর
লহু লহু চলই, রহই তিরিভঙ্গ॥
আজু কি বনাওল মোহন ভাঁতি।
শিরে বরিহাবলি   বলিত বকুল ফুল
মালতি মধুপী-মধুপ-কুল মাতি॥
লীলা-রভস   হাস সরসামৃত
রতিপতি-মতি কো ফান্দ।
জগ বৈচিত্র্য   কলা তঁহি নিরমিত
অপরূপ শ্যামরু চান্দ॥
মণি ভূষণ   কিরণ শশি-ঝলমলি
নবজলধর তনু-আভা।
জ্ঞানদাস কহ   নবীন কিশোর দেহ
কাহে না লাগয়ে লোভা॥

(ক ৬২)

টীকা—

বনাওল—সাজিল। বলিত—যুক্ত।

(১৫৩)

শ্যাম-ধাম   কুন্দদাম   চারু চিকুর মোহনি।
বরিহা পচ্ছ   ভ্রমরী-সঙ্গ   মধুর মধুর শোহনি॥
দেখত লাল   উরহি মাল   মন্দ-মন্দ-আয়নি।
মোহন বংশ   নিহিত অংস   মধুর মধুর গায়নি॥
মকর গণ্ড   তিমির-খণ্ড   ভালে তিলক লায়নি।
রমণী কুল   আধ-দুকুল   আধ-মুদিত চাহনি॥
বদন চান্দ   কামের ফান্দ   নয়নক শর-ধাওনি।
জ্ঞানদাস   পিরিতি আশ   ওরূপ চিতে ভাওনি॥

(ক ৬২)

টীকা—

বরিহা-পচ্ছ—ময়ূরের পুচ্ছ। শোহনি—শোভাপায়। দেখত লাল উরহি মাল—সেই কুমারকে দেখ, তাহার বুকে মালা। আয়নি—আসিতেছে। নিহিত অংস—কাঁধে রহিয়াছে। তিমির খণ্ড—অন্ধকারকে খণ্ডন করে যে। আধ দুকুল—অর্দ্ধেক বস্ত্র পরণে আছে, অর্দ্ধেক খুলিয়া গিয়াছে। ভাওনি—শোভা পায়।

(১৫৪)

একে সে মুরতি রতি-   পতি মুরছন, গতি
অতিশয় ললিত সুঠাম।
আবেশে লাবণ্য-লীলা   বাতাসে দরবে শিলা
রসবতী কে ধরে পরাণ॥
সজনি কতয়ে নিবারিব চিতে।
তিলে তিলে দেখি আন   নাহি রহে কুলমান
নাহিক রসের পরমিতে॥

চকিত চাহনি তার   সহিতে শকতি কার
তনু মনে করে অনুরোধ।
কি জানি কি হেন জনে   জগতে উপজে মেনে
ইঙ্গিতে করয়ে পরবোধ॥
কতেক পিরিতি তার   প্রতি অঙ্গে আছে আর
হেরইতে নয়ন জুড়ায়।
জ্ঞানদাস ইথে কহে   রহিল রহিল নহে
জগতে অযশ যত গায়॥

(ক ৫৩)

টীকা—

রতিপতি মুরছন—কন্দর্পেরও মূর্চ্ছা করায় এমন সুন্দর।

বাতাসে দরবে শিলা—তাহার লাবণ্যলীলার ভাবাবেশের একটু বাতাসেই শিলা গলিয়া যায়।

নাহিক রসের পরমিতে—তাহার রসের পরিমাণ নাই, উহা অপরিমিত।

(১৫৫)

একে সে মুরতি তার   রসে নিরমিল গো
আর তাহে বয়স বিশেষ।
ওরূপ লাবণ্য লীলা   হিলোলে পড়িয়া গো
পুন কে আসিব নিজ দেশ॥
সজনি কি-খেনে গেলুঁ কালিন্দী কিনারে।
কতেক যতন করি   চিত নিবারিতে নারি
নারী কূলে রহিল খাঁখারে॥
ও মুখ মাধুরী কিবা   ও রূপ চাতুরী গো
ভালে চান্দ তিলক বনানু।
ও গীম দোলনি হেরি   ও সরস আলাপনে
পশুপাখী না ধরে পরাণ॥
যত গুরু গৌরব   এবে ভেল রৌরব
ঘর ভেল তপত অঙ্গার।
শুনি জ্ঞানদাস কহ   নিজ তনু সোঁপহ
ভালে বুঝি ঐছন বিচার॥

(ক ৫১)

টীকা—

বয়স বিশেষ—মন-মজানো বয়স, কিশোর বয়স।

ওরূপ লাবণ্যলীলা...দেশ—একবার এইরূপ-লাবণ্যের ও লীলার হিল্লোল (তরঙ্গ) পড়িলে কে আর নিজের দেশেঘরে ফিরতে পারে? খাঁখারে—কলঙ্ক। গীমদোলনি—গ্রীবার সঞ্চালন। রৌরব—রৌরব নরকতুল্য। তপত অঙ্গার—জ্বলাকাঠ। ভালে বুঝি ঐছন বিচার—ঐরূপ সিদ্ধান্তই ভাল বিবেচনা করি।

(১৫৬)

কি রূপ দেখিলাম কালিন্দী কূলে।
অপরূপ রূপ কদম্ব মূলে॥
অচলা চপলা মেঘেরি গায়।
মৃগাঙ্ক রহিত শশাঙ্ক ভায়॥
নাচিছে ময়ূর জলদ পরি।
অলিকুল আছে চাঁদেরি ঘেরি॥
আর অপরূপ কহিল নহে।
যথা মেঘ তথা বারি না রহে॥
হৃদয় আকাশে উদয় করি।
নয়ন-যুগলে বহায় বারি॥
হেন মনে লয় বিজুরি হয়ে।
জড়াইয়ে থাকি মেঘের গায়ে॥
জ্ঞানদাস কহে না কহ আন।
যে কহিলা ধনি সেই প্রমাণ॥

(মা ১।৪৮২, ক ৫৯)

টীকা—

যমুনার কূলে কদম্বগাছের মূলদেশে কি অপূর্ব্ব রূপ দেখিলাম। জলধরের (শ্যামের) গায়ে যেন বিদ্যুৎ (পীতবাস) অচল হইয়া রহিয়াছে, দেখিয়া মনে হইতেছে যেন কলঙ্কহীন শশাঙ্ক। সেই মেঘের উপর আবার ময়ূর (চূড়ার ময়ূরপুচ্ছ) নাচিতেছে; আর চাঁদের (মুখচন্দ্রের) চারিপাশে ভ্রমরকুল ঘিরিয়া আছে। আর এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, বলা যায় না এমন, যেখানে মেঘ সেখানে কিন্তু জল

নাই ; সেই মেঘ আমার হৃদয় আকাশে উদিত হইল, কিন্তু জল পড়িল নয়নযুগল হইতে। আমার সাধ যায় যে ঐ মেঘের গায়ে দামিনী হইয়া জড়াইয়া থাকি। জ্ঞানদাস বলেন অন্যকথা বলিও না, যে কথা কহিলে, তাহাতেই তোমার মনের ভাব বুঝা যাইতেছে।

(১৫৭)

নীলমণি-অঁকুর-মকুর নব আভা।
তাহে কি বলিব শ্যাম-শশি মুখেব শোভা ॥
চান্দ হেন বলি যদি বলিতে লাজাই।
উহ কলঙ্কিত ইথে কলঙ্ক না পাই ॥
অতি অপরূপ কালিন্দী-নীপ-তলে।
হিয়ায় হিলোলে নব রঙ্গ-ফুল-মালে ॥ ধ্রু ॥
চূড়ায়ে বরিহা নব-মল্লিকা-বকুলে।
গাঁথিয়া ভাঁতিয়া তথি মুকুতার মালে ॥
অলি মধু পীয়ে বসিয়া থরে থরে।
আজু পুণ্যে পরাণ লইয়া আইলুঁ ঘরে ॥
অঙ্গের তরঙ্গে রঙ্গে কত কত কাম।
আঁখির পলকে থাকি অনেক সন্ধান ॥
রূপের অবধি বৈদগধী অপরূপ।
জ্ঞানদাস কহে যত কহিলা স্বরূপ ॥

(অ ১৩৪, ক ৫৩)

টীকা—

নীলমণি—অঁকুর-মকুর নব আভা—শ্যামচন্দ্রের মুখের শোভার সঙ্গে নীলমণির অঙ্কুর দিয়া তৈয়ারী দর্পণের আভার তুলনা করা হইয়াছে।

হিয়ায় হিলোলে—বুকের উপর দোলে।

ভাঁতিয়া—ভাতি বা উজ্জ্বলতাবিশিষ্ট।

(১৫৮)

অ্যালো মুই জানি না(১) জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে ॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া(২) রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরাণ।
অন্তর বিদরে কি জানি কি করে পরাণ(৩) ॥
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা ॥
কটি পীতবসন রসনা তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোড়া ॥
জাতিকুলশীল বুঝি সব মোব গেল(৪)।
ভুবন ভরিয়া মোব ঘোষণা রহিল ॥
কুলবতী হইয়া(৫) দুকুলে দিনু দুখ।
জ্ঞানদাস বোলে(৬) দঢ় করি থাক বুক ॥

(তরু ১২৩, ১৩৯, র ৮, প্রা ৬৬, ল ২০২, ক ৭০)

পাঠান্তর—তরু

(১) জান না। (২) ডুবি সে। (৩) অন্তরে বিদরে হিয়া, কি জানি করে প্রাণ (৪) সব হেন বুঝি গেল। (৫) কুলবতী সতী হইয়া। (৬) কহে।

টীকা—

সখি! আমি যদি জানিতাম এমন হইবে তবে কি কদম তলায় যাইতাম! আমার মন যে সেই প্রবঞ্চক নাগর ছলা করিয়া চুরি করিয়া লইল। তাহার রূপ যেন এক দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র, সেখানে নয়ন আমার ডুবিয়া গেল। তাহার যৌবন যেন সৌন্দর্য্যের শ্যামল বন, সেখানে আমার মন প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু বাহিরে আসিবার পথ আর খুঁজিয়া পাইল না। ঘরে ফিরিবার পথ আমার শেষ হইতে চাহে না, কেন না তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পা চলে না, যদি বা একটু যাই ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাই। আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে ; জানি না প্রাণ থাকিবে কি যাইবে। চন্দন দিয়া তাহার কপালে চাঁদ আঁকা হইয়াছে, তাহার মধ্যস্থলে কস্তুরী দিয়া একটি ফোঁটা দেওয়া হইয়াছে, তাহার শোভা দেখিয়া আমার ধাঁধা লাগিল এবং হৃদয়-পুত্তলি যেন তাহাতে বাঁধা পড়িল। তাহার কটিদেশে পীতবসন, রসনা (বেল্ট জাতীয়) দিয়া তাহা বাঁধা ; উহা যেন বিধাতা কুলে কলঙ্ক লাগাইবার অঙ্কুশরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমার জাতি, কুল এবং সৎ ব্যবহার সব বুঝি তাহাকে দেখার ফলে

ভাসিয়া গেল। হায়! হায়! জগত ভরিয়া আমার কলঙ্ক ঘোষণা হইল। আমি কুলবতী হইয়া পিতৃকুলের ও শ্বশুরকুলের দুঃখের কারণ হইলাম। জ্ঞানদাস রাধাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—এত আকুল হইয়ো না; বুক শক্ত করিয়া থাক।

(১৫৯)

কি মোহন নন্দ কিশোর।
হেরইতে রূপ মদন ভেল[১] ভোর॥
অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথার।
জলদ পটল বরিষত রসধার॥
মুখে হাসিমিশা বাঁশী বায়।
অমিয়া বমিয়া বিধু[২] জগত মাতায়॥
গলে গজমোতিম মাল।
করিবর কর কিয়ে বাহু বিশাল॥
কুলবতী পরশ না পাই।
অনুখণ চঞ্চল থির নাহি[৩] তাই॥
শুনিতে বচন সুধা খানি।
জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী॥

(তরু ২৪৫৬, গী ৮, র ২১, প্রা ৬৯, ক ৬৭)

পাঠান্তর—তরু

(১) মদন মন। (২) বমিয়া অমিয়া বিধু। (৩) নহ।

টীকা—

নন্দকিশোরের কি মনমুগ্ধকারী সৌন্দর্য্য। তাঁহার রূপ দেখিয়া অন্যের কথা দূরে যাক স্বয়ং মদনই উন্মত্ত হইল। তাঁহার প্রতি অঙ্গে যেন লাবণ্যের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে, মনে হয় যেন মেঘসমূহ রসধারা বর্ষণ করিতেছে। তাঁহার হাসিমাখা মুখে তিনি বাঁশীটি বাজান, মনে হয় বুঝি চাঁদ অমৃত উদ্গীরণ করিয়া জগতকে মাতাইতেছে। তাঁহার গলায় গজমতির মালা, তাঁহার বাহু হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় কি বিশাল! কুলবতী তাঁহার স্পর্শ পায় নাই বলিয়া সে সতত চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে, একটু স্থির থাকিতে পারিতেছে না। তাঁহার বাক্য কানে যেন সুধাবর্ষণ করে। জ্ঞানদাস সেই বাণী শুনিবার আশা করেন।

(১৬০)

সই[১] কেনে গেলাম জল ভরিবারে।
যাইতে যমুনা[২] ঘাটে, সেখানে কলঙ্ক উঠে[৩],
তিমিরে গরাস্যা ছিল[৪] মোরে॥
রসে তনু ঢরঢর, তাহে নব কৈশোর,
আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ার টালনি বামে, ময়ুর চন্দ্রিকা ঠামে,
ললিত লাবণ্য কিবা কেশ[৫]॥
ললাটে চন্দন পাঁতি, নব গোরচনা তথি[৬],
তার মাঝে পূর্ণমিক চান্দ।
অলকাবলিত মুখ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ,
কামিনীগণের[৭] মন ফান্দ॥
লোকে তারে কালো কয়, সহজে সে কালো নয়,
নীলমণি মুকুরের জ্যোতি[৮]।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা, কদম্ব গাছেতে ঠেকা,
ভুবনমোহন শোভা[৯] ভাতি॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল, সে সকল দেখি গেল,
অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
জ্ঞানদাসেতে কয়, তারে তোমার কিবা ভয়,
সে কি সতী ভুলাইতে পারে॥

(তরু ১২০, গীতচন্দ্রোদয় পৃঃ ১৫৫, র ৯, ক ৫৯)

পাঠান্তর—তরু

(১) তরুতে 'সই' নাই। (২) যমুনার। (৩) সেখানে ভুলিনু বাটে। (৪) গরাসিল। (৫) রূপ শেষ। (৬) কাঁতি। (৭) জনের। (৮) মুকুতার পাঁতি। (৯) রূপ।

টীকা—

তিমিরে গরাস্যা ছিল মোরে—কৃষ্ণরূপ তিমির আমাকে গ্রাস করিয়াছিল।

সে কি সতী ভুলাইতে পারে—জ্ঞানদাস একটু ঠাট্টা করিবার লোভ সামলাইতে পারেন নাই, তাই বলিতেছেন তোমার মতন সতীকে কি কৃষ্ণ ভুলাইতে পারেন? পাঠান্তরে

'বোলাইতে পারে'র অর্থ—তোমার ননদিনীই কি বলিতে পারে যে সে সতী ? ভবানন্দের হরিবংশে রাধার ননদিনী মহোদার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাস বর্ণিত আছে।

(১৬১)

রূপ দেখি আখি তিল আধ পালটিতে নারি(১)
মন অনুগত নিজ লাভে।
অপরশে দেই পরশ-সুখ-সম্পদ
শ্যামর সহজ স্বভাবে॥
সজনী পিরিতি মুরতি বরদাতা(২)।
প্রতি অঙ্গে অখিল অনঙ্গ-সুখ-সায়র
নায়র নিরমিল ধাতা॥
লীলা-লাবণি অবনি অলঙ্কুরু
কি মধুর মন্থর গমনে।
লহু অবলোকনে কত কুল-কামিনী
শূতল মনসিজ-শয়নে॥
অলখিত হৃদয়(৩) অন্তব অপহব(৪)
বিছুরল(৫) না হএ সপনে।
জ্ঞানদাস কহে তব কৈছন হএ
যব হএ তনু তনু মিলনে(৬)॥
(সংকীর্ত্তনামৃত ১৯২, অ ১৩৫, ক ৫৬)

পাঠান্তর—অ

(১) রূপ দেখি আঁখি নাহি নেউটই। (২) পিরিতি-সুখ-দাতা। (৩) হৃদয়ক। (৪) অপহক। (৫) বিছুরণ। (৬) তনু-তনু যব হব মিলনে।

টীকা—

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া আর তিলার্দ্ধের জন্যও চোখ ফিরাইতে পারিতেছেন না। মন তাহার লাভের জিনিষ পাইয়া তাহাতেই অনুগত হইয়া আছে। শ্যামের সহজাত স্বভাবই এমন যে স্পর্শ না করিলেও স্পর্শজনিত যে সুখ ও সম্পদ জাগে তাহা পাওয়া যায়। সখি! শ্যাম যেন প্রেমের বরদ মূর্ত্তিস্বরূপ। বিধাতা তাঁহাকে এমন এক নায়ক (নায়র) করিয়াছেন যে তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গে যেন অখিল কামসুখের সমুদ্র রহিয়াছে। তাঁহার লীলালাবণ্য যেন পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। কি মধুর মন্থর তাঁহার চলনভঙ্গী! তাঁহার একটু অপাঙ্গ দৃষ্টিতে কত কুলবতী রমণী মদন-শয়নে শায়িত হইল। তিনি অলক্ষ্যে হৃদয় হরণ করেন, তাঁহাকে স্বপ্নেও ভুলা যায় না। জ্ঞানদাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন বিনাস্পর্শেই যদি এমন ঘটে, তাহা হইলে তনুর সহিত তনুর মিলন হইলে কিরূপ হয় বলতো ?

(১৬২)

চূড়াটি বাঁধিয়া উচ্চ কে দিলে ময়ূর পুচ্ছ
ভালে সে রমণী মনলোভা।
আকাশ চাহিতে কিবা ইন্দ্রের ধনুকখানি
নব মেঘে করিয়াছে শোভা॥
মল্লিকা মালতী মালে গাঁথনি গাথিয়া ভালে
কেবা দিল চূড়াটি বেড়িয়া।
মনে হেন অনুমানি বহিতেছে সুরধনি
নীলগিরি শিখর বহিয়া(১)॥
কালার কপালে চাঁদ চন্দনের ঝিকিমিকি
কেবা দিল ফাগু রঞ্জিয়া।
বজতের পত্রে কেবা কালিন্দী পূজিল গো
জবা কুসুম তাহে দিয়া॥
হিঙ্গুল গুলিয়া কালার অঙ্গে কে দিয়াছে
কালিন্দী পুজিল করবীরে।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
শ্যামরূপ দেখি ধীরে ধীরে॥
(মা ১৪৪৮, ক ৬৫)

পাঠান্তর—ক

(১) ঘেরিয়া।

মন্তব্য : এটি জ্ঞানদাসের একটি শ্রেষ্ঠ পদ। আমার শিশুকালে দেখিযাছি মাতামহের নিকট কেহ এই গানটি ছয়মাসের কমে শিখিতে পারেন নাই। দাদা মহাশয় গানটি দেড় ঘণ্টার বেশী সময় ধরিয়া গাহিতেন।

টীকা—

কৃষ্ণের চূড়াটি ময়ূরপুচ্ছ দিয়া কে শ্রীকৃষ্ণের রমণীমনলোভা কপালে বাঁধিয়া দিল? দেখিয়া মনে হয় যেন আকাশে নবমেঘ উঠিয়াছে, তাহার উপর ইন্দ্রধনু শোভা পাইতেছে (শ্রীকৃষ্ণের কপাল নবমেঘযুক্ত আকাশ আর চূড়াটি হইতেছে ইন্দ্রধনু)। সেই চূড়ার চারিদিকে আবার কে যেন মল্লিকা ও মালতীর মালা পরাইয়া দিয়াছে, দেখিয়া মনে হয় যেন নীলগিরির চূড়া বহিয়া সুরধুনী (মালার সহিত উপমিত) প্রবাহিত হইতেছে। কালার কপালে চন্দন দিয়া কি চাঁদ আঁকিয়া দিল? তাহার মধ্যে আবীরের বিন্দু দিয়া কেই বা রাঙ্গাইয়া দিল? দেখিয়া মনে হয় যে ঐ চন্দনের চাঁদ যেন রূপার পাত, কালার কপাল যেন যমুনা, আর ফাগু যেন জবাপুষ্প—জবা দিয়া কে যমুনাকে পূজা করিল? কালার অঙ্গে কে হিঙ্গুল গুলিয়া দিয়াছে? দেখিয়া মনে হয় কেহ বুঝি করবী ফুল (হিঙ্গুল) দিয়া যমুনাকে (কালার দেহ) পূজা করিয়াছে। জ্ঞানদাস বলেন মনে হয় শ্যামরূপ (সুদীর্ঘ-কাল ধরিয়া) ধীরে ধীরে দেখি।

(১৬৩)

তরুমূলে কি রূপ দেখিনু কালা কানু॥
যে রূপ দেখিনু সই, স্বরূপে তোমারে কই,
জল ভরিতে বিসরিনু॥
একে সে কালিন্দীকূল, ত্রিভঙ্গিম তরু মূল,
সজল-জলদ শ্যাম তনু।
জল ভরিয়া যাই, ফিরিয়া ফিরিয়া চাই।
হাসি হাসি পূরে মন্দ বেণু॥
জল ফেলিয়া যাই, লোক(১)-লাজে ভয় পাই
কি করিব কিবা লয় মন(২)।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়,
ভজি গিয়া ও রাঙ্গা চরণ(৩)॥
(র ১৬, প্রা ৬৮, লহরী ৩৪, ক ৬০)

পাঠান্তর—ক

(১) কুল। (২) আপনা খাইয়া সই মনু। (৩) ভজি গিয়া ও চরণ রেণু।

(১৬৪)

দেইখা আইলাম তারে,
সই, দেইখা আইলাম তারে।
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে॥
বান্ধ্যাচে বিনোদ চূড়া নবগুঞ্জা দিয়া।
উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা।
আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা॥
মোহন মুরলী হাতে কদম্ব-হিলন।
দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥
গৃহ কর্ম্ম করিতে আউলায় সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের লেহ॥
(র ১৩, প্রা ৬৭, লহরী ৩১, ক ৫২)

(১৬৫)

চিকণ কালিয়া রূপ, মরমে লাগিয়াছে,
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিয়'ছে,
না জানি তায় কত সুধা দিয়া॥
অধরের দুটী কূল, জিনিয়া বান্ধুলি ফুল,
হাসিখানি মুখেতে মিশায়।
নবীন মেঘের কোরে, বিজুরী প্রকাশ করে,
জাতি কুল মজাইল তায়॥
ভুরু যুগ সন্ধান, কামের কামান বাণ,
হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটি আঁখি।
অরুণ নয়ান-কোণে, চাঞাছিল আমা পানে,
সেই হৈতে শ্যামরূপ দেখি॥
যমুনার ঘাটে হৈতে, উঠিয়া আসিতে পথে,
সখি কিবা অপরূপ তনু।
জ্ঞানদাসেতে কয়, শুধুই যে সুধাময়,
গোকুলে নন্দের বালা কানু॥
(র ১৩, প্রা ৬৭, লহরী ৩০, ক ৫৮)

(১৬৬)

নীকে যমুনা কুল, নীকে নিপ মূল,
নীকে ত্রিভঙ্গিম অঙ্গ মনোহর।
নীকে বনমাল, বিলোল বিলোপন,
মলয়জ উরে পর পীত বসন-বঁর॥
মোহন মুরতিকে বলিহারি।
ব্রজ যুবতিক চিত' চকিত চোরায়ত
রঙ্গে মলয়জ নেহাবি॥
নীকে মণি ভূষণ কিরণ, বনায়ল অবনি
অনঙ্কুর প্রতি অঙ্গ লাবণি।
নীকে মুখচন্দ্র, চকোর দুহুঁ লোচন
কুঞ্চিত অধরে মৃদু গায়নি॥
নীকে শিখিচন্দ্র চিকুর পর সোহন,
নব মালতীর মাল সাজনি।
জ্ঞানদাস কহ সো অপরূপ বস
ভালে তিলক পব সোহনী॥

(ক ৩১৩ পৃঃ)

টীকা—
নীকে—সুন্দর।

(১৬৭)

বতিপতি মোহন · ন, শিরে পব কুসুমিত,
কুঞ্চিত কেশে।
নানা রতন, · অরুণ গুঞ্জা ফল
তহি কত চরণে বিশেষে॥
আজু নন্দ-নন্দন চলি কি বনানে।
নয়ান অপাঙ্গ, মদন-কোটি মোহিত
তরুণী কোটি করু অমিয়া-সিনানে॥
চন্দন তিলক, ভালে পরে বিলক্ষণ,
মৃগমদ হিম কর অঙ্গে।
উপরে কুটিল, অলকা লহু লোলন,
অবলা দুকুল কলঙ্কে॥
বদন-সরোরুহ, ভ্রমরা ভ্রূভঙ্গি
হিয়ে কিয়ে ছোটী কপাট।
জ্ঞানদাস কহ, অপরূপ দেখহ,
চলইতে নটবর নাট।

(ক ৩১৩ পৃঃ)

টীকা—
কি বনানে—কি বেশে সজ্জিত হইয়া।

হিয়ে কিয়ে ছোটী কপাট—বুকে ছোট কপাট বলিতে কি বুঝায় জানি না (বোধহয় পুথির পাঠোদ্ধার ঠিকমত হয় নাই)।

(১৬৮)

কুন্দ কি মাল ধটি, লালক মণ্ডিত
ততহি নব মালতী মালে।
তহি শিখিচন্দ্র মন্দ মন্দ উড়ায়ত
কত শত মত্ত অলিকুলে॥
হেরহুঁ রসিয়া নাগর কান।
অতি রসে আলসে, অলপ অবলোকনে,
তরুণী সর্ব্বস পবাণ॥
অঙ্গে অঙ্গে মণি, ভূষণ ঝলমল
সৌদামিনি ঘনপুঞ্জে।
উবে বনি হার, উদাব অনুপম
অমবাধিপ-ধনু গঞ্জে॥
লীলা তটিনি, বরণি না পাএছি
মন্দ মন্দ গতি ভারে।
জ্ঞানদাস কহে, জো জনা হেরয়ে
সো পুণ পালটি না আএ॥

(ক ৩১২ পৃঃ)

টীকা—
সর্ব্বস পরাণ—সর্ব্বস্ব এবং প্রাণ।
অমরাধিপ-ধনু—ইন্দ্রধনু।

(১৬৯)

সহজ শ্যাম ললিত অঙ্গ
পীঠ ওড়ন পাসরি।
হাস বিমল, বয়ান কমল
অরুণ-নয়ন-চাতুরি॥
দেখ রী সখি, নিপ মূল
চূড়া ভালে ভাউনী।
বিম্ব অধর, মুরুলী মধুর,
মন্দ মধুর গায়নী॥
কনক ভূষণ অঙ্গ অঙ্গ
পরম সুন্দর মাধুরী।
পীত বসন, কটি এ সন
ঐছন থীর বীজুরি॥
শ্রবণে.... মকর কুণ্ডল
উজোর তায়ে গেলনি।
জ্ঞানদাস,.... অমল কমল,
চরণে মাঙে নিছনি।

(ক ৩১২ পৃঃ)

টীকা—

ভাউনী—সুন্দর।

(১৭০)

নব কুবলয় দল, কি এ অতসি ফুল
নীল মন্দর নব আভা।
কি এ দলিতাঞ্জন, ...
পাইয়ে শোভা॥
সজনী নীপতরুমূলে কে।
হৃদয়ে নিহিত, মণি-মাল বিরাজিত,
সুন্দর শ্যাম রাজ॥
কুসুমিত চিকুর, বলিত বর বরিহা,
চন্দ্র বিরাজিত ভালে।
আর অপরূপ এ কমল ব্রজ তিলক
চান্দ উদয় ঘনমালে॥
ইন্দু কোটি জিনি, বঅন মনোহর,
অধরে মুরলি রসাল।
জ্ঞানদাস চিত • ওরূপ অবিরত,
ভাবিতে থাকউ চিরকাল॥

(ক ৩১০)

টীকা—

নব কুবলয় দল—কৃষ্ণকে দেখিয়া মনে হইতেছে একি নব প্রস্ফুটিত নীলোৎপল, না অতসীর ফুল, না নীল মন্দারপুষ্প।

কমল ব্রজ তিলক—ব্রজ শব্দ এখানে কি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিলাম না।

(১৭১)

ইন্দীবর নব, নীলকলেবর,
উরে গজমোতিম হার হিলোল।
তারাবলি জনু, গগনে বিরাজিত,
মুখশশি লোচনে লুবধ চকোর।
কালিন্দি কূলে নব কিশোর কান।
নিরুপম নীপমূল খিতি বৈভব হেরি
মুরছিত কত ফুলবাণ॥
অতি বিচিত্র চিকুর, ভাল রঞ্জিত তহি,
শিখি চন্দ্রক চারু বনান।
রতিপতি মতি মদন অবলোকনে,
তাহি কোন ধনি ধর এ পরাণ॥
শ্রুতি মকরাকৃতি মণ্ডলে মণ্ডিত,
গণ্ডে বিরাজিত শ্রবণে।
জ্ঞানদাস কহে, ধটি অঞ্চল জনু,
বিজুরি বিলসই রহি গগনে॥

(ক ৩১০ পৃঃ)

টীকা—

তারাবলি জনু গগনে বিরাজিত ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের নীল কলেবর যেন আকাশ, আর গজমোতির হার যেন নক্ষত্র সমূহ, মুখ তাঁহার চন্দ্র এবং চক্ষু যেন লুব্ধ চকোর।

ধটি অঞ্চলজনু বিজুরী বিলসই—নীল বসনে সোনালি পাড় যেন আকাশের গায়ে বিদ্যুৎ।

(১৭২)

বরিহা মুকুট মৌলি মন শোহন
চিরে কুটিল বয়ানে।
হেরইতে রূপ নয়ন মন ডুবত,
ধনি বিহি কি এ নিরমাণে॥
দেখ ললিত ত্রিভঙ্গিম লাল।
নব ঘন মাঝে, সাজে সৌদামিনি,
উরে দোলত বনমাল॥
চন্দন তিলক, ফাগু লাগি তাহি,
মৃগমদ উরে বিলাস।
দরসন দিন কিএ আবেসু সুরতি,
রবি শশি রাহু গরাস॥
শ্রুতি মকরাকৃতি, কুণ্ডল উপর,
কিসলয় লোলিত অংসে।
জ্ঞানদাস চিত, মন পুরোহিত,
সেচন কুলবতি বংশে॥

(ক পৃঃ ৩০৯)

টীকা—

চন্দন তিলক ইত্যাদি—কপালে চন্দনের তিলকের মধ্যে আবীরের ও কস্তুরীর ফোঁটা দেখিয়া মনে হইতেছে সূর্য্য (আবীরের ফোঁটা) ও চন্দ্রকে (চন্দনের তিলক) যেন রাহু (কস্তুরী) আংশিক গ্রাস করিয়াছে। আবেসু সুরভি'র অর্থ বুঝা গেল না।

(১৭৩)

ওকি দেহা।
উয়ল জনু নব মেহা॥
ওকি এ চূড়া।
মালতি মাল-মঞ্জুলা॥
ওকি এ বয়না।
দুহু দিসে চরকায় নয়না॥
ওকি এ ছন্দা।
তিমিরে আগোরল চন্দা॥
ওকি এ গমন মনমথ-সীমা।
ওকি এ চলনী।
মোহন অঙ্গকি বলনী॥
ওকি এ রসভোরা।
কুবলয় খঞ্জন জোরা॥
ওকি এ হাস্য।
ভঙ্গুর ভাঁহু বিলাসা॥
ওকি এ লীলা।
অমিয়া-গরলময় শীলা।
ওকি এ মুরলি
গুণ সুনইতে মন ঘুরলী॥
ওকি এ বেশা।
থীর বিজুরি পরকাশা॥
ওকি এ শোভা।
জ্ঞানদাস মন লোভা॥

(ক ৩০৯)

টীকা—

উয়ল জনু নব মেহা—নবজলধর যেন উদিত হইল বয়না-বদন। চরকায়—(বোধ হয়) চমকায়।

(১৭৪)

কাজরে উজর, চিকন বরন
কিবা সে রূপের ছটা।
জেন চান্দের উদয় ভালে
করল কি দিব্রা ফোটা॥

সই রূপ দেখি জগমন মোহে।
নয়ন কোমলের বান মদন বিসাল
ভালে ভালে জিতে রহে।
ধরনি ধয়ল তাহে অভরণ সোনা।
কালা কেশের অধিক উজোর
জিনি আন্ধারের জোনা॥
পহিল বয়েস রসের আবেশ
চমকি চলনি জাইতে।
জ্ঞানদাস কয় জানিল নিশ্চয়
কামিনির কুল ঘুচাইতে॥

(ক ৩০৭ পৃঃ)

টীকা—
নয়ন কোমলের বাণ—(বোধ হয়) নয়ন কমলের বাণ;
জোনা—জোনাকি পোকা।

(১৭৫)

ভুবনমোহন রূপ না জায় বরণী।
কত কাম জিনিঞা ঠাম চমক চলনি॥
কথায়ে কত যে মলুঁ কে কছু পিরিতি॥
চান্দ মুখ দেখি বাটে অধিক আরতি।
সই তোর মরম কহিলু।
জাতি কুল শীল নিছিতে ইছিলু।
ইসত হাসিতে পড়ে অমিঞা করণি।
রূপ চাহিতে কান্দে প্রাণ হিয়ার পুতুলি॥
প্রতি অঙ্গ দেখি মোর প্রতি অঙ্গ ঝুরে।
ভুরু- ভঙ্গির ফাঁন্দে লুকোতে (?) মোরে অবশ
করি তারে॥
কামের কামান সহ জানিল নিশ্চয়।
জ্ঞানদাস কহে কত বৈদগধি অছয়ে॥

(ক ৩০৬)

টীকা—
না জায় বরণী—বর্ণনা করা যায় না।
বাটে—পথে।
প্রতি অঙ্গ দেখি মোর প্রতি অঙ্গ ঝুরে—তুলনীয়
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
কামের কামান সহ—ভ্রূভঙ্গী কামের ধনুকের মতন।

(১৭৬)

চৌদিগে ঘন ঘন চকিত নেহারত
হাসি হাসি বোল এ বোল।
ক্ষেনে নিয়ত…………
মুরলি ধরি দেই কোর॥
সজনি কি পেখলু শ্যামচান্দে।
নয়ন-সঞ্চার ভার ভেল অন্তর
বাঁধল মনমথ-ফান্দে॥
তিলে তিলে তরুণি কলা কত বিলসই
অতি রসে আবেশে ভোর।
মঝু মুখ হেরি বেরি বেরি পুলকয়ে
কে বুঝ এ ও রস-হিলোল॥
বৈদগধি বিবিধ অবধি নাহি পায়ল
জত এ করল পরকাশে।
জ্ঞানদাস কহে অনুভবি জান এ
জত সব পিরীতিক আশে॥

(ক ৩০৫ পৃঃ)

টীকা—
তিলে তিলে তরুণি কলা কত বিলসই—ক্ষণেক্ষণে কত নূতন নূতন কলা প্রকাশ করিতেছেন।
অবধি নাহি পায়ল—সীমা পাইলাম না।

(১৭৭)

নব জলধর জিনি কলেবর
অমিঞা মধুর হাস।
হিয়ার মাঝে দেখি এ থির
বিজুরি প্রকাস॥

ঠমকি চলন   দুদিগে হেলন
অঙ্গের দোলনা।
হেরি চমকিত   হয় কত কত
লাখ মদনা ॥
বিনোদ নাগর   দেখিনু…
রহিল মনের বেথা।
দারুন ননদির   তবে নাকি
হইল কোন কথা ॥
ময়ুর পাখের চান্দ কুন্তল উপরে।
কালিন্দির জলে কিবা মৎস্য রাঙ্গা উড়ে ॥
তাহা যে বেড়িয়া নব মালতির মালা।
হংসরাজপাঁতি কিবা পাতিএাছে খেলা ॥
বদন কমল   নয়ন যুগল
কিবা সে খঞ্জন পাখি।
শারদ চান্দের   চকোর কিবা
আইল পিবার লাগি ॥
পড়ি গেলু মদন ফাঁন্দে নাহিক এড়ান।
জ্ঞানদাস বলে বড় বিনোদিয়া কান ॥

(ক ৩০৪)

টীকা—

হিয়ার মাঝে দেখিএ থির বিজুরি প্রকাশ—বুকে শুভ্র-কুসুমের মালাকে স্থির বিজুরি বলিয়া মনে হয়।

কালিন্দির জলে কিবা মৎস্যরাঙ্গা উড়ে—যমুনার কাল জলে যেন মাছরাঙ্গা পাখী উড়িতেছে—

শ্রীকৃষ্ণের কুন্তলের সঙ্গে যমুনার জলের ও ময়ূর পুচ্ছের সঙ্গে মাছরাঙ্গার উপমা।

(১৭৮)

রূপ কলাগুণ   সব বৈদগধি
নিরূপম সব নিরমাণে।
বেশ বিলাস   অলপ…কেনে
কোন ধনি ধরএ পরাণে ॥

সজনি না করব আন পরথায়।
শ্যাম নায়র   নব-নেহ-জড়িত
জীউ মঝু মনে আন নাহি ভায় ॥
হাস রভস   রসলীলা কৌতুক
প্রেম-পরশ রস গরিমা।
নিতি নব পিরিতি   পসারি পসারয়ে
কে কহু সে সুখ সীমা ॥
(য)ছুক আলাপনে   যব তার দরসন
কুলবতি কুলটা ভেল।
জ্ঞানদাস কহ   পুছইতে না সহ
গুরু গৌরব দূরে গেল ॥

(ক ৩০৪)

টীকা—

শ্যামসুন্দর রূপে, কলাগুণে, রসজ্ঞতায় অনুপম করিয়া সৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া কোন সুন্দরী ধৈর্য্য ধরিতে পারে?

নবনেহ জড়িত—আমার নব অনুরাগে যেন শ্যামসুন্দর বিজড়িত। আমার মনে প্রাণে আর কাহারও কথা রোচে না।

(১৭৯)

শ্যামরূপ হিয়ার মাঝে জাগে।
কত অনুরাগিনী ঝুরে অনুরাগে ॥
কিয়ে রূপ মনোহর রায়।
যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায়।
ওই রূপে আছে কি মাধুরি।
মদন মুগধি কত মরে ঝুরি ঝুরি ॥
তাহে আর ধরে নানা বেশ।
কি করিবে যুবতি মজিল সব দেশ ॥
রূপে আছে ঔষধ মোহিনী।
পরাণে পরাণ সহ করে উমতিনি ॥

তাহে হাসি কয় কথা খানি।
অমিয়া বমিয়া বিধু পড়ল অবনি ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন ধনি।
কুলের ঘুচাইল মূল ভজ রসিক-মণি

(তরু ২৪৫৭, র ২১, ক ৬৭)

টীকা—

ঝুরে—কাঁদে। যাচিয়া—সাধিয়া। করে উমতিনি—উন্মত্ত করে। অমিয়া বমিয়া বিধু—চাঁদ যেন অমৃত উদ্গীরণ করিল (অমিয়ার সঙ্গে মিল করিবার জন্য বমিয়া শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু বমন ব্যাপারটা কাব্যে অপ্রকাশ থাকিলেই ভাল হইত)।

অভিসার

(১৮০)

মেঘ যামিনি অতি ঘন আন্ধিয়ার।
ঐছে সময়ে ধনি করু অভিসার ॥
ঝলকত দামিনি দশদিগ আপি।
নীল বসনে ধনি সব তনু ঝাঁপি ॥
দুই চারি সহচরি সঙ্গহি নেল।
নব অনুরাগ ভরে চলি গেল ॥
বরিখত ঝর ঝর খরতর মেহ।
পাওল সুবদনি সঙ্কেত গেহ ॥
না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ।
জ্ঞানদাস চলু যাঁহা নাগর রাজ ॥

(তরু ৩৪১, ক ১৯২)

টীকা—

মেঘ যামিনি—মেঘেভরা আকাশ এমন রাত্রি।
দশদিগ আপি—দশদিক ব্যাপ্ত করিয়া।
খরতর মেহ—অত্যন্ত তীব্র মেঘ।

(১৮১)

কানু অনুরাগে ঘরে রহিতে না পারি।
কেমনে দেখিব তারে কহ না বিচারি ॥
গুরুজন-নয়ন-পাপগণ বারি।
কেমনে মিলিব সখি নিশি উজিয়ারি ॥
কানুর পিরিতি হাম ছাড়িতে নারিব।
রহিতে না পারি ঘরে কেমনে যাইব ॥
শুনি কহে সখী শুন মো সভার বোল।
সবহুঁ ঘুমায়ব নহ উতরোল ॥
যৈছন যামিনি কৌমুদি ঘোর।
তৈছন বেশ বনায়ব তোর ॥
এতহুঁ কহই করু বেশ বনান।
ধনি অনুরাগিনি জ্ঞানদাস ভান।

(তরু ৭৫২, র ১৯৩)

টীকা—

গুরুজন নয়ন পাপগণ বারি ইত্যাদি—শুক্লপক্ষের উজ্জ্বল রাত্রি, ইহার মধ্যে গুরুজনদের নয়নরূপ পাপগণকে লুকাইয়া (বারি—বারণ করিয়া) কেমন করিয়া কানুর সহিত মিলিব?

ঘুমায়ব—নিদ্রা যাইবে।
নহ উতরোল—উতলা হইও না।

তৈছন বেশ বনায়ব তোর—শুক্লাভিসারিকার বেশ শুভ্র হয়, সাদায় সাদা মিলিয়া যায়, লোকে লক্ষ্য করিতে পারে না।

(১৮২)

তাতল ধরণী অধিক আগুনি
দিনকর দুপুর ভাগে।
ঐছন সময়ে রাই অভিসারল
শ্যাম শুদ্ধ অনুরাগে ॥
সজনি! কিছু না মানিল রাধা।
দিন অভিসারে সতত সঙ্কট
শ্যাম সঙ্গ সুখ-সাধা ॥

ঘন চন্দনে তনু লেপন কুঙ্কুম
প্রতি অঙ্গে কুসুম সাজে।
ভরম নিবারল সাজত অনুপাম
কেতকি মাঝহি মাঝে॥
পীতাম্বর বর নব তনু ঢাকল
অভরণ লেল লুকায়।
জ্ঞানদাস কহে পিরিতি না মানই
জগজনে অপযশ কয়॥

(ক, বি, ৩৩৬, পত্র ১০)

টীকা—

এটি শ্রীরাধার দিবাভিসারের পদ। দুপুর বেলায় সূর্য্যের তাপে মাটী তাতিয়া উঠিয়াছে, মনে হইতেছে যেন আগুনের চেয়েও বেশী গরম। এমন সময়ে বিশুদ্ধ অনুরাগের বশে রাধা শ্যামের জন্য অভিসারে বাহির হইলেন। সখি! তিনি কোন বাধাই গ্রাহ্য করিলেন না দিবা-অভিসারে সর্ব্বদাই অনেক বিপদ আছে, কিন্তু শ্যামের সঙ্গসুখ লাভের সাধে সে সব তিনি গণনা করিলেন না। তিনি দেহে চন্দন ও কুঙ্কুম ঘন করিয়া লেপন করিলেন, প্রতি অঙ্গ আবার ফুল দিয়া সাজাইলেন। মাঝে মাঝে আবার কেতকী ফুল দিয়া একদিকে অনুপম সজ্জা করিলেন, অন্যদিকে তাঁহার অঙ্গ যে শুধু ফুল দিয়াই তৈয়ারী নহে (কেয়াফুলের কাঁটা থাকায়) সেই ভ্রম নিবারণ করিলেন। শ্রেষ্ঠ পীতবস্ত্রে তাঁহার নবীন দেহ আবৃত করিলেন, অলঙ্কার সব লুকাইলেন। জ্ঞানদাস বলেন যে পৃথিবীর লোক অপযশ করিলেও প্রেম তাহা গ্রাহ্য করে না।

(১৮৩)

ধনি অনুরাগিণী রহিতে না পারে।
তুরিতে উঠিলা ধনি শ্যাম অভিসারে॥
সখি সাথে চলে পথে বিনোদিনী রাধা।
কানু অনুরাগে ধনি না মানয়ে বাধা॥
হংস-গমনী ধনি আইলা কুঞ্জবনে।
হরষিত হৈয়া রাই মিলল শ্যাম সনে॥
আগুসরি যাই শ্যাম রাই কর ধরি।
আহা মরি কত দুখ পেয়েছ কিশোরী॥
করে ধরি রাই লইয়া বসাইল বামে।
পীতবাসে মোছয়ে রাই মুখ ঘামে॥
শ্যাম বামে বৈঠল রসেরমঞ্জরী।
জ্ঞানদাসেতে মাগে চরণ মাধুরী॥

(মাধুরী ২।৬৫০)

টীকা—

শ্রীরাধার অনুরাগ এত প্রবল যে তিনি আর ঘরে রহিতে পারিলেন না। সুন্দরী শীঘ্র উঠিয়া শ্যামের অভসারে চলিলেন।

(১৮৪)

সাজলি সো মৃগনয়নি রাই।
ত্রিভুবনে রূপের তুলনা নাই॥
বেণী বনায়ত বেলন ছাঁদ।
উলট কমল ফুটল আধ॥
নাসা তিলক ফুল গুঞ্জ।
কাজরে মাজল দিঠি দুকুল॥
নীল বসন কনয়া গিরি।
হিয়ার মাঝারে কনক ঝুরি॥
অঙ্গের বসন উড়িছে বায়।
ধীরে ধীরে ধীরে চলিয়া যায়॥
চঞ্চল খঞ্জনে নূপুর পায়।
জ্ঞানদাস মন রহুক তায়॥

(ক, বি, ৩২৭, পত্র ৬)

টীকা—

মৃগনয়নি—হরিণীর মতন নয়ন যাহার।

বেলন ছাঁদ—বিনানো ধরণে, তুলনীয় গোবিন্দদাস (তরু :৩৩৩)। বেলন পাটের ছাঁদে বান্ধিয়া কবরী।

দিঠি দুকুল—নয়নের দুই কোণে।

(১৮৫)

চল বৃন্দাবনে রাই চল বৃন্দাবনে।
নয়ান জুড়াবে রাই শ্যাম দরশনে ॥
শ্যাম-ভাবে বিনোদিনী গমন সুধীর।
ভরমে ভরমে ঘরের হইলা বাহির ॥
পথে যাইতে বিনোদিনী অভরণ পরে।
ললিতারে জিজ্ঞাসেন শ্যাম কত দূরে ॥
অঙ্গে অঙ্গ হেলি যায় বাহু পসারিয়া।
চলিতে না পারে পথ পড়ে আউলাইয়া ॥
প্রবেশিলা বৃন্দাবনে রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাসে মাগে রাঙা চরণ মাধুরী ॥

(ব ২৬ ম, প্রথম পত্র)

টীকা—

শ্যাম-ভাবে বিনোদিনী গমন সুধীর—সুন্দরী শ্যামের প্রেমে অবশ বলিয়া জোরে চলিতে পারিতেছেন না।

ভরমে ভরমে ঘরের হইলা বাহির—অত্যন্ত সম্ভ্রম বা সঙ্কোচের সহিত ঘরের বাহির হইল।

অঙ্গে অঙ্গ হেলি যায়—ললিতার অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া রাধা চলিতেছেন।

(১৮৬)

সখিগণ বচনে বনায়ল বেশ।
বিরচিল কবরি আঁচরি নিজ কেশ ॥
ভালহি দেয়ল সিন্দুর-বিন্দু।
চন্দন-রেখ শোভয়ে আধ ইন্দু ॥
কত কত অভরণ সাজায়ল অঙ্গে।
হেরইতে মুরছয়ে কতহুঁ অনঙ্গে ॥
নীল-বসনে তনু ঝাঁপলি গোরি।
চললি নিকুঞ্জে শ্যাম-রসে ভোরি ॥
মদনমোহন-মনমোহিনি নারি।
জ্ঞানদাস কহ যাও বলিহারি ॥

(তরু ১০১৯, র ১৯২, ক ৯৬)

টীকা—

চন্দন রেখ শোভয়ে আধ ইন্দু—কপালে একটু চন্দনের রেখা আঁকিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শোভা পাইতেছে।

(১৮৭)

কানু-অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহে।
গুরু-দুরুজনে ভয় কছু নাহি মানয়ে
চির নাহি সম্বরু দেহে ॥
দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত।
ঘন আন্ধিয়ার ভুজগ-ভয় কত শত
তৃণহু না মানয়ে ভীত ॥
সখিগণ সঙ্গ তেজি চলু একসরি
হেরি সহচরিগণ যায়।
অদভূত প্রেম তরঙ্গে তরঙ্গিত
তবহুঁ সঙ্গ নাহি পায়।
চললি কলাবতি অতিশয় রসভরে
পন্থ বিপথ নাহি মান।
জ্ঞানদাস কহ এই অপরূপ নহ
মনহি উজোরল কান ॥

(তরু ৯৭৫, র ১৮১, ক ৯৫)

টীকা—

ঘন আন্ধিয়ার ইত্যাদি—নব অনুরাগের বশে রাধা নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কত শত সর্পের ভীতিকে একটুও গ্রাহ্য না করিয়া (তৃণতুল্য অগ্রাহ্য করিয়া) সখীদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া একলা অভিসারে চলিলেন। সখীরা তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাধা যেন অপূর্ব্ব প্রেম-তরঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে চলিতে পারিলেন না।

মনহি উজোরল কান—আঁধার কোথায়? কানাই যে মনের দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে।

(১৮৮)

ধনি আই বৃষভানু-তনি।
চরণ-কমল চন্দ অরুণ বিরাজিত
মঞ্জির রঞ্জিত মধুর-ধ্বনি ॥
বয়স সমান সঙ্গে নব রঙ্গিনি
সাজলি শ্যাম-দরশ-রস লোভে।
কোই রবাব মুরজ সর মণ্ডল
বীণ উপাঙ্গ হাথ পর শোভে ॥
গতি অতি মন্থর নব যৌবন ভর
অসিত বসন মণি কিঙ্কিণি বোল।
গজ অরি-মাঝরি উপরে কনয়-গিরি
বীচহি সুরধনি মুকুতা হিলোল ॥
রবি-মণ্ডল হরি কুণ্ডল ঝলমলি
সুন্দর সিন্দূর ভালি রে ভালে।
জ্ঞানদাস কহ মাতল অলিকুল
বেঢ়ল কবরিক মালতি মালে ॥

(অ ১৫০, ক ৯৭)

টীকা—

বৃষভানু-তনি—বৃষভানুতনয়া।
অসিত বসন—কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্র।

(১৮৯)

শ্যাম-অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা ॥
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বান্ধিয়া কবরী।
কুন্তলে বকুলমালা গুঞ্জরে ভ্রমরী ॥
নাশায় বেশর দোলে মারুত-হিলোলে।
নবীন কোকিলা জিনি আধ আধ বোলে ॥
কত কোটি চাঁদ জিনি বদনের শোভা।
প্রেমবিলাসিনী রাই কানু মনোলোভা ॥
ভালে সে সিন্দূর বিন্দু চন্দনের রেখা।
জলদে ঝাঁপল চাঁদ আধ দিছে দেখা ॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ-আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া ॥
রবাব খমক বীণা সুমিল করিয়া।
প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া ॥
নূপুরের রুনু ঝুনু পড়ি গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে আইল রাই পারা ॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই চারিদিগে চায়।
মাধবী লতার তলে দেখে শ্যামরায় ॥
শ্যাম কোরে মিলিল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ-মাধুরী ॥

(র ১৯৬, প্রা ১১০, ল ২৩০, ক ৯৮)

(১৯০)

ভূপালী

শ্যামে সম্ভাষিতে যান বিনোদিনী রাধা।
নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা ॥
পিঠেতে পাটের থোপা নামিয়াছে ঝুরি।
লবঙ্গ মালতী মালে গুঞ্জরে ভ্রমরী ॥
নাসার বেশর দোলে মুকুতা হিলোলে।
অধরে মধুর হাসি আধ আধ বোলে ॥
রঙ্গিম নয়নে কিবা কাজরের রেখা।
জলদে বিজুরি যেন চাঁদে দিছে দেখা ॥
শ্যাম কোলে মিলায়ল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাসে মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী ॥

(কী ২০১)

টীকা—

লবঙ্গ মালতী মালে গুঞ্জরে ভ্রমরী—শ্রীরাধা লবঙ্গের এবং মালতী মালা পরিয়াছেন, তাহার সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরীরা গুঞ্জন করিতেছে।

জলদে বিজুরি যেন চাঁদে দিছে দেখা—মেঘের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ অথবা চন্দ্র দেখা দিতেছে (কাজল হইতেছে মেঘ, আর নয়ন হইতেছে বিদ্যুৎ অথবা চন্দ্র)।

(১৯১)

বৃকভানু নন্দিনী রমনী শিরোমণি
নব নব রঙ্গিনী সঙ্গে।
চলিলা শ্রীবৃন্দাবনে শ্যামচাঁদ দরশনে
রসভরে ডগমগি অঙ্গে ॥
রাই রূপ-লাবণ্যের সীমা।
না জানি কতেক নিধি গড়িল কেমন বিধি
ত্রিভুবনে নাহিক উপমা ॥ ধ্রু ॥
নীলমণি চুড়ি হাতে রতন কঙ্কণ তাতে
নীল বসন শোভে গায়।
সোনার নূপুর পাতামল রাঙ্গাপায়ে ঝলমল
হংসগমনে চলি যায় ॥
জিনি কত কোটী শশী মুখে মন্দ মৃদু হাসি
পিঠে দোলে চাঁচর কেশর বেণী।
বেণী আগে সোনার ঝাঁপা তার মাঝে কনক চাঁপা
গোবিন্দের হৃদয়-মোহিনী ॥
ললিতা দক্ষিণ হাতে বাম কর দিয়া তাতে
প্রবেশিলা শ্রীবৃন্দাবনে।
রাই অঙ্গের কান্তিমালা দশদিক করিয়াছে আলা
জ্ঞানদাস আনন্দিত মনে ॥
(ক, বি, ৭৯, কী ২০১, র ১৯৫, ক ৯৯)

টীকা—

হংসগমনে—রাজহংসীর মতন ভঙ্গী করিয়া।

(১৯২)

সখীর বচন শুনি হিয়া উতরোল।
কহই না পারই গদগদ বোল ॥
নয়নে বহয়ে ঘন আনন্দ লোর।
পদ আধ চলে রাই সখি করি কোর ॥
আবেশে সখীর অঙ্গে হেলাইয়া অঙ্গ।
চলে বা না চলে অতি রসের তরঙ্গ ॥
জ্ঞানদাস কহে চল ঝট কুঞ্জে যাই।
প্রেমধন দিয়া তুমি কিনহ কানাই ॥
(কী ১০৭, র ৯৫, ক ৯৯)

টীকা—

নয়নে বহয়ে ঘন আনন্দ লোর—সখীর কথা শুনিয়া রাধা কিছুই বলিতে পারিতেছেন না, শুধু আনন্দে তাহার চোখ হইতে ধারা বহিতেছে।

(১৯৩)

অঞ্জন রঞ্জই(১) দিঠে অরবিন্দে।
ভুলল মধুকর অতি মকরন্দে ॥
হেম-মুকুট দূর করয়ে ললাট।
সিঁথার সিন্দুর(২) মনমথ পাট ॥
সহজই সুন্দরী অতি রসভার।
বিদগধ নাগর করয়ে শিঙ্গার ॥
ইন্দু কোটি জিনি চন্দন বিন্দু।
হেরইতে নাগর পড়ু রসসিন্ধু ॥
চিবুক বনায়ল কাল ভুজঙ্গ।
হেরি হরিষে পুলক(৩) পহু অঙ্গ ॥
চন্দনে রঞ্জিত করু কুচ কুম্ভ।
দুধে সিনায়ল কাঞ্চন শম্ভু ॥
বেশ বনাইতে না পাই ডর।
জ্ঞানদাস কহ ভয়ে নহ ভোর ॥
(র ১০৭, প্রা ৮৫, লহরী ১০২, ক ১০১)

পাঠান্তর—ক

(১) অঞ্জনে রঞ্জন। (২) সিন্দুরে সুন্দর। (৩) হেরইতে পুলকে হরখে। (৪) পাণ্ডুর।

টীকা—

ইন্দু কোটি জিনি চন্দন বিন্দু ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কপালে এমন একটি চন্দনের বিন্দু আঁকিয়া দিলেন যে তাহার শোভা কোটি চন্দ্রকে পরাজিত করে, তাহা দেখিয়া নাগর যেন রসের সমুদ্রে পড়িলেন। চিবুকে মৃগমদ বিন্দুসমূহ অঙ্কন করায় মনে হইল যেন কালসর্প তথায় রহিয়াছে।

তাহা দেখিয়া প্রভুর অঙ্গ পুলকে ভরিয়া গেল। কুচকুম্ভ চন্দনে চর্চ্চিত করায় মনে হইল যেন স্বর্ণশম্ভুকে দুধ দিয়া স্নান করান হইয়াছে।

(১৯৪)

সময় জানিয়া ভানুর বালা।
নিকসে যেমন চাঁদের মালা।
পরিধান নীল পট্ট শাড়ী।
অঞ্চলে বাঁধয়ে নব কস্তুরী॥
চাঁচর চিকুরে বাঁধে কবরী।
শশী করে আলো চৌদিগে ঘেরি॥
সিঁথাতে শোভিত সোনার সিঁথি।
তাহাতে দুলিছে কনক মোতি॥
কপালে সিন্দূর চন্দন বিন্দু।
উদয় হইল অরুণ ইন্দু॥
নাসায়(১) শোভিত সুন্দর বেশর।
মৃগমদ বিন্দু চিবুক-উপর।
কর্ণে শোভিত সোনার ফুলে।
মুখে মৃদু হাসি আধ যে বলে॥
কণ্ঠমালা কণ্ঠেতে ঘেরি।
নীলমণি-হার কাঁচলী পরি॥
বাহুবন্ধ তাহে সোনার ঝাঁপা।
কি শোভা হয়েছে দেখ বিশাখা॥
নীলমণি-চুড়ি ভুজের আগে।
রতন কাঞ্চন তাহার যুগে॥
রতন পহুঁচে(২) তাহার পরে।
মাণিক অঙ্গুরী অঙ্গুলী পরে॥
ক্ষীণ-কটিমাঝে রতন কিঙ্কিনী।
রাম রম্ভা জিনি উরুয় বলনি॥
পদতলে কত চাঁদের ধটী।
তাহার উপরে সোনার পাটি।
সোনার শিকলি তাহার পরে।
মরাল নূপুর বাজিছে জোরে।
তাহার উপরে ঘুঘুর ঘন।
রতন চুটকি হইলা জ্ঞান॥

(অ ১৯৪, লহরী ১৪২, ক ৯৮)

পাঠান্তর—ক

(১) নাসাতে। (২) পঁইচা।

(১৯৫)

বনের মাঝে বাজে বংশী কি হব উপায়।
ধৈরজ না মানে মন বন মুখে ধায়॥
ত্বরায় চলিতে চাই নাহি চলে পা।
শ্যাম প্রেমের আবেশে আলায়্যা পড়ে গা॥
অভরণে যদি অঙ্গ সাজাইতে চাই।
কোন খানে পরিব কী ওর নাহি পাই॥
একে কুলবতী তায় সহজে অবলা।
আর তাহে আছে গৃহে গুরুজনের জ্বালা॥
জ্ঞানদাসেতে কয় আর বিলম্ব না সয়।
ছুটিল করের শর নিবারণ নয়॥

(মজনী ৩১ পৃঃ)

টীকা—

ওর—সাধারণ অর্থ সীমা, এখানে হদিশ।

ছুটিল করের শর নিবারণ নয়—বাণ যেমন ছুঁড়িয়া দিলে আর ফেরানো যায় না, তেমনি মন একবার বাঁশীর ধ্বনি শুনিয়া অভিসারে যাইবার জন্য উতলা হইয়াছে, তাহাকে আর ধৈর্য্য ধরিতে বলা বৃথা।

(১৯৬)

পহিলহিঁ দরশনে সোঁপবি সেবা।
পুছইতে কুশল উতর নহি দেবা ॥
শুন শুন সজনী-তু বড়ি সিয়ানি।
কহিব ন কহিব রাখব নিজ মানি ॥
সহজেই সুচতুর গোপ কানাই।
অবসর বুঝই করিব চতুরাই ॥
যব চিতে বুঝবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে কহিব হৃদয়ে জনি লাগ ॥
সঙ্কেত জানায়বি আখর চারি।
সো দিন অবধি রহব পতি আশে ॥
জ্ঞানদাস কহ গুরুয় পিয়াসে।

(অ ১৪৮, ক ৭৯)

টীকা—

সোঁপবি সেবা—পূজা করিবে, প্রণাম করিবে।

তৈখনে কহিব হৃদয়ে জনি লাগ—তখন এমন কথা কহিবে যাহাতে তাহার হৃদয় স্পর্শ করে।

আখর চারি—চারিটি অক্ষরে সঙ্কেত জানাইবে। ঐ সঙ্কেত নিশ্চয়ই কাল বাচক, কেননা পরের চরণে আছে "সে দিন অবধি রহব পতিয়াশে" সেই দিন পর্য্যন্ত কানু প্রত্যাশয়ে থাকিবে। চারি অক্ষর কথাটি একাদশী, ত্রয়োদশী বা চতুর্দশী হইতে পারে।

(১৯৭)

অবনত নয়নী[১] না কহে কিছু বাণী।
পরশিতে তরসি ঠেলই পহুঁ পানি ॥
সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ।
অভিনব রাই[২] না মানয়ে বোধ ॥
পিরিতি বচন কছু[৩] কহ যে বিশেষ।
রাইকো হৃদয়ে দেখয়ে রস-লেশ[৪] ॥
পহিরণ বাস[৫] ধরল যব হাত।
তব ধনী দিব দেওল[৬] নিজ মাথ ॥
রস পরসঙ্গে করয়ে[৭] বহু রঙ্গ।
নিজ পরথাব নামে দেই ভঙ্গ ॥
নাহক আদর বহুত[৮] বাড়ায়।
জ্ঞানদাস কহে এত না জুয়ায়।

(গীতচন্দ্রোদয় ১৩৮, কীর্ত্তনানন্দ ১৬৯, তরু ২২৩, ক্ষণদা ৮।১৫)

পাঠান্তর—

(১) বয়নী—কী, তরু। (২) নায়রী—গী, কী' তরু। (৩) পুন—গী, তরু, কী। (৪) দেখয়ে লব লেশ (ইহার কোন মানে হয় না)—গী, তরু, দেখয়ে নব লেশ—কী—(ইহাও নিরর্থক)। (৫) বসন—গী, তরু, কী। (৬) দেই—গী, তরু, কী। (৭) কয়ল কত রঙ্গ—তরু, গী, কী। (৮) অধিক—গী, কী, তরু।

টীকা—

প্রথম সঙ্গমভীতা রাধিকা চোখ নীচু করিয়া থাকেন, কিছু কথা বলেন না। প্রভু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে গেলে তিনি ভয়ে তাঁহার হাত ঠেলিয়া দেন। সুচতুর নাথ তাঁহাকে অনুরোধ করেন, রাই প্রবোধ মানেন না। কান্ত তখন তাঁহাকে কিছু ভালবাসার কথা বলিলেন। তাহ'তে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে রাধার হৃদয়ে কিঞ্চিত রসের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি যখন তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র হাতে ধরিলেন তখন সুন্দরী নিজের মাথার দিব্য দিলেন। রসের প্রস্তাবের প্রসঙ্গে অনেক রঙ্গ করিলেন কিন্তু আসল প্রস্তাবের বেলায় কাজে ভঙ্গ দিলেন। এইরূপে নাথের আদর খুব বাড়াইলেন, জ্ঞানদাস বলেন এতটা করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

(১৯৮)

মিলিল শ্যামের সনে নবীন কিশোরী।
পশু পাখী উনমত দুহুঁ রূপ হেরি ॥
হিলন দিয়া দাঁড়াইল রসময় শ্যামচন্দ্র।
নাগর অমনি চেয়ে রইল রাই মুখচন্দ্র ॥

মিলিল রে আরে নব রঙ্গিনী রাধা।
দরশনে দূরে গেল মনসিজ বাধা ॥
দুহুঁ দোঁহা মিলই বাহু পসারি।
আনন্দে মগন ভেল সখিগণে হেরি ॥
শ্যাম-বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাসেতে মাগে চরণ মাধুরী ॥

(মাধুরী ১৪৫০)

টীকা-
দরশনে দূরে গেল মনসিজ বাধা—মন্মথের যে পীড়াতে কষ্ট পাইতেছিলেন তাহা দূরে গেল।

(১৯৯)

যব হরি হেরল রাই মুখ ওর।
তৈখনে ছল ছল লোচন জোর ॥
যবহুঁ কহল পহুঁ লহু লহু বাত।
তবহুঁ কয়ল ধনি অবনত মাথ ॥
যবহুঁ ধয়ল পহু অঞ্চল পাশ।
তৈখনে ঢল ঢল তনু পরকাশ ॥
যব হরি পরশল কঞ্চুকসঙ্গ।
তৈখনে পুলকে ভরল দুহু অঙ্গ ॥
পুরল মনোরথ মদন উদেশ।
জ্ঞানদাস কহ পিরিতি বিশেষ ॥

(ক, বি ১১১ পত্র ৪০)

টীকা—
রাই মুখ ওর—রাইয়ের মুখের দিকে।
লহু লহু বাত—মৃদুমৃদু বাক্য।
তৈখনে ঢল ঢল তনু পরকাশ—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার অঞ্চলের কোণ স্পর্শ করিতেই শ্রীরাধার দেহে ভাবের সঞ্চার হইল।
কঞ্চুক—কাঁচুলি।

(২০০)

সাজল শ্যাম সুরত-রণ পণ্ডিত
করে করি কুসুম-কামান।
সৌরভে ভ্রময়ে কতহুঁ কত মধুকর
জীতল মনমথ-বাণ ॥
ধনি ধনি অপরূপ ছান্দে।
বেশ বিলাস স— রসময় মাধুরি
কামিনি-লোচন-ফান্দে ॥ ধ্রু ॥
চুয়া চন্দন অগোর বিলেপন
সংযোগ বিবিধ বিচিত্রে।
সমর-শমিত কেশ বেশ করু বন্ধন
বরিহা চারু চরিত্রে ॥
কঙ্কণ-কিঙ্কিণি ঘন ঘন রণ রণি
রতি-রণ বাজন বাজে।
জ্ঞানদাস কহ রসিক-শিরোমণি
সাজল রমণি-সমাজে ॥

(তরু ১৪৮৫, র ১১২, ক ১৭৩)

টীকা—
কুসুম কামান—কুসুমধনুক।

(২০১)

বিদগধ নাগরি নাগর রসিয়া।
মধুকর মধু পিয়ে কমলিনি পশিয়া ॥
বাঢ়ল রস-সিন্ধু দুহেঁ এক হিয়া।
কালা মেঘে ঝাঁপল কুমুদ-বন্ধুয়া ॥
রাই কানু নিধুবনে মধুর বিলাস।
দুহুঁ দুহুঁ মুখ হেরি বাঢ়য়ে উলাস ॥
পূণিম-চান্দ মুখে স্বেদ-বিন্দু বিন্দু।
অনঙ্গ লাবণ্য-ফুলে পূজল ইন্দু ॥
বিগলিত কেশ বেশ বিগলিত বাস।
রতি-রস-শ্রমে বহে দীঘ নিশাস ॥
অলসে মুদিত আঁখি বয়ানে বয়ান।
জ্ঞান কহে চান্দে কিয়ে চান্দের মিলান ॥

(তরু ১৪৯৩, র ৭৪, ক ৯০)

টীকা—
মধুকর মধু পিয়ে—শ্যামভ্রমর রাধাকমলিনীর মধু পান করিতেছেন।
কুমুদবন্ধুয়া—চন্দ্র, চন্দ্রবদনী-রাধা।

(২০২)

নন্দের বাড়ী তমাল গাছি
কনক লতায় বেড়া।
....
কালা কলেবর পীত বসন
গৌর কলেবর নীরে(১)।
(কনক অষ্ট দলে অমিয়া সাগর
ভাসল মত্ত অলিকুলে(২) ॥)
একশিরে শোভে মেঘের মালা
আর শিরে ইন্দ্রধনু।
এক(৩) কপালে শশধর শোভিত(৪)
আর কপালে শোভে ভানু ॥
এক মুখে অমিয়া বরিখে(৫)
আর মুখে বায় বেণু(৬)।
জ্ঞানদাসের(৭) মন অনুখন 'ভাণই'(৮)
রাধার পরাণ কানু ॥

(র ৪১, প্রা ৫৬, ক ২২৯)

পাঠান্তর—ক

(১) নীল বসনে গড়ি। (২) বন্ধনীর ভিতরের অংশ 'ক' তে নাই। (৩) ভালে। (৪) আর কপালে ভানু। (৫) এক মুখেতে সুধা ঝরে। (৬) আরে বাজায় বেণু। (৭) জ্ঞানের। (৮) 'ভাণই' শব্দ 'ক' তে নাই।

টীকা—

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তমাল গাছের এবং রাধার সঙ্গে স্বর্ণ-লতিকার উপমা দেওয়া হইয়াছে।

এক কপালে শশধর শোভিত ইত্যাদি—একজনের কপালে চন্দন দিয়া চাঁদ আঁকা, আর একজনের কপালে সিন্দুরের বিন্দু (সূর্য্যের মত)।

(২০৩)

(একলি কুঞ্জহি কান।
পথ হেরি আকুল পরাণ ॥
মনমথে জর জর ভেল।
তৈখনে সুন্দরী গেল ॥
হেরই নাগর কান।
হোয়ল অমিয়া-সিনান।)
নব অনুরাগিণী নারী।
কি কহব কহই না পারি ॥
নাহ দরশে ভেল ভোর।
কো কহ আরতি ওর ॥
সহচরিগণ পিছে গেল।
হেরি দুহুঁ আনন্দ ভেল ॥
পূরল মন অভিলাষ।
জ্ঞান কহই সখি পাশ ॥

(তরু ৯৭৮, র ৯৬, ক ৯৬ শেষার্দ্ধমাত্র)

টীকা—

বন্ধনীর ভিতরকার অংশ পদকল্পতরুতে আছে, কিন্তু কি কারণে 'ক' তে উহা বাদ পড়িয়াছে বলা যায় না। প্রথমার্দ্ধ না থাকিলে শেষার্দ্ধের রস সম্পূর্ণ বুঝা যায় না।

(২০৪)

বিগলিত কুন্তল মণিময় কুণ্ডল
রুনুঝুনু অভরণ বাজ।
ঘামহিঁ অলকা তিলক বহি যাওত
ঘন দোলত মণি রাজ ॥
দেখ দেখ দুহুঁ জন-কেলি।
দুহুঁ দুহুঁ অধর সুধারস পিবি পিবি
দুহুঁ কিয়ে উনমত ভেলি ॥
গীমহি ভুজযুগ উপর শশোধর
কনক ধরাধর মাঝ ॥
অপরূপ পবনে সঘন জনু দোলত
গগন সহিত দ্বিজরাজ ॥
চঞ্চল চরণ-কমল মণি-নূপুর
সশবদ মঙ্গল পুর।
মনমথ কোটি মথন করু ঐছন
জ্ঞানদাস চিতে ফুর ॥

(তরু ৭৬১, র ৭৩, ক ৯১)

টীকা—

বিলাসের বর্ণনা।

গীমহি—গ্রীবা।

উপর শশোধর—ছন্দানুরোধে শশধরকে শশোধর করা হইয়াছে; উপরে চন্দ্রবদন।

কনক ধরাধর—স্বর্ণবর্ণ স্তনযুগল।

গগন সহিত দ্বিজরাজ—শ্রীকৃষ্ণ আকাশের ন্যায় নীলবর্ণ; শ্রীরাধা চন্দ্র বা দ্বিজরাজ।

তুলনীয়—বিদ্যাপতি (৬৯৭)

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল
চাঁদ বেঢ়ল ঘনমালা। ইত্যাদি।

(২০৫)

নিমগন দুহুঁ জন রতি-রণ-রঙ্গে।
থির দামিনি নব জলধব সঙ্গে॥
কুসুম-শেজ পর রাধা কান।
দুহুঁ মন মনসিজ পেশল জান॥
ঘন ঘন চুম্বই চকিত নয়ান।
কুচযুগপর খরতর নখ হান॥
কুঞ্জহি দুহুঁ জন নিধুবন-কেলি।
জ্ঞানদাস চিতে আনন্দ ভেলি॥

(তরু ৫৮৫, র ৭২, প্রা ৭৬, ল ২১১, ক ৮৯)

টীকা—

থির দামিনি—স্থির সৌদামিনী (রাধা)

(২০৬)

গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক।
বয়ানে বয়ান রহু আরতি অনেক॥
মনে রহু মনসিজ শূতল শেজে।
নাহি পরকাশল থোরিহুঁ লাজে॥
মণিময় দীপ উজোরল গেহ।
সুকুসুম-শেজহি ঝলমল দেহ॥
কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কার।
শারি শুক কত কপোত ফুকার॥
মলয় পবন বহ মন্দ সুগন্ধ।
দ্বিজ-কুল-শবদ গীত-অনুবন্ধ।
সুখময় মন্দির কালিন্দি-তীর।
শুতল দুহুঁ জন কুঞ্জ কুটীর।
সখিগণ হেরই ঝরকহিঁ ঝাঁকি।
আরতি অধিক তিপিত নহ আঁখি॥
কোই কোই সেবই শেজক পাশ।
জ্ঞানদাস কহ পূরল আশ॥

(তরু ৫৬৪, র ৭০, প্রা ৭৫, ল ২১১, ক ৮৯)

টীকা—

মনে রহু মনসিজ ইত্যাদি—মনে কাম আছে, কিন্তু লজ্জায় তাহার একটুও প্রকাশ করিলেন না।

দ্বিজকুল শবদ—পাখীদের শব্দ যেন গীতের আরম্ভ (অনুবন্ধ) সূচনা করিতেছে।

ঝরকহিঁ ঝাঁকি—জানালা দিয়া তাড়াতাড়ি অঙ্গ চালনা করিয়া (উঁকি দিয়া)।

কোই কোই সেবই শেজক পাশ—কেহ কেহ শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সেবা করিতে লাগিলেন (ইঁহারা মঞ্জরী, সখীদের এইরূপ ক্ষেত্রে সেবার অধিকার নাই)।

(২০৭)

প্রেম পরাণ একু ঠামে।
কেহ না কবে বোল কানুক বামে॥
নাহক অন্তব জানি।
অতয়ে করল অনুমানি॥
সজনী কে জানে উপায়ে।
পবশিলে পলটি না যায়ে॥
ঐছন দুহুঁক সুসঙ্গ(১)।
(জনু) চাঁদ কয়ল মৃগ অঙ্ক॥
অন্তরে জানিয়ে তিলেক।
ছায়া তনু জনু এক॥

পিরিতিক জীউ অধীন।
যৈছে জলে রহ মীন ॥
জ্ঞানদাস রস ভোগ।
মিলনহি যোগহি-যোগ(২)

(অ ১৫৪, ক ৮৪)

পাঠান্তর—ক

(১) কানুক সুসঙ্গ।

(২) জ্ঞানদাস সরস আভোগ।
মিলহি যোগহি যোগ।

টীকা—

প্রেম পরাণ একু ঠামে ইত্যাদি—প্রেম ও প্রাণ একই স্থানে রহিয়াছে, কানুর বিরুদ্ধে কেহ কথা বলে না। আমি নাথের মন জানি, সেইজন্য ইহা অনুমান করিতেছি। সখি! কে জানে কি উপায় করিলে স্পর্শ করার পর সে ফিরিয়া না যায়। ঐরূপ দুইজনার মিলন, চাঁদ যেন হরিণকে কোলে ধরিল (কিন্তু দেখিতে কলঙ্ক বলিয়া মনে হয়)। মনে জানি ছায়া এবং দেহ সব সময়ের জন্য যেন এক। প্রেমের অধীন হইতেছে প্রাণ, যেমন মাছ জলে থাকে (জলের অধীন)। জ্ঞানদাস রস উপভোগ করিতেছেন, কেননা যোগ্যের সহিত যোগ্যের মিলন হইয়াছে।

(২০৮)

অনত যে মাধব অনত যে রাই।
ধনি-মুখ বঙ্কিম ওর ন পাই(১) ॥
ঐছে(২) সময় হম মন্দিরে গেল
হিয়ে জনু(৩) বাজল নিরদয় শেল ॥
শুন শুন রে সখি কানুক চরীত(৪)।
শুনি অব তে নব(৫) ঐছে পিরীত ॥
পিয়া অনুযোগল যৈছন আছ।
রাই পরবোধল উনহিক পাছ ॥
করযোড়ে হাসি বিনয় যব কান ॥
রাই নিশসি উঠে সজল নয়ান ॥
দুহুঁ মন জানি সোঁপলুঁ দুহুঁ-হাতে।
দুরদিন কীয়ে ভেল পরভাতে ॥
রোখল মনমথ তব দিন জানি।
জ্ঞানদাস কহ বুঝব সয়ানি(৬) ॥

(অ ১৫৫, ক ২৩৭)

পাঠান্তর—ক

(১) তবহু ন যাই। (২) ঐছন। (৩) হেরি যেন। (৪) রীত। (৫) অবহেলব। (৬) শুনহ সজনি।

টীকা—

অনত যে মাধব ইত্যাদি—মাধব অন্যত্র, রাই অন্যত্র, তথাপি সুন্দরীর মুখ বাঁকা, বুঝিতে পারি না (ওর, সীমা পাইনা)।

হিয়ে জনু বাজল নিরদয় শেল—বুকে যেন নিষ্ঠুর শেল বাজিল।

রোখল মনমথ—কাম রোধ করিল (এবং জোর লাগাইল)।

(২০৯)

কুসুমিত মধুবন মধুকর মেলি।
পিককুল গাওত মনমথ-কেলি ॥
নিধুবনে মুগধল নাগরি কান।
এক-কলেবর দুহুঁ একই পরাণ ॥
চান্দ চন্দন মন্দ মলয়জ বাতি।
অতিরসে বাদর নহে পরভাতি ॥
রাধামাধব মধুর বিলাস।
লহু অবলোকনে মৃদু মৃদু হাস ॥
রূপ কলা গুণ দুহুঁ সমতুল।
প্রেম পরস-রস আরতি অমূল ॥
নিবিড় আলিঙ্গন কয়ল অপার।
চুম্বনে বদনে রচয়ে সিতকার।
পুরল মনোরথ বিগলিত স্বেদ।
দুহু তনু একই নহত লব ভেদ ॥

বিগলিত কেশ বসন ভেল আন।

জ্ঞানদাস কহ একই পরাণ ॥

(তরু ১৩০১, র ৭৬, প্রা ৭৭, ল ২১২, ক ১৪৯)

টীকা—

অতিরসে বাদর নহে পরভাতি—রসের বাদল ঝরিতেছে, এই রাত্রি আর প্রভাত হয় না (না হয় যেন)।

(২১০)

ভ্রমি ভ্রমি বৈঠলি নিভৃত নিকুঞ্জে[১]

দুহু মুখ হেরি দুহু ভোরি[২]।

নয়ান নয়ান বাণে আকুল দুহু তনু

ধনি লেই কোরে আগোরি[৩] ॥

দেখ সখি রাধামাধব প্রেম।

অধরে অধরে মেলি ঘন ঘন চুম্বই

যৈছন দারিদ হেম ॥ ধ্রু ॥

কুচকর পরশনে আকুল মাধব

ভুজে ভুজে বন্ধন কেল।

থির বিজুরি জনু জলদে ঝাপি রহ[৪]

ঐছন অপরূপ ভেল ॥

নারী পুরুখ দুহু লখই না পারই

হেরইতে লোচন ভুল।

জ্ঞানদাস কহ অপরূপ দুহুজন

দুহুক প্রেম নাহি তুল।

(অ ১৮০, কী ২১৬, র ১৯৮, প্রা ১১০, ক ৮৮)

পাঠান্তর—অ (পদরত্নাকর)

(১) নিকুঞ্জহি। (২) ভোর। (৩) অগোর। (৪) দুহু।

টীকা—

রাধাশ্যাম ভ্রমন করিতে করিতে নিভৃত নিকুঞ্জে আসিয়া বসিলেন। তাঁহারা পরস্পরের মুখ দেখিয়া বিহ্বল হইলেন। উভয়েই কটাক্ষ বাণে আকুল হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে কোলে আগুলাইলেন। সখি! রাধামাধবের প্রেম দেখ। তারপর বিলাসের বর্ণনা।

(২১১)

দুহু দোহাঁ দরশনে উলসিত ভেল।

আকুল অমিয়া-সাগরে ডুবি গেল ॥ ধ্রু ॥

দুহু দিঠি দুহু মুখে অবধি নাহিক সুখে

পুলকে পূরল দুহু তনু।

বেঢ়ল সখীর ঠাট যৈছন চান্দের হাট

তার মাঝে সাজে রাধা কানু ॥

দোঁহার রূপের ছান্দে মদন পড়িয়া কান্দে

সুধাকর কিরণ লুকায়।

দোঁহার মুখের বাণী অমিয়া-অধিক শুনি

সখীগণ শ্রবণ জুড়ায় ॥

দোঁহার মাধুরী গুণে উলসিত সখীগণে

নানা ফুলে দোঁহারে সাজায়।

সুগন্ধি চন্দন দিয়া কর্পূর তাম্বূল লৈয়া

বিশাখিকা দোঁহারে যোগায় ॥

ললিতা-ইঙ্গিত পাঞা মালিনী আইল ধাঞা

বিনি সুতে গাঁথি ফুলহার।

দেওল দোঁহার গলে হিয়ার উপরে দোলে

দেখি আঁখি শীতল সভার[১] ॥

(তরু ১০৫৭, ক ৮৭)

পাঠান্তর—ক

(১) জ্ঞান হেরে যুগল বিহার।

পদকল্পতরুর কোন পুথিতে, পদরত্নাকর এবং পদরসসারে ভনিতাযুক্ত কোন চরণ পাওয়া যায় নাই।

(২১২)

রাধা-বদন হেরি কানু আনন্দা।

জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দা ॥

কতহুঁ মনোরথ কৌশল করি।

কুসুম শরে[১] রাই কানু অসম্বরি ॥

পুলকে পূরিল তনু হৃদয়ে উল্লাস।

নয়ন ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস ॥

দুহুঁ অতি বিদগধ অতুলন লেহা।
রসের আবেশে বিছুরল নিজ দেহা ॥
হার টুটল পরিরম্ভন বেলি।
মৃগমদ চন্দন সব দূরে গেলি।
খসল কুসুম কেল(২) দুহুঁ অতি ভোর।
নীলমণি কাঞ্চন জড়িত উজোর ॥
দুহুঁ দোঁহা চুম্বনে(৩) বয়ানে বয়ান।
জ্ঞানদাস হেরি দুহুঁ গুণ গান ॥

(র ৭৫, প্রা ৭৭, ল ৭১, ক ৮৭)

পাঠান্তর—ক

(১) কুসুম সার। (২) সাজ। (৩) চুম্বয়ে।

টীকা—

জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দা—চাঁদ দেখিয়া যেমন সমুদ্র উছলিয়া উঠে রাধার মুখ দেখিয়া কানাই সেইরূপ আনন্দিত হইল।

(২১৩)

দুহুঁ দুহুঁ নিরখই নয়ানের কোণে।
দুহুঁ হিয়া জর জর মনমথ-বাণে ॥
দুহুঁ তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প।
দুহুঁ কত মদন সাগরে ভেল(১) ঝম্প ॥
দুহুঁ দুহুঁ আরতি পিরীতি(২) নাহি টুটে।
দরশে পরশে কতেক(৩) সুখ উঠে ॥
দুহুঁক অধর রস দুহুঁ করু পান।
দুহুঁ দুহুঁ চুম্বই বয়ানে বয়ান ॥
দুহুঁ অলিঙ্গই ভুজে ভুজে বন্ধ।
জ্ঞানদাস মনে বাঢ়ল(৪) আনন্দ ॥

(কী, ব ২৯ (২০৮ পত্র), লহরী ৬৭, ক ৮৮)

পাঠান্তর—ক

(১) 'কী'তে 'ভেল' শব্দ নাই। (২) পিরীতি আরতি। (৩) কত কত। (৪) মনে বড় বাঢ়ল।

(২১৪)

একলি মন্দিরে আছিলা(১) সুন্দরী
কোরহি শ্যামর চন্দ।
তবহুঁ তোহারি(২) পরশ না ভেল
এ বড় হৃদয়ে(৩) ধন্দ ॥
সখি হে বুঝিলুঁ পিরিতি জোর(৪)
শ্যামনাগর শৈশব কিয়ে(৫)
কঠিন হৃদয় তোর ॥
কস্তুরী চন্দন অঙ্গে হি লেপন(৬)
অধিক দেখিয়ে জোর।
অশেষ(৭) কুসুমে বান্ধল কবরী
শিথিল না ভেল ডোর ॥
অমল বয়ানে(৮) কমল মধু(৯)
না ভেল মধুপ সাথ।
পুছইতে ধনী ধরণী হেবই(১০)
হাসিয়া কহসি বাত(১১) ॥
কিয়ে রতিপতি বসতি বিষয়ে
দেখিয়া দেয়লি ভঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে এ দোষ কাহার
দৈবে সে না ভেল সঙ্গ(১২) ॥

(ক, বি ৪১২১, পত্র ৮, পদরত্নাকর ১৩।৩৬, তরু ৭৩৭, কী ২৫৭, র ৯৩, ক ১৮৫)

পাঠান্তর—

(১) শুতলি—কী, তরু। (২) তাহার—কী, তাকর—তরু। (৩) মরমে। (৪) সজনী পায়ল পীরিতি ওর—কী, পীরিতিক ওর—তরু। (৫) শ্যাম সুনাগর রসের সাগর—পদরত্নাকর; শ্যাম সুনাগর শৈশব কিবা—তরু, কী। (৬) অঙ্গে বিলেপন—কী। (৭) বিবিধ—কী। (৮) বদন—তরু, কী। (৯) কমল মাধুরী—কী, অমল কমল বদন মধু—তরু। (১০) হেরসি—তরু। (১১) হাসি না কহসি বাত—কী, তরু। (১২) দৈবে সে না ভেল সঙ্গ।

মন্তব্য—পদকল্পতরু এবং কীর্ত্তনানন্দ অপেক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির পাঠ অনেক ভাল।

টীকা—

শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধা রাত্রে নিভৃত মন্দিরে শয়ন করিয়াছিলেন, অথচ প্রভাতে তাঁহার দেহে কোন রতিচিহ্ন না দেখিয়া সখীরা বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রশ্ন হইল এই যে শ্যামনাগর কি শৈশবভাবাপন্ন (সাময়িক ক্লৈব্য) হইলেন, না তুমিই কাম বিষয়ে ভঙ্গ দিলে? পরের পদে বুঝা যাইবে যে জ্ঞানদাসের উক্তিই ঠিক—'দৈব সে না ভেল সঙ্গ'—রাধা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সাময়িক ক্লৈব্য লইয়া গোবিন্দ দাস 'জানলুঁ রে হরি তোহারি সোহাগ' ইত্যাদি পদকল্পতরুর (৪২৩) পদে রাধাকে দিয়া শ্লেষ করিয়া বলাইয়াছেন—কৃষ্ণ তুমি তো "রতিরণ পণ্ডিত," তবে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রিযাপন করিয়াও তোমার বেশ অখণ্ডিত কেন? আমার অনুমান হয় সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছ, অথচ ভামিনীর সঙ্গসুখ ভোগ করিতে পার নাই—"তে অনু মানিয়ে, বেকত উজাগরি, বিঘটিত ভামিনি সঙ্গ"। তুমি আমাকে বঞ্চনা করিয়া যেমন অন্য নারীর কাছে গিয়াছিলে, বিধাতা তোমাকে তেমনি বঞ্চনা করিয়াছেন—"যো পরবঞ্চক বিহি তাহে বঞ্চউ।"

পদটীর মধ্যে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও ডঃ শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় যে "কামগন্ধহীন নিষ্কলুষ প্রেমের" সন্ধান পাইয়াছেন তাহা তাঁহাদের কামগন্ধহীন চিত্তের প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

(২১৫)

সজনি ও কথা কহিল নয়।
শ্যাম সুনাগর গুণের সাগর পড়িনু কোরে ঘুমায়॥ধ্রু॥
কত পরকারে চেতন করায় চেতন না ভেল মোর।
অভিমান করি পাশ মোড়ি ফিরি দুখেতে চলল ভোর॥
উঠিনু জাগিয়া দেখি নাহি পিয়া হৃদয়ে বাজিল শেল।
আহা মরি মরি মদন বাণেতে জর জর ভৈ গেল॥
সেসব সোঙরি বিভবে(১) আকুল কেমনে আছয়ে পিয়া।
জ্ঞানদাস কহে একথা শুনিতে বিদরয়ে মোর হিয়া॥

(কী ২৫৮, তরু ১৭৮, র ৮২, ক ১৮৬)

পাঠান্তর-তরু

(১) চিত বেয়াকুল।

টীকা—

পূর্ব্বের পদের প্রশ্নের উত্তরে রাধা বলিতেছেন যে ওসব কিছু নয়, যাহা ঘটিয়াছে তাহা বলা যায় না। আমি শ্যামের কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, সে আমাকে জাগাইতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু আমার ঘুম ভাঙ্গিল না। তাই সে অভিমান করিয়া পাশ ফিরিয়া দুঃখভরে বিহ্বল হইয়া চলিয়া গেল। আমি ঘুম ভাঙ্গিয়া যখন দেখিলাম দয়িত শয্যায় নাই, তখন আমার হৃদয়ে শেল বাজিল।

(২১৬)

কুসুম-শেজ পর কিশোরী কিশোর।
ঘুমল দুহুঁ জন হিয়ে হিয়ে জোর॥
অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ॥
উরু উরু চরণ চরণ এক ছন্দ॥
কুন্দন-কনক-জড়িত নীলমণী।
নব মেঘে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী॥
চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক-মেলি।
চকোরে ভ্রমরে এক ঠাঞি করে কেলি॥
শিখি কোরে ভুজঙ্গিনি নাহি দুখ শোক।
যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক॥
অরুণে তিমিরে এক কোই না ভাগ।
কাম কামিনি এক কাম নাহি জাগ॥
কলহ কয়ল বহু রসনা রসনা।
বিহি মিলায়ল দুহু হইল মগনা॥
সুর হেরি কুমুদ মুদিত নাহিত ভেল।
জ্ঞানদাস কহে অদভুত কেল॥

(তরু ২৭৪৬, র ৭১, ক ৯২)

টীকা—

কুসুম-শেজ—কুসুম শয্যায়।

ঘুমল—নিদ্রা যাইলেন (ছন্দের অনুরোধে দীর্ঘ উকার প্রয়োগ)।

চাঁদে চাঁদে ইত্যাদি—মুখের সঙ্গে চন্দ্র ও কমলের উপমা, নয়নের সঙ্গে চকোরের, জ্রর সঙ্গে ভ্রমরের তুলনা। ময়ূরপুচ্ছ যাঁহার চূড়ায় সেই কৃষ্ণের কোলে যেন রাধার বেণী রূপ ভুজঙ্গিনী খেলা করিতেছে (তাহারা খাদ্য)-খাদক সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়াছে।

কোক—চক্রবাক অথবা কোকশাস্ত্রের কাম।

কাম কামিনি এক কাম নাহি জাগ—অপ্রাকৃত প্রেমের এই বৈশিষ্ট্য।

সুর হেরি কুমুদ ইত্যাদি—সূর্য্য (শ্রীকৃষ্ণ) দেখিয়া কুমুদিনী (রাধা) সাধারণতঃ সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা হইল না।

(২১৭)

রাধা মাধব অতি মনোহর।
উঠিয়া বসিলা পুষ্প শয্যার উপর ॥
রতির অলসে দুহেঁ(১) আঁখি মেলিতে নারে।
দুহুঁ ঢুলি ঢুলি পড়ে দোঁহার উপরে ॥
কর্পূর তাম্বুল চুয়া সুগন্ধি চন্দন।
মঙ্গল আরতি সখী করয়ে সেবন ॥
শুনি চমকিত মন কোকিলের রায়।
জ্ঞানদাস দুহুঁ রসালস গায় ॥

(র ৭৭, প্রা ৭৭, ক ১০০)

পাঠান্তর—ক
(১) 'দুহে' শব্দ 'ক' তে নাই।

(২১৮)

বরুণক দেশ রযনি চলি গেল।
অরুণা অতি সুরপতি দিগ ভেল ॥
ঐছে সময়ে নিজ কেলি-নিবাসে।
বেশ কয়ল পিয়া বহু প্রতি আশে ॥
আধা আধ তাহে না পূরল আশ।
হেরি বিঘিনি কত ছাড়য়ে নিশাস ॥
নাহক চীতহি অতিশয় খেদ।
জ্ঞানদাস কহ বিহিক সন্ভেদ ॥

(তরু ৭৩৫, র ৯৩, ক ১৮৪)

টীকা—

বরুণক দেশ রযনি চলি গেল ইত্যাদি—রাত্রি বরুণাধিষ্ঠিত পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল এবং সুরপতি দিগ অর্থাৎ ইন্দ্রাধিষ্ঠিত পূর্ব্বদিক অত্যন্ত অরুণ বর্ণ হইল।

সন্ভেদ—সংঘটন।।

(২১৯)

উঠিয়া নাগররাজ(১) নিদের আবেশে(২)।
দুটি আঁখি মুদি রহে বিনোদিনী পাশে(৩) ॥
ভুজলতা বেড়ি রাই নাগর কৈল কোরে(৪)।
অনিমিখ হইয়া চাঁদ(৫) বদন নেহারে ॥
সুবাসিত জলে চাঁদ(৬) বদন পাখালে।
মুছায়ল বদন চাঁদ আপন অঞ্চলে(৭) ॥
জ্ঞানদাসেতে বলে বলিহারী যাই।
এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই ॥

(র ৯৯, প্রা ৮৩ ক ১০০)

পাঠান্তর-ক

(১) নাগর বর। (২) আলিসে। (৩) ছিলন বালিশে। (৪) বাহু পসারিয়া ধনি বধু নিল কোরে। (৫) লোচনে। (৬) আনি। (৭) বদন মোছায় ধনি নেতের আঁচলে।

ইহার পর 'ক'তে অতিরিক্ত আছে—

যেখানে যে বিগলিত হইয়াছিল কেশ।
সাজাইল প্রাণনাথে মনের আবেশ ॥
হাসি হাসি এক সখি বাঁশি করে দিল।
বাঁশি বেশ পাইয়া নাগর হরষিত ভেল ॥

(২২০)

প্রাণনাথ কি বলিব তোরে।
জাগিল গোকুলের লোক কেমনে(১) যাব ঘরে ॥
তোমার পীত ধটি আমার দেহ পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউল্যায়া কবরী ॥
কাণের কুণ্ডল দেহ হাতের মুরলী।
শ্যাম বরণ মোর অঙ্গের উড়নী ॥

জ্ঞানদাস কহ কান্নাই পাগুনি কর দূর।
চরণে পরাও তুমি কনয়(২) নূপুর॥
(কী পুথি ব ২৯, পত্র ১৩৮, র ১০০, প্রা ৮৩, ক ১০১)
পাঠান্তর-ক
১। কেমতে। (২) কনক।
টীকা—
তুলনীয় বসু রামানন্দের পদ—
প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়নের কাজর গেল সিঁথার সিন্দুর॥
যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ।
সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বঙ্কিম-লোচন॥
তোমার পীতবাস আমারে দাও পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউলায়্যা কবরী॥
তোমার গলের বনমালা দাও মোর গলে।
মোর প্রিয় সখা কৈয় সুধাইলে গোকুলে॥
বসু রামানন্দ ভণে এমন পিরিতি।
ব্যাঘ্র-হরিণে যেন তোমার বসতি॥
(তরু ৬৫৯)

১১। রসোদ্গার

(২২১)

শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি কো বিহি গঢ়ল
ভিন ভিন করি দেহা॥
সই কিবা সে পিরিতি তার।
আলস করিয়া(১) নারি পাসরিতে
কি দিয়া শোধিব ধার॥
আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমার নাম॥
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ
যখন যে দিগে পায়।
বাহু পসারিয়া বাউল হইয়া
তখন সে দিগে ধায়॥
লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনি
যে পদ সেবিতে চায়।
জ্ঞানদাস কহে(২) আহীর নাগরী
পিরিতে বান্ধিলা তায়॥
(তরু ৬৮৭, র ৬৫, পদরত্নাকর ১৪।৩, ক ১৮৭)
পাঠান্তর—ক
(১) জাগিতে ঘুমাতে। (২) কহে চণ্ডীদাস—পদরত্নাকর।
টীকা—
ভিন ভিন করি দেহা—দুই জনের যেন একপ্রাণ, কেন যে উভয়ের দেহ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বিধাতা গড়িলেন তাহা জানি না।
পীত বাস পরে শ্যাম—রাধা পীতবর্ণা বলিয়া, শ্যাম পীতবাস পরেন।

(২২২)

শুন শুন আরে সখি আজুক রঙ্গ।
রজনী গোঙায়লু সুপুরুষ সঙ্গ॥

মদন-মনোহর সুন্দর বেশ।
মন্দিরে মোর কয়ল পরবেশ ॥
পাণি পাণি গহি বসাওল পাশ।
শশি কুমুদিনি জনু উপজল হাস ॥
কাঁচুলি কাঁড়ি কুচ-কুম্ভ বিদার।
নিবি বন্ধ ফুগইতে টুটল হার ॥
করে কর জোরি আলিঙ্গন দেল।
হৃদয়ক দারিদ তৈখনে গেল(১) ॥

(তরু, ৬৯৯, ক ১৭৫)

টীকা—

পদকল্পতরুতে ভনিতার শেষ চরণ নাই। 'ক' তে শেষ চরণে আছে—জ্ঞান কহে দারিদ দুখ দূরে গেল।

(২২৩)

সৈ কিবা সে কানুর প্রেম(১)।
আখি পালটিতে নাহি পরতীত
যেন দরিদ্রের হেম ॥
তিলে কত বেরি মুখ নেহারই(২)
আচরে মোছই ঘাম।
কোরে থাকিতে দূর হেন বাসে(৩)
সদা লএ মোর নাম(৪) ॥
হিয়ায় হিয়ায় লাগিব বলিঞা(৫)
চন্দন না পরে(৬) অঙ্গে।
গায়ের ছায়া বায়ের দোসর
সদাই থাকএ(৭) সঙ্গে ॥
জাগিতে ঘুমিতে আন নাহি চিতে
রসের পসার কাছে।
জ্ঞানদাস কহে এমন পিরিতি
আর কি জগতে আছে ॥

(স ২৫২, সং ২৯৭, তরু ৬৭৮, কী ২৬৭, সজনী ১৬৬, ক ১৮০)

পাঠান্তর—তরু

(১) সই কিনা সে বন্ধুর প্রেম। (২) মুখানি হেরয়ে। (৩) কোরে থাকিতে কত দূর হেন মানয়ে। (৪) তেঞি সদাই লয় নাম। (৫) লাগিয়া। (৬) মাখে। (৭) ফিরয়ে।

টীকা—

সখি! কানুর সে কি গভীর প্রেম। সে আমাকে একটু চোখের আড়াল করিতেও ভরসা পায় না (পরতীত-বিশ্বাস), যেন দরিদ্রের স্বর্ণ। সেই এক তিল সময়ের মধ্যে কতবার আমার মুখ দেখে, নিজের আঁচল দিয়া আমার ঘাম মুছাইয়া দেয়। আমি কোলে থাকিলেও সে ভাবে যেন আমি কত দূরে আছি, তাই সর্ব্বদা আমার নাম করে। আমার বুকে খালি বুক রাখিবে বলিয়া চন্দনও পরে না (চন্দন-জনিত ব্যবধানও তাহার সহ্য হয় না)। সে আমার দেহের ছায়ার মতন এবং দ্বিতীয় (প্রাণ) বায়ুর মতন সর্ব্বদা সঙ্গে থাকে। জাগিতে ঘুমাইতে তাহার আর মনে অন্য চিন্তা নাই, সে যেন রসের পসরা কাছে লইয়া থাকে। জ্ঞানদাস বলেন এমন পিরিতি কি আর জগতে অন্য কোথাও আছে?

(২২৪)

পহিলহিঁ হাথ কঠিন(১) যব লাওল
শুভদিন শুভ খণ চাই।
তাত জনমে যত বুধি শুধি সব গেল
লাভকে মূল হারাই ॥
জানল পিরিতিক আঁখর তিন।
পঠইতে শুনইতে জনম অবধি যায়ে
না বুঝিয়ে রাতি কি দিন ॥
ধরম-করম সব দূরে তেয়াগলুঁ
উপজল পাপ বিয়াধি(৩)।
জ্ঞানদাস কহ তবহুঁ সফল হয়ে
পাইলে শ্যাম গুণনিধি ॥

(অ ১৫৩, ক ৮৩)

পাঠান্তর—ক

(১) ইথে কঠিনী। (২) ততে।

(৩) ইহার পর 'ক' তে অতিরিক্ত—
করত যে মরম অকরম দেই ফল
অবিরত রহত সমাধি।
প্রেম হেম সম কহই কই জন
সো বুঝি ঠাম অঠাম।
জ্ঞানদাস কহ তবহু সফল নহ
অলি অম্বুজ মধু পানে।

(এই অংশে সম্ভোগের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু পূর্বের অংশে আক্ষেপ দেখা যায়)।

টীকা—

পহি লহিঁ হাথ ইত্যাদি—

শুভদিনে শুভক্ষণ দেখিয়া যখন প্রথম সেই কঠিনহস্ত কান্তকে আনিল, তখনই আমার বাপের জন্মে যত বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল সব নষ্ট হল; আমি লাভের মূল হারাইলাম।

(২২৫)

এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে।
অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে॥
পুরুষ পরশ হৈয়া নন্দের কুমার।
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার॥
কাহারে কহিব সখি মরমের কথা।
নাগর হইয়া দেয়(১) মোর চরণে আলতা॥
আপন চূড়ার বেশ বনায় আমারে।
রমণী হইয়া যেন রহে মোর কোরে॥
কহিতে সরম সই কহিতে সরম।
আমারে আচরে সই পুরুষ-ধরম॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শুন বিনোদিনি।
জিতে কি পাসরা যায় কানু গুণমণি।

(তরু ১০৯৮, র ১০৫, ক ১৭৮)

পাঠান্তর—ক

(১) নাগর পড়ায়

টীকা—

পুরুষ পরশ হৈয়া—পরশ পাথরের মতন পুরুষ হৈয়া।
জিতে কি পাসরা যায়—বাঁচিয়া থাকিতে কি ভুলা যায়।

(২২৬)

বন্ধুর রসের কথা কি কহব তোয়।
মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়॥
এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই।
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাড়াই॥
দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেকে বরিখে।
যুগ মন্বন্তরে কত কলপে না দেখে॥
দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই।
পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই॥
জ্ঞানদাস বলে ভাল মনে মনে থাক।
এড়াইতে নারিলা ঠেকিলা বিষম পাক॥

(তরু ১৩৬, র ৮০, ক ১৭৯)

টীকা—

দেখিলে মানয়ে যেন ইত্যাদি—আমাকে দেখিতে পাইলে তাহার মনে হয় যেন কতদিন দেখে নাই বা কখনও না দেখার মতন নূতন বিস্ময়ে দেখে এবং পদ্মশঙ্খ সংখ্যক মহারত্ন পাইল মনে করে।

(২২৭)

একসরি যাইতে যামুন তীর।
অলখিতে আয়ল শ্যাম শরীর॥
অসম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস।
কতবেরি হেরি হেরি মৃদু হাস॥
এ সখি এ সখি অপরূপ কাজে।
দীঠহি দীঠ পড়ল রহি লাজে॥
আগে আগে অনুসরি ফিরি ফিরি চায়।
বিহসি বয়নে খণে বয়ন লাগায়।
আন ছলে কত যে করয়ে পরিহাস।
হেন বুঝি কত(১) কুলজা কুল-নাশ॥
শুনইতে মধুর মুরলি-রব থোর।
খসয়ে কাখের কুম্ভ নীবি নিচোল।

কি দেখিলুঁ কি শুনিলুঁ কহনে না যায়।
জ্ঞানদাস কহে পিরিতি যাহায়(২) ॥

(তরু ১৭৪, র ৯২, ক ১৫৯)

পাঠান্তর—ক

(১) যে বুঝিয়ে ভালে সে। (২) জুয়ায়।

টীকা—

অসম্বরে—(সম্বরণ হীন অবস্থায়) অসাবধানে।

উদাস—উন্মুক্ত।

কুলজা কুল নাশ—কুলবতীর কুলনাশ করে।

(২২৮)

যাইতে যমুনা-সিনানে।
সঙ্গহি কাল সমানে ॥
অলখিতে আওল কান।
হাম তব বঙ্ক বয়ান ॥
ননদিনি আগে আগে যায়।
তহি কিছু কহিতে না পায় ॥
ও বড় বিদগধ নাহ।
ইথে যে কয়ল নিরবাহ ॥
পুন পিছে পিছে গেও সেহ।
উলটি হেরিতে শ্যাম-দেহ ॥
অলখিতে চুম্বন কেল।
ভাবে অবশ তনু ভেল ॥
বিহি দিল কণ্টক হাথে।
চললিহুঁ অধমক সাথে ॥
কয়লহুঁ যমুনা সিনান।
জ্ঞান কহে সহে কি পরাণ ॥

(তরু ১৭৩, র ৯১, ক ১৫৯)

টীকা—

সঙ্গহি কাল সমানে—রাধা বলিতেছেন তাঁহার সঙ্গে কালতুল্যা ননদিনী ছিল।

হাম তব বঙ্ক বয়ান—আমি মুখ ফিরাইলাম।

বিহি দিল কণ্টক হাথে—বিধাতা আমার হাতে ননদিনীরূপ কাঁটা দিলেন।

চলিলহুঁ অধমক সাথে—সেই অধম ননদিনীর সাথে চলিলাম।

(২২৯)

সখি বড় অপরূপ ভেলি।
রাই যমুনা সিনানে গেলি ॥
কানু দরশন ভেল।
কি দুহুঁ ইঙ্গিত কেল ॥
বুঝিয়া সে সব রীত।
সভে গেল আন ভীত ॥
যব হোত(১) নিরজনে।
পৈঠলি নিকুঞ্জ বনে ॥
কি দুহুঁ কয়লি নেহ।
জ্ঞান কি বুঝিহ থেহ(২) ॥

(তরু ৭২০, র ৯০, ক ১৬০)

পাঠান্তর—ক

(১) হৈল। (২) সেহ।

টীকা—

সভে গেল আন ভীত—সখীরা সকলে অন্যদিকে গেল (রাধা মাধবের মিলনের সুবিধার্থ)

(২৩০)

পিয়ার পিরিতে জাগি ঘুমায়লুঁ
না জানি বিহান নিশি।
কানুর সঙ্গের অঙ্গের সৌরভ
ননদী পাওল আসি ॥
ননদী বলে গা তোল বড়ুয়ার ঝি।
সে হেন অঙ্গের এমন বিতথা
লোকে না বলিবে কি ॥
কেন তোর তনু হেন বিবরণ
মলিন চাঁদের কলা।

মত্ত করিবরে মথিয়া থুইয়াছে
শিরীষ কুসুম মালা।
কে দিলে যে হের[1] রঙ্গের নূপুর
কে দিল এমন হার।
তড়িত জিনিয়া বরণ বসন
গুপতে আনিলি কার ॥
আপাদ মস্তক • নাহি পরকাশ
কে দিলে চন্দন চুয়া।
সুরঙ্গ অধরে রঙ্গ ধরাইয়া
কে দিলে তাম্বুল গুয়া ॥
নাসার বেসর ভালে সে তিলক
কে দিলে এমন ছান্দে।
খঞ্জন-নয়নে অঞ্জন রঞ্জিত
জ্ঞান পড়িল ধান্দে ॥

(তরু ৭১৩, র ৮৫, ক ১৬৪)

পাঠান্তর—ক

(১) হেন।

টীকা—

বড়ুয়ার ঝি—বড়লোকের মেয়ে।

বিতথা—দুর্গতি।

(২৩১)

পহিলহি পিরিতি নাহি পরকাশ।
দোতি শুতায়ল উনহিক পাশ ॥
ননদিনি নিঁদহি আপন ঘরে ভোর।
তৈখনে লেই গেও রসবতি চোর ॥
কি কহব রে সখি কেলি বিলাস।
মদন মণি মন্দিরে কয়লু নিবাস ॥
পহিলহি নিবিড় আলিঙ্গন দেল।
দুহু তনু পুলকিত দিগুণ ভৈ গেল ॥
প্রেম কয়ল কত বিদগধ রাজ।
দশনে দশনে দুহু ঘন ঘন বাজ ॥
দুহুঁ তনু লাগল ভালহি ভাল।
চন্দনে লাগল সিন্দুর জাল ॥
বেশ বসন দুহু আনহি ভেল।
জ্ঞানদাস কহ পুণ কিয়ে কেল ॥

(তরু ৭০২, র ৭৮, ক ১৭৩)

টীকা—

পহিলহি পিরিতি নাহি পরকাশ—প্রথম প্রেম, বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই।

বেশ বসন দুহু আনহি ভেল—বিলাস হেতু সাজসজ্জা অন্যরকম তর্থাৎ বিপর্য্যস্ত হইল।

(২৩২)

রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল।
গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈ গেল ॥
মনক মনোরথ মন্মথ দেল।
চন্দন চাঁদে চীত হরি নেল ॥
এ সখি এ সখি আজুক রঙ্গ।
শুধই সুধায় সিঁচিত ভেল অঙ্গ।
আরতি গুরুয়া পিরিতি নহ থোর
লাখ মুখে কহিতে না পাইয়ে ওর ॥
পরশে অবশ তনু বেশ নিরঝম্প।
ঘামল সব তনু উপজল কম্প।
সবস সম্ভাষণ হাস পরিপাটী।
তাম্বুল অধরে অধরে লেই বাঁটি ॥
করি কত ভাতি কয়ল কত রঙ্গ।
জ্ঞান কহে দুহুঁ তনু আধ-আধ অঙ্গ ॥

(তরু ৭০১, র ৮২, ক ১৭৭)

টীকা—

চন্দন চাঁদে চিত হরি নেল—শ্যামের কপালে চন্দন দিয়া আঁকা চাঁদ আমার মন চুরি করিয়া লইল।

(২৩৩)

যব কানু আওল মন্দির মাঝে।
আঁচরে বদন ঝাঁপায়লু লাজে ॥
করে কর বারি ফুয়ল চির মোর।
পিয়া বড় ঢিঠ কর রাখল আগোর ॥
কি কহব রে সখি কানুক নেহা।
ও মুখে মুগধ মুগধ মঝু দেহা ॥
প্রেম পরশ-রস কয়ল অপার।
কত পরথাপল পিরিতি পসার ॥
চুম্বনে চুয়ল অধরক দাগ।
কি কহব সে সব সময় সোহাগ ॥
নিবিড় আলিঙ্গনে বিগলিত স্বেদ।
লুবধ মনোভব নহ পরিচ্ছেদ ॥
উপজল আরতি কহন না যায়।
জ্ঞানদাস কহ সীম কে পায় ॥

(তরু ৭০০, র ৮১, ক ১৭৪)

টীকা—

ফুয়ল চির মোর—কাপড় খুলিয়া গেল।

কত পরথাপল পিরিতি পসার—প্রেমবিষয়ক কত প্রস্তাব করিল।

(২৩৪)

যবে দেখা দেখি হয় হেন তার মনে লয়
নয়ানে নয়ানে মোরে পিয়ে।
পিরিতি আরতি দেখি হেন মনে লয় সখি
আমি তারে চাহিলে সে জিয়ে ॥
আহা মরি মরি মুঞি কি কব আরতি।
কি দিয়া শোধিব শ্যাম বঁধুর পিরিতি ॥
রসিয়া নাগর যে নিতুই দুয়ারে সে
বিনা কাজে কত আইসে যায়।
জ্ঞানদাস তবে কয় তোমারে চিতে যেবা লয়
তাহা বা কহিবা তুমি কায় ॥

(তরু ৬৮৯, র ৬৬, ক ১৮২)

টীকা—

নয়ানে নয়ানে মোরে পিয়ে—যেন নয়ন দিয়া আমার রূপসুধা পান করে।

(২৩৫)

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরিত।
পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত ॥
হিয়ার উপর হৈতে শেজে না ছোয়ায়।
বুকে বুকে মুখে মুখে রজনি গোঙায় ॥
নিঁদের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে।
কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে ॥
হিয়ায় হিয়ায় এক বয়ানে বয়ানে।
নাসিকা নাসিকায় এক নয়ানে নয়ানে ॥
ইথে যদি মুঞি তেজি দীঘ নিশাস।
আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস ॥
এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দোহেঁ এক মেলি।
জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি ॥

(তরু ৬৬৮, র ৭৯, ক ১৭৯)

টীকা—

আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাস—আমি যদি একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেলি, প্রিয় অমনি ভয় পাইয়া উঠিয়া আকুলতা প্রকাশ করে।

(২৩৬)

নয়ন-কোনেব অলখ বাণে হিয়ার মাঝে কাঁপ।
মুখের ছান্দে মরম কান্দে অইস মনে জাপ ॥
ভালের তিলক আলোক ভুবন মদন পালায় লাজে।
ঘরের নিয়ড়ে রহিতে নারি আগুন লাগিল কাজে ॥
কি আর লোকের লাজে, আকুল পরাণি।
কি করিতে কিবা করি কিছুই না জানি ॥
হাসির মিশালে বাঁশীর নিশাসে রসের ছান্দে কয়।
রসের ইঙ্গিতে অশেষ ভঙ্গিতে কতেক প্রাণে সয় ॥

অঙ্গের পরশে যৌবন জীবন সফল করিয়া মানে।
রমণী হইয়া তারে না ছুঁইলে কি তার ছার জীবনে ॥
সঘনে শিহরে গা মন উঠে হাই।
পাই বা না পাই চিতে পরতীত নাই ॥
জ্ঞানদাস কহে মো পুনি কহিল আপন মনের বোলে।
সাধের শেজে শুতিয়া রহিলে পাইয়া আপন কোলে ॥

(ক ১৮৩)

টীকা—

অলখ বাণে—অলক্ষ্য বাণে।

অইস মনে জাপ—ঐ রূপ ই মনে মনে ধ্যান করি।

(২৩৭)

আন[১] পরসঙ্গ স্বপনে না করে
আনে না পাতয়ে কান।
দিঠে দিঠে রহে নিমিখ না রহে
নিরখে মোর[২] বয়ান ॥
সজনি কি না সে কানুর পীরিতি[৩]
কি রীতি কহিতে কহিব কি।
সে সব চরিতে কত উঠে চিতে
পরাণ নিছনি দি ॥ ধ্রু ॥
খেণে খেণে তনু পুলকে আকুল
তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ।
হাসির মিশালে রসের আলাপ
অমিয়া সিনায় অঙ্গ ॥
এক[৪] করে মোরে কোরে আগোরয়ে
রঞ্জয়ে বেশ বিশেষ।
জ্ঞানদাস কহে ধন্য ধন্য[৫] জিয়ে
যাহে পীরিতি লব[৬] লেশ ॥

(কী ২৬৮, তরু ৬৮৫, র ৩৪, ক ১৮১)

পাঠান্তর—তরু

(১) নিজ। (২) মধু। (৩) কি না সে বন্ধু। (৪) এত। (৫) ধনি ধনি। (৬) 'লব' শব্দ তরুতে নাই।

টীকা—

শ্রীরাধা সখীকে নিজের সৌভাগ্যের কথা বলিতেছেন। স্বপ্নেও অন্যের প্রসঙ্গ করে না, অন্য কথায় কান দেয় না, আমার নয়নে নয়নে থাকে, চোখে পলক পড়ে না যখন সে আমার মুখের পান চায়।

এক করে মোরে ইত্যাদি—এক হাতে আমাকে কোলে আগুলাইয়া অন্য হাতে আমার বেশ বানায় (বা রঞ্জিত করে)।

জ্ঞানদাস বলেন কৃষ্ণ যাহাকে এরূপ প্রেমের এক কণাও দেন তাহার জীবন ধন্য, ধন্য।

(২৩৮)

নিতি নিতি দেখিয়ে না কহি লাজে।
অনুভবে জানলু অদভুত কাজে ॥
তুহুঁ বরনারী চতুরবর কান।
মরকত মিলল কনক দশবান ॥
এ ধনি ! এ ধনি ![১] বহু পরিহার।
নিজজন জানি কাহে না কহ বেভার ॥[২]
খেণে খেণে অলসে[৩] মুদসি আধ আঁখি।
নিজ তনুছাহে চাহি কর সাখী ॥
জলধর হেরইতে[৪] ভেলি চমকিত।
শ্যামরচান্দে[৫] চোরায়ল চিত ॥
খেণে পুলকিত তনু রহসি সম্ভারি।
মৃগমদ উরুজে যতনে চীরে বারি।
ফুয়ল কবরি উরহি উলটায়।
জ্ঞানদাস কহে কাহে লুকায় ॥

(তরু ২২৮, কী ২৫১, গী ২৭০, র ১০১, ক ১৬১)

পাঠান্তর—

(১) এ সখি, এ সখি—কী। (২) না কর বেভার—কী; না কহ বেভার—তরু। (৩) আলসে—কী ও তরু। (৪) হেরি—তরু। (৫) ছান্দে—তরু, কী।

টীকা—

সখী রাধাকে বলিতেছেন—রোজ রোজই দেখিতে পাই, কিন্তু লজ্জায় কিছু বলি না। আজ অনুভবে বুঝি-

লাম যে অদ্ভুত কাজ করিয়াছ। তুমি নারীশ্রেষ্ঠা, আর কানাই চতুরের শিরোমণি, মরকতের (শ্যামবর্ণের) সহিত যেন দশবার বিশোধিত সোনার (রাধার অঙ্গকান্তি) মিলন হইল। সুন্দরী, ওগো সুন্দরী, বারবার মিনতি (পরিহার) জানাইতেছি, আমরা তো তোমার নিজ জন, আমাদিগকে ব্যাপারটা বল না কেন? তুমি ক্ষণে ক্ষণে আলস্য বশত চোখ একটু বন্ধ করিতেছ। নিজের তনুর ছায়া যদি আয়নায় দেখ তাহা হইলেই তো সব ধরা পড়িবে (দেহের ছায়াকে যদি সাক্ষী কর, অর্থাৎ প্রতিবিম্ব দেখ)। এখন তুমি মেঘ দেখিলেই চমকিয়া উঠ, (তাহাতেই তো বুঝিতেছি) শ্যামচন্দ্র তোমার চিত্ত চুরি করিলেন! কখন বা তোমার দেহের পুলকরোমাঞ্চ সম্বরণ করিয়া থাক। আবার বুকের কস্তুরী লেপন (কৃষ্ণবর্ণের) দেখিয়া মন পাছে আকুল হয় তাই উহা কাপড় দিয়া সযতনে ঢাকিয়া রাখ। বুকের উপর করবী উলটিয়া পড়িয়াছে তাহা লুকাইবার জন্য এত ব্যগ্রতা কেন জ্ঞানদাস এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

(২৩৯)

হাসি হাসি বয়ন[১] লুকায়সি রাই।
শ্যাম সুনাগর রস অবগাই ॥
অন্তরে অন্তরে পিরীতি নিরবন্ধ[২]।
লাজ কপট কয়ল মুখবন্ধ ॥
(এ সখি এ সখি! মানহ মোয়।
পরতেক জানি পুছলু হাম তোয়[৩]) ॥
তিলে তিলে প্রতি অঙ্গ পরতেক হোই
দুখ বিনু দুহুঁ দিঠি লহু লহু রোই ॥
নিতি নিতি সমুচিত সমুঝিয়ে অঙ্গ।
আজু আন রীত দেখিয়ে আর[৪] রঙ্গ ॥
কহইতে না কহসি[৫] মোড়সি অঙ্গ।
বহু পরসাদ হি[৬] কয়ল অনঙ্গ ॥
মন-পরিতোষ দোষ নাহি দেহ।
জ্ঞানদাস কহ নব নব লেহ ॥

(জ্ঞ ২২৯, কী ২৫১, গী ২৭০, র ১০২, ক ১৬৮)

পাঠান্তর—

(১) বয়ান—কী। (২) নিবন্ধ—তরু, কী। (৩) বন্ধনীর ভিতরকার অংশ তরুতে নাই, 'কী'তে আছে কিন্তু 'পুছলো তোয়' পাঠ আছে। (৪) দেখিয়ে আন—তরু; দেখিয়া আন—কী। (৫) বোলইতে না বোলসি—কী। (৬) তাহে—তরু।

টীকা—

রাধা! আজ তুমি হাসিয়া হাসিয়া মুখ লুকাইতেছ; শ্যাম সুনাগরের রসে অবগাহন করিয়াছ বুঝি? তোমার মনে মনে প্রেমের প্রতি আগ্রহ (নিরবন্ধ) আর কপট লজ্জায় মুখটি বুজিয়া আছ। সখি, ওগো সখি, তুমি স্বীকার কর না কেন? আমি তো প্রত্যক্ষ (পরতেক) দেখিয়াও তোমাকে জিজ্ঞাসা করলাম। প্রতি ক্ষণে তোমার প্রত্যেক অঙ্গেই যে দেখা যাইতেছে (পরতেক হোএ) (যে তুমি প্রেমে পড়িয়াছ)। কোন তো দুঃখ পাও নাই, তবু তোমার চোখ দুটি অল্প অল্প অশ্রু বর্ষণ করিতেছে কেন (চোখ দুটি ছলছল করিতেছে কেন)? আজ তোমার অন্য ঢং, অন্য রকম রঙ্গ দেখিতেছি। বলিতে যাইয়া বলনা, শুধু গা মোড়া দাও। বুঝিতেছি অনঙ্গ তোমাকে অনেক কৃপা (পরসাদ) করিয়াছেন। তোমার মন খুসী হইয়াছে, আমরা তোমার মনের ভাব বুঝি না বলিয়া আমাদের যেন দোষ নিওনা। জ্ঞানদাস বলিতেছেন-প্রেম নিত্য নূতন ভাব জন্মায়। সেই-জন্য রাধার এই ভাবগোপন করিবার চেষ্টা বা "অবহিত্থা" বিস্ময়কর নহে।

(২৪০)

দেখিতে দেখিয়ে আনহি ছান্দে।
কিবা লাগিয়াছে মদন ফান্দে ॥
সহজে কানুর চরিত যে ॥
তা দেখি জগতে না ভুলে কে।
এ ধনি! তোমারে বলিব কি[১]?
প্রেম পরসঙ্গ দেখিতেছি[২] ॥
নহিলে এমন চরিত নয়।
আনছলে এত কথা কি কয় ॥

[illegible] চাহনে ভাল।
[illegible] চাহ ভাল ॥
[illegible] অঙ্গুলিকা গায়।
রসের বেভার লুকান না যায় ॥

(কী ২৫৮, পী ২১০, র ৯৮, ক ১৬৫)

পাঠান্তর—কী

(১) সই বলি বা কি। (২) ইহার পর 'কী'তে অতিরিক্ত—

পিরীতি আছরে না পরে কে।
দোতি পাইয়াছে পরতেক দে ॥

(অর্থাৎ প্রেমসময়ে কে না পড়ে? দূতি আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছে)।

'ক'তে পাঠ—'পিরিতের হার না পরে কে।
দূতি পাইয়াছে পরতেক দে ॥

টীকা—

সখী রাধাকে বলিতেছেন—এখন যে তোমাকে অন্যরকম দেখায়? তুমি মদনের ফাঁদে পড়িয়াছ কি? সহজেই কানুর চরিত্র চিত্তাকর্ষক, তাহা দেখিয়া জগতে কে না ভুলে? সুন্দরি! তোমাকে আর কি বলিব, তোমার ভাবলাব দেখিয়া প্রেমের ব্যাপার বলিয়া অনুমান করিতেছি। তাহা না হইলে এমন ব্যবহার হইবে কেন? অন্য ছলে এত কথা কেন বলিতেছ? তোমার হাসির চিহ্ন (নিশান) আর অন্য দিকে চাওয়া দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে কে না পারে? জ্ঞানদাস অনুভব করিয়া বলিতেছেন যে রসের ব্যবহার লুকানো যায় না।

(২৪১)

পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরিতি।
ছোড়াইতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি ॥
[illegible] পিয়া গেছে না মোর।
[illegible] মোর ॥

তনু তনু পরশে লাগি অভরণ ভেল।
চরণে যাবক রঙ্গে দেখি পাই লাজে।
নিশি অবসান জানি কাতর হইয়া।
দৃঢ় করি বান্ধে মোরে ভুজলতা দিয়া ॥
অরুণ উদয় দেখি পড়ি প্রেম-ফাঁদে।
মুখে মুখ দিয়া পিয়া কত জানি কাঁদে ॥
ঘরে আসিবার কালে পরে প্রেম-ফাঁস।
ভেজ্ঞি সে এমন দেখি কান্দে জ্ঞানদাস ॥

(তরু ২০২৭, র ৭৬, ক ২০৫)

টীকা—

তনু তনু পরশ লাগি অভরণ ভেল—অলঙ্কার গায়ে থাকিলে দেহের সঙ্গে দেহের পরিপূর্ণ মিলনে বাধা জন্মে, তাই গহনা খুলিয়া রাখেন।

(২৪২)

প্রভাতে উঠিয়া মুখ পাখালিয়া
বসিলা নিভৃতে গিয়া।
মুকুর লইয়া নিজ মুখ তবে
দেখয়ে আনন্দ হয়া ॥
চূড়ার উপরে মল্লিকার মালা
বিথান হইয়া গেছে।
অলকার মাঝে সিন্দুরের বিন্দু
ভালেতে লাগিয়া আছে ॥
সিন্দুরের বিন্দু হেরিতে তখন
রাধারে মনেতে হয়ে।
অঙ্গ পুলকিত ছাড়িলা নিশাস
হিয়াতে ধারা যে বহে ॥
হেনই সময়ে সুবল তখন
দাঁড়াইলা আসি কাছে।
মুখ নিরখিয়া চমকিত হয়া
শ্যামেরে তখন পুছে।

বসিয়া বিরলে কিসের কারণে
কান্দিছ বলহ মোরে।
বুক মুখ বায়্যা ধারা যে পড়্যাছে
মুকুর দেখিয়া করে ॥
নাগর তখন বলেন বচন
শুনরে সুবল ভাই।
জ্ঞানদাস কহে অন্য কিছু নহে
মনেতে পড়্যাছে রাই ॥

(সজনী পৃঃ ৮৯)

টীকা—

রজনীর বিলাসের পর গৃহে প্রত্যাগত শ্রীকৃষ্ণের মনে কি করিয়া শ্রীরাধার কথা জাগিল তাহারই বর্ণনা।

(২৪৩)

কাহে কানু ঘন ঘন আওত যাওত
ফিরি ফিরি বদন[১] নেহারি।
হসি হসি মুখ-শশী উগরে অমিয় রাশি
কি তোহে কহল পুছারি ॥
সজনি[২]! কহ কিছু বচন বিশেষ।
হেন অনুমানি চিতে না জানি কাহার ভিতে
আছয়ে পিরীতি-লব-লেশ ॥ ধ্রু ॥
সহজে রসিক-রাজ অলখিত সব কাজ
অনুভবি ওর নাহি পাই।
যাহারে ইঙ্গিত করে[৩] কুল শীল সব হরে[৪]
ভাগ্যে ভাগ্যে[৫] আমরা এড়াই ॥
একই নগরে বৈসে সতত[৬] এদিকে আইসে
দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ।
জ্ঞানদাসেতে বলে[৭] তুমি কহ কোন্ ছলে[৮]
করিতে না পারি অনুমান ॥

(অপ্রকা ৮/৩, তরু ২০২, ক. বি ৩৩১ পত্র ৪১, র ১০৪, ক ১৬৯)

পাঠান্তর—তরু

(১) বয়ান। (২) সখি হে। (৩) যাহার নয়ন পড়ে। যাহার ইঙ্গিতে সব—ক. বি.। (৪) জাতি কুলশীল হরে। (৫) আগে আগে আমরা এড়াই—ক. বি. (৬) কখন। (৭) জ্ঞানদাস শুনি বলে। (৮) কহ দেখি কোন ছলে।

টীকা—

কাহে কানু ঘন ঘন....কি তোহে কহল পুছারি—সখী রাধাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—কানু কেন ঘন ঘন এত আসা যাওয়া করে, কেনই বা ফিরিয়া ফিরিয়া তোমার মুখের পানে চায়? তাহার মুখচন্দ্র হাসিতে ভরিয়া উঠে, মনে হয় যেন সে সুধারাশি বর্ষণ করিতেছে, এমন করিয়া হাসিতে হাসিতে তোমাকে কি জিজ্ঞাসা করিল?

না জানি কাহার ভিতে ইত্যাদি—না জানি কাহার সহিত তাহার প্রেমের কিছু সম্বন্ধ রহিয়াছে।

সহজে রসিকরাজ....ওর নাহি পাই—একেই তো সে অত্যন্ত রসিক, তাহাতে আবার সব কাজই তাহার গোপনে গোপনে, সুতরাং অনুভবের দ্বারা তাহার কাজের সীমা বুঝিতে পারা যায় না।

যাহারে ইঙ্গিত করে ইত্যাদি—যাহার পানে একটুমাত্র ইঙ্গিত করে তাহার কুলশীল সব চুরি যায়। আমাদের খুব ভাগ্য যে আমরা এড়াইয়া যাই—রক্ষা পাই। কিন্তু ভয় হয় কখন বা আমাদেরও সব যায়, কেননা সে এই নগরেই থাকে, আর সবসময়ে এইদিকেই আসে।

জ্ঞানদাসেতে বলে....করিতে না পারি অনুমান—কবি রাধার হইয়া সখীদের সঙ্গে রহস্য করিয়া বলিতেছেন—তোমরা কি সব কথা ঠারেঠোরে বলিতে চাহিতেছ তাহা অনুমান করিতে পারিতেছি না।

(২৪৪)

লহু লহু মুচুকি হাসি চলি আয়লি
পুন পুন হেরসি ফেরি।
জনু রতিপতি সঞে মিলল রঙ্গভূমে
ঐছন কয়ল পুছেরি ॥
ধনি হে! সমুঝল[১] এ সব বাত।
এতদিনে তোহারি[২] মনোরথ পূরল
ভেটলি কানুক সাথ ॥ ধ্রু ॥

যব তোহে সখীগণ নিরজনে পুছল
তব তুহুঁ ছাপলি কাহে(৩)।
অব বিহি সো সব বেকত কয়লরে(৪)
কৈছনে গোপবি তাহে(৫)॥
চোরিক বচন কহত সব গুরুজন
সো সব পাওলু সাখি।
দশদিন দুরজন সুজনে একদিন(৬)
আজু পেখলু নিজ আঁখি(৭)॥
হাম সব নিজজন কহসি রাতি দিন
সো সব সমুঝলু কাজে(৮)।
জ্ঞানদাস কহ সখি! তুহু বিরমহ
রাই পায়ল বহু লাজে॥
(তরু ২৩০, গী ২৬৮, র ১০২, ক ১৭০)

পাঠান্তর—তরু
(১) বুঝলু। (২) তুহুঁ। (৩) কায়। (৪) সখি। (৫) তায়। (৬) একদিন সুজনক। (৭) পরতেকি। (৮) বুঝলু আজু কাজে।

টীকা—
শ্রীরাধার ভাবসাব দেখিয়া সখীরা বুঝিতে পারিলেন যে কানুর সঙ্গে তাঁহার মিলন ঘটিয়াছে। তাই তাঁহারা ঠাট্টা করিয়া বলিতেছেন—তুমি মৃদু মৃদু মুচকি হাসিয়া চলিয়া আসিলে, আবার ফিরিয়া ফিরিয়া বারবার সেদিকে তাকাইতেছ। দেখিয়া মনে হয় যেন কামদেবের সঙ্গে রঙ্গ ভূমিতে মিলিত হইয়া ঐভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছ।

সুন্দরী! তোমার কথা সব বুঝিলাম। এতদিনে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। কানুর সঙ্গে তোমার মিলন হইল। যখন সখীরা তোমাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিল তখন তুমি কথা লুকাইলে কেন? এখন ত্তো বিধাতা সব প্রকাশ করিয়া দিলেন; কেমন করিয়া তাহা গোপন করিবে? তোমার গুরুজনেরা সব চুরির কথা বলিতেন, এখন সে সব কথার প্রমাণ পাইলাম। দশদিন দুর্জনের একদিন সাধুর এ কথার সত্যতা আজ নিজের চোখে দেখিলাম। আমরা সব তোমার আপন জন, আমাদের কাছে রাতদিন (অত) কথা কহিতে, আজ তোমার কাজের দ্বারা তাহার অর্থ বুঝিলাম। জ্ঞানদাস বলিতেছেন সখি বিরত হও, রাই বড় লজ্জা পাইলেন।

(২৪৫)

কি কহব রাইক চরিত অপার।
ঐছন কতিহুঁ না হেরিয়ে আর॥
গুরুজন সনে আজু চলইতে বাট।
অন্তরে উপজল কানুক নাট॥
পুলকে পুরল তনু ঝর ঝর ঘাম।
অবশ হইয়া কহে কানু কানু নাম॥
ননদি কহয়ে তঁহি কানু কাহা হেরি।
ভানু ভানু করিয়া কহয়ে পুন বেরি॥
অতিশয় তাপে তনুতে বহে ঘাম।
তাহে পুন পুন সে কহলুঁ ভানু নাম॥
গুরুজন শুনি তব নিশবদ ভেল।
জ্ঞানদাস চাতুরি উপদেশ দেল॥
(তরু ৭২২, র ৯০, প্রা ৮১, ক ১৩২)

টীকা—
কানুক নাট—কানাইয়ের লীলা। নাটশব্দের সাধারণ অর্থ নৃত্য।
ভানু ভানু করিয়া কহয়ে—কানু শব্দ পালটাইয়া ভানু বলিলেন, সূর্য্যের বড় তাপ তাই যেন বলিলেন।

(২৪৫ ক)

ছলে দরশায়ল উরজক ওর
আপন নেহারি হেরল মোহে থোর॥
বিহসি দশনে আধ দশন(১) দেল।
ভুজে ভুজে বাঁধি অলপ চলি গেল॥
কি কহব রে সখি-নারী সুজান।
হরখে বরখে কত মনমথ বাঁন॥ (ধ্রু)।

হরি কত হরষে(২) পালটি নেহারি।
তোড়ল কানড় কুসুম উঘারি ॥
বসনক ওর উঝারল(৩) গোরী।
নীল কমলে(৪) মুখ ঝাঁপল জোরি(৫) ॥
বৈদগধি বিবিধ পসারল যে(৬)।
কানু(৭) মুগধ তাহে ধরু নিজ দে(৮) ॥
ধন্য ধন্য সে জন যাঁহা বরনারী।
জ্ঞানদাস কহ ধনি জনাচারী ॥

(তরু ৭১৯, কী ২৫৪, র ৮৯, ক ১৬২)

পাঠান্তর—তরু

(১) দরশন। (২) দুরসেঁ। (৩) ঝাঁপল তব। (৪) নীলা কমল। (৫) থোরি। (৬) যেহ। (৭) কোন। (৮) দেহ। (৯) ধনি ধনি জক যাক ইহ নারী।

টীকা—

রাধা ছল করিয়া বুকের সীমাদেশ দেখাইল। নিজের পানে চাহিয়া একটু আমার দিকে তাকাইল। হাসিয়া দাঁতে একটু দাঁত দিল (চুম্বনের প্রতীক)। ভুজে ভুজে অঙ্গ বাঁধিয়া (আলিঙ্গনের ইঙ্গিত করিয়া) চলিয়া গেল। সেই রসিকা নারীর কথা আর কি বলিব সখি! সে আনন্দিত মনে কত কামশর বর্ষণ করে। সে কৃষ্ণবর্ণের কানড় ফুল তুলিয়া কানের মধ্যে রাখিয়া দিল (কৃষ্ণকে বুকে লইবার অভিলাষ প্রকাশ করিল)। (উঘারি—খুলিয়া, উঝারল—তুলিয়া)। মুখে নীলাকমল স্থাপন করিল। এইরূপে সে নানা রকমে রসজ্ঞতা প্রকাশ করিল। মুগ্ধ কানাই তাহাকে নিজের দেহে ধরুক। সেই জন ধন্য যাহার এইরূপ বরনারী। জ্ঞানদাস বলেন চারজন (এই রমণীর জনক জননী, রমণী নিজে এবং শ্রীকৃষ্ণ) ধন্য।

১২। অনুরাগ ও আক্ষেপানুরাগ

পূর্ব্বরাগের সঙ্গে অনুরাগের পার্থক্য নন্দকিশোর দাস অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন—

সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূর্ব্বরাগ।
সঙ্গ পরে রাগ যেই সেই অনুরাগ॥

(রসকলিকা ১৩৩)

(২৪৬)

গৌরাঙ্গ আমার ধরম করম, গৌরাঙ্গ আমার জাতি।
গৌরাঙ্গ আমার কুল শীল মান, গৌরাঙ্গ আমার গতি॥
গৌরাঙ্গ আমার পরাণ পুতলী, গৌরাঙ্গ আমার স্বামী।
গৌরাঙ্গ আমার সরবস ধন, তাহার দাসী যে আমি॥
হরিনাম রবে কুল মজাইল, পাগল করিল মোরে।
যখন সে রব করয়ে বন্ধুয়া, রহিতে না পারি ঘরে॥
গুরুজন বোল কানে না করিব কুলশীল তেয়াগিব।
জ্ঞানদাস কহে, বিনি মূলে সেই গৌরপদে বিকাইব॥

(গৌরপদতরঙ্গিণী ১৩২)

টীকা—

শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিয়া গোপীদিগকে কুলশীল ছাড়াইয়াছিলেন, আর শ্রীগৌরাঙ্গ হরিনাম রবে নদীয়ার নাগরীদিগকে পাগল করিয়াছিলেন।

(২৪৭)

সই দেখিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদে।
হইনু পাগলী, আকুলি ব্যাকুলি,
পড়িনু পীরিতি ফাঁদে॥
সই গৌর যদি হৈত পাখী।
করিয়া যতন, করিতু পালন,
হিয়া-পিঞ্জিরায় রাখি॥
সই গৌর যদি হৈত ফুল।
পরিতাম তবে, খোপার উপরে,
দুলিত কানেতে দুল॥
সই গৌর যদি হৈত মোতি।
হার যে করিতু, গলায় পরিতু,
শোভা যে হৈত অতি॥
সই গৌর যদি হৈত কাল।
অঞ্জন করিয়া, রঞ্জিতাম আঁখি,
শোভা যে হইত ভাল॥
সই গৌর যদি হৈত মধু।
জ্ঞানদাস কহে, আস্বাদ করিয়া,
মজিত কুলের বধূ॥

(গৌরপদতরঙ্গিণী ১১১ পৃঃ)

টীকা—

গৌরাঙ্গকে দেখিয়া নদীয়া-নাগরীদের মনে কিরূপ বাসনার উদয় হইত, তাহার পরিচয় এই অপূর্ব্বসুন্দর পদটি হইতে পাওয়া যায়।

(২৪৮)

সই আমার গোরাচাঁদ।
আমার মানস চকোর ধরিতে
পেতেছে পিরীতি ফাঁদ॥ ধ্রু॥
সই আমার গৌরাঙ্গ সেহ।
চাতক হইয়া তার প্রেমবারি
পিয়া সে করিব লেহ॥
সই আমার গৌরাঙ্গ সোনা।
প্রেমে গলাইয়া বেশর বানাইয়া
নাকে করিব দোলনা॥

সই আমার গৌরাঙ্গ ফুল।
গোছাটি করিয়া খোপায় পরিব
শোভিবে মাথার চুল ॥
সই আমার গৌরাঙ্গ ননী।
সোহাগে ছানিয়া অঙ্গেতে মাখিব
জ্ঞানদাস হবে ধনী ॥

(বৈষ্ণব পদাবলী ৩৭২)

টীকা—

পিয়া সে করিব লেহ—দয়িত আমাকে প্রেম করিবে।

(২৪৯)

বিষেতে জিনিল সর্ব্ব গা।
গা মোর কেমন করে নাহি চলে পা।
প্রেম নহে পিরীতি নহে বাদিয়ার তন্ত্র।
কাল সাপে খেদাইলে নাহি শুনে মন্ত্র ॥
কোথায় গরল তার কোথা তার বিষে।
প্রতি অঙ্গে গরল ভরা জীয়াইবে কিসে ॥
সৎ ঔষধ তার কদম্বের তলা।
জীয়াইতে থাকে সাধ তথা নিয়া পেলা ॥
জ্ঞানদাসেতে কয় তারে ভাল জানি।
জীয়াইতে পারে সে রসিক-শিরোমণি ॥

(র ১৯৯, প্রা ১০৯, দ ২৪৪)

টীকা—

বিষেতে জিনিল সর্ব্ব গা—কৃষ্ণ অনুরাগের বিষ সমস্ত দেহ জয় করিল।

বাদিয়ার তন্ত্র—ইহাকে প্রেম বলিব কি প্রীতি বলিব? এ যে নিছক বাদিয়ার তন্ত্র অর্থাৎ ইন্দ্রজাল।

তথা নিয়া পেলা—যদি বাঁচাইতে সাধ থাকে তবে কদম্বতলায় লইয়া যাইয়া রাখ।

(২৫০)

বলনা সখি যাহার মনেতে যে।
কানুরে স'পিয়াছি আপনার দে ॥
চাঁদ জিনিয়া মুখের বলনি।
জড় জড় কৈল মোর হিয়ার পুতলি ॥
এমন পামর দেশে বৈসে কোন জনা।
যা বিনে না রহে প্রাণ তারে করে মানা ॥
জ্ঞানদাস কহে বুঝিনু সকলি।
জাতি কুল শীল দিনু কানুর পায়ে ডালি ॥

(প্রা ১০৭)

টীকা—

বলনি—গঠন

যা বিনে না রহে প্রাণ তারে করে মানা—যাহাকে না দেখিলে প্রাণ বাঁচে না তাহাকে দেখিতে মানা করে।

(২৫১)

সখী সঙ্গে চলে ধনি বিনোদিনী রাই।
পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছাই ॥
চলিতে না পারে ধনি নিতম্বেরি ভরে।
সখীর নিকটে পুছে কুঞ্জ কত দূরে ॥
ক্ষণহি সময়ে ধনি বৃন্দাবনে আইলা।
মাধবী তরুর তলে শ্যামেরে দেখিলা ॥
আইস আইস মোর বিনোদিনী রাধা।
দরশনে দূরে গেল মনসিজ বাধা ॥
তুমি মোর সরবস নয়নের তারা।
তোমাবিনে দশদিগ হেরি আন্ধিয়ারা ॥
তুমি মোর জপতপ তুমি মোর ধ্যান।
তুমি মোর মন্ত্র তন্ত্র তুমি হরিনাম ॥
তোমার লাগিয়া বৃন্দাবন করিলাম।
গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম ॥
চৌরাশি ক্রোশ এহি বৃন্দাবনের সীমা।
যত কিছু লীলা খেলা তোমার মহিমা ॥
জানে সব ব্রজজন জানে ব্রজাঙ্গনা।
সবে জানে তব মন্ত্রে আমি উপাসনা ॥

নিজ পীত বাসে শ্যাম চরণ ধূলি ঝাড়ে।
ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে॥
শ্যাম কোরে মিলল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী॥

(মাধুরী ১।৫১২)

টীকা—

চৌরাশি ক্রোশ এহি বৃন্দাবনের সীমা—ব্রজমণ্ডল ৮৪ ক্রোশ ব্যাপী।

তব মন্ত্রে আমি উপাসনা—তোমার নাম মন্ত্ররূপে জপ করিয়া আমি উপাসনা করি।

(২৫২)

তুমি না ছাড়িহ বন্ধু, তুমি মোরে না ছাড়িহ।
ও রাঙ্গা দুখানি পায় আমারে রাখিহ॥
তোমা বিনু জীবন যৌবন মহাভার।
একতিল না দেখিলে দিবস আন্ধার॥
একে সে অবলা জাতি আরে অনাথিনী।
তিলে তিলে মরি তোমার বিচ্ছেদ কথা শুনি।
মরিলে না যায় দুঃখ নহে সমাধান।
জ্ঞানদাসের তনু নীরস পাষাণ॥

(ব ৬ক, ২৫ পত্র)

টীকা—

মরিলে না যায় দুঃখ ইত্যাদি—আমার জীবনের সমস্যার মৃত্যুতেও সমাধান হয় না। কেননা মরিলেও তোমাকে না পাইবার দুঃখ ভুলিতে প্যারিব না। এই কথা শুনিয়াও যে জ্ঞানদাসের হৃদয় ফাটিয়া গেল না, তাহার কারণ তাহার দেহ বোধ হয় নীরস পাষাণ।

(২৫৩)

বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেখানে বান্ধিয়া থুব[১]॥
ও চাঁদ মুখ[২] সদা নিরখিব,
শোক না করিব আর।
তোমা হেন নিধি, পুন দিল বিধি,
পূরল মনের সাধ॥
হিয়ার বাহির, আর না করিব,
থুইতে[৩] নাহিক ঠাই।
হারা হইলে পুন[৪] অলপ পরাণে
চাহিয়া পাইতে নাই॥
সন দড়ি[৫] দিয়া, বাঁন্ধিব তোমার,[৬]
দুখানি চরণারবিন্দ।
কেবা নিতে পারে আমার বন্ধুয়া[৭]
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ॥
কতেক যতনে,[৮] পায়্যাছি রতনে,
রাখিতে নারিনু কোলে[৯]।
তাহা পাপ চিত, বিধি বিড়ম্বিত,
জ্ঞানদাস ইহা বোলে॥

(কী, ব ২৯, ৩১৬ পত্র, ব ৩০, ক বি ৩৩২, ১৮ পত্র, সজনী ১১৫)

পাঠান্তর—ক, বি,—

(১) লুকায়্যা থোব। (২) সো চান্দ বদন। (৩) রাখিতে (৪) হারাইল বলি। (৫) ডোর। (৬) রাখিব বান্ধিয়া। (৭) নেউক আসিঞা। (৮) অনেক যতনে। (৯) সদাই রাখিব কোলে।

(২৫৪)

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে অনুপাম।
স্বপনে জপন মোর তোহারি ও নাম॥
শুন বিনোদিনী রসময়ী আলো রাধা[১]।
কবহু করহ জনি এ না[২] রস বাধা॥
অঙ্গুলের আগে পরশ যব পাই।
সুখের সায়রে রহি ওর না বাই[৩]॥
লোচন ইঙ্গিতে করু কত[৪] দান।
জ্ঞানদাস কহ রাই কানুক পরাণ॥

(কী ব ২৯, ২৫৬ পত্র, তরু ৬০৬, র ২২৩)

পাঠান্তর—তরু

(১) শুন বিনোদিনী ধনি রসময়ি রাধা। (২) ইহ। (৩) সুখের সায়রে রহি ওর না বাই পদরত্নাকরে—সুখের সায়রে তবে তনু অবগাই। (৪) জ্ঞানদাস কহ অকারণ মাঝ। পদরত্নাকরে মূলে ধৃত পাঠ আছে।

(২৫৫)

আজু ধনি বিনোদিনী সঞ্জিবনী রাধা।
তো বিনে রহিতে নারি তুমি প্রাণের আধা॥
যে দিগে নেহারি রাই সেদিক আন্ধিয়ারা।
তুমি দুখ বিমোচনী নয়নের তারা॥
নিরবধি তুয়া নাম করিয়ে ভাবনা।
তু বিনা হঞাছি তোমার * *॥
যদি না পত্যয় রাই সকলে কর সাখি।
আজু যদি তুয়া পায় শ্যাম নাম লিখি॥
শুনিয়া শ্যামের বাণী বিনোদিনী হাসে।
আনন্দে পুরল অঙ্গ কহে জ্ঞানদাসে॥

(সজনী ৩৫—৩৬)

টীকা—

সঞ্জিবনী রাধা—তুমি আমার নিকট সঞ্জিবনী সুধা তুল্য
পত্যয়-প্রত্যয়, বিশ্বাস
সকলে কর সাখি—সকলে মিলিয়া দেখ, সাক্ষী হও।

(২৫৬)

শুনরে সুবল ভাই বলিরে তুমারে।
রাধার মহিমাগুণ কে কহিতে পারে॥
বেদবিধি অগোচর শ্রীরাধার নাম॥
নামের মহিমা যার নাহিক উপাম॥
কিবা রাত্রি কিবা দিনে মুরলীতে গাই।
মনের আনন্দ হয়ে ওর নাহি পাই॥
এই মোর মনে হয় কহিয়ে তুমারে।
অবিরত রাধাপদ সেবা করিবারে॥
যে পদ সেবিলে ভাই সফল জীবন।
ভাগ্যবতী গোপিগণ করয়ে সেবন॥
শ্রীমুখে অমৃতবাণী শুনয়ে শ্রবণে।
ও চান্দ-বদন মুখ হেরি রাত্রিদিনে॥
এতেক বলিয়া শ্যাম ছাড়য়ে নিশ্বাস।
চরণ সেবিব কবে কহে জ্ঞানদাস॥

(সজনী ২০ পৃঃ)

টীকা—

শ্রীমুখে অমৃতবাণী শুনয়ে শ্রবণে—শ্রীকৃষ্ণ রাধার সঙ্গিনী গোপীদের সৌভাগ্য দেখিয়া যেন ঈর্ষান্বিত হইয়া বলিতেছেন যে তাহারা রাধাপদ সেবন করিতে পায় এবং তাহার শ্রীমুখের মৃততুল্য বাণী কানে শুনিতে পায়।

(২৫৭)

আজুকার নিশি নিকুঞ্জেতে বসি করল বিবিধ রাস।
রসের সায়রে পেলাইঞা মোরে বিহানে চলিলা বাস।
শুনরে সুবল সখা।
সে বরনাগরি নবীন কিশোরী পুন কি পাইব দেখা॥
মদনে আগলি গলে গলে মিলি চুম্বন করিল যত।
কেশ বেশ আদি বিথান যতেক তাহা বা কহিত কত॥
অশেষে বিশেষে যত বুঝাইলাম আদরে বসাঞা
কোলে।
অঙ্গের সৌরভে হিয় জুড়ায়ল কত না কহিব তোরে॥
জ্ঞানদাস কহে শুন হে নাগর একথা বুঝিতে ধন্দ।
সে যে গুণমণি পরশমণি তুমারে করিল বন্ধ॥

পদটি সজনী ৬৬—৬৭ এবং ৮৯—৯০ হইতে লওয়া। কিন্তু তরু ১১০২ অনুসারে ইহা চণ্ডীদাসের, কী ২৭০, ব ৬ক এবং ২৬ক তে ভনিতায় বিদ্যাপতির আছে।

টীকা—

বিথান—স্থান চ্যুত হইল (বি+স্থান)।
বন্ধ—মন্ত্রমুগ্ধ করিল।

(২৫৮)

কামুক দশা শুনি রাই। কাতরে সখি মুখ চাই॥
সহজই মুগধিনি ধনি। মুখে নাহি বোলয়ে বাণী॥
ঐছন ইঙ্গিত পাই। সখিগণ বেশ বনাই॥
জ্ঞানদাস কহে শুন রাই। কানু আছে তুয়া পথ চাই॥

(রাখালদাস চক্রবর্তী লীলাগান পদ্ধতি ১৩২১, পৃঃ ৫১)

টীকা—

সখি মুখ চাই—সখীর মুখের দিকে তাকায়।

(২৫৯)

আজু গেনু বনে, ধেনুগণ সনে, মোহন যমুনা কুল।
নিকুঞ্জে দেখিলু, ফুটাছে বিমল, কনক চাঁপার ফুল ॥
তোমার বরণ, মনেতে পড়িল, মুরছি পড়িলু ভূমে।
সঙ্গে সখাগণ, না জানে মরম, বেড়িয়া কান্দয়ে প্রেমে ॥
কান্দনা শুনিয়া, চেতন পাইয়া, উঠিলু খণেক রয়্যা।
মুরছি পড়িনু, সভায়ে কহিনু, জ্ঞানদাসে কহে ইহা ॥

(ব ৬ক, সজনী ১১৯ পত্র)

টীকা—

শ্রীরাধার বর্ণ কনক চম্পকের তুল্য, তাই নিকুঞ্জে চাঁপা-ফুল ফুটিয়াছে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে আকুল হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

(২৬০)

জিতে পাসরিল নহে বন্ধুর পিরিতি।
কি ঘর বাহির লোকে বোলে অকিরিতি(১) ॥
(অন্তর বাহির চিতে অবিরত জাগ।
না জানি কি লাগি তাহে এত অনুরাগ ॥
সই বড়ি পরমাদ।
শয়নে সপনে মনে নাহি অবসাদ(২)) ॥
দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনু আন।
ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান ॥
শুনিতে শুনিয়ে সেই(৩) পরসঙ্গ।
সোঙরি সঘন মোর পুলকিত অঙ্গ ॥
হিয়ার আরতি কহিতে নাহি দেশ।
মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ ॥
গৃহ কাজ করিতে আউলাএ সব দেহ।
জ্ঞানদাস কহে বড়ি বিষম শ্যাম লেহ ॥

(সমুদ্র ২৪৫, তরু ৯২২, কী ২৮৪, ক, বি, ৬৩১, পত্র ৪৩, অ ১৬৫, র ১৮১, ক ২০৭)

পাঠান্তর—

(১) এ কি রীতি-ক। (২) বন্ধনীর ভিতরকার অংশ 'তরু' তে নাই, 'ক' তেও নাই। (৩) শুনিতে শুনিয়ে হাই সেই।

টীকা—

জিতে পাসরিল নহে—জীবন থাকিতে ভুলা যায় না।

অকিরিতি—অকীর্ত্তি।

শয়নে সপনে মনে নাহি অবসাদ—বন্ধুর প্রেমের কথা সব সময়েই মনে জাগে; এমন কি শয়নে ও স্বপনেও মনের অবসাদ বা ক্লান্তি হয় না, ঐ কথা মনে উঠে।

দেখিতে না দেখে আঁখি ইত্যাদি—শ্যাম ছাড়া অন্য কিছুই আর চোখে পড়ে না, সর্ব্বত্র শ্যাম-স্ফূর্ত্তি হয়; মুখে ভ্রমক্রমেও অন্য কোন কথা বাহির হয় না।

হিয়ার আরতি—অন্তরের আর্ত্তি অথবা অনুরাগ।

(২৬১)

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম।
তুয়া অনুরাগে হাম গোলক ছাড়িলাম ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই।
তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই ॥
তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী।
তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বরধারী ॥
তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী।
তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বৈনু আমি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি।
তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি ॥
তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান।
চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসের গান ॥

(র ২৫৫, প্রা ১২৭, ক ২৯৮)

টীকা—

পদটি রাধাকৃষ্ণের উত্তর-প্রত্যুত্তর।

প্রথম, পঞ্চম, সপ্তম, নবম চরণ শ্রীরাধার উক্তি।

বাধা বৈনু আমি—খড়ম বহিলাম।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বলিলেন "তোমার অনুরাগে আমি কিছুই

জানিতে পরি না" তখন জ্ঞানদাস বিদ্রুপ করিয়া বলিতেছেন সেই জন্যই তো তুমি চন্দ্রাবলীকে ভজনা করিতে যাও।

(এখানে রাধার সহিত চন্দ্রাবলীকে অভিন্ন করিয়া দেখা হয় নাই। সুতরাং পদটির অকৃত্রিমতায় 'ক'-র সংশয় যুক্তিসঙ্গত নহে)।

(২৬২)

সঙ্কেত পাইঞা তুমি আইলে আপনি।
কহিব সকল কথা জাগিব রজনী॥
আপনি কহিব আমি আপন বসত।
গৃহ মাঝে লোক লাজে গোঁয়াইব কত॥
নিশি দিশি মনে মোর উঠে যত খানি।
না দেখিলে যত হএ বুঝহ আপনি॥
কুহু নিশি সময়ে পাইলাম তোমার লাগ।
প্রকাশিব মনে মোর যত অনুরাগ॥
বিরলে পাইলুঁ তোমা ছাড়িব কেমনে।
লুকাঞা রাখিব তোমা যৌবনের বনে॥
কেবল পিরিতিময় রসের মুরতি।
এক নিবেদন নাথ ধরিবে আরতি॥
কুচন্দন মাঝে সুরুজ গজমোতি।
আজুকার মানে উদয় না করিব রাতি॥
একে অবলা নারি তাহে পরাধিনী।
তিলেক মরিএ তোমার বিচ্ছেদ কথা শুনি॥
মরিলে সন্ধান নাহিঁ নাহিঁ সমাধান।
জ্ঞানদাসের বাণী পাষাণে নিশান॥

(সং ৪৪৭)

টীকা—

আপন বসত—নিজে কেমন ভাবে বাস করি সেই কথা।

কুহুনিশি—অমাবস্যার গভীর রাত্রিতে।

তোমার লাগ—তোমার সঙ্গ।

কুচন্দন মাঝে সুরুজ গজমোতি—বক্ষে চন্দন রূপ তারকাবৃন্দ রহিয়াছে, আর তাহার মধ্যস্থলে যে গজমুক্তা হারের মধ্যে রহিয়াছে তাহা যেন সূর্য্য।

আজুকার মানে উদয় না করিব রাতি—আজিকার রাত্রিতে যেন আর সূর্যের উদয় না হয়—রাত্রি যেন অনন্ত হয়। মানে শব্দ মেনে (অব্যয়) শব্দের রূপান্তর।

(২৬৩)

তেজিলু নিজ কুল এ লোক লাজ।
এ গুরু গৌরব এ গৃহ কাজ॥
সে সব নব নেহার নিছনি কৈলোঁ।
যে মোরে বোলে তারে জিয়ন্তে মৈলোঁ।(১)॥
না বোল সজনি আর কিছু না লয় মনে।
সে বন্ধু বান্ধিঞাছোঁ পরাণ সনে।
বন্ধুর আরতি হিয়ার মালা।
পতির পিরিতে বিষের জ্বালা॥
যে চিতে দঢ়াইলুঁ সেই সে হয়।
খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়॥
খাইতে শুইতে আনহি নাহি।
জ্ঞানদাস কহে বুঝি এ তাহি(২)॥

(সমুদ্র ২৪৯ পৃঃ, তরু ৮২৭, ব ১৭৮, প্রা ১০৫)

পাঠান্তর—তরু

তরুতে আরম্ভ—

এ বোল না বোল সখি না বোল এমনে।
পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বন্ধুর সনে॥

(১) যে·ইহার বিরতি তারে জিয়ন্তে মেলুঁ

(২) ঠেকিলু প্রেম ফাঁদে সকলি নাশ।
ভালে সে জ্ঞানদাস না করে আশ॥

টীকা—

নব নেহার—নূতন প্রেমের।

যে মোরে বোলে ইত্যাদি—যে আমাকে কথা শুনায় তাহাকে বলিতে হয় আমি জিয়ন্তেই মরিয়াছি।

তুলনীয়—মুরারি গুপ্ত—

"সখি হে ফিরিয়া আপনা ঘরে যাও।
জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তাহে তুমি কি আর বুঝাও॥"

বান্ধিঞাছোঁ—বান্ধিয়াছি।

খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়—যে বাণ নিক্ষেপ করা হইয়াছে তাহাকে কোন ক্রমেই রাখা যায় না। এক বার আমার মন যখন তাহার প্রতি ধাইয়াছে তখন আর সে মনকে ফিরাইব কিরূপে?

খাইতে শুইতে আনহি নাহি—খাইতে শুইতে অন্য কিছুই আর মনে জাগে না।

(২৬৪)

ওহে নাথ কি দিব তোমারে।
কি দিব কি দিব করি মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥
তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার॥
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।
তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি॥
ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার।
জ্ঞানদাস কহে ধনি এই সবে সার॥

(কীর্ত্তনানন্দ ২০৩ পৃঃ, র ২৬৫)

টীকা—

তুমি তার সিধি—তুমিই তাহার সিদ্ধিস্বরূপ।

(২৬৫)

সহজে নারীর, অধিক জীবন,
তাহে পিরীতের লেশ।
ইথে কি জগতে, কেহ ভাল বলে,
যাইতে কি হেন দেশ॥
সখি গো তোমারে কহিতে কি।
এ রস লালস, সব সম্ভাষণা,
এ নাকি নহিলে জী॥
হিয়ার অভিলাষ, যতেক বিলাস,
সে পুন পাইয়ে হাতে।
বিধির লিখনে, কালা বন্ধু সনে,
রাতি দিনে মুঞি, সম্বিত না পারি
দেখি বড় পরমাদে।
জ্ঞানদাসে বলে, ও মুখ দেখিতে,
কাহার না যায় সাধে॥

(র ১৭৪, প্রা ১০৪)

টীকা—

এ নাকি নহিলে জী—সেই রস লালসা এবং প্রীতির সম্ভাষণ না পাইলে কি বাঁচা যায়?

বান্ধিল করমসূতে—কর্ম্মসূত্রদ্বারা বিধাতা আমাকে কালিয়া বন্ধুর সহিত বাঁধিলেন।

সম্বিত না পারি—জ্ঞান থাকে না।

(২৬৬)

এ সখি এ সখি কিয়ে করু দেহা।
জীবনক জীবন শ্যামর-নেহা॥
উলশি না পাও জাও কোন ঠামে।
বান্ধি ফেলল বিহি জনু বিনু দামে॥
চাটু কয়ল যেন চিরদিন দাস।
জনু মনে মানিয়ে স্বপন সম্ভাষ॥
যতয়ে আরতি করু তত খেদ।
তপত তেল জনু না হয়ে সম্ভেদ॥
অন্তরে কোপ অধিক হিয়া ডোল।
জ্ঞানদাস কহে সমুচিত বোল॥

(ক ১৭৩)

টীকা—

জীবনক জীবন শ্যামর নেহা—শ্যামের প্রেম আমার প্রাণের প্রাণ।

উলশি না পাও জাও কোন ঠামে—আনন্দের আতিশয্যে বুঝি না কোথায় যাইব।

চাটু কয়ল যেন চিরদিন দাস—সে যেন আমার বহুকালের দাস, এমন করিয়া চাটু বচন বলিল।

তপত তেল জনু না হয়ে সম্ভেদ—তপ্ত তৈলের মধ্যে যেমন মিলন (সম্ভেদ) হয় না।

অন্তরে কোণ অধিক হিয়া তোল—তাহার উপর যদি মনে মনে রাগ করিতে যাই, তাহা হইলে হৃদয় আরও বেশী আন্দোলিত হয়।

(২৬৭)

একা কুম্ভ কাখে করি যমুনাতে জল ভরি
জলের ভিতর শ্যাম রায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে
পুন কানু জলেতে মিশায়॥
অনেক প্রবন্ধ করি ধরিবারে চাই হরি
ধীরে ধীরে কর বাড়াইনু।
কর বাড়াইয়া যাই আর না দেখিতে পাই
আকুল হইয়া জলেতে ডুবিনু॥
ঢেউ মোর হৈল কাল না পাইলাম নন্দলাল
উঠিলাম যমুনার নীরে।
না দেখি বন্ধুর মুখ হইল বিষম দুখ
কাঁদিতে কাঁদিতে আইলু ঘরে॥
জ্ঞানদাসের বাণী শুন রাধা বিনোদিনী
মিছা কেন ডুবেছিলে জলে।
বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গ ছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের ডালে॥

(ব ৬ক)

টীকা—

কবি শেষের চরণে পদের ভাবার্থ বলিয়া দিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ কদম্বের শাখায় বসিয়া ছিলেন, যমুনার জলে তাঁহার ছায়া পড়িয়াছিল, উহাই দেখিয়া রাধা ভাবিয়াছিলেন বুঝি জলের ভিতর শ্যাম আছেন।

ঢেউ মোর হইল কাল—জলে ঢেউ উঠায় শ্রীকৃষ্ণের ছায়া মিলাইয়া গেল, তাই রাধা ঢেউকে দোষ দিতেছেন।

এই পদটি বসু রামানন্দের নিম্নলিখিত পদের অনুকরণে লিখিত—

বেলি অবসান কালে একা গিয়াছিলাম জলে
জলের ভিতরে শ্যাম রায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাথে
পুন কানু জলেতে লুকায়॥
যমুনাতে ঢেউ দিতে বিম্ব উঠে আচম্বিতে
বিম্বের মাঝারে শ্যাম রায়।
চূড়ার টালনি বামে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে
হেরিয়া সে কুল রাখা দায়॥
পুন জলে দিতে ঢেউ কোথাও নাহিক কেউ
জল স্থির হৈলে দেখি কানু।
ধরি ধরি মনে করি ধরিবারে নাহি পারি
অনুরাগে জলে ডুবেছিনু॥
কর বাড়াইয়া যাই কানুর নাগাল নাহি পাই
কান্দিতে কান্দিতে আইলাম ঘরে।
হায় আমি অভাগিনী না পাইলাম শ্যাম গুণমণি
সেই দুখে হৃদয় বিদরে॥
বসু রামানন্দের বাণী শুন শুন বিনোদিনী
অকারণে জলে ডুবেছিলে।
বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গ ছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের মূলে॥

(২৬৮)

জিমুনা গো মুঞি, জিমুনা,
কালা বন্ধুর পিরীতের পাকে।
আপনার দুটি আঁখি, নিবারিতে নারি গো,
কালা বিনু আন নাহি দেখে॥

একদিন আয়ান আইল ঘরে, কালিয়া দেখিনু তারে,
বন্ধু বলি তাহারে সম্ভাষি।
আমার আরতি, দেখিয়া আয়ান,
মুখে কাপড় দিয়া হাসি॥

বন্ধুয়ার ভরমে, আয়ানের সনে,
মনের কথাটি কই।
হাসিয়া হাসিয়া আয়ান বলে,
মুঞি তোমার বন্ধুয়া নই॥

কালিয়া কালিয়া বলি, কালা বসন পরি,
কালা বিনে আন নাহি শুনি।
জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি এমনি হয়ে,
তারে কি দেখিলে জীয়ে প্রাণি ॥

(র ১৭১, প্রা ১০৩)

টীকা—

জিমুনা—বাঁচিব না।

আন নাহি দেখে—কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই দেখে না।

(২৬৯)

কানু সে জীবন ধন মোর।
তোমরা যতেক সখী, ঘরে যাই কুল রাখি,
শ্যাম রসে হয়্যাছি বিভোর ॥
গুরু গরবিত ঘরে, যে বলু সে বলু মোরে,
ছাড়ে ছাড়ুক গৃহপতি।
সকল ছাড়িয়া মুঞি, শরণ লইনু গো,
কি করিব ঘরের বসতি ॥
যত ছিল অভিমান, সতী কুলবতী নাম,
সব হরি নিল শ্যাম রায়।
কহত পরাণ সখি, অঙ্গেতে অঞ্জন মাখি,
আন রঙ্গ লাগে নাহি তায় ॥
রূপ গুণ যৌবন, এ তিন অমূল্য ধন,
সাজাইয়া রতন পাথার।
জ্ঞানদাস কহে, যে ধনী এমনি হয়ে,
ধনি ধনি সোহাগ তাহার ॥

(র ১৭২)

টীকা—

ঘরে যাই কুল রাখি—তোমরা ঘরে যাইয়া কুল রাখ (আমার দ্বারা ঐ কাজ হইবে না), কেননা আমি শ্যামের প্রেমে আত্মহারা হইয়াছি।

অঙ্গেতে অঞ্জন মাখি—কাল রং বলিয়া অঞ্জন আমি গায়ে মাখিতেও প্রস্তুত, অন্য কোন রং আমার পছন্দ হয় না।

ধনি ধনি সোহাগ তাহার—তাহার প্রেম ধন্য ধন্য।

(২৭০)

বন্ধু[১] এনা ছাঁদে কেনা বাঁধে চুল।
তোমার চূড়ায়[২] মজাইলে জাতি কুল ॥
(এই ত চন্দনের ফোঁটা কেবা নাহি পরে।
তোমার কপাল গুণে ঝলমল করে[৩] ॥)
কেবা নাহি পরে বনমালা।
(তোমার)[৪] মালায় এতেক কেনে জ্বালা ॥
কেনা থাকে ত্রিভঙ্গী হইয়া।
প্রাণ কাঁদে এরূপ দেখিয়া ॥
কেবা[৫] বা এতেক জানে কলা।
যাহা দেখি ভুলয়ে অবলা ॥
কেবা নাহি কহে কথা খানি।
(তোমার) চাঁদমুখে সুধা খসে জানি ॥
কেবা নাহি ধরে রূপ কালা।
তোমার রূপে ভুবন করিয়াছে আলা[৬] ॥
তোমা বিনে মনে নাহি লয়।
জ্ঞান কহে এই ভাল হয়[৭] ॥

(তরু ১৪০৭, কী ৩১৪, র ১৫১, ক ১১৬)

পাঠান্তর—তরু

(১) 'বন্ধু' শব্দ 'তরু' তে নাই। (২) চূড়া মজাল্যে। (৩) বন্ধনীর ভিতরের অংশ 'তরুতে' নাই। (৪) 'তোমার' নাই। (৫) কেবা না। (৬) তোমার রূপে ত্রিভুবন আলা। (৭) জ্ঞানদাস কহে ভাল হয়।

টীকা—

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপের ও বেশের অসাধারণত্ব কোথায় তাহাই বাহির করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

(২৭১)

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥

সই কি আর বলিব।
যে পুনি করিয়াছি মনে সেই যে করিব ॥ ধ্রু ॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার।
লহু লহু হাসে পহুঁ পিরিতের সার ॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখি সঙ্গে।
পুলকে পুরল(১) তনু শ্যাম পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়ানের ধারা মোর বহে অনিবার ॥
ঘরের যতেক সভে করে কানাকানি।
জ্ঞান শুন(২) লাজঘরে ভেজাইলাম আগুণি ॥

(কী ২৮৪, তরু ৭৪৮, সমুদ্র ২৪৬, র ১৬১, ক ১৮৮)

পাঠান্তর—

(১) পূরয়ে-তরু, কী। (২) জ্ঞান কহে-তরু, জ্ঞানদাস কহে-কী।

টীকা—

শ্রীরাধা বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও গুণ তাঁহাকে এমন আকৃষ্ট করিয়াছে যে রূপের জন্য তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রু বাহির হয়, আর গুণে মন বিহ্বল হয়। তাহার প্রত্যেক অঙ্গের জন্য আমার প্রত্যেক অঙ্গ কাঁদিতে থাকে এবং আমার প্রাণ প্রেমের জন্য ধৈর্য্য ধরিতে পারে না। সখি! আর কি বলিব। যে কথা মনে ফের (পুনি) ভাবিয়াছি তাহাই করিব।

লহু লহু হাসে পহু পিরিতের সার—সেই প্রভু আমার যেন প্রেমের নির্য্যাস স্বরূপ মন্দ মন্দ স্মিতহাস্ত করেন।

পুলক ঢাকিতে করি ইত্যাদি—শ্যামের প্রসঙ্গ উঠিলেই দেহ পুলকে পূর্ণ হয়। লোকের সামনে সেই পুলক ঢাকিতে কত চেষ্টা করি, কিন্তু আমার চোখ দিয়া যে ক্রমাগত জল পড়িতে থাকে তাহাতেই সব ধরা পড়ে।

লাজঘরে ভেজাইলাম আগুনি—লজ্জার ঘরে আগুন দিলাম।

(২৭২)

একে কুলবতী চিতের আরতি
বিধি বিড়ম্বিত কাজে।
শ্যাম-সুনাগর পিরীতি কণ্টক
ফুটল হিয়ার মাঝে ॥
শুন শুন সই মরম কহই(১)
পড়িনু বিষম ফান্দে।
অমূল্য রতন বেড়ি ফণিগণ
দেখিয়া পরাণ কান্দে ॥
গুরু গরবিত বলে অবিরত
সে সব(২) বিষম বাধা।
এ কুল ওকুল দু কুল চাহিতে
সংশয়ে পড়ল বাধা ॥
ছাড়িলে ছাড়ান না যায় সে জন(৩)
পরাণ অধিক বড়।
জ্ঞানদাস কহে সে হেন(৪) সম্পদ
কাহার ডরে বা এড় ॥

(ক্ষণদা ৫।৫ তরু ৯৪১, র ১৬২, ক ১৯৮)

পাঠান্তর—তরু

(১) মর্ম্ম তোরে কই। (২) এ বড়ি। (৩) লোক। (৪) এমন।

টীকা—

একে কুলবতী ইত্যাদি—আমি কুলের বধু, অথচ যে কাজ লোকবিধিরদ্বারা বিড়ম্বিত সেই কাজে আমার মনের আগ্রহ (চিতের আরতি বা আর্ত্তি)। শ্যামের মতন সুনাগরের প্রেম আমার হৃদয়ের ভিতর যেন কাঁটার মতন বিঁধিয়া আছে।

অমূল্য রতন বেড়ি ফণিগণ দেখিয়া পরাণ কান্দে—সেই শ্যামের প্রেম যেন এক অমূল্য নিধি, কিন্তু তাহা পাইবার উপায় নাই, কেননা সাপেরা উহা বেড়িয়া আছে, সেইজন্য আমার পরাণ কাঁদিতেছে।

গুরু গরবিত—গুরুজন এবং গরবিত অর্থাৎ মান্য সম্পর্কযুক্ত লোক।

কাহার ভরে বা এড়—কাহার ভয়ে এমন সম্পদ ত্যাগ করিবে?

(২৭৩)

কিবা রূপে কিবা গুণে মোর মন বান্ধে।
মুখেতে না যুরে[১] বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥
মনের মরম কথা শুন গো সজনি।
শ্যাম-বন্ধু[২] পড়ে মনে দিবস রজনী॥
কেন বিহি সিরজিল কুলবতী বালা।
কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥
চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব।
না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥
(ঘর হৈতে বাহির বাহির হৈতে ঘর।
দেখিবারে করি সাধ নহি স্বতন্তর[৩]॥)
জ্ঞানদাস বলে সখি সেই সে করিব।
কানুর পিরীতি লাগি সাগরে মরিব[৪]॥

(সমুদ্র ৪২৬, কী ২৮৫, তরু ৯২৩, এবং ২৫২৯, ক্ষণদা ৪।৫, ক ১৯৯)

সমুদ্র, কীর্ত্তনানন্দ ও তরুতে আরম্ভ—

মনের মরম কথা শুন লো সজনি।

পাঠান্তর—

(১) নিঃসরে—সমুদ্র। (২) নাগর—কী। (৩) বন্ধনীর ভিতরকার অংশ পদামৃত সমুদ্রে, তরুতে এবং কীর্ত্তনানন্দে নাই। কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র কীর্ত্তনানন্দে পাওয়া যায়—

কি বা সে মোহন রূপ মন মোর বান্ধে।
মুখেতে না সরে বাণী দুটি আঁখি কান্দে॥

(৪) যমুনা পসিব—তরু, কিন্তু ক্ষণদা ও পদামৃতসমুদ্রে 'সাগরে মরিব' পাঠ আছে।

টীকা—

কিবা রূপে কিবা গুণে ইত্যাদি—তাহার রূপও যেমন গুণও তেমন। রূপ ও গুণে আমার মন সে বাঁধিয়াছে (শুধু টানে নাই)। তাহার রূপ গুণের কথা বলিবার মতন ভাষা নাই। তাই মুখেতে কথা নাই, অথচ অনুরাগের প্রাবল্যে চোখ বাহিয়া শুধু জল পড়ে।

বিহি সিরজিল—বিধাতা সৃজন করিল।

তুলনীয় চণ্ডীদাস—

কোন বিধি সিরজিল কুলবতী নারী (পৃঃ ২৯)

কেবা নাহি করে প্রেম, কার এত জ্বলো—প্রেম তো সকলেই করে, কিন্তু কাহাকেও তো এমন করিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে দেখি না।

তুলনীয়—চণ্ডীদাস

কেবা কোথা কারে পিরিতি না করে
কলঙ্কিনী রাজার ঝি (পৃঃ ৬৬)

সাগরে মরিব—জনশ্রুতি আছে যে যে কামনা করিয়া লোকে গঙ্গাসাগরে প্রাণ ত্যাগ করে সেই কামনা পরজন্মে সফল হয়।

তুলনীয়—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—

সাগর সঙ্গম গিআঁ।
গায়ের মাস কাটিয়া আপনা মগর ভোজ দিআঁ॥

(২৭৪)

সই সে জনা মানুষ নয়।
তার সঞে যদি করিয়ে পিরীতি[১]
না জানি কি জানি হয়॥
হাসি হাসি মোর[২] মুখ নিরখিয়া
মনে মন কথা কয়[৩]।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥
সহজে রসের, অকোর কত[৪]
ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গে ঠেকাই[৫] যাই॥

ও গীম দোলনি ঠামরু চলনি(৬)
রমণী মানস চোর।
জ্ঞানদাস বোলে(৭) ভালই বোইলে
মরমে নাগর মোর(৮) ॥

(তরু ৬৯১, গীতচন্দ্রোদয় ১৬৫, র ৬৭, ক ১৮৩)

পাঠান্তর—

(১) পীরিতি করয়ে। (২) তরুতে 'মোর' নাই। (৩) মধুর কথাটি কয়। (৪) আকর সে যে। (৫) ঠেকাইয়া। (৬) চমক চলনি। (৭) কহে। (৮) সে পিয়া-পিরিতি মরমে পশিল তোর।

টীকা—

মনে মনকথা কয়—চুপে চুপে মনের কথা বলে।

ছায়ার সহিত ছায়া মিশাইতে—আমার ছায়ার উপর তাহার ছায়া যাহাতে পড়ে সেই জন্য পথের ধারে থাকে।

বাতাসে বসন উড়িতে আপন ইত্যাদি—বাতাসে যখন আমার বসন উড়িতে থাকে তখন সে উহা নিজের অঙ্গে ঠেকাইয়া লয়।

গীম দোলনি—গ্রীবার দোলনি।

ঠামরু চলনি—ঠমকি ঠমকি অঙ্গভঙ্গী করিয়া চলা।

(২৭৫)

গুরু গরবিত ঘরে যে কহু সে কহু মোরে
ছাড়ে বা ছাড়ুক গৃহপতি।
সকল ছাড়িয়া মুঞি শরণ লইলুঁ গো
কি করিব ঘরের বসতি ॥
কানু সে জীবন ধন মোর।
তোমরা যতেক সখী ঘরে যাও কুল রাখি
শ্যাম রসে হইয়াছি বিভোর ॥
যত ছিল অভিমান সতী কুলবতী নাম
সব হরি নিল শ্যামরায়।
কহত পরাণ সখি আঁখিতে অঞ্জন মাখি
অঙ্গেতে কস্তুরী করি তায় ॥
কুল, শীল, যৌবন এ তিন অমূল্য ধন
কানু পায় সঁপিলুঁ পসার।
শুনি জ্ঞানদাস কহে যে ধনী এমন হয়ে
ধনি ধনি সোহাগ তাহার ॥

(ক ১১৫)

টীকা—

ধনি ধনি সোহাগ তাহার—তাহার প্রেম ধন্য ধন্য।

(২৭৬)

একে দেখি অতি চিতের আরতি
পহিলে না ছিল এত।
ঘরে গুরুজন গঞ্জনা না মানি
নিতি নিবারিব কত ॥
সই ঠেকিলুঁ বিষম ফাঁদে।
কানুর পিরিতি তিলেক বিরতি
হইলে পরাণ কাঁদে ॥
সহজে মধুর শ্যামের মুরতি।
পিরিতি বুঝিবে কে।
সে সব আদর ভাদর-বাদর
কেমনে ধরিব দে ॥
চিতের বিচার উচিত কহিতে
জগত ভরিয়া লাজ।
জ্ঞানদাস কহে ইহার অধিক
রসিক গোপত কাজ ॥

(তরু ২৪৬, র ১৬৩, ক ১২৭)

টীকা—

একে দেখি অতি ইত্যাদি—একদিকে দেখিতেছি চিত্তের আর্তি বাড়িয়াই চলিয়াছে—আগে তো এতটা ছিল না—অন্যদিকে ঘরে ঘরে গুরুজনের গঞ্জনা গ্রাহ্য করি না; ঐ গঞ্জনাকে আর রোজ রোজ ঠেকানো যায় কি করিয়া?

তিলেক বিরতি—এক তিল সময়ের জন্যও যদি সেই প্রেমের নিবৃত্তি হয়।

সে সব আদর ভাদর-বাদর—ভাদ্রমাসের বৃষ্টির মত কানুর আদর অনবরত বর্ষিত হয়।

রসিক গোপত কাজ—শ্রীরাধা বলিতেছেন যে তাঁহার জগৎ ভরিয়া লজ্জা হইল। জ্ঞানদাস তাহার উত্তরে বলিতেছেন সে লজ্জার চেয়েও বড় হইতেছে রসিকের গুপ্ত কাজ অর্থাৎ প্রেম।

(২৭৭)

আনের পরাণ বন্ধু, আনের অন্তরে থাকে,
আমার পরাণ তুমি।
তিল আধ না দেখিলে, ও চান্দ বদন,
মরমে মরিয়ে আমি॥
মণি নও মানিক নও, গলায় বাঁধিয়া থোব,
ফুল নও চূড়ার করি বেশ।
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতুঁ দেশ দেশ॥
যথাকারে যাবে তুমি, তথাকারে যাব আমি,
ছাড়িয়া না দিব এক পা।
বাজন নূপুর হয়্যা, চরণে বাজিব গিয়া,
যাও দেখি কোথাকারে যাও।
[তোমার সোহাগে, সোহাগিনী আমি,
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মন করে, দুখানি চরণ,
সদা লয়্যা থাকি বুকে॥]
জ্ঞানদাস কয়, তোমার পিরিতি,
কহিতে পরাণ ফাটে।
শঙ্খ বণিকের করাত পিরিতে,
আসিতে যাইতে কাটে॥

(তুলনীয় ক ২৯৮, সজনী ১১৯---১২০ পৃঃ)

টীকা—
..বন্ধনীর ভিতরকার দুইটি চরণ জ্ঞানদাসের অন্য একটি পদের আদিতে আছে। ঐ পদের দ্বিতীয় কলিতে পাই—

অন্যের আছয়ে অনেক জন আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তম করি মানি॥

ইহার চেয়েও এই পদের প্রথম চরণটি বেশী জোরালো। অন্যের পরাণ বন্ধু অন্যের হৃদয়ে থাকে, তাহাদের হৃদয়ের সঙ্গে পরাণ বন্ধু অভিন্ন নহে, কিন্তু আমার তুমিই প্রাণ, তুমি না থাকিলে আমার দেহে প্রাণ থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের পদরত্নাবলীতে দীনুদাস (পুথি পড়ার দোষে অথবা গায়কের অসাবধানতায় জ্ঞানদাস দীনুদাস হওয়া বিচিত্র নহে) ভনিতায় "এস হে এস হে বঁধু আধ আঁচরে বস" ইত্যাদি পদের মধ্যে আছে—

(মণি নও মানিক নও হার করে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তুয়া হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥)

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরেও এক ভনিতাহীন পদে এই কলিটি দেখা যায়।

(২৭৮)

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে করি(১) ও দুটি চরণ
সদা লইয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছয়ে অনেক জনা(২)
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি(৩)॥
নয়নের অঞ্জন অঙ্গের ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চান্দা।
জ্ঞানদাসে কয় তোমারি পিরীতি
অন্তরে অন্তরে বান্ধা॥

(র ২৫৪, প্রা ৫৮, ক ২৯৮)

পাঠান্তর—ক

(১) লয়। (২) জন। (৩) ইহার পর 'ক' তে অতিরিক্ত—

শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে সোহাগিনী বড় আমি।
সখীগণ গণে জীবন অধিক পরাণ বঁধুয়া তুমি॥

টীকা—

রবীন্দ্রনাথ "রবিবার" (১৩৪৬ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত) গল্পে এই পদের প্রথম কলিটি ব্যবহার করিয়াছেন। বিভা তাহার সহধ্যায়ী অভীকের চেয়ে পরীক্ষায় ভাল করায় সে অভীককে বলিল—"তুমি দিনরাত কেবল ছবি এঁকে পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়, আমার লজ্জা করে"। কথাটা দৈবাৎ পাশের বারান্দা থেকে কানে যেতেই বিভার এক সখী চোখ টিপে বলেছিল—

মরি মরি, তোমারি গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমারি রূপে।

কোন প্রাচীন সঙ্কলনে এই পদটি ধৃত না হইলেও রবীন্দ্রনাথ ইহার সহিত পরিচিত ছিলেন, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

(২৭৯)

সজনি, কি আর লোকের ভয়।
ও চাঁদ বদনে, নয়ন ভুলিল, আর মনে নাহি লয়॥
অপযশ ঘোষণা যাক দেশে দেশে,
সে মোর চন্দন চুয়া॥
শ্যামের রাঙা পায় এ তনু সঁপেছি,
তিল তুলসীদল দিয়া॥
কি মোর সরম, ঘর ব্যবহার তিলেক না সহে গায়।
জ্ঞানদাস কহে, এ তনু নিছিনু শ্যামের ও রাঙা পায়॥

(ভক্তি পত্রিকা ১৩১৩ ভাদ্র পৃঃ ২৬৮, ক ১৯৩)

(২৮০)

আরে মোর বন্ধুরে কানাই।
তোমা বিনে তিলেক রহিতে ঠাঁই নাই॥
এ ঘর বসতি মোর আনলের খণি।
তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি পরাণী॥
মাঝ পাথার জলে তৃণ হেন ভাসি।
উচিত কহিতে নাই এ পাড়া পড়সী॥
তুমি যদি না ছাড় বন্ধু দুখে মোর সুখ।
জ্ঞানদাস কহে তিলে লাখ যুগ(১)॥

(লহরী ১৩৪, ক ২১৬)

পাঠান্তর—ক

(১) জ্ঞানদাস কহে তিলে মানি লাখ যুগ।

টীকা—

মাঝ পাথার জলে—অগাধ সমুদ্রের মধ্যে তৃণের মতন ভাসিয়া যাইতেছি।

(২৮১)

শুন শুন পরাণের সই।
তুমি সে দুখের দুখী তেঞি তোরে কই॥
সদা চিত উচাটন বন্ধুর লাগিয়া।
সদাই সোঙরে প্রাণ গরগর হিয়া॥
সদাই পুলক গায়ে, আঁখে ঝরে জল।
আধ তিল না দেখিলে পরাণ বিকল॥
কি করিব কোথা যাব থির নহে মন।
তাহে আর ননদি বলয়ে কুবচন॥
তাহে ধিক দুখ দেয় এ পাড়া পড়সী।
বন্ধুর লাগিয়া মুঞি হব বনবাসী॥
হিয়ার মাঝারে প্রেম-অঙ্কুর পশিল।
দিনে দিনে বাড়ি সেই বিরিখি হইল॥
ফল-ফুল-কালে এবে পড়িল বিপতি।
জ্ঞানদাস কহে ধনি সামালিবা কতি॥

(তরু ২৫৩০, র ১৬৫, ক ২০৬)

টীকা—

বিরিখি হইল—প্রেমের অঙ্কুর এখন বৃদ্ধি পাইয়া বৃক্ষ হইল।

(২৮২)

সুন্দরী আমারে কহিছ কি।
তোমার পিরিতি ভাবিতে ভাবিতে
বিভোর হইয়াছি ॥
থির নহে মন সদা উচাটন
সোয়াথ নাহিক পাই।
গগনে ভুবনে দশ দিক গনে
তোমারে দেখিতে পাই ॥
তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া
গিরি নদী বনে বনে।
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে
সদাই জাগয়ে মনে ॥
শুন বিনোদিনী প্রেমের কাহিনী
পরাণ রৈয়াছে বান্ধা।
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন
জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা ॥

(অক্ষ ৭৫৬, র ৬৮, ক ১৮৯)

টীকা—

শ্রীকৃষ্ণ দশদিকে আকাশ ও ভুবনের সর্ব্বত্র শ্রীরাধাকে দেখিতে পান। কিন্তু বাহিরে দেখিবার প্রয়োজনই বা কি ? উভয়ের তো একই প্রাণ, শুধু দেহ ভিন্ন ভিন্ন।

(২৮৩)

বন্ধু হে কুল কলঙ্কিনী হল্যাম।
যাচিয়া যৌবন, তোমায় দিয়া,
লোক চরচায় মল্যাম।
গৃহে গুরুজন, গঞ্জে অনুক্ষণ,
তাহা কি তোমারে কই।
বসি সখী মাঝে, মাথা তুলি লাজে,
তোমার কারণে সই ॥
একে একাকিনী, কুলের কামিনী,
নিরমিল কুল বিধি।
দুনয়ান ভরি, দেখিতে না পানু,
তোমা হেন গুণনিধি ॥
অনেক সাধের, ভরসো ঔষধ,
দেখিতে হইল সাধ।
একাকিনী রহি, প্রথম পিরিতি,
নহিল আধের আধ ॥
যে জন যা বিনে, না রয়ে পরাণে,
তারে কী করয়ে আন।
জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরিতি,
এবে জানিহ নিদান ॥

(ব ২৬ক পত্র ১)

টীকা—

লোক চরচায়—লোকের মধ্যে কলঙ্কে।

ভরসো ঔষধ—আমার বিরহ ব্যাধির ঔষধ স্বরূপ তোমার দর্শন.।

নহিল আধের আধ—আমার মনে যত প্রেমপিপাসা তাহার অর্দ্ধেকের অর্দ্ধও তৃপ্ত হইল না।

(২৮৪)

অবিরত বহে, নয়নক বারি,
যেন বরিখয়ে জলধার।
ও দুখ মরমে, সেই সে জানয়ে,
এমন পিরীতি যার ॥
পিরীতি রতন, করিয়া যতন,
গলায় হার পরিমু।
জাতি কুল শীল, দূরে তেয়াগিয়া,
পরাণ নিছিয়া দিমু ॥
সই লো পিরীতি দোসর ধাতা।
বিধির বিধান, সব করে আন,
না শুনে ধরম কথা ॥

জীবনে মরণে, পিরীতি বেয়াধি
হইল যাকর সঙ্গ।
জ্ঞানদাস কহে, দোসর পিরীতি
নিতুই নূতন রঙ্গ ॥

(প্রা ১০৫)

টীকা—

পিরীতি দোসর ধাতা—প্রেম যেন এক দ্বিতীয় বিধাতা সে নিজের নূতন আইন-কানুন বানায়। বিধাতার বিধান অন্যথা করে।

হইল যাকর সঙ্গ—প্রীতিরূপ ব্যাধি যাহার সঙ্গের সঙ্গী হইল।

দোসর পিরীতি—প্রেম যাহার সহচর তাহার নিত্যই নূতন রঙ্গ।

(২৮৫)

সই পরখি বুঝিনু কাজে।
বিনি অপরাধে সাধিলে বাদ
জগত ভরিল লাজে ॥ ধ্রু ॥
সে সব পীরিতি সাদর আরতি
সদাই পড়িছে মনে।
প্রেম পরাভব এমন জানিয়া
এখন যায় পরাণে ॥
সহজে অবলা আগু অনুসরে
না জানি কি হয় পাছে।
জ্ঞানদাস বলে সময় বুঝিতে
কে যেন এমন আছে ॥

(কী ৩০১)

টীকা—

সাধিলে বাদ—প্রতিকূলতা সাধিলে। প্রেম পরাভব—প্রেমের পরাজয়

আগু অনুসরে—আগাইয়া যায়, পরে কি হইবে ভাবিয়া দেখে না।

(২৮৬)

বন্ধু এমনি হইলে কেন তুমি।
ডাকে না ফিরিয়া চাও, মুখানি নামায়া যাও,
না জানি কি দোষ কৈলাম আমি ॥
এত যদি জান শ্যাম, অভাগীরে হল্যে বাম
তবে কেন কৈলে প্রেমখানি।
প্রেমেতে ভিজায়া মোরে, প্রেমে কৈলে জরজরে
এখন পরাণে টানাটানি ॥
যখনি আমার লাগি, কদম্বে রহিতে জাগি
তৃষ্ণা পেলে নাহি পিতে পাণি।
সে বন্ধু এমন কেনে, না চাইল নয়ানের কোণে
অব দোষ ক্ষেম নাথ, অভাগীরে কর সাথ
জ্ঞানদাসের রাখহ পরাণি ॥

(ব ২৬শ, প্রথম পত্র)

টীকা—

অভাগীরে কর সাথ—এই অভাগিনীকে সাথে লও, তাহাকে সঙ্গ দাও।

(২৮৭)

অরুণ উদয়-কালে ব্রজশিশু আসি মিলে
বিপিন(১) পয়ান প্রাণনাথ।
একদিঠে গুরুজনে আর দিঠে পথপানে
চাহিতে(২) পরাণ করি হাথ ॥
সজনী না জানি কি হব(৩) প্রেম লাগি।
কঠিন(৪) পিরিতি পর বোধ না মানই
কত চিতে নিবারিব আগি।
একে কুল-কামিনী আর নব(৫) যৌবনী
আর তাহে কানুর সোহাগ(৬)।
এত রস আদর বাদ করল বিধি
কুলবতি কেমন অভাগ(৭) ॥

ঘরে গুরু-গঞ্জন হৃদয়-বিদারণ
উড়ু্ পুড়ু্ সদা করে চিত।
জ্ঞানদাস কহ অন্তর দহদহ
বিষাধিক বিষম পিরিত[৮]॥

(সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় পৃঃ ১৪৮, তরু ৯০৩, কী ২৮৩, সং ৩৪২, র ১৮৪, ক ২২৭)

পাঠান্তর

(১) বিপিনে-তরু। (২) চাহিয়ে—তরু, কী। (৩) হএ—তরু, হয়—কী। (৪) দারুণ-কী, তরু কঠিন পরাণে নাহি পরবোধ মানত—সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়। (৫) তাহে—কী, তরু। (৬) পরের অধীন-কী, তরু।

(৭) পিরীতি বিষম সরে, রহিতে না পারি ঘরে,
ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ।
নিশি দিশি অবিরত, জাগিতে ঘুমিতে কত
প্রাণনাথ সোঙরি সদাই।—কী, তরু।

(৮) জ্ঞানদাস বলে আকুল নয়ন জলে
তিল আধ থির নাহি পাই।—কী, তরু।

টীকা—

যখন আকাশে সূর্য উঠে তখন ব্রজশিশুরা আসিয়া আমার প্রাণনাথকে লইয়া বিপিনে যায়। আমি পথের দিকে তাকাইয়া থাকি, কিন্তু গুরুজনের ভয়ে ভাল করিয়া তাকাইতেও পারি না; একবার গুরুজনেরা আমাকে লক্ষ্য করিতেছেন কি না দেখি, আর একবার পথে প্রাণনাথের পানে চাই,—তখন যেন আমাকে ভয়ে প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হয়। সখি! প্রেমের জন্য কি জানি বা হয়। আমার দারুণ প্রেম, প্রবোধ মানে না; মনের আগুন আর কত নিরবারণ করিব? আমি একে কুলের রমণী, তাহাতে আবার নবযৌবনের আবেগ, আবার কানাইয়ের অমন আদর। এমন রসের আদরে বিধাতা বাদ সাধিল—কুলবতীর কি দুর্ভাগ্য। আমার ঘরে হৃদয় বিদীর্ণ করা গুরুজনের গঞ্জনা, সর্বদা আমার মনে উড়ু্ উড়ু্ করে।

জ্ঞানদাস বলেন অন্তর পুড়িয়া যাইতেছে; এ প্রেমের জ্বালা যেন বিষের জ্বালার চেয়েও বেশী।

মন্তব্য—

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে এই পদটির শেষাংশের রূপ এই—

একে নবযৌবনী আরে কুল কামিনী
আরে তাহে পরের অধীন।
কি করিতে কি না করি আপনি বুঝিতে নারি
ভাবিতে গণিতে তনু ক্ষীণ।
পীরিতি বিষম শরে রহিতে না দিল ঘরে
নিরবধি উড়ু্ উড়ু্ চিত।
জ্ঞানদাস ভণে ধিক্ ধিক্ জীবনে
যো করে পরবশ প্রীত॥

(২৮৮)

বড়ই বিষম কালার প্রেম এঘর বসতি শলি[১]।
ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলি॥
কাহারে কহিব সই মরম কথা।
কানু বিনু কে জানিবে মরম বেথা[২]॥
যত যত পিরিতি করয়ে পিয়া মোরে।
আঁখরে লিখিয়াছে[৩] মোর হিয়ার ভিতরে[৪]॥
নিরবধি বুকে থুইয়া চাহে চৌখে চৌখে[৫]।
এ বড়ি দারুণ[৬] শেল ফুটিয়াছে বুকে॥
মনের মন কথা মনে সে রহিল[৭]।
ফুটিল শ্যামের শেল বাহির নহিল॥
নিচয়ে মরিব আমি[৮] তাঁরে না দেখিয়া।
জ্ঞানদাস কহে শ্যাম মিলাব আনিয়া॥

(তরু ২৫৩৩, সমুদ্র ৪২৭, অ ১৬৭, র ১৯০, ক ২০২)

পাঠান্তর—অ ('ক' পদামৃতসমুদ্রকে ছাড়িয়া 'অ' কে অনুসরণ করিয়াছেন)

(১) কালার পিরিতি সই তোমারে সে বলি। (২) মরমের বেথা। (৩) আখরেতে লিখা আছে। (৪) মাঝারে। (৫) মুখে মুখে। (৬) বিষম। (৭) মনের যে দুখ মোর মনেতে রহিল। (৮) সখি।

টীকা—

শলি—শল্য, শেল।

আঁখরে লিখিয়াছে মোর হিয়ার ভিতরে—আমার অন্তরের মধ্যে যেন অক্ষর দিয়া তাহা লিখিত আছে।

(২৮৯)

এ সখি হাম সে কুলবতি রামা।
অনেক যতন করি প্রেম ছাপায়লুঁ
বেকত কয়ল ওই শ্যামা ।।
আছিলুঁ মালতি বিহি কৈল কিবা রিতি
ভৈ গেল কেতকি ফুলে।
কণ্টক লাগি ভ্রমর নাহি আওত
দূরে রহি তুহুঁ মন ঝুরে ।।
যব তুহুঁ দরশন দৈবে মিলায়ল
কোন না কহে কত বোল।
অন্তরে বৈদগধি মাণিক ছাপায়ল
তুহুঁ ভেল পন্থক চোর ।।
দখিন নয়ন করি রঞ্জব কিয়ে হরি
বাম নয়ন করি আধা।
গোপত পিরিতি খানি কোন টুটায়ল
মঝু মনে লাগল ধাঁদা ।।
কাঁন্দিব রে কত কাঁদি গোঙায়ব
কাহারে করিব বিশোয়াস।
জ্ঞানদাস কহ ধিক রহু জীবনে
যো করে পর পতি আশ ।।

(তরু ৯৬২, র ১৮, ক ২২৫)

টীকা—

ছাপায়লুঁ—লুকাইলাম।

মালতি....কেতকিফুল—মালতি ফুল কোমল, আর কেতকী বা কেয়াফুল কাঁটাযুক্ত। শ্যাম-ভ্রমর তাহার কাছে আসিতেছে না বলিয়া তিনি নিজেকে কেয়াফুলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

অন্তরে বৈদগধি মাণিক ছাপায়ল ইত্যাদি—আমাদের হৃদয়ে রসজ্ঞতারূপ মাণিক্য লুকাইয়া রাখিলাম ; লোকের কাছে যেন আমরা পথের চোরের মতন হইলাম।

(২৯০)

সহজেই কুলবতী বালা
সো কি সহই প্রেম-জ্বালা ॥
তাহে গুরু গঞ্জন বোল।
অহনিশি অন্তর ডোল ॥
তাহে নিতি প্রেম তরঙ্গ।
জোরি কবহুঁ নহ ভঙ্গ ॥
দুরজন সঙ্গ সঞ্চারি।
ব্যাধ-মন্দিরে জনু শারী ॥
সকল কহব কানু-ঠাম।
ইথে কি কহয়ে পরিণাম ॥
জ্ঞানদাস কহ তায়।
পরিণামে বড়ই সে দায় ॥

(তরু ৯১৫, র ১৮৩, ক ২১১)

টীকা—

অন্তর ডোল—হৃদয় দুলিতে থাকে।

জোরি কবহুঁ নহ ভঙ্গ—কখনও যেন আমাদের জোরি বা মিলন ভঙ্গ না হয়। ('কখনও যুগল ছাড়া হয় নাই' ব্যাখ্যা করিলে—'সকল কহব কানুঠাম' দূতীর প্রতি রাধার এই বাক্য নিরর্থক হয়)

ব্যাধ মন্দিরে জনু শারী—ব্যাধের বাড়ীতে শালিক পক্ষিণীর যেমন অবস্থা (কখন বা বধ করে এই ভয়)।

(২৯১)

ইহ গুরু-গঞ্জন বোল।
শুনইতে জিউ উতরোল ॥
কত সহ এ পাপ পরাণ।
বুঝি কিয়ে হয় সমাধান ॥
মিছা ছলে তোলে পরিবাদ।
কি কার করিলুঁ অপরাধ ॥
ননদী-নয়ন-জালে বসি।
তাহে কাল এ পাড়াপড়শী ॥

জ্ঞানদাস কহে ধনি রাই।
পরিবাদে আর ভয় নাই॥
(তরু ৮৬৯, র ১৫৯, ক ২১১)

টীকা—

ননদী নয়ন-জালে বসি—ননদিনীর নয়নের ফাঁদের মধ্যে যেন আমার বসবাস।

(২৯২)

গুরুজনার জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি।
দ্বিগুণ আগুন দেও শ্যামের মুরলী॥
উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি।
মোর নাম লইয়া আর না বাজিহ তুমি॥
তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন।
কতনা সহিব পাপ লোকের গঞ্জন॥
তোরে কহি বাঁশিয়া নাশিয়া সতীকুল।
তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল॥
আমার মিনতি শত না বাজিহ আর।
জ্ঞানদাস কহে উহার ওই সে বেভার॥
(তরু ৮২৬, র ১৫৯, ক ২১৮)

টীকা—

উভ হাতে—দুই হাত উঠাইয়া

(২৯৩)

কুঞ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম।
ধনি অনুরাগিণি সহজই বাম॥
গদগদ কহে কথা নাগর পাশ।
তুহুঁ কাহে মাধব ভেলি উদাস॥
পহিলহি যত তুহুঁ আরতি কেল।
সো অব দূরহি দূরে রহি গেল॥
হাম তুয়া দরশন লাগি বিভোর।
তুহুঁ কাহে বচন না শূনসি মোর॥
তুয়া লাগি কুল শিল তেজিলুঁ হাম।
না জানি কি অবহুঁ আছয়ে পরিণাম॥
জ্ঞানদাস কহ নহে চতুরাই।
ধনি অতি সরল কহয়ে পুন তাই॥
(তরু ৮০০, র ১৫৪, ক ২১২)

টীকা—

সহজই বাম—বাম্যস্বভাব।

নহে চতুরাই—চালাকি করিলে চলিবে না। শ্রীরাধা অত্যন্ত সরলা বলিয়া তাঁহার মনের কথা সব খুলিয়া বলিলেন।

(২৯৪)

অহে বন্ধু আর কি বলিব তোরে[১]।
আপন খাইয়া পিরিতি করিলুঁ[২]
রহিতে নারিলুঁ[৩] ঘরে॥
কাম-সাগরে[৪] কামনা করিয়া
সাধিব মনের সাধা।
আপনি[৫] হইব নন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা॥
পিরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব
রহিব মথুরা-পুরে[৬]।
(আমার বিচ্ছেদে তাপিনী হইয়া
রহিতে নারিবা ঘরে॥
নতুবা যাইব যমুনার জলে
রহিব কদম্বতলে[৭]।)
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী পূরিব[৮]
যখন যাইবা জলে॥
মুরছা হইয়া পড়িয়া রহিবা
সহজে কুলের বালা[৯]॥
জ্ঞানদাস বোলে যে বোল সে হয়
পিরিতি বিষম জ্বালা[১০]॥
(ব ৬ক, ২৩ পত্র, ব ২০৩, ১ পত্র, অ ১৬১, র ২১৭)

পাঠান্তর—

(১) বন্ধুরে বন্ধু কি বলিব তোরে—ব ৬ (ক)।

(২) করিলাম—ব ২৬। (৩) নারিলাম—ব ২৬ (৪) কাম সাগরে যাইঞা—ব ৬ (ক)। (৫) মরিয়া—ব ৬ (ক)। (৬) কদম্বতলে—ব ৬ (ক), ক। (৭) ব ৬ (ক) এবং 'ক'তে বন্ধনীর ভিতরকার অংশ নাই। (৮) বাজাব—ব ৬ (ক)। (৯) নন্দের বালা—ব৬ (ক)। (১০) জ্ঞানদাস কহে তবে সে জানিবে পিরিতি এমন জ্বালা—ব ৬ (ক)।

(২৯৫)

হম কুলবতি কুল-কণ্টক ভেল।
কাতিয়-রাতি দীপ জনু দেল॥
গুরু-গঞ্জন আঁখি অঞ্জন-শোভা।
এক যে কয়ল(১) কিছু নাহিক লোভা॥
সজনী ঐছন হয়ে জনি কাহ
সোই পুরুখ-মণি সব মুখে কাহিনি
অতয়ে সোঁপলুঁ তনু তাহ॥
মনহিক সাধ আধ নাহি পূরল
ভুললহি পর-অনুরোধে।
পুণিমক চাঁদ আধ জনু উদয়ে
রাহু কয়ল উনমাদে॥
রূপ দেখি গুণ শুনি এত যে জানি
কানু সঞে প্রেম বাঢ়াই।
জ্ঞানদাস কহ মরম না জানহ
কৈছনে প্রেম বাচাই(২)॥

(অ ১৬০, ক ২২০)

পাঠান্তর—ক

(১) এত তে করল। (২) ভালাই।

টীকা—

কাতিয় রাতি—কার্ত্তিকমাসের রাত্রি (দীপদানের প্রদীপের মতন আমিও যেন একটা দেখিবার জিনিষ হইয়াছি—আমাকে দেখাইয়া লোকে আমার কলঙ্ক রটনা করে)।

গুরু গঞ্জন ইত্যাদি—গুরুজনের গঞ্জনা যেন আমার চোখের অঞ্জনের ন্যায় শোভাবর্দ্ধক হইল। কিন্তু আমার কিছুতেই লোভ নাই এই আমার এক স্বভাব (শ্লেষ করিয়া রাধা বলিলেন)।

রাহু কয়ল উনমাদে—রাহুকে উন্মাদ করিল, সুতরাং সে তাহা গ্রাস করিল।

কৈছনে প্রেম বাচাই—কবি বলিতেছেন রাধা তুমি কৃষ্ণের মরমের কথা জান না, তুমি কেমন করিয়া প্রেমকে বাঁচাইয়া রাখিবে?

(২৯৬)

পহিলহি প্রেমক সায়রে ডুবলু
অব বুঝলুঁ পরিণামে।
মাণিক জানি পরশে চিত পরশল
অব বিঘটন কোন ঠামে॥
সজনী তুহুঁ জনি বিছুরসি মোয়।
নাহ-সুহাগে অছল জগ-বল্লভ(১)
অব হেরি পুছই না কোই।
নিতি নিতি অনুসর মালতি মধুকর
পুণ্যে পরশ কেহু পায়।
অহো নিরগুণি ধনি কুসুম-নাম ধরু
সো মোরি(২) চরণে লুটায়॥
সময় বসন্ত বদরি-তরু জীবই
ঐছন গতি মতি ভেল।
জ্ঞানদাস কহ শুনইতে(৩) হিয়া দহ
কোন এতহুঁ(৩) দুখ দেল।

(অ ১৫৮, ক ২১৯)

পাঠান্তর—ক

(১) জগবল্লভা। (২) শিমরি। (৩) কহইতে। (৪) কোনে এতয়ে।

টীকা—

পরশে চিত পরশল—মন স্পর্শমণি স্পর্শ করিল।
বিঘটন—বিনষ্ট হইল।

জনি বিছুরসি—ভুলিও না যেন।

নাহ সুহাগে ইত্যাদি—নাথের সোহাগে জগতের সকলের প্রিয় ছিলাম, এখন আমাকে দেখিয়া কেহ জিজ্ঞাসাও করে না।

(২৯৭)

লোক-অনুরাগ ঘরের সোহাগ
পতির আরতি নাশি।
সজনি ল শ্যাম কি জানি করিল
এ সব ঝগড় বাসি॥
প্রাণ-সই না জানি কি জানি হৈল।
রাতি দিন নাই সদাই ধেয়াই
মরমে সমাধি রৈল(১)॥
দেখিতে শুনিতে শ্রবণে নয়নে
আর না দেখি না শুনি।
এত পরমাদ নাহি অবসাদ
আন না জানে পরাণি॥
সে রূপ সে গুণ সে মৃদু বচন
অমিয়া-নিঝর ঝরে।
জ্ঞানদাস বোলে মরমে লাগিলে
কে জানি বহিবে ঘরে॥

(অ ১৫৭ ক ১৯৫)

পাঠান্তর—ক

(১) হইল।

টীকা—

পতির আরতি নাশি—পতির অনুরাগ নাশ করিয়া।

(২৯৮)

সই বল মোরে করিব কি।
পরাণ পিরিতির নিছনি দি॥
গুরু গরবিত যতেক গঞ্জে।
মণি জলে যেন তিমির-পুঞ্জে॥
কালার পিরিতে এ তনু বান্ধা।
টুটিলে না টুটে বিষম ধান্ধা॥
যে কথা কহিলুঁ রাখিহ মনে।
যে জানে সে জানে না জানে আনে॥
আরো যত আছে মনের কথা।
কহিলে না(১) ঘুচে চিতের বেথা॥
জ্ঞানদাস কহে কি ভেল ভান (২)।
এ কালা শ্যাম ত্রিজগত আন (৩)॥

(অ ১৫৬, ক ১৯৫)

পাঠান্তর—ক

(১) না কহিলে। (২) আন। (৩) প্রাণ।

টীকা—

গুরু গরবিত যতেক গঞ্জে ইত্যাদি—গুরুবর্গ এবং তাঁহাদের তুল্য মান্যলোকেরা গঞ্জনা দিলে মনে যে দুঃখের তিমির নামে, তাহা কিন্তু রাধার মনে ক্ষণেকে মিলাইয়া যায়, কেননা ঐ গঞ্জনায় তাঁহার প্রেমের মণি যেন জ্বলিয়া উঠে।

(২৯৯)

কনকাচল যব ছায়া ছাড়ল
হিমকর বরিখয়ে আগি।
দিন-ফলে দিনকর শীত না নিবারল
হাম জীয়ব কথি লাগি॥
সজনি এহো না বুঝিয়ে বিচারে।
ধনকা আরতি নাহি ধনপতি পূরল
জনম ভরল দুখ-ভারে॥
জনমে জনমে হরগৌরী আরাধলুঁ
শিব ভেল শকতি-বিভোর।
কামধেনু কত কৌতুকে পূজল
না পূরল মনোরথ মোর॥

অমিয়া সরোবরে সাধে সিনাওল
সঙ্কট পড়ল পরাণে।
বিহি বিপরীত ভেল ঐছন হোয়ল
জ্ঞানদাস চিতে অনুমানে ॥
(ক ২৭৭)

টীকা—

শ্রীরাধা বিরহে ব্যাকুল হইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—কনকপর্ব্বত যখন ছায়া দিল না, চন্দ্র যখন অগ্নিবর্ষণ করে, দুর্দ্দিনের জন্য সূর্য্য যখন শীত নিবারণ করিতে পারিল না, তখন আমি প্রাণ রাখিব কি জন্য? সখি! ইহা বিচারে বুঝিতে পারি না। ধনপতি কুবের ধনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন না, জন্ম দুঃখের ভারে পূর্ণ হইল। আমি জন্মজন্ম ধরিয়া হরগৌরীকে আরাধনা করিলাম, কিন্তু শিব তাঁহার শক্তিকে লইয়াই বিভোর হইয়া থাকিলেন! কৌতুকে আমি কত কামধেনুকে পূজা করিলাম, কিন্তু আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইল না। সাধ করিয়া অমিয়া সরোবরে স্নান করিলাম, ফলে কেবল প্রাণটা সঙ্কটেই পড়িল। বিধাতা বিরূপ হইলেন বলিয়াই ঐরূপ হইল—ইহা জ্ঞানদাস অনুমান করেন।

(৩০০)

কেমন এক রীত এক পরাণ চিত
তনু তিলেক না ভিন।
দোঁহে দূতী বিনু পিরিতি বাঢ়ায়লুঁ
পর কৈছে পাএল চিন ॥
সজনি এ মোহে লাগল ধন্দ ॥
বিহিক চরিত চিতে অনুমানিয়ে
কাহে কলঙ্কিত চন্দ ॥
যতয়ে পিরিতি গোপত করি মানিয়ে
ততয়ে হোয়ে পরচার।
ঝাঁপল আগি ধূম জনু নিকসই
অইছন প্রেম বিচার ॥

দরশনে যো জন কতয়ে আদর করু
সো অব কহ কত মন্দ।
জ্ঞানদাস কহে জানহুঁ ঐছন
হোয়ে পিরিতি-অনুবন্ধ ॥
(ক ২২৮)

টীকা—

আমাদের দুইজনের এক রীতি, এক প্রাণ, এক মন, দেহও ক্ষণকালের জন্য পৃথক হয় না। দূতীর সাহায্য বিনাই আমরা প্রেম করিলাম, কিন্তু অপরে কি করিয়া তাহার চিহ্ন পাইল (বুঝিল)? সখি! এই আমার মনে ধাঁধাঁ লাগিতেছে। বিধাতার চরিত কি রকম? তিনি চাঁদকে কলঙ্কিত করিলেন কেন? প্রেম যতখানি গোপনে রাখিতে চেষ্টা করি ততখানিই যেন প্রচার হয়। প্রেমের ব্যাপার যেন আগুনের মতন, ঢাকিয়া রাখিলেও তাহা হইতে ধূম বাহির হইয়া লোককে জানাইযা দেয়। আগে আমাকে দেখিলে যে সব লোক কত আদর করিত এখন তাহারা কত মন্দ কথা বলে। জ্ঞানদাস বলেন জানিলাম প্রেমের আশ্রয় লইলে (পিরিতি অনুবন্ধ) ঐরূপেই হইয়া থাকে।

(৩০১)

বিবিধ বৈদগধি ভাবিয়ে নিরবধি
কি লাগি সোঁপি দিলুঁ কূলে।
জানিয়ে যদি হেন মরিয়া হয়ে পুন
মো পুনি করত সে বেলে ॥
সই এ বড়ি মরমের বেথা।
চান্দ মুখ হেরি এ মঝু বুক ভরি
রহিয়া না কহিল কথা ॥
সে সব পিরিতি কিরিতি কহিতে
নহিল এ দেহ মোর।
অন্তরে অন্তক সে সব দুখ উঠে
পতির আরতি ঘোর ॥

যে দুখ পাই চিতে ঘরের চরিতে
বন্ধু-গুণে প্রাণ রয়।
জ্ঞানদাস কহে এ রস যব নহে
তমুসে এই চিতে লয়॥

(ক ২২৫)

টীকা—

অন্তরে অন্তরে ইত্যাদি—পতির ঘোর অনুরাগ দেখিয়া আমার হৃদয়ে যম-যন্ত্রণার দুঃখ জাগে।

(৩০২)

পুরুখ রতন লেখিয়া লাখগুণ
দেখিয়া না দেখিলুঁ পাছে।
এঘর হইল পব সে সুখ সব দূর
এ নারীর আর কেবা আছে॥
সই কি আর বোলসি মোরে।
এ পাপ চিতে, নিতি যতেক উপজয়ে,
সে কথা কহিব কাহারে।
পিরিতি বিচ্ছেদ, মিরিতি অধিকহি,
কহিল কত কত জনে
সে সব বচন, শ্রবণে না শুনিয়ে,
সে ফল বুঝি এ এখনে॥
মনের আগুনি, মনেতে নিভাইতে,
আপনা আপনি বুঝাই।
জ্ঞানদাস বোলে, যখন যে পড়য়ে,
সে সব সহিবারে চাই॥

(ক ২১৯)

টীকা—

লেখিয়া লাখগুণ—তাহার গুণ লাখগুণ করিয়া বলিল।
মিরিতি অধিকহি—মৃত্যুর অধিক।
যখন যে পড়য়ে—যখন যে অবস্থার উদ্ভব হয়।

(৩০৩)

ভালই আছিলাম আন মনে।
প্রমাদ পড়িল সেই ক্ষণে॥
কেন শুনাইলে তার গুণ।

নিশি দিশি যার গুণ গাই।
সে (১) কেনে এতেক নিঠুরাই॥
যার লাগি তেয়াগিনু ঘর।
সে কেন বাসয়ে (২) ভিন পর॥
যার লাগি কুলে দিনু ছাই।
তারে কেন দেখিতে না পাই॥
সতীর সমাজে হইনু মন্দ।
জ্ঞানদাস শুনি রহু ধন্দ॥

(তরু ৯৬০, র ১৮৭, কী ৩০২, ক ২২৬)

পাঠান্তর—তরু

(১) তার। (২) ভাবয়ে।

টীকা—

এতেক নিঠুরাই—এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করে।

(৩০৪)

যতেক আছিল মোর মনের বাসনা।
ভুবনে রহল সবে অযশ ঘোষণা॥
বড় বলি কানুরে করিনু বড় লেহ।
আছুক আনের কাজ জীবন সন্দেহ॥
সই কহিল নিদান।
প্রেমের পরাণ সহে এতেক অপমান॥ ধ্রু॥
যারে দিনু তনুমন কুলশীল জাতি।
অঙ্গের ভূষণ কৈনু বড় অখেয়াতি॥
সে জন কি লাগি এবে করে ভিন পর।
ঝাপল কূপে পড়ল বনচর॥

গুরুয়া পিয়াসে ঝাপল সিন্ধু জলে।
পুড়িল অঙ্গ বড়বানলে॥
না জানি পীরিতি কিয়ে হেন বিষফল।
জ্ঞানদাস শুনিয়া হারাইল বুদ্ধিবল॥

(কী ৩০১, র ১৮৫, ক ২২১)

টীকা—

যতেক আছিল মোর মনের বাসনা ইত্যাদি—আমার মনে যত অভিলাষ ছিল তাহার কিছুই পূর্ণ হইল না। শুধু পৃথিবীতে কলঙ্কই প্রচার হইল।

অঙ্গের ভূষণ কৈনু বড অখেয়াতি—বড অখ্যাতিকেই আমার দেহের অলঙ্কার করিলাম।

ঝাপল কূপে পডল বনচর—বনের পশু যেন তৃণগুল্ম দিয়া আবৃত কূপের মধ্যে পডিল।

গুরুয়া পিয়াসে ইত্যাদি—অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিলাম, সেখানে কিন্তু বাডবানল জ্বলিতেছে বলিয়া আমার দেহ পুডিয়া গেল। প্রেম যে এমন বিষফল তাহা তো জানিতাম না।

(৩০৫)

একে নব পিরিতি আরতি অতি দুরগম
সোঙরি সোঙরি খিন দেহা।
তাহে গুরু গঞ্জন হৃদয় বিদারণ
পরিজন কণ্টক গেহা ( )॥
সজনি ! দূর(২) কর ও পরথাব।
প্রেমনাম যাঁহা শুনাই না পায়ব
সোই নগরে হাম যাব॥ ধ্রু॥
যা বিনু(৩) সপনে আন নাহি জানলুঁ(৪)
অব মোহে বিছুরল সোই।
হাম পুন(৫) দুখিনি সহজে একাকিনী
আপনা বলিতে নাহি কোই॥
দুহুঁ কুল হেরইতে(৬) আকুল অন্তর
পাঁতরে পড়ি রহু হেম।
জ্ঞানদাস কহ(৭) ধিক্ ধিক্ জীবন(৮)
যাকর পরবশ প্রেম॥

(তরু ৯৪৩, সমুদ্র ২৫১, র ১৮৬, ক ২২৯)

পাঠান্তর তরু

(১) জীবইতে ভেল সন্দেহা। (২) দূরে। (৩) যাহে বিনু। (৪) হেরিয়ে। (৫) অতি। (৬) চাহিতে। (৭) কহে। (৮) জীবনে।

টীকা—

আমার একে নব অনুরাগ, তাহাতে আর্ত্তি এত কেন তাহা বুঝা যায় না (দুরগম=দুর্গম, দুর্বোধ্য)। শুধু তাহাকে স্মরণ করিয়া করিয়া আমার দেহ ক্ষীণ হইয়াছে। আবার ঘরে গুরুজন এমন গঞ্জনা দেন যে বুক ফাটিয়া যায়, পরিজনেরা হইয়াছেন ঘরের কাঁটা। সখি ওই প্রস্তাব দুর কর। যে নগরে আর প্রেমের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাইব না সেইখানে আমি যাইব। যাহাকে ছাডা স্বপ্নেও অন্যেক জানি নাই সেই কিনা আমাকে ভুলিয়া গেল। আমার মতন দুখিনী কে ? আমি একেবারে নিছক একা (নিঃসঙ্গ), আমার আপন বলিতে কেহ নাই। আমার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের দিকে চাহিতে অন্তর আকুল হয়, মনে হয় যেন আমি প্রান্তরে পডিয়া থাকা সোনার মতন—(কেহ আমাকে আদর করিয়া তুলিয়া লয় না)। জ্ঞানদাস বলেন যে পরের অধীন প্রেম যাহার মনে জন্মিয়াছে তাহার জীবনে ধিক্।

প্রেম নাম যাঁহা শুনই না পায়ব—ইহার সহিত তুলনীয়—

এদেশে না রহিব সই দূরদেশে যাব।
এ পাপ পিরিতের কথা শুনিতে না পাব॥

(চণ্ডীদাসের পদাবলী, ১৫৯ পৃঃ)

(৩০৬)

কি মোর ঘর (১) দুয়ারের কাজ
লাজ করিবারে নারি (২)।
তিলেক বিচ্ছেদে লাখ (৩) পরমাদ
হিয়া বিদরিয়া মরি ॥
শুন শুন তোরে মরম কহি
ও মোর পরাণ নাথে।
ও রস পরশে উলসল গা
দুকুল ঠেলিলুঁ হাতে ॥ ধ্রু ॥
গুরু গরবিত বোলে অবিরত (৪)
সে মোর চন্দন চুয়া।
সে রাঙ্গা চরণে আপনা বেচিলুঁ (৫)
তিল তুলসি দিয়া ॥
(আপন ইচ্ছায়ে বাছিয়া লইলুঁ
যে মোর করমে ছিল।
এ বোল বলিতে যে জন বিমুখ
তারে তিলাঞ্জলি দিল (৬) ॥)
সো মুখ না দেখিয়া পরাণ বিদরে
রহিতে নারিয়ে বাসে।
এমত পিরিতি জগতে নাহিক
কহই এ জ্ঞানদাসে ॥

(তরু ৪৮৭ ভনিতাহীন, সমুদ্র ২৪৯, র ১৬৭, ল ২৩৮, ক ২০১)

পাঠান্তর—তরু

(১) এ ঘর। (২) লাজে কহিতে নারি। (৩) লাগে। (৪) গঞ্জে-গুরুজন, বলু কুবচন। (৫) শ্যাম অনুরাগে অঙ্গ বেচিয়াছি। (৬) বন্ধনীর ভিতরকার অংশ 'তরু'তে নাই। ইহার পরিবর্ত্তে আছে—

কি আর বুঝাও কুলের ধরম মন সতন্তর নয়।
কুলবতী হৈয়া রসের পরাণ জনি কার পাছে হয় ॥

ইহার পর অতিরিক্ত এক কলি—

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণ ধন
এ দুটি নয়ানের তারা।
পরাণ অধিক নয়ান পুতুলি
তিলেক বাসিয়ে হারা ॥

এই কলিটি তরুর ৮৯৮ পদের প্রথম কলি। 'ক' তে ভনিতাহীন তরুর পাঠ দিয়া কোন এক পুথি হইতে জ্ঞানদাস ভনিতা দেওয়া হইয়াছে—

গঞ্জে গুরুজন, বলু কুবচন,
সে মোর চন্দন চুয়া।
জ্ঞানদাস কহে, এ অঙ্গ বেচ্যাছি,
তীল তুলসী দিয়া ॥

টীকা—

আমার এ ঘরদুয়ারে কি প্রয়োজন? আমার এখন এমন দশা হইয়াছে যে লজ্জা করিতেও পারি না। বন্ধুর সহিত যদি এক তিলের জন্যও বিচ্ছেদ ঘটে তাহা হইলে মনে হয় যেন লক্ষ বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সখি! শোন শোন তোমাকে আমার মরমের কথা বলি—ওই আমার পরাণের নাথ। উহার প্রেমরসের স্পর্শে আমার দেহ পুলকিত (উলস গা) হয়, তাই আমি দুইকুল হাতদিয়া ঠেলিয়া ফেলিলাম। গুরুজনে আমাকে দিনরাত্রি বকেন, সে বকুনি আমার চন্দন ও চুয়াতুল্য অলঙ্কার বলিয়া মনে হয়। আমি তিল এবং তুলসী দিয়া নিজেকে ঐ রাঙ্গা চরণে বেচিয়া দিয়া তাঁহার ক্রীতদাসী হইয়াছি। আমার কর্মে যাহা ছিল তাহা আমি স্ব ইচ্ছায় বাছিয়া লইলাম। ইহাতে যাহার আপত্তি আছে তাহাকে আমি তিলাঞ্জলি দিয়া বিসর্জন দিলাম। দয়িতের ঐ মুখ না দেখিলে আমার বুক ফাটিয়া যায়—আমি আর ঘরে থাকিতে পারি না। জ্ঞানদাস বলেন এমন প্রেম জগতে নাই।

মন্তব্য—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাস পদাবলীতে (পৃঃ ১১০) এটি চণ্ডীদাসের ভনিতায় ধরা হইয়াছে। তাঁহারা

বলিয়াছেন যে ভনিতাটি পদরত্নাকরে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তন্ন তন্ন করিয়া পদরত্নাকর পুথি দেখিলেও, চণ্ডীদাস ভনিতায় এই পদ পান নাই। তিনি বলিয়াছেন যে ভনিতাহীন এই পদটি পদরত্নাকরের ১৪।২১ সংখ্যক পদ। সুতরাং বলা চলে না যে পদরত্নাকরের এই পদটি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। হরেকৃষ্ণবাবু জ্ঞানদাসের পদাবলীতে কোনরূপ মন্তব্য না করিয়া এটি জ্ঞানদাস ভনিতা দিয়া ছাপাইয়াছেন।

(৩০৭)

তুমি কি না জান সৈ যত পরমাদ।
কি ঘর বাহির লোকে বলে পরিবাদ ॥ ধ্রু ॥
তমু সে বন্ধুরে আমি পাশরিতে নারি।
কি বিধি বিয়াধি দিলে কি বুধি বা করি ॥
কি খেনে দেখিলুঁ সে বিদগধ রায়।
পাষানের রেখ যেন মেটন না যায় ॥
গুরুজন যত বোলে শ্রবণে না শুনি।
কি করিতে কি না হয় কহই না জানি ॥
দেখিয়া যতেক লোক করে পরিহাস।
চান্দের উদয়ে যেন তিমির বিনাশ ॥
পতির আরতি যেন জ্বলন্ত আগুনি।
বন্ধুর পিরিতি বুকে বহিছে ত্রিবেণী ॥
সোঙরি সে রূপ-গুণ পরাণ জুড়ায়।
ভালে জ্ঞানদাস চিতে সোয়াত না পায় ॥

(সমুদ্র ১৪৪, র ১৬৮, ক ১৯৬)

টীকা—

যত পরমাদ—যত বিপদ।

পরিবাদ—কলঙ্ক।

পাষানের রেখ যেন মেটন না যায়—তাহাকে দেখিয়া যে প্রেমে পড়িলাম, তাহা যেন পাষানে আঁকা রেখার মতন স্থায়ী, তাহা কিছুতেই মুছিয়া ফেলা যায় না।

চান্দের উদয় যেন তিমির বিনাশ—লোকের পরিহাস যেন অন্ধকারস্বরূপ আর কানুর প্রেম চন্দ্রস্বরূপ। সেই পরিহাস আমি গ্রাহ্য করি না।

পতির আরতি যেন জ্বলন্ত আগুনি—আমি মনে প্রাণে কানাইকেই ভালবাসি, তাই স্বামীর ভালবাসা আমার কাছে জ্বলন্ত আগুনের মতন মনে হয়।

বন্ধুর পিরিতি বুকে বহিছে ত্রিবেণী—বন্ধুর প্রেম যেন গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীরূপে আমার হৃদয়ে প্রবাহিত হইয়া আমাকে শীতল করিতেছে।

('ক' এই স্থানে 'ত্রিবেণী'র পরিবর্তে 'এমনি' পাঠ ধরিয়াছেন বলিয়া ব্যাখ্যাতে বিভ্রাট ঘটিয়াছে)।

সোয়াত—সোয়াস্তি।

(৩০৮)

কিয়ে(১) গুরু গরবিত না মানে(২) পাপ চিত
আন না শুনে-কান বিন্ধে।
ও(৩) নব নাগর সব গুণে আগোর
তায়ে সে পরাণ কান্দে ॥
সজনি! ও বোল বল জনি আর।
কি যশ অপযশ না ভাওয়ে গৃহবাস
হইমু কুলের অঙ্গার(৪) ॥ ধ্রু ॥
কি জানি কিবা হৈল(৫) কি খেণে পরশিল
সে রস-পরশ-মণি।
জাতি কুলশীল আপন ইচ্ছায়
করিমু তাহার নিছনি (৬) ॥
হিয়া দগদগি মনের পোড়নি
কহিমু না রহিমু ঘরে (৭)।
এবে সে জানিমু প্রেমের এ ফল
ভালে জ্ঞানদাস ঝুরে ॥

(ক্ষণদা ১৩।৩, সমুদ্র ২৪৯, ক বি. ৩৩১ (৪), ক ২০৪)

পাঠান্তর—সমুদ্র

(১) কি। (২) না লয়ে। (৩) সে। (৪) খাঁখার। (৫) না জানি কি না হৈল। (৬) তাহারে করিলোঁ নিছনি। (৭) কহিলোঁ না রহি মোঁ ঘরে।

'ক' তে এই দুই প্রামাণিক সঙ্কলনের পাঠ অগ্রাহ্য করিয়া পাঠ ধরা হইয়াছে—

কি গুরু গরবিত, •না লয়ে পাপচিত,
এ দেহ থেহ নাহি বান্ধে।
সে নব নাগর, আগর সব গুণে,
তার লাগি পরাণ কান্দে ॥

ইত্যাদি।

ক.বি. পুথিতে পদটির আরম্ভ—

না জানি কি না হৈল, কি খেনে পরশিল
সে রতন পরশমণি।

টীকা—

আমার পাপ মন গুরুজনের গৌরব রক্ষা করিল না, আমার কানের ছেঁদায় অন্য কোন কথা ঢোকে না। ঐ নব-নাগর সকল গুণেই অগ্রগণ্য, তাই তার জন্য পরাণ কাঁদে। সখি ও কথা যেন আর বলিও না। আমাকে আর যশ অপযশের কথা বল কেন? আমার আর ঘরে বাস করিতে ইচ্ছা করে না, আমি কুলের পোড়া কাঠের মতন হইলাম। আমি সেই রসের স্পর্শমণিকে কি ক্ষণে স্পর্শ করিলাম, আমার কি হইল জানি না, বুঝি না। আমার জাতি-কুল-শীল নিজের ইচ্ছায় তাহার কাছে উৎসর্গ করিলাম। আমার হৃদয় ও মন জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়, আমি বলিতেছি আর আমি ঘরে থাকিব না। এখন বুঝিতেছি প্রেম করিলে এইরূপ ফলই ফলে। জ্ঞানদাস এইসব দেখিয়া কাঁদিতেছেন।

নিছনি—বালাই লইয়া মরি, উপহার দিই, আরতি করি, সেবা করি, মোছাইয়া দেই। সংস্কৃত নির্মঞ্ছন শব্দ হইতে নিছনির উৎপত্তি।

(৩০৯)

তিলেকে তেয়াগিলুঁ পতি খুর-ধার।
শ্রবণে না শুনলুঁ ধরম বিচার ॥
অবলা অখল-জাতি ভুলে পর বোলে।
রসের আবেশে দীপ নিভাইল সাঁজ-বেলে (১) ॥
সজনী নিবেদিলুঁ তোরে।
কলঙ্ক রহিল মোর(২) গোকুল নগরে ॥
যে লোকের লাগি(৩) কৈলুঁ কুলের বঞ্চনা(৪)।
কত না সহিব আর(৫) গুরুর গঞ্জনা ॥
যার লাগি তেজিলুঁ সকল গৃহ-সুখ (৬) ॥
না জানি কি জানি এবে সে জন বিমুখ ॥
দুখের উপরে দুখ পরিজন-বোল।
সতীর সমাজে ভাঁড়াইতে হৈলুঁ চোর ॥
জ্ঞানদাস কহে ইথে কেমন উপায়।
সুখ-পরাভব (৭) দুখ সহনে না যায় ॥

(কী ৩০১, তরু ৯৫৯, অ ১৬৩, র ১৮৯, ক ২২২)

পাঠান্তর—তরু, কী এবং ক তে আরম্ভ—যাহার লাগিয়া কৈলুঁ কুলের লাঞ্ছনা।

(১) অনেক সাধের দীপ নিভাইল সাঁঝের বেলে।

(২) সব। (৩) যাহার লাগিয়া। (৪) লাঞ্ছনা। (৫) দেহে। (৬) ছাড়িলু গৃহের যত সুখ। (৭) প্রেম পরাভব।

টীকা—

তিলেকে তেয়াগিলুঁ ইত্যাদি—পতি ক্ষুরের মতন ধারালো (তেজস্বী) হওয়া সত্ত্বেও তাহাতে এক তিল সময়ের মধ্যে ত্যাগ করিলাম।

তুলনীয় কৃষ্ণকীর্তন—আইহন ক্ষুরের ধার (৮৩ পৃঃ, ১২৬ পৃঃ)

অখল জাতি—তাহারা খলস্বভাব নহে।

রসের আবেশে দীপ ইত্যাদি—প্রেমরসে মত্ত হইয়া আমার গৃহের দীপ সন্ধ্যাকালেই নিভাইলাম। গৃহের দীপ দিয়া আর কিছুই দেখিবার সুযোগ রাখিলাম না।

তুলনীয়—চণ্ডীদাস—সাঁঝে নিবাইল বাতি, কত পোহাইব রাতি (পৃঃ ৮৩)

(৩১০)

সজনী(১) নিকরুণ হৃদয় তাহারি।
অব ঘর যাইতে ঠাম নাহি পাইয়ে(২)
পরিজন পাড়য়ে(৩) গারি ॥
কৌতুকে দুহুঁ কুল কমল তেয়াগলুঁ
সো(৪) পদ পঙ্কজ আশে।
পাউখক মীন দীন যৈছে(৫) লাগল
না গুণল মরণ-আসে(৬) ॥
গগনক চান্দ পানি তলে বারলুঁ
সাগরে(৭) নগর-বেভার।
অমিয়া ঘটভরি(৮) হাথ পসাবলুঁ
বাঢ়ল(৯) গরলক ধার ॥
সুর তরুতলে হম জনম গোঙায়ব
ঐছন চিতে ছিল ভান।
জ্ঞানদাস কহ সো দিন দুর গয়ো
কঠিন ভেল অব কান(১০) ॥

(সং ৪৪৬, তরু ৯৬৭, অ ১৬২, ক ২২৩)

পাঠান্তর—

(১) মাধব—সং। (২) ঠাম না পাতবি—সং। (৩) দেওই—তরু। (৪) তুয়া—সং; যো—তরু। (৫) যেন—সং; জনু—তরু। (৬) না করিলাম নাশ-তরাসে—সং। (৭) সাগর—সং। (৮) বলি—সং। (৯) পায়লুঁ—তরু। (১০) ভনিতার কলি 'তরু'তে নাই। সংকীর্ত্তনামৃতে আছে—

জ্ঞানদাস কহে দীন দুরগ হএ
ভালে জন করে অপমানে।

টীকা—

সখি তাহার হৃদয়ে করুণা নাই। এখন ঘরে যাইলে, সেখানে স্থান পাই না, পরিজনেরা গালি দেয়। আমি কৌতুকবশে পিতৃকুল এবং স্বামীকুলরূপ কমল ত্যাগ করিলাম। ভাবিয়াছিলাম তাহার পদপঙ্কজ তো পাইব।

পাউখক মীন ইত্যাদি—পাউখ=প্রাবৃষ, বর্ষাকালের মাছের মতন আনন্দে বিহ্বল হইয়া ভাবিল এই তো আমার দিন (সুযোগ) আসিয়াছে—চারিদিকে প্রচুর জল, ইচ্ছামত চলাফেরা করিব। সে তাহার মরণের ভয়কে গ্রাহ্য করিল না।

তুলনীয়—চণ্ডীদাস (পদামৃতসমুদ্র ১৭৪)

নবীন পউখ মীন মরণ না জানে।

গগনক চান্দ পানিতলে ইত্যাদি—আমি বন্ধুর প্রেমের পুলকে বিহ্বল হইয়া আকাশের চাঁদ যেন হাত দিয়া ঢাকিলাম (ভাবিলাম আমাদের এ প্রেম কেহ জানিতে পারিবে না) আর সাগরে (প্রেমসাগরে) ডুবিলেও ভাবিলাম যেন নগরেই চলাফেরা করিতেছি।

অমিয়া ঘটভরি ইত্যাদি—আমি প্রেমামৃতের ঘট ভাবিয়া তাহার দিকে হাত বাড়াইলাম, কিন্তু তাহাতে শুধু গরলের ধারাই বৃদ্ধি পাইল (কুৎসার ও গ্লানির হলাহল উঠিল)।

সুরতরুতলে হম ইত্যাদি—ভাবিয়াছিলাম কল্পবৃক্ষের তলায় আমি জীবন কাটাইব, যখন যাহা চাহিব তাহাই পাইব। কবি জ্ঞানদাস শ্রীরাধার ব্যথার ব্যথী হইয়া বলিতেছেন সে সব সুখের দিন দূরে গেল, এখন কানাই বড় নিঠুর হইল।

(৩১১)

দুহু কুল-গরিম অসীম দুখ অন্তরে
বাহিরে পরিজন গঞ্জে।
ও নব নেহ দেহ-অবলম্বন
সোঙরি সঘন মন রঞ্জে ॥

সজনি বুঝয়ে না পারয়ে চিত।
অবিরত অভিমত আদর যত যত
ডগমগ বঁধুর পিরিত ॥
সবগুণ সীম অসীম রূপ-লাবণি
ও নব-কৈশোর দেহা।
গুরুজন বচন সন্তাপ-নিবারণ
শীতল সুখময় গেহা ॥
পরবস প্রেম পুরয়ে নাহি আরতি
অনুখণ অন্তর-দাহ।
জ্ঞানদাস কহে তিলে কত সুখ হয়ে
হেরইতে শ্যামর নাহ ॥

(র ১৭৫, ক ২০১)

টীকা—

শ্রীরাধা অনুরাগভরে বলিতেছেন—আমি পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের গৌরব নষ্ট করিয়াছি বলিয়া হৃদয়ে অসীম দুঃখ, আবার বাহিরে পরিজনেরা গঞ্জনা দেয়। কিন্তু ওই নূতন প্রেম আমার দেহের একমাত্র আশ্রয়, উহা মনে করিতে মন বারবার খুসিতে ভরিয়া উঠে। সখি, আমার মন বুঝিতে পারে না সেই বন্ধুর প্রেম, যাহার ফলে তিনি আমাকে নিরন্তর কত আদর করেন, যে আদর আমার অভিপ্রেত (অভিমত) এবং তাহাতে আমি ডগমগ থাকি। বন্ধুর নবকিশোর তনু, অসীম রূপলাবণ্যযুক্ত ; তিনি সকল গুণের সীমা। তিনি যেন শীতল এবং সুখময় গৃহস্বরূপ, গুরুজনদের দুর্বাক্যে আমার মনে যে সন্তাপ জন্মে তাহা তিনি নিবারণ করেন। প্রেম পরের উপর নির্ভরশীল, তাই আমার আর্ত্তি পূর্ণ হয় না, হৃদয়ে সব সময় জ্বালা বোধ করি। কিন্তু জ্ঞানদাস বলিতেছেন তুমি শুধু জ্বালার কথাই বলিলে, তোমার নাথ শ্যামসুন্দরকে দেখিলে প্রতিক্ষণে যে কত সুখ হয় তাহা বলিলে না তো ?

(৩১২)

পরাণ কাঁদে বঁধু তোমা না দেখিয়া।
অন্তর দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া ॥
বারেক দেখা নাই সকল দিনে(১)।
কেমনে রহিবে প্রাণ দরশন বিনে(২) ॥
এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন।
তুমি সে পরাণ বঁধু জান মোর মন ॥
ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি।
খেনে খেনে জীয়ে প্রাণ খেনে খেনে মরি ॥
কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি।
জ্ঞানদাস কহে কালা কানুর পীরিতি(৩) ॥

(তক ৮০২, কী ৩১০, র ১৫৮, ক ২১৬)

পাঠান্তর—তক

(১) বারেক দেখিতে নাহি পাই সব দিনে। (২) কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে। (৩) জ্ঞানদাস কহে এই বিষম পীরিতি। (এই পাঠই সুসঙ্গত)।

(৩১৩)

রূপকলাগুণ সব সম্পূরণ
ঐছে(১) কানুবর না হা।
আছিল আরার চিতে তুয়া সহ মিলাইতে
ভালে ভেল ভাল(২) নিরবাহা ॥
সখি হে ! কাহে তুহু মানসি লাজে।
বিহি-পরসাদে সাধ সব পূরল
বুঝলু মু অদভূত(৩) কাজে ॥ ধ্রু ॥
যাক(৪) কাহিনী তুহুঁ ছাড়ি আন দিন
আন শুনসি নাহি কানে(৫)।
বচন রচন করি সব উলটায়সি
আজু দেখি আন সন্ধানে ॥
সব অনুচিত(৬) রীত(৭) তুয়া অন্তরে
বয়ন ঝাঁপয়ি(৮) এক হাতে।
জ্ঞানদাস কহে বচন আন নহ
কো পাতিয়ায়ব তাতে(৯) ॥

(তক ২৩১, কী ২৫২, গী ২৬৮, র ১০১, ক ১৭১)

পাঠান্তর—

(১) ঐছন—কী, তরু। (২) বিহি—কী, তরু। (৩) অপরূপ—তরু। (৪) যা কর—তরু ও কী। (৫) আন না শুনসি কাণে—কী, তরু। (৬) আন চীত—তরু; আন রীত—কী। (৭) চিত—কী। (৮) ঝাঁপসি। (৯) ইথে—কী, তরু।

টীকা—

সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন যে তুমি লজ্জা পাইতেছ কেন? কানাইয়ের মতন শ্রেষ্ঠ নাথ—যিনি রূপে, গুণে এবং কলানৈপুণ্যে একেবারে সম্পূর্ণ, তাঁহার সঙ্গে তোমার মিলন ঘটাইতে আমার অনেক দিনের সাধ ছিল ছিল; ভাল হইল যে তাহা ঘটিল। বিধাতার প্রসাদে সব সাধ পূর্ণ হইল, আমি বুঝিলাম তোমার অপূর্ব্ব কার্য্য। যাহার কথা ছাড়িয়া অন্যকিছু সেদিন হইতে কানে শোন নাই, তুমি কথা বলিতে বলিতে সব উল্টা পাল্টা বলিয়া ফেল, আজ পাইলাম সেই লোকের সন্ধান। তোমার হৃদয়ের সব উল্টা রীতি। এক হাতে মুখ লুকাইতেছ। জ্ঞানদাস বলেন, কথা অন্য রকম নহে, কে তাহাতে বিশ্বাস করিবে?

(৩১৪)

সজনী না জানিয়ে এত পরমাদ।
একে মোর অন্তর, পোড়য়ে নিরন্তর,
তিল এক নাহি অবসাদ(১)॥
পহিল বয়েস একে আরে নব আরতি
আর তাহে কানুক সোহাগ।
এ রস(২) আদর বাদ করল বিধি
কুলবতি কেমন অভাগ॥
গৃহে গুরু দুরজন, ও ভয়ে সভয় মন,
তাহে(৩) অধিক শ্যাম নেহা।
নহিয়ে সতন্তর, কানুর বিচ্ছেদ ডর,
সে তাপে তাপিত দুন দেহা॥
কি বা করি কি বা হয়, আপনা বুঝিল নয়,
নিরবধি উড়ু পুড়ু চীত।
জ্ঞানদাস কহে, মনে অনুমানিয়ে,
বিষাধিক বিষম পিরিত॥

(সমুদ্র ৪২৫, তরু ২৫৩২, র ১৬৬, ক ১৯৪)

পাঠান্তর—তরু

(১) নহে অব সাধ। (২) এত রস। (৩) তাহাতে।
'ক'তে আরম্ভ—পহিল বয়েস একে আরে নব আরতি।

টীকা—

সজনী না জানিয়ে এত পরমাদ—সখি এমন প্রমাদ বা বিপদ হইবে তাহা কি জানিতাম!

তিল এক নাহি অবসাদ—আমার অন্তর নিরন্তরই পুড়িতেছে, তাহার আর এক তিলও ক্লান্তি-বোধ নাই; মন যে ক্লান্ত হইয়া তাহার কথা চিন্তা করা ও জ্বলা ছাড়িয়া দিবে তাহা নহে।

তাহে অধিক শ্যাম নেহা—গৃহে গুরুজন দুর্জ্জনের ভয় আছে, তাহাতে সর্বদা ভীত থাকি; কিন্তু থাকিলে কি হইবে, সে ভয় ছাপাইয়া জাগে শ্যামের প্রেম, তাহা যে ঐ ভয়ের চেয়েও বেশী শক্তিশালী।

নহিয়ে সতন্তর ইত্যাদি—আমি যদি স্বাধীন হইতাম শ্যামের সঙ্গে ইচ্ছামত মেলামেশা করিতাম; তাহা পারি না, তাই ভয় হয় কানু বুঝি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, সেই ভয়ে (তাপে) আমার দেহ যেন দ্বিগুণ (দুন) জ্বলিয়া যায়।

১৩। দানলীলা

(৩১৫)

নিতি নিতি যাও(১) রাই মথুরা নগরে।
ঘৃত দধি দুধ ঘোলে সাজাঞা পসারে ॥
আমি পথে মহাদানী বিদিত সংসারে।
কার বোলে কোন ছলে যাও অবিচারে ॥
দেহ মহাদান রাই বসিয়া নিকটে।
এক পণ অধিক কাহন প্রতি ঘটে ॥
চিরদিন আছে দান সমুখে আমারি।
অঙ্গে বহু-মূল ধন আর নীল শাড়ী ॥
সিঁথার সিন্দুর দান কহনে না যায়।
নয়ানে কাজল রেখে ধরণী বিকায় ॥
কি বলিবে বল রাই না সহে বেয়াজ।
তুমি ধনী আমি দানী ইথে কিবা লাজ ॥
ঈষত চাহনি হাসি আধ আধ কথা।
জ্ঞানদাস কহে(২) দানী বিষম বিধাতা (৩) ॥

(কী ব ২৯ ২০৪ পত্র, তরু ১৩৯৫,
প্রা ৯৫ ল ২৩১, ক ১০৮ র ১৪৩)

পাঠান্তর—

(১) যাহ - কী। (২) বোলে—কী। (৩) বাঁধ প্রেম লতা—ক।

টীকা—

এক পণ অধিক কাহন প্রতি ঘটে—প্রতি ঘটের জন্য কুড়ি গণ্ডা কড়ি প্রতি কাহনে অধিক দিতে হইবে। ১৬ পণে, ৩২০ গণ্ডায় বা ১২৮০ টায় এক কাহণ।

নয়ানে কাজল রেখে ধরণী বিকায—তোমার চোখের কজ্জল রেখার এমনই শোভা যে উহার মূল্যে পৃথিবী বিক্রীত হইয়া যায়।

(৩১৬)

মাধব দূরে কর উলট নয়ান (১)।
সোই চাতুরিপনা জগ মাহা জানিয়ে
যোই রাখয়ে নিজ মান ॥
হাসি হাসি নিয়ড়ে আসিছ অবলা হেরি(২)
ভাল নহে তোহারি বেভার।
লোক-লাজ ভয় এক না মানসি
ওকুলে কংস দুরবার ॥
নহোঁ কুলটা হাম বর(৩)-কুল-কামিনি
নিকটে তাত-ঘর মোর।
তুহু বন-চারি তোর মতি চঞ্চল
তাহে সাহস এত তোর (৪) ॥
শ্রুতি সম্ভব নহ ইহ(৫) সব কুবচন
যে(৬) সব কহসি মঝু আগে।
জ্ঞানদাস কহ ঐছে কহসি কাহে
আওলি নব অনুরাগে ॥

(কী ব ২৯ ২০৪ পত্র, তরু ১৩৯৪,
প্রা ৯৬, ল ২৩২, ক ১১৪, র ১৪৮)

পাঠান্তর—ক

(১) না কর বয়ান। (২) হাসি হাসি অতি নিয়ড অবলা। (৩) বরজ। (৪) কি দেখি এত সাহস তোর। (৫) যে। (৬) সে।

টীকা—

উলট নয়ান—বিপরীত দৃষ্টি।

নিয়ড়ে—নিকটে।

শ্রুতি-সম্ভব নহে—কানে শুনিবার উপযুক্ত নহে।

(৩১৭)

সুন্দরি শুনিয়া না শুন মোর বাণী।
না জান কানাই পাথে দানী (১)॥
সিঁথায় সিন্দুর তোমার নয়ানে কাজর।
দুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর॥
হৃদয়ে কাঁচুলি গলে গজ-মোতি হার।
চারি লক্ষ দান মাগে করিয়া বিচার॥
করের কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিণী।
ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী॥
রঙ্গন আলতা পায়ে রতন নূপুর।
আট লক্ষ দান মাগে দানীর ঠাকুর॥
এই সব দান বুঝি দেহ দানি-রাজে।
আমি নিব দান তোমার সঙ্গিনী সমাজে॥
জ্ঞানদাস কহে তুমি ছাড় ঢীঠপনা।
তুমি মহাদানী তোমার ঠাকুর কোন জনা॥

(তরু ১৩৭ক, র ১৪২, প্রা ৯৫, ল ২৩১, ক ১০৯)

পাঠান্তর—ক

(১) জাননা যে আমি এ পথের মহাদানী।

টীকা—

সবচেয়ে বেশী দান (Octroi duty বা চুঙ্গি) চাওয়া হইয়াছে পায়ের আলতা ও নূপুরের জন্য।

ঢীঠপনা—ধৃষ্টতা বা শঠতা।

তোমার ঠাকুর কোন জনা—তোমার প্রভু কে? কাহার হইয়া তুমি দান আদায় করিতেছ?

(৩১৮)

আজি কেনে তোমায় এমন দেখি (১)।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত ইষত হাসি॥
কি বা ভরসায় দাঁড়াও(২) কাছে।
না জানি মরমে কি সাধ(৩) আছে॥
কাহ্নাই পরনারী ছুইতে কর সাধ (৪)।
রাঙ্কের পোয়ে কি সোনার সাধ (৫)॥
মুখের সুখেতে কহিতে চাহ।
পরবিত চিতে(৬) করিলে পাও॥
কালা হইঞা এত রসের ভোরা।
খঞ্জনি কমলে দেখিলে পারা॥
কি গুণ দেখিয়া সঘন নাচাও।
হাতে কি চান্দের পসার(৭) পাও॥
জ্ঞানদাস বলে গোপ ঝিয়ারি।
বলিতে পারিলে কি এতেক বলি॥

(কীর্ত্তনানন্দ পুথি ব ২৯, পত্র ২০৫, তরু ১৩৯৯, র ১৪৯, প্রা ৯৬, ল ২৩২, ক ১১১)

পাঠান্তর—তরু

(১) আজি কেনে বাজাও বাঁশী (দানের প্রসঙ্গে বাঁশী বাজানর কথা উঠে না)। (২) আইস। (৩) ভাব। (৪) পসরা ছুইতে করহ সাধ (এই পাঠ অপেক্ষা মূলেধৃত পাঠ ভাল)। (৫) বরাকের দানী সোনায় সাধ (বরাক অর্থাৎ ক্ষুদ্র, দীন, তাহার আবার সোনায় সাধ কেন? ইহা অপেক্ষা মূলেধৃত পাঠ ভাল)। (৬) বিপরীত ইথে (নিরর্থক, মূলের পাঠ ভাল)। (৭) পরশ।

টীকা—

রাঙ্কের পোয়ে কি সোনার সাধ—দরিদ্রের ছেলের আবার সোনা পাইবার সাধ কেন?

পরিবিত চিতে করিলে পাও—পরের বিত্ত কি মনে করিলেই পাওয়া যায়?

খঞ্জন কমলে দেখিলে পারা—কমলের উপর খঞ্জনের নাচ দেখিয়াছ মনে হইতেছে (ঐরূপ দেখিলে রাজ্যলাভ হয় বলিয়া প্রবাদ)।

চান্দের পসার—বিক্রি করিবার জন্য কি চাঁদ হাতে পাইয়াছ?

বলিতে পারিলে কি এতেক বলি—বলার সুযোগ পাইয়াছ বলিয়া কি এমন করিয়াই বলিতে হয় ?

(৩১৯)

চলইতে গজ-পতি বেচনে যাহ।
কনক-মুকুর কত মুখ নিরবাহ ॥
অধর অরুণ-ছবি মাণিক কাঁতি।
দশনে চোরায়সি(১) মোতিম পাঁতি ॥
এ ধনি কমলিনি কি বলিব আন।
সঙে তোহে ছোড়ব গোরস-দান ॥
উব পর বিরাজিত(২) কনক-মহেশ।
চামর-ধীম সুবাসিত কেশ ॥
সিন্দুব-বিন্দু ভাল পর শোভ।
দানি নাহি ছোড়য়ে বিদ্রুম-লোভ ॥
নয়নক অঞ্জন কণ্ঠক(৩) হার।
ইথে জনি আছয়ে কতয়ে বেভার ॥
সখি সঞে যুগতি করহ আন ঠামে।
জ্ঞানদাস কহব পরিণামে(৪) ॥

(ব ৩০খ কী পুথি ব ২৯ ২০৪ পত্র তক ১৩৫৬,
র ১৪১ প্রা ৯৪ ল ২৭১ ক ১০৬)

পাঠান্তর—

বরাহনগরের ২৯ এবং ৩০ পুথিতে প্রথম দুই চরণ নাই ; উহা পদকল্পতরুতে আছে।

(১) চোরায়ল—ব (২) আরূঢ়—ব (৩) কঞ্চুক—ক (৪) পরণামে—ব।

টীকা—

তোমার যাওয়ার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইতেছে যেন তুমি শ্রেষ্ঠ হাতী বেচিতে যাইতেছ। সোনার দর্পণে বারবার কত মুখ দেখিতেছ। তোমার অরুণ অধরে যেন মাণিক্যের কান্তি আর দাঁতগুলি দেখিয়া মনে হয় যেন মুক্তার পংক্তি চুরি করিয়াছ। হে সুন্দরি কমলিনি। তোমাকে আর কি বলিব। শুধু দুধের কর তোমাকে ছাড়িয়া দিব, (আর সব মূল্যবান দ্রব্যের কর তোমাকে দিতে হইবে)। তোমার বুকের উপর সোনার শিব রহিয়াছে, মাথার সুগন্ধি কেশপাশ যেন চামর। তোমার কপালে সিন্দুর বিন্দু দেখিয়া দানীর মনে হইতেছে প্রবাল (বিদ্রুম)। তোমার নয়নের অঞ্জন এবং কণ্ঠের হারের বেভার বা প্রচলিত কর কত তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। তুমি সখীর সহিত অন্যত্র যাইয়া যুক্তি কর। জ্ঞানদাস ইহার পরিণাম কহিবেন, অথবা 'পরণাম' পাঠে অর্থ হইবে—শ্রীকৃষ্ণের কাণ্ড দেখিয়া তাঁহাকে প্রমাণ করিতেছেন।

তুলনীয়—গোবিন্দদাসের—

চিকুরে চোরাযসি চামর-কাঁতি।
দশনে চোরাযসি মোতিম-পাঁতি ॥
এ গজ-গামিনি তো বড়ি সেযান।
বলে ছলে বাঁচসি গিরিধর-দান ॥
অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পণ্ডার।
বরণে চোরাযসি কুঙ্কুম-ভার ॥
কনযা-কলস দউ রস ভরি তাই।
হৃদযে চোরায়সি আঁচরে ঝাঁপাই ॥
তেঞি অতি মন্থর গমন সঞ্চার।
কোন তেজব তোহে বিনহি বিচার ॥
সুবল লেহ তুহুঁ গো-রস দান।
রাই করহ অব কুঞ্জে পয়ান ॥
যাঁহা বৈঠত মনমথ মহারাজ।
গোবিন্দদাস কহে পড়ল অকাজ ॥

(তরু ১৩৭৭)

(৩২০)

এহি মনে বনে দানী হৈয়াছ কাহ্নাই(১)
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ।
রাখাল হইয়া, রাজকুমারী সনে,
না জানি কিসের রঙ্গ (২) ॥

গিরি গিয়া যদি, আরাধনা কর,
সেবহ শঙ্কর দেবে।
সতত অরণ্যে শরণ শৈলজা
পুজা কর এক ভাবে ॥
জলধি জাহ্নবী সঙ্গম-নিকটে
সঙ্কটে কামনা কর।
তহে বৃকভানু নন্দিনী নিচোল,
অঞ্চল ছুঁইতে পার (৩) ॥
অলপে অলপে, সঘনে সঘনে,
বচন রচহ মিঠ।
সব আভরণ, থাকিতে হিয়ারে,
হারে বাঢ়ায়াছ দিঠ ॥
মদনে আকুল আপন দুকূল,
কি লাগি কলঙ্ক কর।
জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত না হলে,
কি লাগি বাহু পসার ॥

(র ১০২, প্রা ৯৭, স ২১১, ক ১১০)

পাঠান্তর—

(১) দানী হইয়াছ—ক। (২) রভস রঙ্গ—তরু। (৩) নার—ক (এই দুটি কলির পরিবর্ত্তে 'তরু'তে গোবিন্দ-দাস ভনিতাযুক্ত পদে আছে—

গিরি গিয়া যদি, গৌরী আরাধহ,
পান কনক ধূমে।
কাম সাগরে কামনা করহ,
বেণী-বদরিকাশ্রমে ॥
সূর্য্য উপরাগে, সহস্র সুন্দরী,
ব্রাহ্মণে করহ সাথ।
তবু হয় নহে তোমার শকতি
রাই অঙ্গে দিতে হাথ ॥

পদকল্পতরুর গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত পদের সহিত এই পদের কেবলমাত্র প্রথম কলিটির মিল আছে, অন্যান্য সমস্ত কলি পৃথক।

টীকা—

জলধি জাহ্নবী সঙ্গম নিকটে—গঙ্গাসাগরে।

(৩২১)

ঢল ঢল(১) কষিত কাঞ্চন তনু গোরি।
ধরণী পড়িছে নব যৌবন-হিলোরি ॥
বয়ন(২) শরদ-সুধানিধি নিরালঙ্ক।
মনমথ-মথন অলপ দিঠি বঙ্ক ॥
কি বলিব আব রাই কি বলিব আর (৩)।
ভুবনে কি দিব হেন উপমা তোমার (৪) ॥
কুটিল কবরী(৫) বেঢ়ি কুসুমক জাদ।
সুরঙ্গ সিন্দুব ভালে(৬) অতি(৭) পরমাদ।
[নাসিকার আগে গজ-মুকুতা হিলোরে।
পরাণ নিছিয়ে তোমার নয়নে কাজরে (৮) ॥]
উন্নত উরজ কিবা কনক-মহেশ।
মুঠিতে ধাবণ হয় তুয়া মাঝ-দেশ (৯) ॥
উলট-কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব।
জ্ঞানদাসের পহু জিয়ে ঐ অবলম্ব ॥

(কীব ২৯, ২৪৬ পত্র, তরু ১৩৫৭, ব ৩০খ, পত্র ২, অ ১৭০ র ৫৪ প্রা ৬০, ক ১০৫)

পাঠান্তর—তরু

তরুতে আরম্ভ—আইস বৈস তরুমূলে শশিমুখি রাই।
তোমার বদন-শোভার বলিহারি যাই ॥

(১) ঢরঢর। (২) বদন। (৩) আলো রাই কি বলিব আর। (৪) ভুবনে দিবার নাহি তুলনা তোমার। (৫) কুন্তল। (৬) সিঁথে। (৭) বড। (৮) বন্ধনীর ভিতরের অংশ তরুতে নাই। (৯) মুঠি ধরিয়ে কিবা খিণ মাঝ-দেশ।

টীকা—

ধরণী পড়িছে নবযৌবন-হিলোরি—পৃথিবীর উপর যেন নবযৌবনের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে।

মনমথ-মথন অলপ দিঠি বঙ্ক—তাহার অল্প কটাক্ষেই মন্মথ মথিত হয়।

জ্ঞানদাসের পহু জিয়ে ঐ অবলম্ব—উহাকে অবলম্বন করিয়া বা ধরিয়া জ্ঞানদাসের প্রভু শ্রীকৃষ্ণ জীবনধারণ করেন।

(৩২২)

সহজই তনু তিরিভঙ্গ।
এমন হইয়া এত রঙ্গ॥
যবে তুমি সুন্দর হইতা।
তবে নাকি কাহারে থুইতা (১)॥
আপনা চতুর হেন বাস।
কি দেখিয়া কি বুঝিয়া হাস॥
চাহিতে সঘনে আঁখি চাপ।
পর-নারী দেখিয়া না কাঁপ॥
যে দেখি মরমে এই ভাব।
তেঞি সে বাতাসে রসে ডুব॥
জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম।
আপনা না ভাব অনুপাম॥

(তক ১৪০০, কী পুথি ব ২৯, পত্র ২০৬, র ১৪৯, প্রা ৯৭, ল ২৭৭, ক ১১২)

পাঠান্তর—

(১) 'থুইতা'র পর কীর্তনানন্দে অতিরিক্ত
কাহ্নাই পরথে ঝুরিয়া মরি।
তেঞি সে তোমারে ভাল বলি।
('ক'তে এই কলি নাই)।

(৩২৩)

কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে।
তোমার সহজ রূপ কাম হেরি কান্দে হে
ভুবন ভুলল ও না বেশে॥
আইস বৈস মোর কাছে রৌদ্রে মিলাও পাছে
বসনে করিয়ে মন্দ বায়।
এ দুখানি রাঙ্গা পায় কেমনে হাঁটিছ তায়
দেখিয়া হালিছে মোর গায়॥
কেমন তোমার গুরুজন কি সাধে সাধিল ধন
কেনে বিকে পাঠাইল তোমা।
তোর নিজ পতি যে কেমনে বাঁচিবে সে
পাঠাইয়া চিতে দিয়া খেমা॥
হাসি হাসি মোড় মুখ বসনে ঝাঁপিছ বুক
দেখিয়া হইলুঁ বড় দুখী।
জ্ঞানদাসেতে কয় পসারী যে জন হয়
রসাল বচনে করে বিকি॥

(তক ১৪০১, র ১৫০, প্রা ৯৭, ল ২৭৩, ক ১০৫)

টীকা—

রৌদ্রে মিলাও পাছে—নবনীত সুকোমল তোমার দেহ, পাছে রৌদ্রের তাপে গলিয়া যাও।

হালিছে—কাঁপিছে।

(৩২৪)

বান্ধিয়া চিকণ চূড়া বনফুল তাহে বেড়া
গুঞ্জা-মালা তাহে বল সোনা।
গোঠে থাক ধেনু রাখ আপনা নাহিক দেখ
বড় হেন বাসহ আপনা॥
অহে কানাই বিষয় পাইয়া হৈলা ভোরা।
আঁখি মটকিয়া হাস আপনা কেমন বাস
আন হেন নহিয়ে আমরা॥
গায়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি
রাজপথে কর পরিহাস।
রাজভয় নাহি মান কংস-দরবার জান
দেখি কেনে নহ এক পাশ॥

চতুরে(১) চাতুরী কত আর কহ অবিরত
কাঁচ(২) কাঞ্চনের সমান।
জ্ঞানদাস কহ হিয়ায় কষিয়া লহ
কাঁচ নহে কষটি পাষাণ॥

(তরু ১৩৮৯ র ১৪১, ল ২৩২, ক ১১৩)

পাঠান্তর—ক

(১) চতুর। (২) কাচে।

টীকা—

বিষয় পাইয়া হৈলা ভোরা—তোমার টাকা পয়সা হইয়াছে বা বড পদ পাইযাছ বলিয়া অহঙ্কার জন্মিয়াছে (ভোরা—মত্ত)।

জ্ঞানদাস কহ—এইবার জ্ঞানদাস কৃষ্ণের পক্ষে হইয়া বলিতেছেন, কৃষ্ণ আমাদের কাঁচ নহে, একেবারে কষ্টিপাথর, তোমার বুকে কষিযা দেখ।

(৩২৫)

কহ লহু লহু জটিলার বহু
তোমারে সভাই জানে(১)
কহিতে কহিতে অনেক কহিছ
এত না গরব কেনে॥
পসরা লইয়া যাইছ চলিয়া
দানীরে না কর ভয়।
রাজ কাজ করি দান সাধি ফিরি
এথা কিবা পরিচয়॥
এরূপ যৌবনে নানা অভরণে
যাইছ মথুরার বিকে।
বুঝি দান নিব তবে যাইতে দিব
আমি ডরাইব কাকে॥
অমূল্য রতন করিয়া গোপন
রাখ্যাছ হিয়ার মাঝে।
নিজ ভাল চাহ খসাই দেখাহ
ইথে কি আমার লাজে॥
এত কহি হরি দুবাহু পসারি
রহে পথ আগুলিয়া।
জ্ঞানদাসে কয় কিবা কর ভয়
যাহ হাত ঠেলা দিয়া॥

(ব ৩০ ক, পত্র ১, তরু ১৩৭৮, র ১৪৬, প্রা ৯৬ ল ২৩২ ক ১০৭)

পাঠান্তর—ব

(১) দানীরে না কর ভয়।

টীকা—

এথা কিবা পরিচয়—কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন তুমি জটিলার পুত্রবধূ তাহা তো বুঝিলাম ; কিন্তু কর দিবার বেলায় পরিচয় শুনিয়া কি করিব ? আমি রাজার হইযা কর সংগ্রহ করি, সকলের কাছেই কর লইতে হইবে।

খসাই দেখাহ—খুলিয়া দেখাও, বুকের মধ্যে কোন অমূল্যরত্ন লুকাইয়া লইয়া যাইতেছ কিনা।

(৩২৬)

এ ধন যৌবন লঞা গোরস পসার বাঞা
যাহ নানা অভরণ গায়।
অভরণ দিব তল উচিত করিব ফল
কেবা রাখে রাখুক তোমায়॥
দশন মুকুতা পাঁতি কিনা সে কেশের ভাতি
কানড়া টানিয়া বান্ধ খোঁপা।
নাসিকা জিনিয়া বাঁশী মুখানি পূর্ণিমা শশি
সৌরভ সে নাগেশ্বর চাঁপা॥
সিন্দুর সে মনোহর নয়ানে শোভে কাজর
অবতংশে বিরাজিত সোনা।
মন্দ গমনে চল তোমারে সে সাজে ভাল
নাসিকায় আগে নাকছেনা॥

শ্রবণেতে বৌলি সাজ গলে ফণি মণিরাজ
লক্ষের কাঁচলি তোমার গায়।
তাড় তোড়র পর জ্ঞানদাস কহে হের
পাশলি নূপুর শোভে পায়॥

(ক ১০৮)

টীকা—

গোরস পসার বাঞ্চা—গোদুগ্ধের পসরা মাথায় করিয়া।

অভরণ দিব তল—তোমার অলঙ্কার দূর করিব।

কানাড়া টানিয়া বান্ধ খোঁপা—কর্ণাটদেশে প্রচলিত রীতিতে খোপা বাঁধা। তুলনীয় 'কানড ছাঁদে বাঁধে খোঁপা'।

নাসিকা জিনিয়া বাঁশী—নাসিকা বাঁশীর চেয়েও সুন্দর ও সরল।

অবতংসে—কানের গহনায়।

নাকছেনা—নাকছবি নামে নাসিকার গহনা।

বৌলি—মুকুলের আকার সোনার অলঙ্কার।

তাড—বাহুর ভূষণ।

তোডর—তোডলমল্ল বা মল্লতোডল নামক চরণের অলঙ্কার।

পাশলি—পাশুলি, পায়ের আঙ্গুলে পরিবার গহনা।

(৩২৭)

শুনিয়াছি শিশুকালে পুতনা বধেছ হেলে
তৃণাবর্তের লয়েছ পরাণ।
এখনি নন্দের বাড়ি দেখিয়াছি গড়াগড়ি
এখনি সাধিতে আইলা দান॥
হে দেহে নন্দের সুত কে তোমায় করিলে মহাদানী।
দণ্ডে কাচ নানা কাচ না ছাড় রমণী-পাছ,
বুঝালে না বুঝ হিতবাণী॥
কাড়ি নিব পীতধড়া আউলাইয়া ফেলিব চূড়া
বাঁশিটি ভাসাইয়া দিব জলে।
কুবোল বলিবা যদি মাথায় ঢালিব দধি
বসিতে না দিব তরুতলে॥

মোহন চাতুরী করি বাঁশীতে সন্ধান পুরি
বুকে হান মনমথ-বাণ।
রমণী মণ্ডলী করি অভরণ নিব কাড়ি
ভালমতে সাধাইব দান॥
রাখাল বর্বর জাতি গোঠে ফির দিবারাতি
মহিষ গোধন বৎস লইয়া।
কুলবধূ সনে হাস ইথে নাহি লাজ বাস
জ্ঞানদাস কংসে দিবে কইয়া॥

(ক ১১২)

টীকা—

হেলে—সহজে।

পুতনা বধেছ—স্ত্রীলোককে বধ করিতে সঙ্কোচ বোধ কর নাই।

তৃণাবর্তের লয়েছ পরাণ—শ্লেষ করিয়া রাধা বলিতেছেন যে একটা ঘূর্ণি বায়ুকে মারিয়াছ। এই তো তোমার বীরত্ব।

তৃণাবর্ত—কংস প্রেরিত দৈত্য (ভা ১০।৭।২০)।

নানা কাচ—নানারকম সাজ সাজো।

রমণী মণ্ডলী করি—সকল রমণীতে মিলিয়া তোমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া।

(৩২৮)

দানী দেখি কাঁপিছে শরীর।
মো যদি জানিতাম পাছে, এ পথে কণ্টক[১] আছে
তবে ঘরের না হইতাম বাহির॥
ঘরে হৈতে বারাইতে ও চাল ঠেকিল মাথে
হাঁচি জিঠী পড়ি গেল বাধা।
হরিণী পালাঞা যাইতে ঠেকিল ব্যাধের হাতে
এমতি ঠেকিয়া গেল রাধা॥
বিষম দানীর দায় একলয়[২] আর চায়
না পাইলে করয়ে বিবাদ[৩]।
দান-নিবার বেলে লয় বাদ দিবার বেলে দেয়[৪]
একেক লক্ষের পরিবাদ॥

মণি-অভরণ ছিল(৫) ডরে ডরে সব দিল
তমু দানী না দেয় ছাড়িয়া।
মো হইলাম সোনার গাছ দানী ত না ছাড়ে পাছ
ডালে মূলে নিবে উপাড়িয়া ॥
ঘরে বৈরী ননদিনী পথে বৈরী মহাদানী(৬)
দেহের বৈরী হইল যৌবন।
হেন মনে উঠে তাপ যমুনায় দিল ঝাঁপ
না রাখিব এ ছাড় জীবন (৭) ॥
অবলা বলিয়া গায় বলে হাত দিতে চায়
পসারিয়া আইসে দুটি বাহু।
জ্ঞানদাসেতে কয়(৮) মোর মনে হেন লয়
চান্দে যেন গরাসয়ে রাহু ॥

(তক ১৩৭৬, পদরত্নাকর ২৮।১৮,
ব ৩০, ক, পত্র ১, ব ১৪৪, ক ১১৪)

পাঠান্তর—

(১) সঙ্কট—ক। (২) দিলে—ক। (৩) করে পরমাদ—ব। (৪) দিগার বেলাতে দেয়—ব। (৫) অঙ্গে অভরণ ছিল—ব (৬) হইল দানী—ব। (৭) এ পাপ পরাণ—ব (৮) পদরত্নাকরে (২৮।১৮) ভনিতা—শ্যামানন্দ-দাসে কয়।

টীকা—

কণ্টক—বিপদ।

জিঠী—টিক্‌টিকী।

পরিবাদ—কলঙ্ক।

দেহের বৈরী হইল যৌবন—যৌবনের জন্য এখন দেহ যায় (দানীর হাতে প্রাণ যায়)।

(৩২৯)

রাধা মাধব নীপ মূলে।
কেলি-কলারস দান ছলে ॥
দুহুঁ দোহাঁ দরশই নয়ন-বিভঙ্গ।
পুলকে পুরল তনু জরজর অঙ্গ ॥
দূরে গেল সখিগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত নীপ-মূলে লুঠই রাই ॥
দোহেঁ দোহেঁ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
চান্দ মিলল জনু লুবধ চকোর ॥
দুহুঁজন হৃদয়ে মদন পরকাশ।
জ্ঞানদাস দূরে হেরি বাঢ়ল উল্লাস ॥

(কী ১১৬, তক ১৪০৫ ভণিতাহীন)

তক ১৪০৫ এর শেষ চরণ—

সখিগণ হেরি দূরে বাঢ়ল উল্লাস।

তরু ১৩৬৭-র প্রথম দুইচরণ এই পদের সহিত অভিন্ন, কিন্তু অন্যান্য চরণ অনেকটা পৃথক্; এবং ভণিতা গোবিন্দদাসের। যথা—

রাধামাধব নীপ-মূলে।
কেলি-কলারস দান ছলে ॥
দূরে গেও সখিগণ সহিতে বড়াই।
নিভৃত-নীপ-মূলে বৈঠল রাই ॥
ভুজে ভুজে বেঢ়ি দোঁহার বয়নে বয়ন।
কমলে মধুপ যেন হইল মিলন ॥
দোঁহার অধর-মধু দোঁহে করু পান।
নিজ অঙ্গে দিল রাই ধন-রস দান ॥
মীলল দুহুঁ জন পূরল আশ।
আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস ॥

(তক ১৩৬৭)

১৪। নৌকা বিলাস

(৩৩০)

গুরুজন বচনহি গোপ-যুবতীগণ
লেই যজ্ঞঘৃত থোর।
রাইক সঙ্গে চলু নব নাগরী
পন্থহি ভাবে বিভোর ॥
কৈছনে হেরব নাগর-শেখর
কৈছে মনোরথ পুব।
ঐছন গোবর্দ্ধন বনে আয়ল
জানল নাগব শুব ॥
মানস সুরধুনী দুকূল পাথার হেরি
কৈছে হোয়ব ইহ পার।
প্রাবৃট সময়ে গগনে ঘন গরজই
ঘরতর পবন সঞ্চার ॥
দূরহি নেহারত শ্যাম সুধাকর
তরণী লেই মিলুঁ ঠাম।
হেরি উলসিত মতি সবহু কলাবতী
জ্ঞান কহে পূরল কাম ॥

(মাধুরী ৩।৩৮০)

টীকা—

মানস সুরধুনী—গোবর্দ্ধন গ্রামের মানসীগঙ্গা নামে বিরাট সরোবর।

(৩৩১)

বড়াই হোর দেখ রূপ চেয়ে।
কোথা হোতে আসি, দিল দরশন,
বিনোদ বরণ নেয়ে।
ঐ কি ঘাটের নেয়ে ॥
রজত কাঞ্চনে, না খানি সাজান,
বাজত কিঙ্কিনী জাল।
চাপিয়াছে তাতে, শোভে রাঙ্গা হাতে,
মণি বাঁধা কেরোয়াল ॥
রজতের ফালি, শিরে ঝলমলি,
কদম্ব মঞ্জরী কানে।
জঠর পাটেতে, বাঁশীটি গুজেছে
শোভে নানা অভরণে ॥
হাসিয়া হাসিয়া, গীত আলাপিয়া
ঘুবাইছে রাঙ্গা আঁখি।
চাপাইয়া নায়, না জানি কি চায়
চঞ্চল উহারে দেখি ॥
আমরা কহিও, কংসের যোগানি,
বুকে না হেলিও কেহু।
জ্ঞানদাসে কয় শশী ষোলকলা
পেলে কি ছাড়িবে রাহু ॥

(মাধুরী ৩।৩৮১)

টীকা—

কেরোযাল—দাঁড়

বুকে না হেলিও কেহু—কেহ যেন ভয় পাইও না।

শশী ষোলকলা—শ্রীরাধা পূর্ণিমার চাঁদের মতন

রাহু—শ্রীকৃষ্ণরূপ রাহু।

(৩৩২)

সবহুঁ সখীগণ চলু ঘর মাই।
নব নব রঙ্গিণি রসবতী রাই (১) ॥
মানস-সুরধুনি দু-কূল পাথার।
কৈছনে সহচরি হোয়ব পার ॥

প্রাবৃট সময়ে গরজে ঘন ঘোর।
খরতর পবন বহই তহি জোর ॥
দূরহি নেহারত নাগর শ্যাম।
তরণী লেই মিলল সোই ঠাম ॥
হাসি হাসি কহয়ে নাবিকবর কান।
চড় সভে পারে উতারব হাম ॥
শুনি সুবদনি ধনি হরষিত ভেলি।
চড়ল তরণী পর সহচরি মেলি ॥
নৌতুন নাবিক কছু নাহি জান।
বেগেত তরণী সেই(২) করল পয়ান ॥
টুটি তরণি হেরি ভেল তরাস।
সিঞ্চয়ে পাণি কবি(৩) জ্ঞানদাস ॥

(তক ১৪১০, র ১৩৪, ল ১১১, ক ১১৭)

পাঠান্তর—ক

(১) 'ক' তে—রঙ্গিণিগণে কহে রসবতি রাই। সকল সখিগণ চলু ঘর যাই। (২) বেগে তরণি লই। (৩) কহ।

টীকা—

মানস-সুরধুনি—মানসগঙ্গা, গোবর্দ্ধন গ্রামস্থ সুবৃহৎ সরোবর।

টুটি তরণি—ভাঙ্গা নৌকা।

(৩৩৩)

মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল
দুকুল বাহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাঢ়িল বেগ
তরণি রাখিতে নাহি কেউ ॥
দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কান বাহিবার সন্ধান
জানিয়া চড়িলুঁ কেনে নায় ॥
নায়্যার নাহিক ভয় হাসিয়া কথাটি কয়
কুটিল নয়ানে চায় মোরে।
ভয়েত কাঁপিছে দে এ জ্বালা সহিবে কে
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে ॥
অকাজে দিবস গেল নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হইল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখি থির হৈয়া থাক দেখি
এখন না ভাবিহ বিষাদ ॥

(তরু ১৪১১, র ১৩৬, প্রা ৯৩, ল২২৭, ক ১১৭)

(৩৩৪)

কহ সখি কি করি উপায়।
নায়ের নাবিক হৈয়া এ যৌবন চায় ॥
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল।
ন্যায়ার গলার মালা মোর গলে দিল ॥
যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে।
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে ॥
কলঙ্ক' হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে নায়্যা মোরে কোলে করি নিল ॥
জ্ঞানদাস কহে ধনি না ভাব বিষাদ।
নন্দের নন্দন নায়্যা কিসের পরমাদ ॥

(তক ১৪১৩, ব ১৩৮, ল ২২৮, ব ১১৯)

(৩৩৫)

বড়ি মাই, ভাল বিকি-কিনি শিখাইলি।
ভুলায়ে আনিলি মোরে রঙ্গ দেখিবার তরে
নেয়েরে আনিয়া দিলি ডালি ॥
মুঞি কুলবতী মেয়ে যদি কিছু বলে নেয়ে
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে।
যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ ঘুচাব মনের তাপ
এড়াইব সকল জঞ্জালে ॥
আমি রাজ নন্দিনী ভাল মন্দ নাহি জানি
নেয়ে কেন মোরে পরশিল।
মনে ছিল অনুবাদ পূরালে মনের সাধ
অকলঙ্ক কুলে কালি দিল ॥

আপনার মাথা খেয়ে ঘরের বাহির হয়ে
আইলাম বড়াইয়ের সাথে।
জ্ঞানদাসেতে বলে তার পাইলে ফলে
নাবিকে দেহ না কিছু খেতে ॥
(র ১৫০, প্রা ৯৮, ল ১৫৯, ক ১২০)

টীকা—
ডালি—উপহার।
অনুবাদ—উদ্দেশ্য (কৃষ্ণসন্দর্ভ ২৮ দ্রষ্টব্য)

(৩৩৬)

নায়্যা হে এখন লইয়া চল পার।
পুরিল তোমার আশা কি আর বিচার ॥
অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে।
এখন কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে ॥
ন্যায়্যা হইয়া চূড়া বান্ধ ময়ূরের পাখে।
ইথে কি গরব কর কুল-বধূ সাথে ॥
পারে নাও নূতন নায়্যা না কর বেয়াজ।
জ্ঞানদাস কহে নায়্যা বড় রসরাজ ॥
(তরু ১৪১৪ র ১১৯ প্রা ৯৪ ল ২২৮ ক ১১৯)

টীকা—
না কর বেযাজ—দেরি করিও না।

(৩৩৭)

দধি-ঘৃত-পসরা লেই সব রঙ্গিণি
আওল কালিন্দি তীরে।
যমুনা-তরঙ্গ রঙ্গ হেরি আকুল
পরশ না পায়ই নীরে।
প্রাবৃট-সময়ে উঠয়ে ঘন ঘূর্ণন
গরজন দুকুল পাথার।
ঐছন হেরি কহই সব কামিনি
কৈছনে হোয়ব পার ॥
মুখরা সঙ্গে ধনি রমণি-শিরোমণি
বদন পাণিতলে নাই।
হেরি নাগর-বর হরষিত অন্তর
তরণি লেই চলু ধাই ॥
কর্ণধার-বর চড়িয়া তরণি পর
আওল রাইক পাশে।
চড় সভে পারে উতারব এ ধনি
কিছু নাহি ভাব তরাসে ॥
এত কহি সবহুঁ পাণি ধরি নাবিক
তরণি উপর সভে লেল।
জ্ঞানদাস ভণ লেই রমণিগণ
গহন পানি মাহা গেল ॥
(তরু ১৪১৮, র ১১৫, প্রা ৯৩, ল২২৭, ক ১২০)

টীকা—
বদন পাণিতলে নাই—হাতের তলায় মুখ রাখিয়া চিন্তিত ভাবে (নাই=লাই, লইয়া)।

(৩৩৮)

ওহে তোমরা কে হে চন্দ্রবদনী ধনি-দে।
সুন্দর বদনী ধনি(১) পঞ্চম-ভাষণি
নবীন যৌবনী তোমরা কেহে (২) ॥
তোমরা ডাকিছ সুখে তরণি পড়েছে পাকে
আপনা সামালি তবে যাই হে (৩)।
ওহে চন্দ্রবদনী ধনি দে হে ॥
নাবিক রতন মণি তরণী নিকটে আনি
চড় সভে পার করি আমি হে (৪)।
শুন(৫) সুবদনী ধনি হরিষে ভরল তনি
তরণিতে চড়ি সখি মেলি হে (৬) ॥

নৌতুন নাবিক কান নাহি জানে সন্ধান
বেগে বাহি লেয়ল তরণী।
টুটি তরণি হেরি কাঁপে সব সুকুমারি
জ্ঞানদাস সিঞ্চয়ে পানি(৭) ॥

(মা ৩৷৩৮৩, ক ১২১)

পাঠান্তর—ক

'ক' তে আরম্ভ—নবযৌবনী ধনি ইত্যাদি।

(১) নবযৌবনী ধনি। (২) কে তোমরা চন্দ্র বদনি। (৩) আগে যাই সামালিয়া আপনি। (৪) কহে সভে এস করি পার। (৫) শুনি। (৬) নায়ে চড়ি এলায় পশার। (৭) ঘন পানি।

টীকা—

নাবিক রতন মণি—শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে একেবারে নাবিক শিরোমণি বলিয়া পরিচিত করিতেছেন।

হরিষে ভরল তনি—দেহ আনন্দে পূর্ণ হইল।

শেষ কলিটি কবির উক্তি—কানাই নূতন নাবিক, সে নৌকা বাহিবার উপায় জানে না; স্রোতের বেগে নৌকা ভাসিয়া চলিল। নৌকাখানি আবার ভাঙ্গা, তাই দেখিয়া সুকুমারী গোপীরা কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া জ্ঞানদাস ভাঙ্গা নৌকার জল ছেঁচিতে লাগিলেন।

(৩৩৯)

ভুবন মোহন শ্যামচন্দ্র।
ভানু-সুতা পানে চায় হাসি হাসি কথা কয়
শুন শুন যুবতীর বৃন্দ(১) ॥ ধ্রু ॥
জলের ঘুরণি বড় তরণী আমার দড়
অশ্ব গজ কত নর নারী।
দেবতা গন্ধর্ব যত পার করি শত শত
যুবতী যৌবন ইথে(২) ভারি ॥
উমড়িয়া শ্যাম মেঘে ঘিরি নিল চারিদিগে
পবনে কাঁপয়ে সব তনু।
ঘন উছলিছে জল নৌকা করে টলমল
তরুণী তরণী ভার দুনু ॥
আমার বচন ধর হাতে কেরোয়াল কর
বসন ভূষণ ভার ছাড়(৩)।
নাবিকের(৪) বেতন দাও সঘনে তরণী বাও
নহে সবে গোবিন্দ সঙর (৫) ॥
শুনি সুবদনি কয় আগে পার করি দাও
পাছে দিব যে হয়ে উচিতে (৬)।
জ্ঞানদাস কহে বাণি আগে দিলে ভালে জানি
পাছে হয় হিতে বিপরীতে (৭) ॥

(মা ৩৷৩৮৫, ক ১২১)

'ক' তে আরম্ভ—জলের ঘুরণী বড় ইত্যাদি—

পাঠান্তর—ক

(১) ছন্দ। (২) ইথে। (৩) ছাড় সবে বসন ভূষণ। (৪) নেয়ের। (৫) নহে স্মর শ্রীমধুসূদন। (৬) বিহিত। (৭) পাছে হিতে হয় বিপরীত।

টীকা—

ভানুসুতা—বৃষভানুসুতার পানে অথবা ভানুসুতা যমুনার পানে চায় (প্রথম অর্থই ভাল)।

উমড়িয়া—(উন্মত্ত হইয়া) অস্থির হইয়া।

পাছে হয় হিতে বিপরীতে—মাঝ যমুনায় নাবিকের বেতন দিলে কেহ জানিতে পারিবে না; পার হইয়া তীরে পৌছিলে নাবিক যদি তাহার অভিপ্রেত বেতন লইতে অগ্রসর হয় তাহা হইলে তোমাদের কলঙ্ক হইবে। সেই জন্য কবি আগেই বেতন দিতে বলিতেছেন।

(৩৪০)

একি দায় দেখ দেখ ওগো বড়ি মা।
জীরণ শীরণ, আয়স ভিন্ন,
অতি পুরাতন না ॥
অথির নীর,(১) গভীর ধীর,
অগাধ নাহিক থা।
বিধির ঘটন, আসিয়া পবন,
উপজিল বহু বা ॥

পাইয়া আশ্রয়, দিয়া জয় জয়,
যমুনা কাড়িছে রা।
কল কল কল, হিল্লোল কল্লোল,
দেখিয়া হালিছে গা॥
হেলিছে দুলিছে, তুলিয়া ফেলিছে,
চলবল স্রোতসা।
জ্ঞানদাসের আশা কেবল ভরসা,
ও রাঙা দুখানি পা॥

(র ১৩৬, প্রা ৯৩, ল ২২৮, ক ১১৭)

পাঠান্তর—ক

ক-তে আরম্ভ—চাপিয়া এ নায়, হৈল কি দায়, দেখ দেখ বড়ি মা।

(১) গভীর তীর, অথির নীর (তীর গভীর বলার চেয়ে মূলেধৃত নীর অথির ও গভীর বলা অনেক ভাল)।

টীকা—

জীরণ শীরণ—জীর্ণ শীর্ণ।

আয়স ভিন্ন—লোহার কাঠিগুলি খুলিয়া গিয়াছে।

কাড়িছে রা—শব্দ করিতেছে।

হালিছে গা—গা কাঁপিতেছে।

(৩৪১)

করে তুলি ফেলি বারি, ডুবিল ডুবিল তরী,
কেরোয়াল খসি পৈল জলে।
পবনে পাতিল ঝড়, তরঙ্গ হইল বড়,
বুঝি আজ কি আছে কপালে॥
একুল ওকুল, দুকূল নিরাকুল,
তরঙ্গে তরণী স্থির নয়।
আমি কি করিব বল,(১) উথলে যমুনা জল,
কাণ্ডার করেতে নাহি রয়॥
এত দিন নাহি জানি, লোক মুখে নাহি শুনি,
যুবতীর যৌবন এত ভারি।
নিজ অঙ্গ-বাস ছাড়, যৌবন পাতল কর,
তবে ত বাহিয়া যাইতে পারি॥
খাওয়াইয়া ক্ষীর সরে, কি গুণ করিলা মোরে,
আঁখি আর পালটিতে নারি।
আঁখি রৈল মুখ চাই, জল না দেখিতে পাই,
তোমরা হইলা প্রাণের বৈরি (২)॥
কেমনে বাহিয়া যাব, কিনারা কেমনে পাব,
ভাবিয়া গণিয়া পাছে মরি।
জ্ঞানদাসেতে কয়, কি হল বিষম দায়(৩),
মধ্যতরঙ্গে ডুবে তরী॥

(র ১৩৭, প্রা ৯৩, লহরী ১৩৮, ক ১১৮)

পাঠান্তর—ক

(১) কি আর করিব বল। (২) হরি। (৩) হইল বিষম ভয়।

টীকা—

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিতেছেন। তিনি নিজের দোষ এড়াইয়া রাধিকাকেই দোষ দিতেছেন এই বলিয়া যে তাঁহাকে ক্ষীরসর খাওয়াইয়া গুণ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি রাধার মুখের দিকেই চাহিয়া আছেন, নৌকায় জল উঠিয়াছে তাহাও দেখিতে পান না, নৌকাও চালাইতে পারেন না।

(৩৪২)

কুঞ্জ ভবন মন্দ পবন
কুসুম গন্ধ মাধুরী।
মদনরাজ নব সমাজ
ভ্রমরা ভ্রমরী চাতুরী (১) ॥
দেখরে সখি শ্যামচন্দ
ইন্দুবদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র যুবতীবৃন্দ
গাওত রাগমালিকা ॥
তরল তার গতি ঢুলাব
নাচে নটিনী নটন-শূর।
প্রাণনাথ ধরত হাত
রাই তাহে অধিক পুর ॥
অঙ্গে অঙ্গ পরশি ভোর
কেহু রহত কাহুকো কোর।
জ্ঞানদাস গাওত রাস
যৈছে জলদে বিজুরী জোর ॥

(সমুদ্র ২৩০, কী ২২৫, তরু ১০৬৬ ক ১৫০, ক্ষণদা ২৯।৯)

পাঠান্তর—সমুদ্র

(১) ভ্রমর ভ্রমন চাতুরী— ; ভ্রমত ভ্রমর চাতুরী—ক।

টীকা—

রাসের সময় কুঞ্জগৃহে মৃদুমন্দপবন ফুলের গন্ধ বহন করিয়া মাধুর্য্য বিস্তার করিতেছে। মদনরাজের নূতন সভাসদ ভ্রমর এবং ভ্রমরা কত চাতুরী দেখাইয়া গান করিতেছে (অথবা পাঠান্তরে—শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমরের মতন চাতুরী করিয়া নানা গোপীর কাছে যাইতেছেন) সখি! দেখ, শ্যামচন্দ্র ও চাঁদবদনী রাধাকে দেখ। তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া যুবতীরা বিবিধ যন্ত্রসহকারে নানবিধ রাগরাগিণী অথবা মালিকারাগ গান করিতেছেন। তরল তালের মধুর (ঢুলার) গতিতে নৃত্যপরায়না রাধা ও নৃত্যবীর কৃষ্ণ নাচিতেছেন। রাধার প্রাণনাথ তাহার হাত ধরিয়াছেন, রাধা তাহাতে অধিক আনন্দে পূর্ণ হইয়াছেন। অঙ্গের সহিত অঙ্গের স্পর্শে উন্মত্ত হইয়া এক অপরের কোলে রহিল। জ্ঞানদাস রাসগান করিয়া বলিতেছেন যেন মেঘের গায়ে বিদ্যুৎ আজ অচঞ্চল হইযা জোর লাগিযা রহিল।

মন্তব্য—জ্ঞানদাস রাসে শুধু রাধাকৃষ্ণের নৃত্যের কথা বলিযাছেন, অন্যান্য যুবতীরা শুধু গানবাজনা করিতেছেন। সুতরাং ক্ষণদাধৃত "ভ্রমরা ভ্রমরী চাতুরী" পাঠ পদামৃতসমুদ্র-ধৃত "ভ্রমর ভ্রমন চাতুরী" অপেক্ষা ভাল মনে হয়।

(৩৪৩)

ফুটল কুসুম অলিকুল(১) মেলি।
কুহবে কোকিল রবহি মেলি(২) ॥
কপোত নাচত আপন রঙ্গ(৩)।
রাই নাচত কানুক সঙ্গ(৪) ॥
দেখ রি সখি কুঞ্জ মাঝ।
শ্যাম নায়র নায়রি সাজ ॥
বিবিধ যন্ত্র একু তাল(৫)।
গাওত বাওত খণ্ড মাল(৬) ॥
তা তা তা দৃমিকি দৃমি মৃদঙ্গ।
সরস পরশ অঙ্গ অঙ্গ ॥
সহজে শ্যাম ললিত অঙ্গ।
তালে কতেক(৭) নটন ভঙ্গ ॥
নয়নে নয়নে মধুর দীঠ।
অমিয়া অধিক বোলয়ে মীঠ ॥

হিএ হিয় হার আলস লোল।
চরণ মঞ্জির ঘুঁঘুর বোল॥
অধরে মধুর মৃদুল হাস।
জ্ঞানদাস চিত বিলাস॥

(সমুদ্র ২২৯, কী ২২৫, তরু ১৪৯৮,
র ১২৪ প্রা ৯০, ল ২২৪, ক ১৩৬)

পাঠান্তর—

(১) অলিক—তরু। (২) বরিহ কেলি—তরু। (৩) রঙ্গে—তরু (৪) শ্যাম মঙ্গে—তরু। (৫) কতই তাল—কী ; একই তান—তরু। (৬) অখণ্ড মান—তরু। (৭) কতহুঁ—তরু।

টীকা—

রাস নৃত্যের বর্ণনা।

কোকিল রবহি মেলি—অলিকুলের গুঞ্জনের সঙ্গে মিলাইয়া কোকিল ডাকিতেছে।

শ্যাম নাযর নায়রি সাজ—শ্যাম নায়ক এবং নায়িকা সাজিলেন (অথবা শ্যামনায়ক নাগরীর বেশ লইয়াছেন)

তালে কতেক নটন-ভঙ্গ—গানের তালে তালে কেমন ভঙ্গী করিয়া নাচিতেছেন।

মধুর দীঠ—মধুর দৃষ্টি।

অমিযা অধিক বোলয়ে মীঠ—তাহার কথা অমৃতের চেয়ে মধুর।

(৩৪৪)

সহজে শ্যাম মনোহর ছান্দ।
লীলা রভস মনোহর ফান্দ॥
তাহে কত বেশবিশেষ পরিপাটি।
হেমমণি রমণিক হৃদয়ক শাটি॥
ধনি বনি আওল মোহন রায়।
ব্রজ বণিতা বনি সঙ্গীত গায়॥
ভালে বিলম্বিত চন্দ্রক-চূড়।
কত কত মধুকর উনমত উড়॥
কিয়ে হিয়-হারক চন্দ্রক-জোতি।
জনু আন্ধিয়ার তলে গজ-মোতি॥
কটি কিঙ্কিণি ধটি উপরে কাছ।
জনু ঘন সৌদামিনি থির আছ॥
চরণকমল মণি মঞ্জির বোল।
জ্ঞানদাস(১) আনন্দ উতরোল॥

(তরু ১২৮৬, র ১৩২, ল ২২৬, ক ১৪১)

পাঠান্তর—ক

(১) শুনি জ্ঞানদাস।

টীকা—

ধনি বনি আওল মোহন রায়—শ্যামসুন্দর ধন্য সাজিয়া আসিলেন।

কিয়ে হিয়-হারক ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের বুকের হীরার হার হইতে যেন চন্দ্রের কিরণ বাহির হইতেছে, দেখিয়া মনে হয় যেন অন্ধকারের (শ্রীকৃষ্ণের কালো বুকে) তলায় গজমুক্তা শোভা পাইতেছে।

(৩৪৫)

ধনীর নিকুঞ্জে নয়ল কিশোর।
রাধা-বদন-সুধাকর চন্দ্রাবলী-মুখ-চন্দ্র-চকোর॥
খেনে তিরিভঙ্গ, অঙ্গ নিজ হেরত,
খেনে রমণীগণ অঙ্গহি অঙ্গ।
খেনে চুম্বত, খেনে চলত মনোহর,
উপজায়ত কত অনঙ্গ তরঙ্গ॥
শ্যাম নটেন্দ্র, কোটি-ইন্দু-শীতল,
ব্রজরমণীগণ সঙ্গে সঙ্গীত গায়।
ঈষৎ হাস, সম্ভাষই ঘন ঘন,
লীলা লহু লহু গীম দোলায়॥
উহ রসময়ী, ইহ রসিক শিরোমণি,
নয়ন নয়নে কত করু আনন্দ।
জ্ঞানদাস কহে, দুহুঁ তনু ভিন নহে,
ঐছন পিরীতি নিবন্ধ॥

(র ১২৮, ল ২২৫, প্রা ৯১, ক ১৪৫)

টীকা—

রাধা-বদন-সুধাকর—রাধার বদন হইয়াছে যে নয়ল কিশোরের নিকট সুধাকরতুল্য।

চন্দ্রাবলী-মুখ-চন্দ্র-চকোর—আর চন্দ্রাবলীর মুখচন্দ্রের নিকট যিনি চকোরের ন্যায় অবস্থান করেন।

খেনে তিরিভঙ্গ ইত্যাদি—কখনও ত্রিভঙ্গ হইতেছেন, কখনও নিজের দেহ নিজেই দেখিতেছেন, কখন বা রমণীদের অঙ্গে অঙ্গ রাখিয়াছেন।

উপজায়ত কত অনঙ্গ-তরঙ্গ—কত কামপ্রবাহ যেন উৎপন্ন করেন।

লীলা লহু লহু গীম দোলায—লীলাভরে অল্প অল্প গ্রীবা আন্দোলিত করেন।

(৩৪৬)

ব্রজ-নাগরিগণ হেরি হরষিত মন
নাগর নটবর-রাজ
নটন বিলাস উলাসহি নিমগণ
চৌদিশে রমণি-সমাজ ॥
যূথে যূথে মেলি করে কর ধরাধরি
মণ্ডলি রচিয়া সুঠান।
বাজত বীণ উপাঙ্গ পাখাওজ
মাঝহি রাধা কান ॥
শরদ-সুধাকর গগনহিঁ নিরমল
কাননে কুসুম-বিকাশ।
কোকিল ভ্রমর গাওয়ে অতি সুস্বর
অমল কমল পরকাশ ॥
হেরি হেরি ফেরি ফেরি বাহু ধরাধরি
নাচত রঙ্গিণি মেলি।
জ্ঞানদাস কহ নাগর রসময়
করু কত কৌতুক-কেলি ॥

(তরু ১২৯৩, ক ১৪৬, র ১২৭, প্রা ৯১, ল ২২৫)

(৩৪৭)

রাস বিলাসে রসিক বর-নাগর
বিলসই রসবতি মাঝে।
দুহুঁ বনি(১) বেশ বয়স বৈদগধি
অবধি করিয়া ধনি সাজে।
এক অপরূপ রস এহ খিতিমণ্ডলে
মধুময় কুসুমিত কুঞ্জে।
রাধা রাতি দিবস রস আরতি
শ্যামর-ঘন রস-পুঞ্জে ॥
অলিকুল-রব শুক-রাব।
কোকিলকুল গুরু পঞ্চম গাব(২) ॥
ফিরত মনোহর মউরক পাঁতি(৩)।
মদন-হাট পড়য়ে দিন রাতি(৪) ॥
বাজত বিবিধ(৫) যন্ত্র একতান।
নিজ সব সঙ্গে রঙ্গে রস গান(৬) ॥
নারি পুরুষ দুহুঁ ভাবে বিভোর।
জ্ঞানদাস কহ কি কহব ওর(৭) ॥

(তরু ১২৮৬ র ১২৭, প্রা ৮৯ ল ২২৪ ক ১৪৬)

পাঠান্তর—

(১) মনোহর বেশ। (২) গুঞ্জরে অলিকুল, করে মধুর ধ্বনি কোকিল পঞ্চম গানে। (৩) মউর মউরী কত। (৪) মদন হাট রাতি দিনে। (৫) বহুবিধ। (৬) সঙ্গে রঙ্গে রস-গীতে। (৭) নারি পুরুষ দোঁহে, ভাবে বিভোর তনু জ্ঞান নেহারয়ে নিতে।

টীকা—

দুহুঁ বনি বেশ বয়স বৈদগধি ইত্যাদি—দুইজনেই বেশে, বয়সে ও রসজ্ঞতায় চূড়ান্তভাব দেখাইলেন; বিশেষ করিয়া রাধার সজ্জা একেবারে চরম (অবধি=সীমা)।

(৩৪৮)

শ্যামর সকল কলারস-সীম।
গোরি নাগরি কত গুণহিঁ গরীম ॥

দুহুঁ বনি বেশ বয়স এক-ছান্দ।
রাঞ্জিত কঞ্জ মুঞ্জ মুখ-চাঁদ ॥
বিলসই রাসে রসিক বর-নাহ।
নয়নে নয়নে কত রস নিরবাহ ॥
দুহুঁ বৈদগধি দুহুঁ হিয়ে হিয়ে লাগ।
দুহুঁক মরমে পৈঠে দুহুঁক সোহাগ ॥
দুহুঁক পরশ-রসে দুহুঁ ভেল ভোর।
বোলইতে বয়নে উগয়ে নাহি বোল ॥
পুরল দুহুঁক মনোরথ সিন্ধু।
উছলিত ভেল তহি স্বেদ বিন্দু বিন্দু ॥
দুহুঁক পরশ-রসে দুহুঁ উমতায়।
জ্ঞানদাস কহ মদন সহায় ॥

(তক ১২৯৪ র ১১১ পা ৯২ ল ২২৬ ক ১৪৭)

টীকা—

শ্যামর সকল কলারস সীম ইত্যাদি—শ্যামচন্দ্র সকল কলারসের শেষ সীমা পর্যন্ত আয়ত্ত করিয়াছেন, আর গৌরী-নাগরী রাধা কত গুণে গরিয়সী।

(৩৪৯)

কুঞ্জ-কুটীর কুসুম নব পল্লব
ভ্রমরা ভ্রমরি কত রঙ্গে।
সারি নারি শুক পুরুখ যোড়ে যোড়ে
মউর মউরি কত সঙ্গে।
ভুবনে অনুপ রাস রস অতি মোহন
ষড় ঋতু নব নিতি নিতি।
রাই কানু তাহে নিতি নব নিরবাহে
খেনে খেনে নবিন পিরিতি ॥
নয়নে নয়নে রস পরশিতে গুণ দশ
বিহসিতে শত গুণ রঙ্গ।
খেনে খেনে হৃদয়ে হৃদয় পরশাইতে
ভাবে ভরয়ে দুহুঁ অঙ্গ ॥
নাচত গাওত কোই কোই বাওত
বিলসিতে বিগলিত বেশ।
জ্ঞানদাস কহ আবেশে অবশ তনু
তাহে কত কেলি-বিশেষ ॥

(তক ১২৯৫, র ১২৯, প্রা ৯১, ল ২২৬, ক ১৪৮)

টীকা—

ষড়ঋতু নব নিতি নিতি—রাসের সময় যেন ছয়ঋতু নিত্য নূতন হইয়া উপস্থিত হইল।

(৩৫০)

(বিনদিনি রাধা নব নাগর কান।
নটন বিলাস-উলাস পুলক-তনু
এক শকতি দুই একই পরাণ (১) ॥)
একে নব কুঞ্জ কুসুম অতি মনহর
ভ্রমরা ভ্রমরিগণ গাওয়ে রসাল।
রতনক দীপ নীপ পর হিমকর
মদনদেব(২) মোহন নটরাজ ॥
বাজত বলয় নূপুর মণি-কিঙ্কিনি
শ্যাম-বামে রহু গোরি কিশোরি।
ভুজ দুহুঁ দুহুঁক কান্ধ পর শোভই
নব বারিদে জনু বিনদ বিজুরি ॥
মৃদু মধুরস্মিত মিলিত দৃগঞ্চল
আনন্দে হেরি দুহুঁ দুহুঁক বয়ান।
অখিল ভুবন সুখ-সাগরে শূতল
জ্ঞানদাস চিতে ঐছন ভান ॥

(তক ১২৮৮, র ১২৭, ক ১৪৪)

(১) ‘পদকল্পতরু’তে বন্ধনীর ভিতরকার অংশ প্রথমে আছে, কিন্তু ‘ক’ তে প্রথম কলির পরে আছে। (২) মদন দেবি।

টীকা—

নব বারিদে জনু বিনদ বিজুরি—নবমেঘে যেন সুন্দর বিদ্যুৎ খেলা করিতেছে।

(৩৫১)

নাগরি নাগর শ্যাম(১) রসরাজে।
রঙ্গে মিলল দুহুঁ মণ্ডলি মাঝে ॥
অতিরসে পুলকিত অঙ্গ।
উপজত কত কত মদন-তরঙ্গ ॥
বিগলিত কেশ বেশ ভেল ভঙ্গ।
রতি-রস-আবেশে বাঢ়ল দুহুঁ রঙ্গ ॥
রাসে রসিকবর বিলসই রাধা।
গৌর আধ তনু শ্যামর আধা ॥
দুহুঁ সুখে আপনে নাহি রস-ওর।
হেম মরকত জনু লাগল জোর ॥
ভুজে ভুজে বেড়ি অধর-রস নেল।
দুহুঁ মুখ-চাঁদে দুহুঁ চুম্বন দেল (২) ॥
দুহুঁক মরম দুহুঁ জানল ভাল।
জ্ঞানদাস কহে মদন দালাল ॥

(তরু ১২৮৫, ক ১৪৪, র ১৩০ প্রা ৯১ ল ২২৬)

পাঠান্তর—ক
(১) রাই। (২) কেল।

(৩৫২)

যত নারীকুল বিরহে আকুল
ধৈরজ ধরিতে নারে
রসিক নাগর বুঝিয়া অন্তর
দাঁড়াইল যমুনা ধারে ॥
কদম্বের তলে বসি কোন ছলে
মৃদু মৃদু বায়ে বাঁশী।
শুনিতে শ্রবণে ব্রজ-বধূ গণে
তাহাই মিলল আসি ॥
মরণ শরীরে পরাণ পাইল
ঐছন সবহুঁ ভেলি।
বন-দাবানলে পুড়িয়া যেমন
অমিয়া সায়রে কেলি (১) ॥
চাতকিনী-গণ হেরি নব-ঘন
মনের আনন্দে ভাসে।
জিনি শশধর বদন সুন্দর
চকোরিনী চারি পাশে ॥
বিরহে তাপিত ভেল তিরপিত
বরিখে অমিয়া-রাশি ॥
জ্ঞানদাস কহে শ্যামের বদনে
আধ ঈষত হাসি ॥

(তরু ১২৬৫ র ১১৩, প্রা ৮৬ ক ১৪১)

পাঠান্তর—ক
(১) মেলি।

টীকা—
বায়ে—বাজায়।
মরণশরীরে—মৃতদেহ যেন।

জিনি শশধর বদন সুন্দর—শ্যামের সুন্দর বদন চন্দ্রকে পরাজিত করে। গোপীরা চকোরিনীর ন্যায় চারি পাশে রহিয়াছে।

(৩৫৩)

মনমথ-যন্ত্র সুধীর সুনায়রি (১)
শ্যাম সুন্দর রস-সীম।
সব বৈচিত্র-কলা-রস চাতুরি
নাগরি গুণ-গরীম ॥
বিলসই রাসে রসিকবর কান।
রাই বিনোদিনি শোভই বাম ॥
নয়নক অঞ্জন কানু-কৃত রেখহি
রাই তাহি ভেল ভার।
প্রেমে পরশ-রস (২) লিলা-রস লহরি
দুহু তনু ভাবে উজোর ॥

চঞ্চল চারু চিকুরে শিখি-চন্দ্রক
সুন্দর সিন্দুর দাগ।
দুহুঁক হৃদয়ে উদয় সুখ-সম্পদ
জ্ঞান কহে ধনি অনুরাগ ॥

(তরু ১২৮৪, র ১২২, প্রা ৮৯, ল ২২৪, ক ১৪১)

পাঠান্তর—ক

(১) সুনায়র। (২) প্রেম-পরশ রস।

টীকা—

নয়নক অঞ্জন কানু-কৃত রেখহি ইত্যাদি—কানাই রাধার নয়নে অঞ্জনের রেখা আঁকিয়া দিয়াছেন, সেই আনন্দে রাধা বিভোর হইয়াছেন।

(৩৫৪)

চন্দন চান্দ কুসুম নব কিশলয়
মন্দ পবন পিকু-রাব।
বরিহা কপোত জোরে জোরে নাচত
চীতক নিজ পরথাব ॥
ভালিরে ভালি অভিনব মদন-সমাজে।
রাধা রসবতি অতি রসে আরতি
কানু রসিক-বর রাজে ॥
কুসুমিত কুঞ্জহি রঞ্জন মনসিজ
নব নব রঙ্গিনি মেলি।
রসময় ভৃঙ্গ কতহুঁ রস মধুকরি
ভ্রমি ভ্রমি করু রস-কেলি ॥
ধনিরে ধনিরে ধনি দুহুঁ রূপ লাবণি
ধনি বৈদগধি কত ভাতি।
আর কে কহুঁ কত দুহুঁ রসে উনমত
জ্ঞান কহে নাহি দিন রাতি ॥

(তরু ১২৮৩, র ১২২ প্রা ৮৯ ল ২২৩, ক ১৪২)

টীকা—

কুঞ্জে চন্দনের গন্ধ, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, কুসুমদল, নব পল্লব রহিয়াছে, সেখানে মৃদুমন্দ বায়ু বহিতেছে, কোকিল গাহিতেছে এবং ময়ূর ও কপোত যুগলে নাচিতেছে। তাহাদের চিত্তে নিজ হইতেই (পরথাব—প্রসঙ্গ) আনন্দ হইয়াছে।

(৩৫৫)

পহিলে প্যারী, পদুমিনী ধনি,
কঙ্কণে ধরু তাল।
কৈছে নাচলি, নাচহ দেখি,
এত মুরলীতে নহে গান ॥
বিনোদ ময়ুরের, পাখাটি লইয়া,
শিরপরে নহে বাঁধা।
কদম্ব-তলায়, ত্রিভঙ্গ হইয়া,
পায়ে পায়ে নহে ছাঁদা ॥
পরের রমণী, ঘাটে মাঠে পেয়ে,
দান সাধা এত নয়।
কঙ্কণের তালে, তাল মিশাইয়ে,
নাচিতে পারিলে হয় ॥
বয়ানে হাস মধুর ভাষ
বোলত সব সখি।
জ্ঞানদাস বলে কঙ্কণতালে
একবার নাচত পিয়া দেখি।

(মাধুরী ৩।৫২১, ক ১৫০)

পদামৃত মাধুরীতে পদটির ভনিতা নাই।

টীকা—

প্যারী পদুমিনী—কমলিনীতুল্যা রাধাপিয়ারী।

কঙ্কণে ধরু তাল—কঙ্কণ বাজাইয়া তাল ধরিলেন।

মুরলীতে নহে গান—এ মুরলী বাজাইয়া গান করার মতন সহজ নহে।

(৩৫৬)

দৃমিকি দৃমিকি তাতা থৈয়া থৈয়া মাদল মৃদঙ্গ বাজে।
চৌদিগে গোপিনী মঙ্গল গাওত মাঝে শ্যাম নগর
সাজে ॥

রবাব দোতারা, বাজে স্বপ্তস্বরা, সুঘন রমণী হাতে।
মরুজা মন্দিরা ডম্ফখঞ্জরি সুমেলি করিয়া তাথে ॥
কিশোরা কিশোরী নাচে ফিরি ফিরি ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম।
বলয়া কিঙ্কিনি করে রণরণি রাই নাচে শ্যাম বাম ॥
দেই করতালি, বলে ভালি ভালি গাওত মধু রসাল।
জ্ঞানদাস চিত হয়্যা উনমত সঙ্গে ধরে চলু তাল ॥

(সজনী ৯৭ পৃঃ এবং ১২৪)

টীকা—

রবাব—রুদ্রবীণা।

সুঘন রমণী হাতে—রমণীরা ঘন হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের হাতে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র।

(৩৫৭)

কলপ তরুর ছায় মদনমোহন রায়
বামে ধনি উজোর বদন।
বিজুরি জিনিয়া গা ঠমকি ফেলিছে পা
গোপী নাচে কর‍্যাছে মগন ॥
নানা তানা নানা নানা গান করে গোপী সব
মৃদঙ্গ বাজয়ে অনুপাম।
রাধার বদন হেরি অতি রসে ফিরি ফিরি
নাচত নবঘন শ্যাম ॥
আনন্দে নাহিক ওর সব সখিগণ ভোর
কুন্দলতা আনন্দে হিল্লোল।
দুহুঁ দুহাঁর মুখ হেরি নাচত ফিরি ফিরি
জলধরে বিজুরি উজোর ॥
আজু কুঞ্জে নব রাস দুহুঁ দুহাঁর মুখে হাস
প্রেমানন্দে হল্য বরিষণ।
জ্ঞানদাসেতে ভনে বড় হরষিত মনে
ভাসিতে লাগিল বৃন্দাবন ॥

(ক, বি, ৩৪০৮ পুথি)

(৩৫৮)

নিকুঞ্জ বিজই শ্যাম রাধিকার সাথে।
রসের দীপিকা জ্বলে ললিতার হাথে ॥
আগে শ্যাম মাঝে রাই গমন মাধুরি।
তার পিছে দীপ হাতে ললিতা সুন্দরি
আগমনে উত্তরিল যমুনার কুলে।
নাসিকা মাতিয়া গেল নানা গন্ধ ফুলে
ফুল তুলিবারে কৃষ্ণ তরু পানে চায়।
সে ফুল পড়য়ে আসি রাধিকার পায় ॥
রাধার মনের মান ভাঙ্গিবাব তরে।
পথে ফুল বিছাইয়া দিলেন নাগরে ॥
ফুলের উপবে রাই চরণ দিঞা যায়।
ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে নাগরের গায় ॥
বৃন্দাবনে রসরঙ্গে আনন্দে মগন।
জ্ঞানদাসেতে মাগে চরণে শরণ ॥

(সজনী ৪৭—৪৮)

টীকা—

বিজই—গমন করে।

রসের দীপিকা—সুন্দর মশাল।

(৩৫৯)

সুন্দর বদন সুধাকর নিরমল
চন্দন তিলক উজোর।
পুন নিকর নীর কত বরণ হি
কাঞ্চন গোর ॥
অপরূপ রূপ গৌরচন্দ্র নটরাজে।
সঙ্গীত রাস রঙ্গে সব সহচর
বিহরই নবদ্বিপ মাঝে ॥
প্রভুর কমল বিমল দুহুঁ লোচন
তাহে ঝরই জলধারা।
জনু যুগ-খঞ্জন ভোরে ভুজল পুন
উগরই মতিমহারা ॥

হাস-প্রকাশ মিলিত মধু-বাদর স্বেদ-সুধাকর
রসময় অঙ্গে।
জ্ঞানদাস কহে জগজন কান্দএ
বুঝই না পারই রঙ্গে॥
(ক ৩০০ পৃঃ)

মন্তব্য—এটি রাসের গৌরচন্দ্রিকা রূপে রচিত হইয়াছিল মনে হয়।

টীকা—

জনু যুগ খঞ্জন ভোরে—প্রভুর লোচন হইতে জলধারা প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া মনে হয় যেন সকালে খঞ্জনযুগল জল খাইয়া মতির মালা (অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারা যেন মালার আকার ধারণ করিয়াছে) উদ্গীরণ করিতেছে।

(৩৬০)

রাধা কানু বিলসই নিকুঞ্জ ভবনে।
নয়ানে নয়নে দুহুঁ বয়ানে বয়ানে॥
দুখ সঞে সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর।
হের দেখ এ সখি শ্যাম কিশোর॥
জ্ঞানদাস কহে সুরস সার।
যুগল মিলন রসের সার॥
(প্রা ৭৭)

(৩৬১)

বিহরতি রাসে রসিক বলরাম।
রূপ হেরি মুরছিত কত শত কাম
কত শত নব নাগরী অনুপাম।
অবিরত সেবই পুরু মন কাম॥
সিত কলেবর মনোহর ধাম।
জগজন রমইতে যাকর নাম॥
তাই(১) রস-আবেশে ভঙ্গী সুঠাম।
কি কহব জ্ঞান পহুক গুণ গ্রাম॥
(লহরী ১২৯, ক ১৫২)

পাঠান্তর—ক
(১) তঁহি।

টীকা—
সিত—শুভ্র।

ভাগবতে ১০।৩৪ এবং ১০।৬৫ অধ্যায়ে বলরামের রাস বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস লিখিযাছেন—

মূর্খদোষে কেহো কেহো না দেখি পুরাণ।
বলরাম রাস-ক্রীডা করে অপ্রমাণ॥
এক ঠাঁই দুই ভাই গোপিকা-সমাজে।
করিলেন রাসক্রীড়া বৃন্দাবন মাঝে॥ (১।১। চৈঃ ভাঃ)

নিত্যানন্দের রাসক্রীডা অশাস্ত্রীয় নহে ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই বৃন্দাবন দাস এই প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলেন। জ্ঞানদাসও সেইজন্য বলরামের রাসের পদ লিখিয়াছেন।

১৬। বংশী শিক্ষা

(৩৬২)

গৃহমাঝে গৃহকর্ম্ম করে বিনোদিনী।
শুনিয়া মুরলী-ধ্বনি হেন বিরহিনী॥
রাধা বলি শ্যামের বাঁশি ডাকে ঘনে ঘনে।
উচাটন করে মন ধৈরজ না মানে॥
যতছিল গৃহকর্ম্ম করিল তুবিতে।
অনুক্ষণ লয় মন শ্যামের পিরিতে॥
ললিতা ডাকিয়া রাই কহিল যতনে।
আজু শিখিব বাঁশী মধুর বৃন্দাবনে॥
সকল গোপিনী এবে হইল মিলন।
কুলে তিলাঞ্জলি দিয়া করিল গমন॥
আলসে ললিতা অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
পদ আধ চলে রাই পড়ে মুরছিয়া॥
খেণেকে ধরণী ধরিয়া থাকে।
শ্যাম কতদূরে বলিয়া ডাকে॥
ললিতা রহই রাইয়ের পাশে।
নিকটে শ্যাম অঙ্গের সৌরভ আইসে॥
নিকটে সৌরভ অঙ্গের পায়্যা।
কুঞ্জর গমনে চলল ধায়্যা॥
প্রবেশ করল শ্রীবৃন্দাবনে।
জ্ঞানদাস কহে মিলে দুজনে॥

(ক. বি. ৩৩৬ (১২ পত্র)

টীকা—

হেন বিরহিনী—শ্রীরাধা বংশীধ্বনি শুনিয়া বিরহিনীর আকুল হইলেন।

খেণেকে ধরণী ধরিয়া থাকে—কিছুক্ষণ মাটি আঁকড়াইয়া বসিয়া দম লযেন।

কুঞ্জরগমনে—গজগমনে।

(৩৬৩)

বহু দিন সাধ আছে হে হরি।
বাজাইতে মোহন মুরলী॥
মম বাসভূষা লহ তুমি।
তো ভূষণ দেহ গুণমণি॥
তুমি লেহ মোর নীল সাড়ী।
তব পীতধড়া দেহ পরি॥
মোর গজমতি হার লেহ।
গুঞ্জমালা মোরে দেহ॥
দেহ মোরে চূড়াটি বাঁধিয়া।
করবী বন্ধন এলাইয়া॥
তুমি লেহ সিন্দুর কপালে।
আমার চন্দন দেহ ভালে॥
শুনিয়া কহয়ে বংশীধারী।
শুন শুন ওহে প্রাণেশ্বরী॥
এস করি বেশ বিরচন।
জ্ঞানদাস আনন্দে মগন॥

(রাখাল ১৮৭ পৃঃ)

টীকা—

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মতন বেশ করিয়া বাঁশী বাজাইবেন।

গুঞ্জমালা—কুঁচের মালা।

(৩৬৪)

বন্ধু (১) ঘরে হইতে শুনিয়াছি মুরলীর গান।
আহিরী রমণী কুলে দিল সমাধান॥

হরিল সবার মন মুরলীর তানে।
সতী কুলবতী হেন বধিলে পরাণে॥
তোমার মুরলীরব শুনিয়া শ্রবণে।
যুবতী তেজিয়া পতি প্রবেশে কাননে॥
অপরূপ শুনিয়াছি মুরলীর নাদ।
শিখিব বিনোদ বাঁশি করিয়াছি সাধ॥
শিখাও পরাণ-বন্ধু যতনে শিখিব।
জানাইয়া দেহ ফুক মুরলীতে দিব॥
অঙ্গুলী লোলায়ে বঁধু দেহ হাতে হাত।
বাজাইতে শিখাইয়া দেহ প্রাণনাথ॥
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে নিশ্চয় করিয়া।
জ্ঞানদাস কহে বাঁশি দেহ শিখাইয়া॥

(মাধুরী ৩।৪২৮, লহরী ১০৫, ক ১২৫)

পাঠান্তর—

'বন্ধু' শব্দ 'ক' তে নাই।

টীকা—

লোলায়ে—চঞ্চল করিয়া (দ্রুতবেগে বাঁশীর উপর চালাইয়া)।

(৩৬৪ ক)

মুরলী করাহ উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা-রবে নাচে ময়ুরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় এককালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলফলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চমস্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহয়ে হাসি হাসি।
রাধা রাধা বলি মোর বাজিবেক বাঁশি॥

(র ১০৮, প্রা ১৪৮, ল ১০২, ব ১২৫)

রবীন্দ্রনাথ এই পদটী অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছেন—

"সৌন্দর্য্য-স্বরূপের হাতে সমস্ত জগতই একটি বাঁশী। ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি নিশ্বাস পুরিতেছেন ও ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন নূতন স্বর উঠিতেছে। মানুষের মন আর কি ঘরে থাকে; তাই সে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইতে চায়। সৌন্দর্য্যই তাঁহার আহ্বান গান। সৌন্দর্য্যই সেই দৈববাণী। কদম্বফুল তাঁহার বাঁশীর স্বর, বসন্ত ঋতু তাঁহার বাঁশীর স্বর, কোকিলের পঞ্চম তান তাঁহার বাঁশীর স্বর। সে বাঁশীর স্বর কি বলিতেছে! জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছে রাধে, তুমি আমার—আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিযা ডাকিতেছেন।" (হিতবাদী সংস্করণ রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী পৃঃ ১১৭০)

(৩৬৫)

মুরলী শিখিবে যদি বিনোদিনী রাই।
সোনার বরণ শশীমুখে কভু বাজে নাই (১)॥
সোনার বরণ রাই (তুমি) হও দেখি কাল।
পীতধড়া পরহ কাঁচলি টানি ফেল॥
সোণার বরণ আমি কাল হইতে পারি।
তোমার মত(২) নিলাজ(৩) হইতে নাহি পারি॥
তুমি যেমন, চূড়া তেমন, বাঁশী তেমন কয়।
অবিরত রমণী-মণ্ডলে লাজ হয়॥
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে নিশ্চয় করিয়া।
জ্ঞানদাসের মনে রহিল জাগিয়া॥

(মাধুরী ৩।৪৩১, ক ১২৬)

পাঠান্তর—ক

(১) সোনার বরণে বাঁশী কভু কাজ নাই। (২) তোমা হেন। (৩) নিলাজি।

টীকা—

সোনার বরণ শশীমুখে কভু বাজে নাই—বাঁশী কালো মুখেই বাজে, স্বর্ণবর্ণ চাঁদমুখে কখনও বাজে না।

(৩৬৬)

মুরলী শিখিবে রাধে শিখাব মনের সাধে
যে বোল বলিয়ে শুন ধনি।
ছাড়হ নারীর বেশ উভ করি বাঁধ কেশ
বামে চূড়া করহ টালনি॥
ঘুচাহ সিন্দুরের ঘটা পরহ বিনোদ ফোঁটা
দূরে রাখ নাসার বেশরে।
কাঁচলি ঘুচাইয়া ফেল মৃগমদে হও কাল
তবে বাঁশী বাজিবে অধরে॥
(লেহ মোর পীত ধড়া পর আঁটি কটীবেড়া
অঙ্গুলী লোলান শিখাইব।
তুয়া নাম গুণ রাই যে রন্ধ্রে সদাই গাই
একে একে জানাইয়া দিব॥
গৌর অঙ্গুলি তোর সোনা বান্ধা বাঁশী মোর
ধর দেখি রন্ধ্রের মাঝে মাঝে।
তিন ঠাঁই হও বাঁকা পাঁচনিতে দেও ঠেকা
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে (১)॥)
রাই কহে বনমালী বান্ধ চূড়া উভ করি
আপনার বন্ধন সমান।
বাঁশি দেও মোর হাত জানাইয়া দেহ নাথ
যে রন্ধ্রে আপনি কর গান॥
এলাইয়ে কবরী ছান্দ চূড়া বান্ধে শ্যাম চান্দ
রাই অঙ্গ করে ঝলমল।
কহয়ে জ্ঞানদাসে (২) বাঁশী শিখিবে বন্ধু পাশে
মুরলী করিয়ে করতল॥

(মাধুরী ৩।৪৩৩, ক ১২৬)

পাঠান্তর—ক

(১) বন্ধনীর ভিতরের অংশ 'ক' তে নাই।

(২) জ্ঞানদাস কহে বাণী, বাঁশী শিখ কমলিনী।

(৩৬৭)

কহে পহুঁ বংশীধর, মোর পীতবাস পর,
গৌর অঙ্গে মাখহ কস্তুরী।
শ্রবণে কুণ্ডল দিল, বনমালা পরাইল,
চূড়া বাঁধে এলায়া কবরী॥
গৌর অঙ্গুলি তোর, সোনা বাঁধা বাঁশী মোর,
ধর দেখি রন্ধ্র রন্ধ্র মাঝে।
চরণে চরণ রাখ, কদম্ব হিলান থাক,
তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে।
মুরলী অধরে লেহ, এই রন্ধ্রে ফুক দেহ,
অঙ্গুলী লোলায়া দিব আমি॥
জ্ঞানদাস এই রটে, যা বলিলা তাই বটে
ত্রিভঙ্গ হইতে পার তুমি।

(ল ২২০, রাখাল ১৮৮, ক ১২৭)

পাঠান্তর—ক

'ক' তে আরম্ভ—

ধরবা ধরবা ধর মোর পীতবাস পর,
গৌরী অঙ্গে মাখহ কস্তুরি।

(৩৬৮)

মুরলী শিখিলা(১) রাধে গাও দেখি শুনি।
নানা রাগ আলাপনে মিশায়ে রাগিনী॥
হাসি হাসি বিনোদিনী বাঁশী নিল করে।
প্রণাম করিয়া শ্যামে বাজায় অধরে॥

শ্যাম নটবর তাহে নাগরি মিশালে।
সুখময় শ্যামরায় বলে ভালে ভালে॥
মায়ুর মঙ্গল আর গায়ত পাহিড়া।
সুহই ধানশী আর দীপক সিন্ধুড়া॥
রাগরাগিণী শুনি মোহিত নাগর।
শুনিয়া দিলেন তারে হার মনোহর॥
জ্ঞানদাসে কহে রাই এখনি শিখিলা।
ভুবন-মোহিনী রাধে বাঁশি বাজাইলা॥

(মাধুরী ৩।৪৩৭, ক ১২৭)

পাঠান্তর—ক

(১) শিখিবে।

মায়ুর—মায়ূরী রাগিণী—হিন্দোল রাগের প্রথমা ভার্য্যা।
মঙ্গল—পঞ্চম রাগকে মঙ্গলরাগ বলে।
পাহিড়া—হিন্দোল রাগের চতুর্থী ভার্য্যা।

(৩৬৯)

নিকুঞ্জ মন্দিরে দেখ অদভুত রঙ্গ।
দুহুঁ শিরে শোভে চূড়া দোঁহেই ত্রিভঙ্গ॥
রাই শিখয়ে বাঁশী নাগর শিখায়।
এক বাঁশী আধ আধ ধবিল দোঁহায়॥
রাই ভেল বিনোদ মুবলী-শ্রুতিধর।
অঙ্গুলি লোলায়ে ভেদ জানাইছে নাগর॥
শ্যাম কহে বাজাও দেখি বিনোদিনী রাই।
যেই নামে উপাসনা সদাই ধেয়াই॥
নিজ নাম রাই বাঁশী পুরিল অধরে।
শ্যাম নাম ডাকিছে আপন বামা স্বরে॥
রাই কহে নিজ নাম বাজাও দেখি শ্যাম।
তোমার মুখে তোমার বাঁশী কেমন অনুপাম॥
নিজ নাম শ্যাম তখন বাঁশী পুরে আধা।
নাহি বাজে শ্যাম নাম(১) বাজে রাধা রাধা॥
ফিরিয়া আপন নাম বাজাইতে চায়।
শ্যামের মুখে শ্যামের বাঁশী রাধাগুণ গায়॥
রাই কহে এক রন্ধ্রে দোঁহে দিব ফুক।
না জানি কেমন বাজে দেখিব কৌতুক॥
এক রন্ধ্রে ফুক তবে দেয় রাধা কানু।
রাধা শ্যাম দুটী নাম বাজে ভিন্নু ভিন্নু॥
রসের হিলোল উঠে দোহাকার গানে।
মোহিল সভার মন মুরলীর তানে॥
গান শুনি শারী শুক কোকিলা আনন্দ।
তরুলতা কুসুমে ঝরয়ে মকরন্দ॥
জ্ঞানদাস কহয়ে বিরিঞ্চি অগোচরী।
লীলায়ে বিহরে দোঁহে কিশোরা কিশোরী॥

(মাধুরী ৩।৪৩৫, ৪৩৬, ক ১২৮ প্রথমার্দ্ধ মাত্র)

পাঠান্তর—ক

(১) জ্ঞানদাসে কহে বাঁশী।

টীকা—

মুরলী—শ্রুতিধর—মুরলীর ধ্বনি একবার শুনিয়াই ঠিক সেই রকম করিয়া বাজাইতে পারিলেন।

অঙ্গুলি লোলায়ে—অঙ্গুলি হেলন করিয়া।

১৭। বসন্ত বিহার ও হোলি

(৩৭০)

আওত রে ঋতুরাজ বসন্ত।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত॥
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব।
মদন-মহোৎসব পিকুকুল রাব॥
দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর।
শীত ভীত রহু শীখর-কোর॥
মলয়জ পবন সহিতে ভেল মীত।
নিরখি নিশাকর যুবজন-হীত॥
সরবর-সরসিজ শ্যামর লেহা।
জ্ঞানদাস কহে রস নিরবাহা॥

(ব ৩০ (৬) তক ১৪২৯, র ১১১, ক ১৩১)

টীকা—

শীত ভীত রহু শীখর-কোর—সূর্য্য নিজে শীতের ভয়ে গিরিচূড়ার কোলে রহিলেন।

মীত—মিত্রতা।

যুবজনহীত—চন্দ্র যুবক যুবতীদের হিতকর।

(৩৭১)

মলয়জ পবন— পরশে পিক কুহরই
শুনি উলসিত ব্রজ-নারী।
উলসিত পুলকিত সবহুঁ লতা তরু
মদন ভেল অধিকারী॥
মুকুলিত চূত দূত ভেল ষটপদ
শবদহিঁ দেল বাধাই
সন্ত বসন্ত পূজায়ল ঘরে ঘরে
জগ-জনে আনন্দ বাঢ়াই
চাতক পাত্র কপোত শিখশুক
দুহুঁজন লিখন বুঝাই।
দ্বিজবর সন্ত বিহঙ্গ শূক-মুখে
পঞ্চম বেদ পঢ়াই॥
কুঞ্জলতা পর সাজল ঋতু-পতি
বহুবিধ চিত্র বিধানে।
কুসুম বিকাশল রাস-স্থল ঝলমল
কানু শুনল নিজ কাণে॥
মাধবি মধুমতি বিমল চন্দ্র মুখি
সভাকারে কহবি বুঝাই।
রস-পরধান নারি যাহাঁ বৈঠয়ে
সুন্দরি বসবতি বাই॥
ইহ মৃদু বচন শুনিয়া রসদায়িনি
দূতী চললি উলাসে।
গুরুয়া গমনেত চলিতে না দেখে পথ
সবহুঁ কহল ধনি পাশে॥
শুনহ বচন মোর কানু পাঠাওল
মোহে কহলি নিজ কাজে।
শ্যাম সুঘড় নাগর-রস-শেখর
রাস করব বন মাঝে॥
দূতিক বোলে দোলে ঘন অন্তর
আনন্দে ঝরে দুই আঁখি।
রাধা সুমুখি সফল তনু মানই
পুন পুন কহ চল দেখি

যতনহুঁ আননে আন না বোলয়ে
স্বপনে নাহি আন ভান।
রাতি দিবস ধনি আন না ভাবই
নয়নে না হেরই আন ॥
কুঙ্কুম কস্তুরি চন্দন কেশর ভরি
কুচযুগ শোভিত হারে।
বেশ বনাওল যো যাঁহা সাজল
ঐছন চলল বিহারে ॥
রঙ্গিণি সঙ্গে চললি ধনি সুন্দরি
সঙ্গিত সঞ্চরু লাই।
নব অনুরাগে জাগি রূপ অন্তরে
সভে মেলি শ্যামর গাই ॥
সব নব নাগরি বর-রসে আগরি
রস ভরে চলই না পারি।
গুরুয়া নিতম্ব ভরে অঙ্গ করে টলমল
হেরইতে কত মনহারী ॥
দুহুঁক দুলহ দুহুঁ দরশনে পহিলহি
আধ নয়ন—অরবিন্দ।
দুহুঁ তনু পুলকিত ইষদবলোকিত
বাঢ়ল কতই আনন্দ ॥
পহিলহি হাস সম্ভাষ মধুর দিঠে
পরশিতে প্রেম—তরঙ্গ।
কেলি-কলা কত দুহুঁ রসে উনমত
ভাবে ভরল দুহুঁ অঙ্গ ॥
নয়নে নয়ান ঢুলাঢুলি উরে উরে
অধরে অমিয়া-রস নেল।
রাস বিলাস শ্বাস বহ ঘন ঘন
ঘামে তিলক বহি গেল ॥
বিগলিত কেশ কুসুম শিখি-চন্দ্রক
বেশ ভূষণ ভেল আন।
দুহুঁক মনোরথ পরিপুরিত ভেল
দুহুঁ ভেল অভেদ পরাণ ॥
ধনি বৃন্দাবন ধনি রঙ্গিনিগণ
ধনি রাস-রসময় কান।
ধনি ধনি সরস কলারস ঋতুপতি
জ্ঞানদাস গুণগান ॥

(তক ১৪৯২, র ১১৭, ক ১৩৪—৩৫)

টীকা—

বসন্ত আগমনে প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে। বসন্তকে যেন রাজপদে অভিষিক্ত করা হইল—তিনি আবার শুধু রাজা নহেন—'সন্ত বসন্ত'—সাধু বসন্ত।

চাতক হইলেন তাঁহার অমাত্য। কপোত ও ময়ুর তাঁহার লেখক (কায়স্থ) কর্ম্মচারী। শুক পাখী (টিয়া) দ্বিজবর এবং সন্ত, সে পঞ্চম বেদ (প্রেম শাস্ত্র) পড়াইতেছে।

চিত্রবিধানে—বিচিত্ররূপে।

রস পরধান নারি যাঁহা বৈঠয়ে—রসপ্রধানা নারী যেখানে বসে।

সুঘড—সুন্দর, সুচতুর।

ধনি বৃন্দাবন—বৃন্দাবন ধন্য।

(৩৭২)

নব মধুমাস কুসুমময় গন্ধ।
রজনি উজোরল গগনহি চন্দ ॥
মলয়-পবন বহে সৌরভ মেলি।
কোকিল রাব ভ্রমর করু কেলি ॥
ঐছে রজনি হেরি রসবতি রাই।
সহচরি সহ নিজ বেশ বনাই ॥

অবহিঁ চললি ধনি কালিন্দি তীর।
অপরূপ শোভন ধীর-সমীর॥
সখিগণ সহ তহিঁ মীলল কান।
দুহুঁজন হেরই দুহুঁক বয়ান॥
দুহুঁ মুখ হেরইতে মৃদু মৃদু হাস।
জ্ঞানদাস কহে দুহুঁক বিলাস॥

(তক ১৫১৫, র ১১১, ক ৯৯)

টীকা—

ধীরসমীর—কেশীঘাটের পূর্ব্বে অবস্থিত। জয়দেবও "ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী" লিখিয়াছেন।

(৩৭৩)

মধুর যামিনি কাম কামিনি
বিহরে কালিন্দি-তীর।
কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কৃত
বদত কীর সুধীর॥
রাধা মাধব সঙ্গ।
সঙ্গে সহচরি নাচয়ে ফিরি ফিরি
গাওয়ে রস-পরসঙ্গ॥ ধ্রু॥
করহি বন্ধন ঝমকে কঙ্কণ
চরণে মঞ্জির রোল।
কটিতে কিঙ্কিণি বাজয়ে কিনি কিনি
গণ্ডে কুণ্ডল দোল॥
রাই নাচত কতহুঁ রসভৃত
কানু কত কত গাওই।
সবহুঁ সখি মেলি রচয়ে মণ্ডলি
জ্ঞানদাস মতি ভাওই॥

(তক ১৫১৬, র ১১৭, ক ১১৬)

টীকা—

বদত কীর সুধীর—ধীরচরিত্র টিয়াপাখী কথা বলিতেছে।
রসভৃত—রসপূর্ণ।

(৩৭৩)

শ্যাম মনোহর সুন্দরি সঙ্গ।
দুহেঁ দুহাঁ হেরি হেরি করু কত রঙ্গ॥
নব মধুমাসে নিধুবন সাজ।
দুহুঁ সুখ-মঞ্জুল কুঞ্জ বিরাজ॥
রাধামাধব রতি-রস কেলি।
বিদগধ নাগর বৈদগ্ধি মেলি॥
দৃঢ় পরিরম্ভণ পুলক ভুজ দণ্ড।
চুম্বনে লুবধল দুহুঁজন গণ্ড॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁজন পীব।
উৎপলে পুজত হেমক শীব॥
আবৃত নায়রি আবৃত কান।
অতিবসে ভেল অবশ পাঁচবাণ॥
দুহুঁ গুণ-রূপ-কলা রস সীম।
জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক মহীম॥

(তক ১৫২১, র ৭৪ ক ৯০)

টীকা—

সুখ-মঞ্জুলকুঞ্জ—আনন্দময় ও সুন্দর কুঞ্জে।
উৎপলে পূজত হেমক শীব—পদ্ম দিয়া যেন সোনার শিবকে পূজা করা হইল।

(৩৭৫)

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে।
দোলায়ত সব সখিগণ বহু রঙ্গে॥
ডারত ফাগু দুহু জন অঙ্গে।
হেরইতে দুহুঁ রূপ মুরুছে অনঙ্গে॥
বাওত কত কত যন্ত্র সুতান।
কত কত রাগ-মাল করু গান॥
চন্দন কুঙ্কুম ভরি পিচকারি।
দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি॥

বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ গায়।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়॥
হেম-মরকতে জনু জড়িত পণ্ডার।
তাহে বেঢ়ল গজমোতিম-হার॥
দোলোপরি দুহুঁ নিবিড় বিলাস।
জ্ঞানদাস হেরি পূরয়ে আশ॥

(তরু ১৪৫২, র ১১৬, ক ১৩২)

টীকা—

হেম মরকত জনু জড়িত পণ্ডার—সবুজবর্ণের পান্নার নাম মরকত মণি, সুবর্ণজড়িত পান্নায় যেন আবার প্রবাল জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

(৩৭৬)

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজ-বনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে॥
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরি-অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে॥
ফাগু-রঙ্গে গোপী সব চৌদিগে বেড়িয়া।
শ্যাম-অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া॥
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে।
বৃন্দাবন-তরু-লতা রাতুল বরণে॥
রাঙ্গা ময়ূর নাচে কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়।
রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥
রাঙ্গা বায়ে রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানি।
গগন ভুবন দিগ বিদিগ না জানি॥
রতি জয় রতি জয় দ্বিজকুলে গায়।
জ্ঞানদাস চিত নয়ন জুড়ায়॥

(তরু ১৪৫১, র ১৩২, ক ১৩২)

টীকা—

হোলিখেলায় পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ তরুলতা সবাই লাল হইয়া গিয়াছে।

দ্বিজকুলে গায়—পাখীরা গান করে।

(৩৭৭)

বিহরই নিধুবনে যুগল কিশোর।
ফাগু-রঙ্গে আজি সভে হৈয়াছে বিভোর॥
চুয়া চন্দন ভরি পিচকারি।
শ্যাম-নাগর-অঙ্গে দেওত ডারি॥
ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ মেলি।
রাইক নিয়ড়ে কানু লেই গেলি॥
সব সখী ডারত নাগর অঙ্গে।
নাগর খেলই রাইক সঙ্গে॥
বীণ রবাব মুরজ কপিগাস।
বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥
কোই কোই গাওত নব নব তান।
জ্ঞানদাস হেরি জুড়ায় নয়ান॥

(তরু ১৪৩৫, র ১১৪, ক ১৩১)

টীকা—

দেওত ডারি—ঢালিয়া দিতেছে।
কপিগাস—কপিনাস নামক বাজনা।

(৩৭৮)

হেদে রে শ্যাম নাগর হৈয়ে হারিলে হে।
আহিরী রমণী সঞে হারিলে হে॥
চপল চপল দিঠে সুধামুখী চায়।
চুয়া চন্দন গোরী দেয় শ্যামের গায়॥
ললিতা ললিত হাসি প্রহেলিকা গায়।
আনন্দে বিশাখা সখী মৃদঙ্গ বাজায়॥
রঙ্গভরে রঙ্গদেবী শ্যামেরে শুধায়।
আরবার খেলিবা হোরি গোপিকা সভায়॥
সুদেবী সজল আঁখি নাগরে বুঝায়।
জ্ঞানদাস গোবিন্দের চরণে লোটায়॥

(মাধুরী ৩৬৩৯, ক ১৩৩)

পাঠান্তর—

ক-তে আরম্ভ—চপল চপল দিঠে সুধামুখী চায়।

টীকা—

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকায় শ্রীরাধার সখীদের রূপ গুণ বয়স এবং পিতা-পতি প্রভৃতির পরিচয় নিম্নলিখিতরূপে দিয়াছেন।

(১) ললিতা—পিতা বিশোক, পতি ভৈরব। শ্রীরাধার চেয়ে ২৭ দিনের বড়। বামপ্রখর স্বভাবা। গোরোচনাবর্ণা, ময়ূরপুচ্ছের রংযের সাড়ী পরেন।

(২) বিশাখা—পিতা পাবন, পতি বাহিক। শ্রীরাধার জন্মদিনে জাত। রাধিকার তুল্য স্বভাব। বিদ্যুৎবর্ণা; তারাবলী বসন পরিধান করেন।

(৩) রঙ্গদেবী—পিতা রঙ্গসার, পতি বক্রেক্ষণ। শ্রীরাধার চেয়ে তিনদিনের ছোট। পদ্মফুলের পাঁপড়ির মতন রং, জবাফুলের রংয়ের সাড়ী পরেন।

(৪) সুদেবী—রঙ্গদেবীর যমজ ভগিনী। পতির নাম বক্রেক্ষণ। দুই ভগিনীরই বামপ্রখরা স্বভাব। দুইজনেই এক রকমের সাড়ী পরেন এবং দেখিতে একই রকম।

(৩৭৯)

সুরধুনি-তীরে নব ভাণ্ডির তলে।
বসিয়াছে গোরাচান্দ নিজগণ মেলে ॥
রজনি কৌমুদি আর হিম-ঋতু তায়।
হিম সহ পবন বহয়ে মৃদু বায় ॥
তাহি রচয়ে পহুঁ ললিত শয়ান।
হেরয়ে ঘন ঘন চকিত নয়ান ॥
আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়া উঠয়ে।
বাসক-সজ্জার ভাব জ্ঞানদাস কহে ॥

(তরু ৩২৯, র ২৬০, ক ১০)

টীকা—

ভাণ্ডির তলে—বটবৃক্ষবিশেষের তলে।

রজনি কৌমুদি—জ্যোৎস্না রাত্রি।

আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়া উঠযে—নিজের দেহের ছায়া দেখিয়াই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ বুঝি আসিতেছেন, তাই অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়াইয়া উঠেন।

(৩৮০)

কি লাগি গৌর মোর।
নিজ-রস ভেল ভোর ॥
অবনত করি মুখ।
ভাবয়ে পুরুব-দুখ ॥
বিহি নিকরুণ ভেল।
আধ নিশি বহি গেল ॥
জ্ঞানদাস কহে গোরা।
নিজ-রসে ভেল ভোরা ॥

(তরু ৩১২, র ২৬৩, ক ১০)

টীকা—

নিজরসে ভেল ভোরা—নিজের রসে অর্থাৎ পূর্ব্বলীলার রাধার ভাবে বিহ্বল হইলেন।

(৩৮১)

অপরূপ রাইক চরিত।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে ধনি সাজয়ে
পুন পুন উঠয়ে চকিত ॥ ধ্রু ॥
কিশলয় শেজ বিছায়ই পুন পুন
জারত রতন-প্রদীপ।
তাম্বুল কপুর খপুরে পুন রাখয়ে
বাসিত বারি সমীপ ॥
মলয়জ চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম
লেই পুন তেজত তাই(১)।
সচকিত নয়নে নেহারই দশদিশ
কাতরে সখিমুখ চাই ॥
কিঙ্কিণি কঙ্কণ মণিময় অভরণ
পহিরত তেজত তাই।
সখিগণ হেরি কতহু পরবোধয়ে
জ্ঞানদাস কহ ধাই ॥

(তরু ২৮১, ক ২৬৭)

পাঠান্তর—ক

(১) পুন তেজত পুন লাই।

টীকা—

উঠয়ে চকিত—চমকিয়া উঠে। জারত—জালিয়া দেয়। খপুরে—সুপারি। বাসিত—সুবাসিত, সুগন্ধি।

পহিরত তেজত তাই—একবার পরে, আবার খোলে।

(৩৮২)

বিফলে সাজায়লুঁ কুঞ্জ।
কী ফল উপচার পুঞ্জ ॥
কী ফল অন্ধ সমীপ।
উজোরলুঁ রতন-প্রদীপ ॥
গাথলুঁ মালতী-মাল।
মরমে রহি গেল শাল ॥
কি ফল চতুঃসম গন্ধে।
ভূষণ বেশ সুছন্দে ॥
কাহে আঁনলু সর খীর।
তাম্বুল বাসিত নীর ॥
কাহে উজাগরি রাতি।
জ্ঞানদাস লেউ শাতি ॥

(ক ২৩৯)

টীকা—

উপচারপুঞ্জ—উপভোগের দ্রব্যসমূহ।

চতুঃসম গন্ধে—কর্পূর, চন্দন, কুঙ্কুম ও কস্তরী সমপরিমাণ লইয়া যে গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহা।

কাহে উজাগরি রাতি—কি জন্য রাত্রি জাগিতেছি।

জ্ঞানদাস লেউ শাতি—কবি জ্ঞানদাসই যেন শ্রীরাধাকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ আজ কুঞ্জে আসিবেন ; কাজ যখন আসিলেন না, তখন শ্রীরাধা কবিকে যে শাস্তি উচিত বিবেচনা করেন তাহা দিন্।

(৩৮৩)

এ ঘোর রজনি মেঘ-গরজনি
কেমনে আয়ব পিয়া।
শেজ বিছাইয়া রহিলুঁ বসিয়া
পথ পানে নিরখিয়া ॥
সই কি করব কহ মোরে।
এতহুঁ বিপদ তরিয়া আইলুঁ
নব অনুরাগ ভরে ॥
এহেন রজনি কেমনে গোঙাব
বন্ধুর দরশ বিনে।
বিফল হইল সব মনোরথ
প্রাণ করে উচাটনে ॥
দহয়ে দামিনি ঘন-ঝনঝনি(১)
পরাণ মাঝারে হানে।
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
মিলবি বন্ধুব সনে ॥

(তরু ৩৪৫, র ২০০, ক ২৩৮)

পাঠান্তর—ক

(১) ঘন ঘন

টীকা—

তরিয়া আইলুঁ—উত্তীর্ণ হইয়া আসিলাম (বোধ হয় যমুনা পার হইয়া সঙ্কেত স্থানে অভিসারে আসিয়াছেন)।

দহয়ে দামিনি—বিদ্যুৎ চমকাইতেছে।

ঘন ঝনঝনি—মেঘ ঝনঝন করিয়া শব্দ করিতেছে।

(৩৮৪)

ভাল ভেল(১) মাধব সিদ্ধি ভেল কাজ।
অব হাম বুঝলুঁ বিদগধ-রাজ ॥
নয়নক কাজর অধরহি(২) শোভা।
বান্ধি রহল(৩) অলি অতি মনলোভা ॥
আজু ঝামর অতি শ্যামর অঙ্গ।
যতনে গুপত রহু যামিনি-রঙ্গ ॥
খেণে খেণে নয়ন মুদলি আধ-তারা।
কহইতে বচন রচন আধহারা(৪) ॥
যাবক আধক(৫) উর পর লাগ।
অনুখণ সো ধনি করু অনুরাগ ॥

সুরঙ্গ সিন্দুর-বিন্দু ললিত কপালে।
ধরল প্রবাল জনু তরুণ তমালে॥
ভাবে(৬) পুলকিত তনু রহল সমাধি।
জ্ঞানদাস কহে উপজল আধি॥

(কী ব ২৯ / ২৭১ পত্র, তরু ৩৮৫, র ২০১, ক ২৩৯)

পাঠান্তর—

(১) ভাল হইল—কী। (২) কি মধুর—কী; অধরক—ক। (৩) রাখল—ক; কিন্তু 'কী' তে 'রহল'। (৪) বোলইতে বচন রচন আধহারা—কী। (৫) ধক ধক্—কী। (৬) তাহে—কী।

টীকা—

অব হাম বুঝলুঁ বিদগধ-রাজ—তুমি যে রসিকদের রাজা তাহা এখন খুব বুঝিলাম।

বান্ধি রহল অলি অতি মনলোভা—তোমার নয়নের কজ্জল অধরে লাগিয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যেন তোমার মুখকমলে ভ্রমর বসিয়া অতিশয় মনোহর শোভার সৃষ্টি করিয়াছে।

কহইতে বচন রচন আধহারা—কথা বলিতে বলিতে কথার খেই হারাইয়া ফেলিতেছ।

ধরল প্রবাল জনু তরুণ তমালে—তোমার কপালে সিন্দূরের দাগ দেখিয়া মনে হইতেছে যেন নবীন তমালগাছে (শ্রীকৃষ্ণের দেহ তমালবর্ণের) যেন প্রবাল ফলিযাছে।

আধি—মানসিক ব্যাধি।

(৩৮৫)

(সুন্দরি কাহে কহসি কটুবাণী।
তোহারি চরণ ধরি শপতি করিয়ে কহি
তুহুঁ বিনে আন নাহি জানি(১)॥) ধ্রু॥
তুয়া আশোয়াসে জাগি নিশি বঞ্চলুঁ
তাহে ভেল অরুণ নয়ান।
মৃগমদ বিন্দু অধরে কৈছে লাগল
তাহে ভেল মলিন বয়ান॥
তোহে বিমুখ দেখি ঝুরয়ে যুগল আঁখি
বিদরয়ে পরাণ হামার।
তুহুঁ যদি অভিমানে মোহে উপেখবি
হাম কাঁহা যায়ব আর॥
হামারি মরম তুহুঁ ভাল রিতে জানসি
তব কাহে কহ বিপরীত।
ঐছন বচনে দ্বিগুণ ধনি রোখয়ে
জ্ঞানদাস চিতে ভীত॥

(তরু ৩৭৫, ল ২৫১, র ১০২, ক ২৪০)

পাঠান্তর—ক

(১) পদকল্পতরু ধৃত বন্ধনীর ভিতরকার অংশ 'ক'তে নাই।

টীকা—

আশোয়াসে—আশ্বাস দিয়াছিলে বলিয়া।

দ্বিগুণ ধনি রোখয়ে—সুন্দরী এইরূপ ধৃষ্ট নায়কের বচনে দ্বিগুণ রোষ প্রকাশ করিলেন।

(৩৮৬)

মানিনি যামিনি ভেল অবসাদে।
তুয়া পদ-কমল বিমল বরদাতা
দেখি কি না হয় পরসাদে ॥
জনমে জনমে হাম তুয়া আরাধন বিনু
আন নাহিক অভিলাষে।
তুহু মনে জানহ হাম তুয়া কিঙ্কর
তবহু যো মোহে রোষে ॥
রূপ গুণ রিতি তুয়া নিরমায়োল,
আন কি কহব তুয়া আগে।
নয়নক ওর থোর নাহি রসিয়ে
মোহে করম অভাগে ॥
অনুনয় বোলইতে শ্রবণে না শুনসি
লগইতে লাগু তরাস।
জ্ঞানদাস কহ কৈছে বিছুরহ
পূরব পিরিতি রস আশ ॥

(কী পুথি ব ২৯ / পত্র ২৫৩, র ২২৭, প্রা ১১৭, ল ২৫০, ক ২৬৬)

টীকা—

যামিনি ভেল অবসাদে—রাত্রি যে শেষ হইতে চলিল। এখনও কি মান শেষ হইল না এই ধ্বনি।

তবহু যো মোহে রোষে—আমি তোমার দাস জানিয়াও আমার প্রতি রাগ কর কেন?

নয়নক ওর—চোখের আড়াল।

(৩৮৭)

সখীর বচন শুনি, বিদগধ নাগর,
আকুল অথির পরাণ।
তুরিতহি গমন কয়ল রাই পাশহি,
ঢর ঢর সজল নয়ান ॥
কহ সখি কৈছে মিটায়ব মান।
হামে পরিবাদ করয়ে যত রঙ্গিণি
হাম যৈছে তুহু পরমাণ ॥
তাহা বিনু নিশিদিশি, মনে নাহি ভাওই,
সো মুখ সতত ধিয়ান।
ও মধু বোল শ্রবণে লাগি রহু তছু গুণ
করি হাম গান ॥
এত কহি মাধব মিললি রাই পাশ,
খাড়ি রহল তহি যাই।
ধনি দেখি মানিনি নাগর কাতর
জ্ঞানদাস মুখ চাই ॥

(কী পুথি ব ২৯. / ২৪৯ পত্র)

টীকা—

হামে পরিবাদ করয়ে যত রঙ্গিণি—রঙ্গিণীরা রঙ্গ করিয়া রাইয়ের কাছে আমার নিন্দা করে।

হাম যৈছে তুহু পরমাণ—আমি যে কেমন তাহা তুমি তো ভাল জান। তুমিই তাহার প্রমাণ বা সাক্ষ্য।

মনে নাহি ভাওই—মনে আর অন্য কিছু ভাল লাগে না।

সো মুখ সতত ধিয়ান—সেই মুখ সর্ব্বদাই ধ্যান করি।

(৩৮৮)

করে কর জোড়ি, মিনতি করু মো সঞে,
চরণ কমল প্রণিপাত।
কোপে কমলমুখী, নয়নে না হেরসি,
অভিমানে অবনত মাথ ॥
সুন্দরি ইথে কি মনোরথ পুর।
যাচিত রতন, তেজি পুনঃ মঙ্গল,
সো মিলন অতি দূর ॥
কোকিল নাদ, শ্রবণে যব শুনবি,
তব কাঁহা রাখবি মান।
কোটি কুসুমশর, হিয়া পর বরিখব,
তব কৈছে ধরবি পরাণ ॥
মঝু এত বচনে, তুয়া নহি আরতি,
হিত কহিতে কহ আন।
দারুণ দক্ষিণ, পবন যব পরশব,
তবহি তব দুর মান ॥
গুণগণ ছোড়ি, দোষ এক সোঙরসি,
নিকটহি কই না যাব।
দারুণ নয়ানে, আরতি তব ধাওল,
অব জ্ঞানদাস দুখ লাভ ॥

(র ২০৮)

টীকা—

সখী বা দূতী বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ হাত জোড় করিয়া আমাকে কত মিনতি ও তোমার চরণকমলে প্রণিপাত জানাইল। তুমি কিছুই দেখিলে না, অভিমানে মাথা নীচু করিয়া রহিলে। সুন্দরি! ইহাতে তোমার কি মনোরথ পূর্ণ হইবে? যে রত্ন সাধিয়া কাছে আসিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিলে ভাল হয় না, মিলন দূরবর্ত্তী হয়। (মদনের উদ্দীপক) কোকিলের রব যখন শুনিবে তখন মান বজায় রাখিবে কিরূপে? তোমার হৃদয়ের উপর যখন মদন কোটি কোটি বাণ নিক্ষেপ করিবে তখন তুমি প্রাণে বাঁচিবে কিরূপে? আমার এই সব ভাল কথা তোমার মনে লাগে না, ভাল কথা বলিলে তুমি মন্দ কথা শোনাও। যখন মলয় সমীর প্রবাহিত হইয়া তোমার হৃদয় স্পর্শ করিবে তখন তোমার মান দূর হইবে। তুমি যেমন দয়িতের বহুগুণ ছাড়িয়া একটিমাত্র দোষ মনে করিয়া রাখ, তাহাতে কেহ তোমার নিকটে যাইবে না। এখন তোমার দারুণ নয়নের দৃষ্টি কান্তের আর্ত্তিকে বিতাড়িত করিল। ইহাতে জ্ঞানদাসের মনে দুঃখই জন্মিল।

(৩৮৯)

শুন শুন ধনি, রমণীর মণি,
না কর এতহু রোষ।
নিদে অচেতন, দেখেছ স্বপন,
নহে ত কানুক দোষ ॥
সবহু সঙ্গিনী, আছিনু তথহু,
কৈছন সেই নাহ।
তোমার এমন, না বুঝি কারণ,
কাননে কাতর সেহ ॥
শয়ন তেজিয়া, বিরহে ভেজায়ে,
চলি আইলে পুরজনে।
তোমার এসব, দেখিয়া তাহার,
চমক লাগয়ে মনে ॥
আকাশ ভাঙ্গিল, আশা না পূরল,
সকলি হইল বৃথা।
হিয়ার ধাধসে, পরাণ নিকশে,
মুখে না ফুরয়ে কথা ॥
শয়ন তেজিল, ভূমেতে শুতল,
শিরেতে আঘাত পানি।

জ্ঞানদাস কয়, বিলম্ব না সয়,
ত্বরিতে গমন মানি ॥

(রাখাল চক্রবর্তী 'লীলাগান পদ্ধতি' পৃঃ ২১১)

টীকা—

সখীরা শ্রীরাধাকে বুঝাইতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ সত্যই তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই। তিনি রাধার জন্য বিরহে ব্যাকুল।

(৩৯০)

কি ছার মানের লাগি আমারে নাশব
বন্ধুরে হারায়াছিলাম।
শ্যামল সুন্দর রূপ মনোহর
দেখিয়া পরাণ পালাম ॥
সজনি জুড়াইল মোর হিয়া।
শ্যামল অঙ্গের শীতল পবন
তাহার পরশ পায়্যা ॥
শুন সখিগণ করাহ সিনান
আনি যমুনার নীরে।
আমার বন্ধুর যত অমঙ্গল
সকল যাউক দূরে ॥
এ মধুমঙ্গলে তুরিতে আনিঞা
ভুঞ্জাহ ওদন দধি।
জ্ঞানদাসে কহে শুন শুন রাই
তোমারে সদয় বিধি ॥

(ক. বি ৩৩৭, পত্র ৩)

টীকা—

মানান্তে শ্রীরাধা বলিতেছেন যে ছার মানের লাগিয়া আমি নিজেকে নাশ করিতে বসিয়াছিলাম, কেননা বন্ধুকে হারাইলে আমি আর বাঁচিব না।

মধুমঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণের সখা; শ্রীরূপ গোস্বামী ইঁহাকে ভোজনপ্রিয় বিদূষকরূপে অঙ্কন করিয়াছেন। ইনি ব্রাহ্মণ সন্তান—সন্দীপণি মুনির পুত্র।

(৩৯১)

শুনি সখি বচন মনহি অনুমান।
নাগরি বেশ বনাওল কান ॥
আগুপদ বাম, বামগতি চাহনি
বাম কুণ্ডল অনুপাম।
বাম ভুজ বসন উড়ায়ত(১) ঘন ঘন
তৈছন(২) পেখলু শ্যাম ॥
পট অম্বর পরি অভিনব নাগরি
ঐছে(৩) কয়ল পয়ান।
চারু শিখা পরি কাম সিন্দূর পরি।
লখই না পারই আন ॥
এমন চতুর বর কহুঁ(৪) না দেখিএ
এ মহি মণ্ডল মাঝ।
মণিময় কঙ্কণ পহুঁ(৫) ভুজে সাজন
শঙ্খ শোভয়ে তছু মাঝ ॥
পদতলে অরুণ কিরণ মণি পেখলু
তেঞি হোয়ত অনুমান।
জ্ঞানদাস কহ রাইক মন্দিরে
নাগর করল পয়ান ॥

(তক ৫৩৫, সমুদ্র ২০০, র ২১৬, ক ২৬১)

পাঠান্তর—তক

(১) ঢুলায়ত। (২) যৈছন। (৩) ঐছন। (৪) কবহু। (৫) দুহুঁ।

টীকা—

শ্রীকৃষ্ণ সখীর কথা শুনিয়া মনে বিবেচনা করিয়া নাগরী বেশ ধারণ করিলেন। মেয়েদের মতন তিনি বাম পা আগে ফেলেন, মেয়েদের মত দৃষ্টিক্ষেপ করেন।

লখই না পারই আন—অন্তে তাহা দেখিতে পায় না।

পদতলে অরুণ কিরণমণি পেখলু—তাঁহার পদতলে সূর্য্যকান্তমণি দেখিলাম তাই বুঝিলাম যে এই নাগরী কানাই ছাড়া অন্য কেহ নন।

(৩৯২)

শুন শুন সুন্দরি রাধে।
কানু সঞে প্রেম করসি কাহে বাদে ॥
অনুখন যো জন তুয়া গুণে ভোর।
তুহুঁ কৈছে তেজবি তাকর কোর ॥
নিশি দিশি বয়নে না বোলই আন।
আন জন বচনে না পাতয়ে কান ॥
তুয়া লাগি(১) তেজল গুরুজন আশ।
কাহে লাগি তুহুঁ তাহে ভেলি উদাস(২) ॥
ঐছন সুপুরুখ কথিহুঁ না দেখি।
আপন দিব তোহে হরি না উপেখি ॥
এ সব বচনে যদি রাখহ মান।
না জানিয়ে কৈছে কঠিন তুয়া প্রাণ ॥
জ্ঞানদাস কহ হিত উপদেশ।
ঐছন নায়কে না কর আবেশ ॥

(কী পুথি ব ২৯ / ২৩৯ পত্র, তরু ৫৪০ র ২২১, ক ২৪২)

পাঠান্তর—

(১) বোলে—কী। (২) কাহে লাগি হেনে করসি উদাস—কী।

টীকা—

করসি কাহে বাদে—কেন বিষাদ কর?

তাকর কোর—তাহার আলিঙ্গন।

(৩৯৩)

কতয়ে কলাবতী পশুপতি-পদযুগ
সেবই যাকর আশে।
সো জগবল্লভ (১) তোহারি পিরিতি(২) বিনু
দগধই মদন-হুতাশে।
সখি হে উলটি নেহারহ নাহা।
চান্দ অমিয়া বিনু চকোর না জীবয়ে
জানি করহ নিজ রাহা(৩) ॥ ধ্রু ॥
শ্যাম-সুধাকর নিকটকো আওল(৪)
কুরু চিত-কুমুদে বিকাশে(৫)।
অঞ্চল অন্তর মান তিমির রঙ্গ
লোচন পড়ল উপাসে(৬) ॥
সো সুখ-সম্পদ তুহুঁ বিনু সুন্দরি
হাসি হাসি(৭) আপন বোলাই।
জ্ঞানদাস কহ অলস ভাগি নহ
দূতিক পরসন(৮) পাই ॥

(কী পুথি ব ২৯ / ২৪২ পত্র, তরু ৫১৫,র ২১৩, ২১৯, প্রা ১১৬, ক ২৪৪)

পাঠান্তর—তরু

'তরু'তে আরম্ভ—সখি হে উলটি নেহারহ নাহা।

(১) বহুবল্লভ। (২) পরশ। (৩) নিরবাহ। (৪) নিকটহি রোয়ত। (৫) কুরু চিত-কুমুদ-বিকাশ। (৬) উপাস। (৭) কেবা। (৮) পরস না পাই। ('ক'তে দরশন পাই) তরুর সহিত অন্য কোন পাঠান্তর 'ক'তে নাই।

টীকা—

কতয়ে কলাবতী ইত্যাদি—যে জগতের প্রিয় কৃষ্ণকে (বা বাহুবল্লভকে) পাইবার আশা করিয়া কত কত বিদগ্ধা-রমণী শিবপূজা করে, সে তোমার প্রেম না পাইয়া মদন জ্বালায় পুড়িতেছে। হে সখি! নাথের পানে ফিরিয়া

তাকাও। চকোর কখনও চাঁদের সুধা ছাড়া বাঁচে না ইহা জানিয়া যে পথ ভাল মনে কর তাহাই ধর (শ্রীকৃষ্ণ চকোর, তোমার মুখচন্দ্রের সুধা ছাড়া বাঁচেন না)।

কুরু চিত কুমুদ বিকাশে—নিজের চিত্তরূপ কুমুদিনী বিকশিত কর।

(৩৯৪)

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার।
অনুগত জনারে পরাণে কেনে মার॥
যে চান্দের সুধা-দানে জগত জুড়াও।
সে চান্দ-বদনে কেনে আমারে পোড়াও॥
অবণীর ধূলি তুয়া চরণ-পরশে।
সোনা শতবান হৈয়া কাহে নাহি তোষে॥
সে চরণ-ধূলি পরশিতে করি সাধ।
জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরসাদ॥

(তরু ৫১৪ র ২২১, প্রা ১১৭, ক ২৬৩)

টীকা—

হাসিয়া নেহার—একটু হাসিয়া আমার দিকে চাও।

যে চান্দের সুধাদানে ইত্যাদি—তোমার মুখ চাঁদের মতন, আর চাঁদ সুধা বিতরণ করিয়া জগতকে শীতল করে; সেই চাঁদবদন লইয়া তুমি আমাকে পুড়াইতেছ কেন?

সোনা শতবান—শতবার যে সোনা বিশুদ্ধ করা হইয়াছে।

(৩৯৫)

অনুনয় করইতে(১) অবগতি না কর
না বুঝিয়ে অন্তর তোর।
কুটিল নেহারি গারি সব দেয়বি
তবহিঁ ইন্দ্র-পদ মোর॥
মানিনি অব কি করব(২) দুরদীনে।
মনমথ-গরল গুরুয়া হিয়ে বাঢ়ল
তোহারি পরশ-রস বীনে(৩)॥ ধ্রু॥
অনুগত জানি পাণি পসারিয়ে
বিপদে বুঝিয়ে উপকার(৪)।
তব হাম জনম (৫) সফল করি মানিয়ে
জগতে রহয়ে যশভার॥
সময় জানি অব(৬) কোপ নিবারহ
বেরি এক কর অবধানে।
জ্ঞানদাস কহ নিজ-জন জানিয়া
অতয়ে করবি(৭) সমাধানে॥

(কী পুথি ব ২৯ / পত্র ২৪২ তরু ৫০৭, র ২১৮, ল ২৪৯, ক ২৬৭)

পাঠান্তর—কী

(১) বোলইতে। (২) কহব। (৩) তুয়া পদ পরশন বিনে। (৪) উপকারে। (৫) তাকর জনম। (৬) সব। (৭) করসি।

টীকা—

অবগতি না কর—জান না বা শুন না।

কুটিল নেহারি ইত্যাদি—তুমি আমার প্রতি কুটিল দৃষ্টিতে চাহিয়া যদি গালি দাও, তাহাও আমার ইন্দ্রপদ-লাভের তুল্য। তুমি চুপ করিয়া না থাকিয়া আমাকে গালি দাও সেও ভাল।

পানি পসারিয়ে—হাত বাড়াইতেছি।

কোপ নিবারহ—রাগ সম্বরণ কর।

বেরি এক কর অবধান—অন্ততঃ একবার আমার কথা শোন।

(৩৯৬)

রামা হে ক্ষেম অপরাধ মোর।
মদন-বেদন না যায় সহন
শরণ লইলুঁ তোর॥ ধ্রু॥

ও চাঁদ মুখের মধুর হাসনি
সদাই মরমে জাগে।
মুখতুলি যদি ফিরিয়া না চাহ
আমার শপথি লাগে ॥
তোমার অঙ্গের পরশে আমার
চিরজীবী হউ তনু।
জপ তপ তুহুঁ(১) সকলি(২) আমার
করের মোহন বেণু ॥
দেহ-গেহ-সার সকলি আমার
তুমি সে নয়ানের তারা(৩)।
আধ তিল আমি তোমা না দেখিলে
সব বাসি আন্ধিয়ারা ॥
এত পরিহার করিয়ে তোমারে
মনে না ভাবিহ আন(৪)।
করজ লিখিয়া(৫) লেহ যে আমার
দাস করি অভিমান ॥
জ্ঞানদাস কহে(৬) শুনহ সুন্দরি(৭)
এ কোন ভাব-যুগতি(৮)।
কানু সে কাতর সদয় হইয়া
কেন না কর প্রতীতি(৯) ॥

(কী পুথি ব ২৯/পত্র২৪২, তক ৫০৫,
র ২৫০, ল ২৪৯, ক ২৬২)

পাঠান্তর—কী

কীর্ত্তনানন্দে ও 'ক'তে আরম্ভ—ও চাঁদ মুখের মধুর হাসনি।

(১) তুমি। (২) তুমি সে। (৩) আর নয়ানের তারা। (৪) যদি মনে রাখ মান। (৫) লেখায়া। (৬) বোলে (৭) শুনলো রাই। (৮) করহ এ কোন যুগতি। (৯) কেন না কর পীরিতি (এই পাঠ মূলে ধৃত পাঠ অপেক্ষা ভাল)।

টীকা—

পরিহার—মিনতি।

করজ—বিক্রয়পত্রের আনুষঙ্গিক দখলপত্র।

(৩৯৭)

শুন শুন মাধব না বোলহ আর।
কী ফল আছয়ে এত পরিহার ॥ ধ্রু।
পাওলুঁ তুয়া সঞে প্রেমের মূল।
খোয়লুঁ সরবস নিরমল কূল ॥
পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ।
দূরে কর কৈতব ভ্রমর-তিয়াষ ॥
অলপে বুঝলুঁ হাম তুয়াক পিরীত।
নামহি যৈছে অন্তরে সোই রীত(১) ॥
কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দীব।
আছয়ে জীবন সেহ কিয়ে নীব ॥
জ্ঞানদাস কহ(২) কর অবধান।
তুয়া নিজজনে কাহে এত অপমান ॥

(কী পুথি ব ২৯/পত্র ২৫২, তক ৫০৬,
প্রা ১১৮, ল ২৬১, ক ২৭০)

পাঠান্তর—

(১) নাম হি কাল অন্তর তৈছে রীত—কী। (২) কহে—কী।

টীকা—

এত পরিহার—এত মিনতি করিয়া কি ফল হইবে?

প্রেমক মূল—প্রেমের মূল্য।

সরবস—সর্ব্বস্ব।

কৈতব ভ্রমর-তিয়াস—ছল দূর কর, তোমার তৃষ্ণা ভ্রমরের মতন, তুমি মধু খাইয়াছ অন্য ফুলে চলিয়া যাও।

নামহি যৈছে—বাঁকা নাম, বাঁকা হৃদয় অথবা কালা নাম, কাল হৃদয়।

আপন দীব—নিজের দিব্য।

সেহ কিয়ে নীব—তাহাও কি তুমি নিবে, অথবা তাহাও কি নিভাইয়া দিবে।

(৩৯৮)

সহচরি-বচনহিঁ বিদগধ নাগর
আকুল অথির পরাণ।
তুরিতহি গমন কয়ল যাঁহা মানিনি
ঢল ঢল সজল নয়ান ॥
কহ সখি কৈছে মিটায়ব মান।
মোহে পরিবাদ করয়ে যত রঙ্গিণি
হাম যৈছে তুহুঁ পরমাণ ॥ ধ্রু ॥
তাহে বিনু নিশি দিশি আন নাহি হেরিয়ে
ও মুখ সতত ধেয়ান।
ও মধু বোল শ্রবণে মঝু লাগি রহুঁ
সো গুণ অহনিশি গান ॥
এত কহি মাধব মিলল রাই পাশে
ঠাঢ়ি রহল তহিঁ যাই।
অবনত বয়নে রহল যব মানিনি
জ্ঞানদাস মুখ চাই ॥

(তরু ৫০৪, প্রা ১১৫, ল ২৪৮, ক ২৬০)

টীকা—

মোহে পরিবাদ করযে যত রঙ্গিণি—সুন্দরীরা রঙ্গ করিয়া আমার নামে কলঙ্ক দেয়।

তাহে বিনু নিশি দিশি ইত্যাদি—কৃষ্ণ সখীকে বলিতেছেন যে রাধা ছাড়া অন্যকে তিনি দিনরাতির মধ্যে তাকাইয়াও দেখেন না, সর্ব্বদাই রাধার মুখ ধ্যান করেন। তাহার মধুর কথা আমার কানে যেন লাগিয়া থাকে ; আমি তাহারাই গুণ দিনরাত গান করি।

(৩৯৯)

গগনক চাঁদ হাথ ধরি দেয়লুঁ
কত সমুঝায়লুঁ নীত।
যত কিছু কহল সবহুঁ ঐছন ভেল
চীত-পুতলি-সম রীত ॥
মাধব বোধ না মানই রাই।
বুঝইতে বুঝ অবুঝ করি মানই
কতয়ে বুঝায়ব তাই ॥ ধ্রু ॥
তোহারি মধুর গুণ কত পরথাপলুঁ
সবহুঁ আন করি মানে।
যৈছন তুহিন বরিখে রজনীকর
কমলিনি না সহে পরাণে ॥
যতনহিঁ বাহু চরণ ধরি সাধলুঁ
রোখে চলল সখি পাশ।
সরস বিরস কিয়ে তাকর সহচরি
সো না বুঝল জ্ঞানদাস ॥

(তরু ৫০২, র ৪১৫, প্রা ১১৫, ল ২৪৮, ক ২৫৭)

মন্তব্য :—এই পদটির শেষ কলি বাদ দিয়া নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ইহাকে বিদ্যাপতিতে (৪০৩) আরোপ করিয়াছিলেন।

টীকা—

নীত—নীতি কথা কত বুঝাইলাম।

চীত পুতলি সম রীত—রাধা ছবিতে আঁকা পুতুলের মত ব্যবহার করিল, অর্থাৎ কোন জবাব দিল না।

পরথাপলুঁ—প্রস্তাব করিলাম, ব্যাখ্যা করিলাম।

যৈছন তুহিন ইত্যাদি—চন্দ্র তুষারপাত করে (শীতল করে), কিন্তু কমলিনী তাহাতে প্রাণে বাঁচে না।

(৪০০)

(না মিলল সুন্দরি শুনি ভৈ খীন।
রোয়ত মাধব অব নিশি দীন (১) ॥)

দোতিক কর ধরি করু পরিহার
কহইতে নয়নে গলয়ে জলধার ॥
বাউর সম কত করু পরলাপ।
শতগুণধিক মনে মনসিজ তাপ ॥
'রা' 'ধা' 'ধা' ধরি আখর এক।
গদগদ কণ্ঠ না হয়ে পরতেক ॥
মানিনি-মান মানায়ব হাম।
কহি এত ধাবয়ে মানিনি ঠাম।
পুন ফেরি আওত সহচরি সাথ।
ঐছে গতাগতি নাহিক সোয়াথ।
কত পরবোধি কয়ল সখি থীর।
জ্ঞানদাস হেরি ভেল অথীর ॥

(তক ৫০১, র ২০৬, ক ২৫৯)

মন্তব্য-

'ক' ধৃত পাঠের সহিত 'তরু' ধৃত পাঠের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই ; শুধু 'তক'র প্রথম দুইটী চরণ 'ক' তে নাই।

টীকা—

না মিলল সুন্দরি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ দূতীর নিকট শুনিলেন যে রাধা তাঁহার সহিত দেখা করিতে প্রস্তুত নহে ; ইহাতে তিনি ক্ষীণদেহ হইলেন ; রাত্রিদিন কাঁদিতে লাগিলেন। দূতীর হাত ধরিয়া মিনতি (পরিহার) জানাইতে লাগিলেন।

বাউর সম—বাতুলতুল্য।
সোয়াথ—সোয়াস্তি।

(৪০১)

ঐছন মানে বিমুখ ভৈ রাই।
করে ধরি দোতি মানায়ই তাই ॥
রোখে চলই যব করে কর বারি।
চরণে পড়ল তব বাহু পসারি ॥
তবহুঁ মলিন-মুখি সুমুখি না ভেল।
হোই নৈরাশ তব সখি চলি গেল ॥
একলি বন মাহা যাঁহা বর কান।
আওল সখি তাঁহা বিরস বয়ান ॥
কি কহব মাধব মানিনি-মান।
জ্ঞানদাস তাঁহা কি কহিতে জান ॥

(তক ৪৯৯, র ২০৫, ক ২৫৬)

টীকা-

মানায়ই তাই—ক্ষমা করাইতে অথবা শান্ত করিতে চেষ্টা করিল।

(৪০২)

সজনি ! না কর কানু-পরসঙ্গ (১)।
পানি না সেঁচহ দগধল অঙ্গ (২) ॥ ধ্রু ॥
ভালে হাম কলাবতি ভালে তুহুঁ দূতি।
ভালে মনমথ (৩) ভালে কানুক পিরীতি ॥
ভাল জন-বচন কয়লুঁ যত কাম।
সো ফল ভুঁজইতে ইহ পরিণাম ॥
পহিলহি কি কহব আরতি-রাশি।
সুকপট প্রেমে সব পরিজন হাসি (৪) ॥
ভাল ভেল অলপে করল সমাধান।
পুরুবক পুণ-ফলে রহল পরাণ ॥
চন্দন-তরু অব বিখ-তরু ভেল।
যতয়ে মনোরথ সব দূরে গেল ॥
মরম না জানি কয়লু অনুরাগ।
জ্ঞানদাস কহ গুরুয়া অভাগ ॥

(কী ব ২৯ / ২৪১ পত্র, তরু ৪৯৫, স২৪৫, প্রা ১১১, ক ২৫৩ র, ২৫৩)

পাঠান্তর—

(১) না কর সজনী কানু-পরসঙ্গ—কী। (২) পানি না

সেঁচহ দগধ অনঙ্গ—কী। (৩) মনোরথ—কী। (৪) পিশুনক প্রেম পরিজন হাসি—কী।

টীকা—

পানি না সেঁচহ দগধল অঙ্গ—যে অঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে আর জল ঢালিও না, (তাহাতে জ্বালা আরও বাড়িবে)।

আরতি-রাশি—কত অনুরাগ।

পরিজন-হাসি—এখন পরিজনেরা আমাকে উপহাস করে

বিখতরু—বিষবৃক্ষ। অভাগ—দুর্ভাগ্য।

(৪০৩)

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি।
পরশিতে চাহি তুয়া চরণের ধূলি (১)॥
অভিমান দূরে করি চাহ একবার।
দূরে যাউ সব মোর হিয়ার আঁধার॥
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলি।
নয়ান-নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি (২)॥
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্চল তুয়া পর-চিত-চোর॥
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি।
বিহি নিরমিল তোহে পিরিতি পুতলি॥
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥

(কী $\frac{\text{ব ২৯}}{\text{২৪৬ পত্র}}$, তরু ৪৪৬, র ২২৩, ক ২৬৪)

পাঠান্তর—

(১) নয়ানে নাচনে নাচে হিয়ার পুতলি—কী।

(২) ইহার পর কীর্ত্তনানন্দে আছে—

রাই কত পরখসি আর
তুয়া আরাধনে মোর বিদিত সংসার।

'ক্ষণদা'য় ৯।৯ যদুনাথ দাস ভণিতায় যে পদ আছে—তাহাতে এই পদের বা ইহার পাঠান্তরের নিম্নলিখিত চরণগুলি পাওয়া যায়।

'রাই' কত পরখসি আর তুয়া আরাধন মোর
বিদিত সংসার॥............
বিনোদিনী চাহ মুখ তুলি (তোমার) নয়ান নাচনে
নাচে পরাণ পুতুলি।
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে, পরাণ চমকে যদি
ছাড়হ নিশ্বাসে॥

টীকা—

নয়ান নাচনে—চোখের ইঙ্গিতে বা কটাক্ষে।

পরচিত চোর—পরাণ চিত্তকে চুরি করে।

আগলি—অগ্রগণ্যা।

(৪০৪)

তুহারি রসিকপণ বৈদগধি ভাষ।
যুবতি-নিকর মাহ ভেল পরকাশ॥
মান দহনে ধনি দহে অবিরাম।
তাহে তেজি কৈছে আওলি তুহুঁ শ্যাম॥
বিরহ-দহন যদি সহই না পারি।
অভিমানে প্রাণ তেজই বর-নারি॥
ধিক্ ধিক্ মাধব তুহারি পিরীত।
তিরি বধ-পাতকে নাহি তুয়া ভীত॥
জ্ঞানদাস কহে চল অবিলম্বে।
ধনি দেখবি যব না কর বিলম্বে॥

(অ ১৭৯, ক ২৫৯)

টীকা—

যুবতিনিকর মাহ—তরুণী সমূহের মধ্যে।

মান দহনে ধনি দহে অবিরাম—মানের আগুনে সুন্দরী নিরন্তর পুড়িতেছেন (এখন অনুশোচনা হইয়াছে)।

তিরি বধ—স্ত্রীবধ।

(৪০৫)

আঁচরে মুখ শশি গোই ঘন রোয়সি
কহইতে কহন না ফূর।
সো গিরিবর-ধর অনত চলল যব
তছু মীলন বহু দূর ॥
সখি হে কো ঐছন মতি কেল।
সো কাতর অতি তাহে তুহুঁ বিরকতি
অতয়ে বিমুখ ভই গেল ॥
নিজগণ বচন শ্রবণে নহি শূনলি
না বুঝি কয়লি তুহুঁ রোখে।
সে সব বাকি(১) সাখি মোহে মীলল
অতয়ে পাওসি এত দুখে ॥
সো বহু-বল্লভ জগজন দুর্ল্লভ
তেজলি নিজ মন-সাধে।
জ্ঞানদাস কহ সখি তুহুঁ বিরসহ
কাহে বাঢ়ায়সি খেদে ॥

(অ ১৭৭ ক ২৪২)

পাঠান্তর—ক
(১) সো পরতেক।
টীকা—
গোই—গোপন করিয়া, লুকাইয়া।
কহন না ফূর—বচন স্ফুরে না—বাহির হয় না।
বিরকতি—বিরক্ত।

(৪০৬)

তুয়া নাম জপইতে কনক-মাল কর
পীতাঞ্চল উরে লাই।
পুলক-বিভোর কোরে ধরি হেরইতে
পরবোধ তাহে না পাই ॥
সখি হে ভালে তুহুঁ রসবতি রাই।
তুয়া অনুরাগে পরাগে পূরিত তনু
রহত তুহারি পথ চাই ॥
গোরোচন আনি পানি-তলে মেটল
তুহারি মুরতি পুন রচই।
সমতি না পাই রাই বলি রোয়ত
নয়ন-লোরে তনু সিঁচই ॥
উঠত উঠত খেণে কহই আন মনে(১)
কে কহু সে সব রীত।
জ্ঞানদাস কহ বুঝিয়ে না পারিয়ে
কৈছন তুহারি পিরীত ॥

(অ ১৭৬, ক ২৪৮)

পাঠান্তর—ক
(১) আপন মনে।
টীকা—
কনক মাল কর—হাতে সোনার মালা (জপের জন্য)।
গোরোচন আনি—রাধার বর্ণ-সাদৃশ্য হেতু গোরোচনা আনিয়া হাতে তাহা গুলিয়া (মেটল—দ্রব করিয়া) তাহা দিয়া তোমার মূর্তি অঙ্কন করে।
সমতি না পাই—সাড়া না পাইয়া (হাতে আঁকা ছবি সাড়া দেয় না বলিয়া)।

(৪০৭)

বিরহে আকুল(১) গোকুল-পতি অতি
রতি-পতি বিপরীত চীতে(২)।
তুয়া রসে(৩) বিলপই ধরণি আলিঙ্গই
রৌদ্রে বিকম্পিত শীতে ॥
সখি হে ধনি তুয়া রসবতি নাম।
অপন সুহাগ ভাগ করি মানসি
কানুক ইহ পরিণাম ॥
দিবসে অশেষ গতি বুঝই না পারই
রজনি গোঙায়ই জাগি।

জীউ-অধিক যেহ পীত পটাম্বর
অব মনে মানয়ে আগি ।।
তরু তলে তরু তলে ভ্রমই নিরন্তর
তুয়া পথ বিপথ নেহারি ।
জ্ঞানদাস কহ অতয়ে নিবেদন
এ দুখ সহই না পারি ।।

(অ ১৭৫, ক ২৪৯)

পাঠান্তর—ক

(১) ব্যাকুল। (২) রীতে। (৩) যশ।

টীকা—

মানিনী রাধাকে দূতী শ্রীকৃষ্ণের বিরহ জানাইতেছেন।

রতিপতি বিপরিত চীতে—কামে তাহার চিত্ত বিকল।

রৌদ্রে বিকম্পিত শীতে—বিরহে তাহার এমন কম্প হইতেছে যে রৌদ্রেও তাহা দূর হইতেছে না।

জীউ অধিক যেহ—যে পীত বর্ণের রেশমী কাপড় তিনি জীবনের অধিক বলিয়া মনে করিতেন, এখন তিনি উহাকে আগুনের মতন মনে করেন (কেননা পীতবর্ণে রাধার কথা দ্বিগুণ করিয়া মনে জাগে)।

(৪০৮)

রতন-মঞ্জরী কিবা কনক-পুতলি।
সাধে সুধার সাঁচে বিহি নিরমলি ।।
তাহে ভূষণ কত রস-পরসঙ্গ।
মানে মলিন দেখি মনমথ ভঙ্গ ।।
গোরি নায়রি না পরিখসি আর।
তুয়া আরাধন মোর বিদিত সংসার ।।
যজ্ঞ দান জপ তপ সব তুমি মোর।
মোহন-মুরলী আর বয়ানের বোল ।।
পীত পিন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে।
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে ।।
তোমার পরশে মোর চিরজীবি তনু।
অতি অন্ধকারে যেন প্রকাশিত ভানু ।।
তুমি দুখ তুমি সুখ তুমি গুণরূপ।
জ্ঞানদাস কহে যত কহিলা স্বরূপ ।।

(অ ১৭৪, ক ২৬৭)

টীকা—

সাধে সুধার সাঁচে বিহি নিরমলি—বিধাতা বোধ হয় রাধাকে সাধ করিয়া অমৃতের ছাঁচে নির্ম্মান করিয়াছেন।

(৪০৯)

(নহিয় বিমুখ রাই নহিয় বিমুখ।
অনুগত জনেরে না দিহ এত দুখ(১) ।।)
তুয়া রূপ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পরতিত(২) চোর ।।
প্রতি অঙ্গে অনুখণ রঙ্গ-সুধানিধি(৩)।
না জানি কি লাগি পরসন্ন নহে বিধি(৪) ।
অলপ অধিক-সঙ্গে হয় বহু-মুল।
কাঞ্চন সঞে কাচ মরকত-তুল ।।
এত অনুনয় করি আমি নিজ-জনা।
দুরদিন হয় যদি চান্দে হরে কণা(৫) ।।
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি।
বিধি নিরমিল তোহে(৬) পিরিতি-পুতলি ।।
এত ধনে ধনী যেহ সে কেনে কৃপণ।
জ্ঞানদাস কহে(৭) কেবা জানে কার মন ।।

(অ ১৭৩, ক ২৬৫)

পাঠান্তর—ক

'ক'তে আরম্ভ—"তুয়া রূপ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর।"

(১) রাই নহিয় বিমুখ। (২) পরচিত। (৩) অখিল অনঙ্গ সুখ নিধি। (৪) পরশন না দে বিধি। (৫) হরে জ্যোনা। (৬) অমিয়া মজিল যেন। (৭) বলে।

টীকা—

পরতিত চোর—চোর (হৃদয় চোর) বলিয়া প্রতীত হয়।

বহুমুল—বহুমূল্য।

আগলি—অগ্রগণ্যা।

(৪১০)

ভুবনে আছয়ে যত বৈদগধি-সারে।
উপরে কনয়া-কাঁতি অমিয়া অন্তরে(১)॥
প্রতি অঙ্গে পড়ে কত রসের হিলোলি।
পরশিতে চিতে করোঁ পায়ের অঙ্গুলি(২)॥
সিথের সিন্দুর দেখি দিন-মণি ঝুরে।
এত রূপ গুণ যার সে কেনে নিঠুরে॥
জ্ঞানদাস কহে ইথে কতয়ে বিনতি।
কানু কাতর, রাই বান্ধহ পিরিতি॥

(অ ১৭২, ক ২৬৩)

পাঠান্তর—ক

(১) ইহার পর অতিরিক্ত—

রাই হাসিয়া বোলাও।
পাঁচ শরে জর জর জনেরে বাঁচাও।

(২) ইহার পর অতিরিক্ত—

অধর অরুণ ছবি বান্ধুলি সোহাগে।
মন মধুকর সদা উড়ে অনুরাগে॥
নয়ন অঞ্চলে দোলে হিয়ার পুতলি।
মুখ ছান্দে চান্দ কান্দে পাতয়ে অঞ্জলি॥

টীকা—

রাই বান্ধহ পিরিতি—প্রেম দিয়া তাহাকে বান্ধ, অথবা তাহাকে সপ্রেম আলিঙ্গন দাও।

(৪১১)

কত না লাবণ্যে সাজাইয়া অঙ্গ
বিধি নিরমিল তোরে(১)।
একটি বচন অমিয়া সেচন (২)
শুনিতে হৃদয় ভোলে(৩)॥
(রাধে ল) নিজ মরম তোহে কই।
তোমা বিনু আর কারো নই॥
পরাণ-পুতলী রসের ওর।
ঘর সরবস সম্পদ মোর॥
কনক-কমল কুসুম দেহ(৪)।
জীবনে জড়িত তোমার লেহ॥
নিন্দে চিয়াইয়া চৌদিগে চাই।
লাবণি বয়ানে বলিয়ে রাই(৫)॥
জ্ঞানদাস চিতে এ অনুমান।
রাধা কানু দোহে একু পরাণ॥

(অ ১৭১, ক ২৬৮)

পাঠান্তর—ক

(১) রসতরঙ্গ। (২) অমিয় কিয়ে। (৩) শুনে উলসিত আকুল হিয়ে। (৪) কনক কুসুমে গঠিত দেহ। (৫) ছায়া নিরখিয়ে পরাণ পাই।

টীকা—

অমিয়া সেচন—তোমার কথায় যেন অমৃতসিঞ্চিত হয়।

ঘর-সরবস—ঘরের সর্বস্ব।

লেহ—নেহ, প্রেম।

নিন্দে চিয়াইয়া—ঘুম হইতে চেতনা পাইলে।

(৪১২)

এ ধনি মানিনি কি বোলোব তোয়।
তুহারি পিরিতি মোর জীবন হোয়॥
বিবিধ কেলি তুয়া তনু পরকাশ।
তথিলাগি কেলি-কদম্ব করি বাস॥
রজনি দিবস করি তুয়া গুণ গান।
তুয়া বিনে মনে মোর নাহি লয়ে আন॥
শয়ন করিয়ে যদি তোমা না পাইয়া।
সপনে থাকিয়ে তোমা তনু আলিঙ্গিয়া॥

তোমার অধর-রস পানে মোর আশ।
কবজ লিখিয়া লহ মুঞি তুয়া দাস ॥
মনমথ কোটি-মথন তুয়া মুখ।
তোমার বচন শুনি উঠে কত সুখ ॥
জ্ঞানদাস কহ ধনি মোর মুখ চাও।
সরস পরশ দেই কানুরে জিয়াও ॥

(অ ১৬৯, র ২২০, ক ২৬৫)

টীকা—

কবজ লিখিয়া লহ—বিক্রয় পত্রের সঙ্গে যে দখলের রসিদ দেওয়া হয় (সেকালে দাস বিক্রয়ের রীতি ছিল)।

মনমথকোটিমথন তুয়া মুখ—তোমাব মুখ যেন কোটি মন্মথকে মথিত করিতে পারে।

(৪১৩)

রাইয়ের হৃদয় বুঝিয়া রীতি।
কহিতে আওলুঁ যে বিপরীতি ॥
কত পরকারে মিনতি করি।
সদয় নহিল চলহ হরি ॥
তোমা আগে করি কহিয়ে যে (১)
আপন কাণেতে শুনিবে সে ॥
শুনিয়া গমন করল তাই।
জ্ঞান সঞে হরি মিলল রাই ॥

(কী ব ২৯ / ২৪১ পত্র, অ ১৬৮, র ২১৫, ক ২৫৯)

পাঠান্তর—কী

(১) কহিব।

টীকা—

যে বিপরীত—যে বিপরীত ভাব রাধা অবলম্বন করিয়াছেন।

(৪১৪)

গোবর্দ্ধন গিরি বাম করে ধরি
যে কৈল গোকুল পার।
বিরহে সে ক্ষীণ করের কঙ্কণ
মানয়ে গুরুয়া ভার ॥
রামা হে কি আর বোলসি আন ॥
তোহারি চরণ শরণ সো-হরি
তবহুঁ না মিটে মান ॥
কালিয় দমন করল যে জন
পদযুগ-পরহারে ॥
সহজে চাতক না ছাড়য়ে ব্রত
না বৈসে নদীর তীরে।
নব জলধর বরিখন বিন্দু
না পিয়ে তাহাব নীরে ॥
যদি দৈব দোষে অধিক পিয়াসে
পিয়য়ে হেরিয়া থোর।
জ্ঞানদাস কহ নাম সোঙরিয়া
গলে শতগুণ লোর ॥

(ক ২৫৫)

টীকা—

গোবর্দ্ধনগিরি গুরুয়া ভার—যে কৃষ্ণ বাম হাতে গোবর্দ্ধন গিরি ধরিয়া গোকুলকে বিপদ হইতে (ইন্দ্রের ক্রোধ হইতে) রক্ষা করিল, সে আজ বিরহে এমন দুর্ব্বল হইয়াছে যে হাতের কঙ্কণকেও ভীষণ ভারী বলিয়া মনে করিতেছে।

পদযুগ পরহারে—দু পা দিয়া প্রহার করিয়া।

নব জলধর ইত্যাদি—চাতক নবীন মেঘের জল ছাড়া নদীর জল খায় না; যদি দৈবদোষে অধিক তৃষ্ণা পায় তো মেঘের দিকে তাকাইয়া একটু জল খায়।

জ্ঞানদাস কহ নাম সোঙরিয়া গলে শতগুণ লোর—জ্ঞানদাস বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নাম স্মরণ করিয়া শতগুণ অশ্রু ত্যাগ করেন (ব্যঞ্জনা এই যে শ্রীকৃষ্ণ অন্য নারীর সঙ্গ করেন না)।

(৪১৫)

সো হেন গোকুল-পতি   কয়লি ঐছন গতি
লাজে না ভোলয়ে বয়ানে।
তুহুঁ ধনী কুবুধিনী   কোপে অচেতনি
নাহ না হেরসি নয়ানে॥
সখি হে হিয়া তোর কুলিশক সারে।
তোহারি ঐছন মতি,   জনু ভুজগী গতি
বিষ দেই দুধ আহারে॥
ভাল মন্দ দুই   একুই না বুঝসি
না শুনসি আন হিত-বোল।
মাণিক জানি   পানি উলটায়সি
শূন করসি নিজ কোর॥
মনহুক বেদন   মনহি সমাপহ
হাসি কবহ শুভ দীঠে।
জ্ঞানদাস কহ   তুহুঁ কি না জানসি
জগমাহা আন নহ মীঠে॥

(ক ২৪৩)

টীকা—

কয়লি ঐছন গতি—তাহার প্রতি এমন ব্যবহার করিলে যে সে লজ্জায় আর তোমার মুখের পানে চাহিতে পারিল না।

কুলিশক সারে—বজ্রের সার দিয়া নির্ম্মিত।

জনু ভুজগীমতি ইত্যাদি—তোমার ব্যবহার (মতি) যেন সর্পিনীর মতন, যে তোমাকে দুধ খাইতে দেয় তাহাকে তুমি বিষদংশন কর।

(৪১৬)

সখী প্রতি কমলিনী   বোলয়ে মধুর বাণী
মোরে মিলাইয়া দেহ শ্যাম।
তুমি মোর প্রিয় সখী   দেখাও সে নীরজ আঁখি
শূন্যময় হেরি ব্রজধাম॥
শুন শুন প্রাণসখি   মন্ত্রণা বলহ দেখি
কিসে পাই শ্রীনন্দ কুমার।
সখী কহে শুন ধনি   মোর নিবেদন বাণী
পুন দেখা না পাইবা তার॥
শ্যাম নাগর ইহা বলি   কুঞ্জ ত্যজি গেল চলি
প্রাণ দিব রাধাকুণ্ড জলে।
তাহা শুনি রাই ধনী   কান্দি কান্দি বলে বাণী
শ্যাম যদি আমারে ত্যজিলে॥
আমি শ্যাম কুণ্ড নীরে   শ্যামনাম হৃদে ধরে
বন্ধু লাগি এ প্রাণ তেজিব।
জ্ঞানদাস বলে শুন   হেন কহ কি কারণ
শ্যাম-অন্বেষণে চলে যাব।

(প্রা ৭২, ক ২৪১)

(৪১৭)

রস পরথাইতে   আন আতঙ্কয়ে
অতিশয় আরত নাহা।
আপন মান ধনি   মনহি মেটাঞা
না করল কিছু নিরবাহা॥
শ্যাম সুনায়র   নায়রী চতুরা
দৈবে করাওল সঙ্গ।
গাহক-আদরে   কৃপণ-দান পড়ু
না পুরয়ে মনোভব-রঙ্গ॥
পহিরণ বাস   যব উদঘাটয়ে
ঝাঁপয়ে দিঠি-সন্ধানে।
মন্দ হাস মধু-   রাধর হেরইতে
হানয়ে মনমথ বাণে॥
সরস নিবেদন   পাদুঞ্জন জনু
বোলইতে বাসক আশে।

কানু সকতার রাই অনাদর
জ্ঞানদাস রস ভাষে ॥

(ক ২৩৬)

টীকা—

নাথ শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় আর্ত্ত হইলেও রাধার নিকট কেহ রসের প্রস্তাব করিতে ভয় পাইলেন। সুন্দরী নিজের মান নিজের মনেই রাখিলেন, বাহিরে কিছু প্রকাশ করিলেন না। সুনাগর শ্যামের সঙ্গে সুচতুরা নায়িকার দৈবে মিলন ঘটিল, কিন্তু গ্রাহকের আদর সত্ত্বেও রাধা কৃপণের মতন দান করিলেন, তাহাতে কান্তের মনের বাসনা পূর্ণ হইল না। যখন কৃষ্ণ রাধার পরিধেয় বসন খুলিতে গেলেন তখন কটাক্ষ-শর নিক্ষেপ করিয়া রাধা নিজের দেহ আবৃত করিলেন। রাধার মন্দ মধুর হাসিযুক্ত অধর দেখিয়া কৃষ্ণ যেন মন্মথ শরে আহত হইলেন। মনে হয় যেন পথিকজন একটু বাসস্থান পাইবার আশায় সরস আবেদন জানাইতেছেন। জ্ঞানদাস রসের কথা বলিতেছেন যে একদিকে কানাই সকাতর অন্যদিকে রাই তাঁহার প্রতি অনাদর দেখাইতেছেন।

(৪১৮)

মানিনি হাম কহিয়ে তুয়া লাগি।
নাহ নিকটে পাই যো জন বঞ্চয়ে
তাকর বড়ই অভাগি ॥ধ্রু॥
দিনকর-বন্ধু কমল[১] সভে জানয়ে
জল তহিঁ জীবন হোয়।
পঙ্ক-বিহিন তনু ভানু শুখায়ত
জলহি পচায়ত সোয় ॥
নাহ সমীপে সুখদ যত বৈভব
অনুকূল হোয়ত যোই।
তাকর বিরহে সকল সুখ-সম্পদ
খেনে খেনে দগধই সোই ॥
তুহুঁ ধনি গুণবতি বুঝি করহ রিতি
পরিজন ঐছন ভাষ।
শুনইতে রাই হৃদয় ভেল গদগদ
অনুমতি করল প্রকাশ ॥

(তরু ৫২০, ক ২৭১)

'ক'তে অতিরিক্ত-ভণিতার কলি—

জ্ঞানদাস কহ সুন্দরী সুন্দর
মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি নয়ন মন সফল করহ সখি
যুগল পরমহি সাজ ॥

অন্য কোন পাঠান্তর নাই, কেবল (১) কমল স্থানে 'সমল' পাঠ দেখা যায়।

টীকা—

দিনকর-বন্ধু কমল সভে জানয়ে ইত্যাদি—সূর্য যে কমলের বন্ধু তাহা সকলেই জানে, আর কমলের পক্ষে জলই জীবন। কিন্তু সেই কমলই যখন পঙ্ক ছাড়া হয়, তখন সূর্য্য তাহাকে শুকাইয়া ফেলে এবং জল তাহাকে পচাইয়া দেয়। নাথ নিকটে থাকিলে ঐশ্বর্য্য সুখ দেয়, কিন্তু নাথের বিরহে সব সুখসম্পদ শুধু প্রতিক্ষণে দগ্ধ করে।

(৪১৯)

দোতিক বচন না শূনল রাই।
আপন মনহি বিচারল তাই ॥
কামুক তৃণ কেশ ধরু তছু আগে।
তবহুঁ সুধামুখি নহ অনুরাগে ॥
কত কত বিনতি করিয়া কহ বাণী।
মানিনি-চরণে পসারল পাণি ।
সুন্দরি দূর কর অসময় মান।
ইহ সুখ-সময়ে মিলহ বরকান ॥
তেজিয়া নাগর ও সুখ-পুঞ্জে।
তুয়া লাগি লুঠই কেলি-নিকুঞ্জে ॥

কেম অপরাধ চলহ সোই ঠাম।
ইহ সুখ জানি সময় অনুপাম (১) ॥

(তরু ৫৫৫, ক ২৬৬)

'ক'তে শেষ চরণের পরিবর্ত্তে আছে—

(১) 'জ্ঞানদাস কহয়ে সময় অনুপাম'। অন্য কোন পাঠান্তর দেখা যায় না।

(৪২০)

হেদে হে কিশোরি গোরি তোহে পরিহার(১) করি
শুনি কিছু কর অবধান।
ও চান্দ মুখের হাসি হৃদয়ে রহল পশি
বৈদগধি দগধে পরাণ ॥
রাই তোমার বৈদগ্ধতা কি কহিব তার কথা
কহিতে উথলে হিয়া মোর।
না দেখিয়া তোমারে পরাণ কেমন করে
তোমার গুণের নাহি ওর ॥
যে জন প্রণত হয় তাহারে তেজিতে নয়
মনে বিচারহ এই কথা (২)।
তুমি যে কহাও বাণী তাহাই কহিয়ে আমি
নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বথা ॥
যে পণ কর্যাছ তুমি সেই পণ দিব আমি
তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ।
জ্ঞানদাসেতে কয় দুহুঁ তনু একই হয়
পরাণে পরাণে বান্ধা থুইহ ॥

(তরু ১৩৬৪. ৩০থ পত্র ৪ , র ২৫৮, ক ২৬৯)

পাঠান্তর—

(১) পরিহাস—ব। (২) মনের বিচার এই কথা—ব।

টীকা—

তোহে পরিহার করি—মিনতি করি তোমাকে।

বৈদগধি—তোমার রসজ্ঞতা।

নাহি ওর—সীমা নাই।

(৪২১)

না বুঝলু(১) অন্তর কোপ নিরন্তর
বচন না সঞ্চরে বয়ানে।
সহজই কমলিনী ভেল মলিন অতি
ধারা শত শত(২) নয়নে ॥
মাধব ! রাধা(৩) বোধি না ভেল।
কত সমুঝাই চরণে ধরি বোললু
তবহু উত্তর নাহি দেল ॥ ধ্রু ॥
সঘন নিশ্বাস উদসল কুন্তল
আকুল অতিশয়(৪) গোরী।
কনক মুকুর নিয়ড়ে জনু মরকত
ঐছন ভেলি কত বেরি ॥
(তোহারি কেশ কুসুম জল তাম্বুল
ধরল মো রাইক আগে।
কোপে কমলমুখী পালটি না হেরল
মোহে হেরি রহল বিমুখে(৫) ॥)
এক কর মুঠি বান্ধি মুখ মুদল
মোহে কহল পরিণামে(৬)।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ ভালে সমুঝহ (৭)
নিরস না ভেল বয়ানে(৮) ॥

(র ২১০, প্রা ১১৩, ক ২৫৮)

পাঠান্তর—ক

(১) বুঝিয়ে। (২) ঝরু। (৩) পরবোধি। (৪) পুনপুন। (৫) বন্ধনীর ভিতরকার অংশ 'ক'তে নাই। (৬) কযল পরনামে। (৭) মনহি বিচারহ। (৮) পরিনামে

টীকা—

বোধি না ভেল - প্রবোধ মানিল না, বুঝিল না।

তোহারি কেশ ইত্যাদি—নায়কের মিনতি ও ক্ষমা প্রার্থনা জানাইবার জন্য তাঁহার কয়েকটি কেশ, পুষ্প, জল ও পান নায়িকার সামনে দূতী রাখিলেন।

(৪২২)

সুন্দর মন্দিরে থির না থাকয়ে
বচনে না দেই কাণ।
চীর চিকুর এক ন সম্বর(১)
কত না বুঝাব আন ॥
(রামা সবহুঁ তোর উদেশ।
বিরহে আউল কহ্নাই ভরমে
ফিরয়ে দেশ-বিদেশ(২) ॥ ধ্রু ॥)
শয়ন কারণ শয়ন রচই(৩)
তুয়া পরমান(৪) লাগি।
নয়ন মুন্দই মদন(৫) না দেই
হৃদয়ে উঠয়ে আগি ॥
খেণে বিলসই খেণে চমকই
খেণে খেণে রোই গাব।
খেণে অপরূপ কাঁপ উপজয়ে
খেণে ত বিবিধ ভাব(৬) ॥

(অ ৫৯০, ক ২৫০)

পাঠান্তর—ক

(১) সম্বরে। (২) বন্ধনীর ভিতরকার কলিটি 'ক'তে নাই। (৩) রচএ। (৪) দরশন। (৫) বচন। (৬) শেষ চরণের পরে আছে—

যাহার লাগিয়া লাখ কলাবতী
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে।
জ্ঞানদাস কহ তোহারি লাগিয়া
সে মরে বিরহ-জ্বরে ॥

(৪২৩)

মাধব বোধ না মানয়ে রাই।
নিকুঞ্জ গৃহে, ধনী নিবসহ, তুরিতে গমন করু তাই ॥
এত শুনি নাগরী-বেশ ধরি সখীসঞে চলু বনমালি।
যোই নিকুঞ্জে আছয়ে বরমালিনী তাঁহা যাই উপনীত ভেলি ॥
জ্ঞানদাস কহে পুরুষ প্রকৃতি।
দুইরস উজ্বল পরিপাটি অতি ॥

(র ২৪)

টীকা—

'শুনি সখি বচন মনহি অনুমান' পদটিতে এই ভাবটি সম্যক্‌রূপে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

(৪২৪)

কতহুঁ মিনতি করু কান।
মানিনি তেজল মান ॥
ছল ছল লোচন লোর।
কানু কয়ল ধনি কোর ॥
বূঝল হিয় অভিলাষ।
নিধুবন রচই বিলাস ॥
চুম্বন করইতে কান।
বঙ্কিম ইষত বয়ান ॥
কঞ্চুকে যব কর দেল।
মুকুল হৃদয় জনু ভেল ॥
নিবি পরশিতে কর কাঁপ।
নিরস কমলে অলি ঝাঁপ ॥
ঐছে না পুবয়ে আশ।
নাগর গদগদ ভাষ ॥
ধনিক কষায়িত চীত।
সরস করয়ে প্রকটীত ॥
পেশল মনহি অনঙ্গ।
জ্ঞান কহই ইহ সঙ্গ ॥

(তরু ৫৬৩, প্রা ১১৮, ক ২৩৫)

টীকা—

মুকুল হৃদয় জনু ভেল—পুলক রোমাঞ্চে হৃদয় যেন মুকুলিত হইল।

পেশল মনহি অনঙ্গ—মনের ভিতর যেন অনঙ্গ প্রবেশ করিল।

(৪২৫)

সহচর অঙ্গে গৌর অঙ্গ হেলাইয়া।
চলিতে না পারে খেনে পড়ে মুরছিয়া॥
অতি দুরবল দেহ ধরণে না যায়।
ক্ষিতিতলে পড়ি সহচর মুখে চায়॥
কোথায় পরাণ নাথ বলি খেনে কান্দে।
পুরব বিরহ জ্বরে থির নাহি বান্ধে॥
কেনে হেন হৈল গোরা বুঝিতে না পারি।
জ্ঞানদাস কহে নিছনি লৈয়া মরি॥

(তরু ১৮৯৭, র ২৬১)

টীকা—

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-ভাবের আবেগে শ্রীগৌরাঙ্গের দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাই তিনি সহচরের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইযা চলিতে যাইতেছেন। কিন্তু চলিতে না পারিয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন। আবার সংজ্ঞা লাভ করিয়া সহচরের মুখের প্রতি চাহিতেছেন।

মন্তব্য—

প্রত্যক্ষদর্শী কবিরা সহচরদের নাম করিয়াছেন। জ্ঞানদাস নিজের চোখে গৌরাঙ্গলীলা যে দেখেন নাই তাহার প্রমাণ কোন সহচরের নাম উল্লেখ না করা হইতে পাওয়া যায়।

(৪২৬)

সোনার গৌর(১) চাঁদে।
উরে কর ধরি, ফুকরি ফুকরি,
হা নাথ বলিয়া কান্দে॥
গদাধর মুখে, ছল ছল আঁখে,
চাহয়ে নিশ্বাস ছাড়ি।
ঘামে তিতি গেল, সব কলেবর,
থির নয়ানে নেহারি॥
বিরহ আনলে, দহয়ে অন্তর,
ভস্ম না হয় দেহ।
কি বুদ্ধি করিব, কোথা(২) বা যাইব।
কিছু না বোলয়ে কেহ॥
কহে হরিদাস, কি বলিব ভাষ,
কিসে হেন(৩) হৈল গোরা।
জ্ঞানদাস কহে, রাধার পিরীতে,
সতত যে রসে ভোরা॥

(তরু ২৯৮, ক ১১)

পাঠান্তর—ক

(১) গৌরাঙ্গ। (২) না। (৩) কেনে।

টীকা—

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরহে বিলাপ করিতেছেন।

উরে কর ধরি—বুকে হাত দিয়া।

(৪২৭)

আজু পরভাতে দেখিলুঁ কার মুখ।
কোন নিদারুণ বিধি দিলে এত দুখ॥
কোন দুরাচার হেন ঘোষণা ঘুষিল।
কেমন বজর—হিয়া পিয়া লইতে আইল॥
কার পুর্ণ ঘট মুক্রি ভাঙ্গিলু বাম পায়।
পদাঘাত কৈলুঁ কোন ভুজঙ্গ মাথায়॥

না জানিঞা মুঞি কোন দেবেরে নিন্দিল।
কে মোর হিয়ার ধন লইতে আইল ॥
এত কহি সুবদনী ভেল মুরছিত।
জ্ঞানদাস কহে সখী করায় সম্বিত ॥

(তরু ১৬০৫, র ২২৪, ক ২১৫)

টীকা—

কার পূর্ণঘট ইত্যাদি—জলে পূর্ণ মঙ্গলঘট বামপা দিয়া ভাঙ্গিলে এবং সাপের মাথায় লাথি মারিলে অমঙ্গল হয়।

(৪২৮)

মুড়াব মাথার কেশ, ধরিব যোগিনী বেশ,
যদি সোই পিয়া নাহি আইল।
এ হেন যৌবন, পরশ রতন,
কাচের সমান ভেল ॥
গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি ॥
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে।
খুঁজিব যোগিনী হঞা।
যদি কারু ঘরে, মিলে গুণনিধি
বান্ধিব বসন দিয়া।
আপন বন্ধুয়া, আনিব বান্ধিয়া,
কেবা রাখিবারে পারে।
যদি রাখে কেউ, তেজিব এ জীউ,
নারী বধ দিব তারে ॥
পুন ভাবি মনে, বান্ধিব কেমনে,
সে শ্যাম বন্ধুয়া হাতে।
বান্ধিয়া কেমনে, ধরিব পরাণে
তাই ভাবিতেছি চিতে ॥

জ্ঞানদাস কহে, বিনয় বচনে,
শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে, যেতে মানা করি,
দারুণ কুলের বাধা ॥

(প্রা ১২০)

টীকা—

কাচের সমান ভেল—যৌবন রত্ন এখন কাঁচের মতন হইল।

(৪২৯)

এ হরি এ হরি জগভরি লাজ।
তোহে নাহি সমুঝিয়ে ঐছন কাজ ॥
রূপে গুণে কুলশীলে কলাবতী নারী।
কাঞ্চন-কাঁতি বরণ ভেল কারি ॥
বুঝই না পারিয়ে বয়ানক বোল।
কণ্ঠ গতাগতি জীবন ডোল ॥
কেহো কেহো রাইকে কোরে আগোর।
কেহো জল দেই কেহো চামর ডোর ॥
কত পরবোধব মরম না জানি।
লিখন লিখায় যৈছে পানিক পানি ॥
আর কত কত ধনি অবিরত রোই।
অনুগত বিরহ কত বুঝই না হোই ॥
যব তনু তেজব তুয়া অনুরাগী।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ বধভাগী ॥

(ক. বি ৩৩১ ; পত্র ৮৩)

মন্তব্য—

এই পদটির সহিত ৪৪৩ সংখ্যক পদ প্রায় সবটাই মেলে।

টীকা—

তোহে নহি সমুঝিয়ে ঐছন কাজ—তোমার ঐরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার (কাজ) বুঝিতে পারি না।

কাঞ্চন-কাঁতি বরণ ভেল কারি—তাহার কান্তি ছিল সোনার মতন, এখন তাহার বর্ণ কালি হইয়া গেল।

বুঝই না পারিয়ে বয়ানক বোল ইত্যাদি—তাহার কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ হইয়াছে যে তাহার মুখের কথা বুঝা যায় না। তাঁহার প্রাণ যেন কণ্ঠগত হইয়া দুলিতেছে।

লিখন লিখায় যৈছে পানিক পানি—জল দিয়া লিখিলে তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ মুছিয়া যায় তেমনি রাধার মর্ম্মকথা না জানিয়া আমরা প্রবোধ দিলে তাহা কোন ফলই দেয় না।

(৪৩০)

মাধব বুঝনু মরম কি ভাব।
পুর-নব প্রেম, ভূরি সুখ সম্পদ,
ছোড়ি কাহে ব্রজ যাব ॥
সংপ্রতি পুরপতি, ভূপতি মহামতি,
তাঁহা তাঁহা পশুপতি ভান।
তলি দল শৃঙ্গ, বংশী মুরলী রব,
হই কত রাজ নিশান ॥
কালিন্দী তট বট, নীপ ছায়ে বসি,
নিজ তনু নিরখিতে নীরে।
ইহ অট্টালিকা, রতন পর্য্যঙ্ক পবি,
মুকুর জড়িত কত পুরে ॥
তাঁহা নব পল্লব, বীজই বল্লভ,
দুর্ল্লভ বনফুল মাল।
ইহ কত চামর, দাস ঢুলায়ত,
ভূষিত মোতি প্রবাল ॥
আহিরিণী কুরূপিনী, গুণহীনী পরাধিনী,
যতনে কাননে মেল।
ইহ কত পুরনারী, স্বতন্তরী পথোপরি,
কুবজা ভূরি সুখ নেল ॥
ভালে ভালে দশ, দিন গোঙায়লি,
গোকুল গমনা ইতি কহনা।
ব্রজপুরে প্রতি ঘরে, আগি দেই আয়লি,
জ্ঞানদাস তুষ-দাহ দহনা ॥

(মাধুরী ৪।১৫৭)

টীকা—

পুর নবপ্রেম—মথুরাপুরীর নূতন প্রেম।

সংপ্রতি সুরপতি ইত্যাদি—মথুরায় তুমি রাজা হইয়াছ, এখন ইন্দ্রের মতন তোমার সম্মান, আর বৃন্দাবনে তো পশুর পালক মাত্র ছিলে।

তাঁহা নব পল্লব বীজই বল্লভ—বৃন্দাবনে তোমাকে প্রিয় মনে করিয়া নব পল্লব দ্বারা বীজন করে।

(৪৩১)

গিরিয়া বসন, বিভূতি ভূষণ,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যেখানে নিঠুর হরি ॥
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
ভ্রমিব যোগিনী হৈয়া।
কারু ঘরে যদি, মিলে গুণনিধি,
বাঁধিব বসন দিয়া ॥
পুন ভাবি মনে, বাঁধিব কেমনে,
সে হেন দুলহ হাতে।
বাঁধিয়া পরাণে ধরিব কেমনে
তাহা যে ভাবিছি চিতে ॥
জ্ঞানদাসের, বিনয় বচন,
শুন বিনোদিনী রাধা।
মথুরা নগরে, যেতে করি মানা,
বিষম কুলের বাধা ॥

(মাধুরী ৪।৫৮)

টীকা—

গিরিয়া বসন—গেরুয়া রংয়ের বস্ত্র।

বিভূতি ভূষণ—ভস্মই হইয়াছে অলঙ্কার যাহার।

দুলহ হাতে—যে হস্তের কোমলতা এমন যে সেরূপ পাওয়া দুর্লভ।

(৪৩২)

হরি পরদেশ বেশ গেল দূর।
হাস পরিহাস সবহুঁ গেল চুর॥
হিমকর উগইতে দিনকর তেজ।
নলিনী বিছাইতে কণ্টক সেজ॥
এ সখি এ সখি কু দিবস লাগি।
হাত-রতন খসে কমল অভাগি॥
মৃগমদ চন্দন লেপন বীখ।
মন্দ পবন তাহে বাড়ব শীখ॥
শবরী পবিত ভেল সময় বসন্ত।
মনমথ পিশুনে কয়ল জিউ অন্ত॥
রতন হার গুরুয়া ভেল ভার।
দিনে দিনে সেহ দেহ অভিসার॥
বিহি কয়ল মোহে হাহাকার।
জ্ঞানদাস কহে বড় অবিচার॥

(ক বি ৩৩১, পত্র ৭৭)

[এই পদটির সহিত ৪৩৭ সংখ্যক পদের কিছু মিল দেখা যায়।]

টীকা—

হিমকর উগইতে দিনকর তেজ—চাঁদের জ্যোৎস্না রৌদ্রের মতন দেহ ঝলসাইয়া দিতেছে।

নলিনী বিছাইতে কণ্টক সেজ—সখীরা রাধার বিরহ-সন্তাপ দূর করিবার জন্য নলিনীদল বিছাইয়া দেন, কিন্তু উহা কণ্টক শয্যা বলিয়া মনে হয়।

মৃগমদচন্দন লেপন বীখ—কস্তূরী ও চন্দন লেপন করিলে এসব বিষতুল্য মনে হয়।

বাড়ব শীখ—বাড়বাগ্নির শিখার মতন মনে হয়।

শবরী—শর্ব্বরী, রাত্রি।

পবিত ভেল—পবিত্র হইল।

পিশুন—দুষ্ট।

কয়ল জিউ অন্ত—জীবন শেষ করিল।

রতনহার গুরুয়া ভেল ভার—রত্নহারও অত্যন্ত ভার বোধ হইতেছে।

দিনে দিনে সেহ দেহ অভিসার—দেহ যেমন ক্ষীণ হইতেছে তেমনি হারও সরু করানো হইতেছে।

(৪৩৩)

পুন নাহি হেরব সো চান্দ-বয়ান।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ॥
আর কত পিয়া-গুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হৈল পিয়া না দেখিয়া॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
সো সুখ-সম্পদ মোর কোথাকায়ে গেল।
পরাণ-পুতলী মোর কে হরিয়া নিল॥
আর না যাইব সোই যমুনার জলে।
আব না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে॥
নিলজ পরাণ মোব রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া॥

(তক ১৬৪৭, র ২২৯, ক ২৭৭)

টীকা—

পদটিতে কোন প্রকার অলঙ্কার নাই, শুধু বুক ফাটা কান্না আছে।

(৪৩৪)

কানু রহল পরদেশ।
জলদ সময় পরবেশ॥
দামিনী দশ দিশ ধাব।
নিদারুণ কান্ত না আব॥
সজনি কাহে কহব দিন বন্ধ।
জীবইতে ভেল অশঙ্ক॥

গগনে গরজে ঘন ঘোর।
শুনি উনমত চিত চোর॥
যব নিশি বাহিরে পয়াণ।
শশিকরে নিকলে পরাণ॥
দিনকর দিবস উপেখি।
অলিকুল কমলে না দেখি॥
চাতক পিউ পিউ নাদ।
জ্ঞানদাস কহে ইহ পরমাদ(১)॥

(কী $\frac{\text{ব ২৯}}{\text{২৭৩ পত্র}}$, লহরী ২৪৪, ক ২৭৯)

পাঠান্তর—ক

(১) জ্ঞানদাস কহ পরমাদ।

টীকা—

জলদ সময় পরবেশ—বর্ষাকাল আসিল।

দিন বন্ধ—দুর্দিনের কথা কাহাকে বলিব।

অশঙ্ক—প্রাণধারণেই অসমর্থ হইলাম (অথবা প্রাণধারণে ভয় পাইতেছি)।

অলিকুল কমলে না দেখি—কমল রহিয়াছে অথচ তাহাতে ভ্রমর নাই।

(৪৩৫)

গগন ভরল, নব বারিদ-হে,
বরখা নব নব ভেল।
বাদর দর দর, ডাকে ডাহুকী সব,
শবদে পরাণ হরি নেল॥
চাতক চকিত, নিকট ঘন ডাকই,
মদন বিজয়ী পিকরাব।
মাস আষাঢ়, গাঢ় বড় বিরহ,
বরখা কেমনে গোঙাব॥
সরসিজ বিনু সে, শোভা না পাবই,
ভ্রমরা বিনু শূণ দেহা(১)।
হাম কমলিনী, কান্ত দেশান্তর,
কত না সহব দুখ-দেহা(২)॥
সঘন সঘন, সৌদামিনী জনু,
বিরহিনী বিন্ধিল জান(৩)।
মাস শাঙনে, আশ নাহি জীবনে,
বরিখয়ে জল অনিবার॥
নিশি আন্ধিয়ার, অপার ঘোরতর,
ডাহুকী কল কল(৪) ভাখ।
বিরহিনী হৃদয়, বিদারণ ঘন ঘন,
শিখরে শিখণ্ডিণী ডাক(৫)॥
উনমতি শকতি, আরোপয়ে নিতি নিতি,
মনমথ সাধন লাগি।
ভাদর দর দর, দেহ(৬) দোলন,
মন্দিরে একলি অভাগী॥
উলসিত কুন্দ, কুমুদ পরকাশিত,
নিরমল শশধর কাঁতি।
ঘরে ঘরে নগরে, নগরে সব রঙ্গিণী,
নাহি জানে ইহ দিন-রাতি॥
চির পরবাসী, যতহুঁ পরদেশী
সব পুন নিজ ঘরে গেল।
মাস আশিন, খিণ ভেল দেহা(৭)
জ্ঞান কহে দুখ কোনহি দেল।

(লহরী ২৫২, ক ২৮০)

পাঠান্তর—ক

(১) কমল না শোভে অলি হীন। (২) দুখ দীনা। (৩) বিন্ধয়ে শর খর ধার। (৪) ডহ ডহ। (৫) কাম নীতি। (৬) অন্তর। (৭) কলেবর।

(৪৩৬)

জলধর অম্বর ছাড়ল রে, পাহুক ঋতু পরবেশ।
হেরি হেরি হিয়া ডাডরায়লরে নাহ নাহিক নিজ দেশ ॥
কি মোহে ধরল দূর ভানে।
জানলো বিহি ভেলবামে ॥
হাম যে কুমুদিনী পিয়া সে শশধর এ মোহে
আছল অভিলাষে।
এতএ বিচারি হাম জীউ মাধব কবহুঁ করব পরকাশে ॥
জীউক পিরিতি নিরাশ। জীবইতে না তেজব আশ ॥
জগমাহা জলে জনু এক। জ্ঞানদাস কহ পরতেখ ॥

(ক ২৭৯)

টীকা—

অম্বর—আকাশ। পাহুক—বর্ষণ। ডাডরায়ল—কাঁপিয়া উঠিল। দূরভানে—মন্দভাগ্য। জগমাহা জলে জনু এক ইত্যাদি—জগতের মধ্যে শুধু একজনই জলিতেছে, জ্ঞানদাস ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া বলিতেছেন।

(৪৩৭)

আজু অবধি দিন ভেলা।
কাক নিকটে (১) কহি গেলা ॥ ধ্রু ॥
আজুক প্রাতর সময়ে।
বাম বাহু নয়ন (২) কাঁপয়ে ॥
খসত কবরি নিবিবন্ধ(৩)।
বাম নয়ন করু ফন্দ ॥
এ লখন বিফল না যাব।
মাধব নিজ গৃহে আব ॥
(অনুখন হৃদয় উলাস।
পুরল পথিক পরবাস (৪)।)
পুলক পুরয়ে প্রতি (৫) অঙ্গ।
খঞ্জন কমলিনি সঙ্গ ॥.
মনমথ ভেল শুভকারি(৬)।
জ্ঞান কহে তুহুঁ গণ চারি ॥

(তরু ১৭৭৮, সমুদ্র ৩১৪, র ২৪৮, ক ২৯৩)

পাঠান্তর—তরু

(১) নিয়ড়ে। (২) খনে। (৩) সঘনে খসয়ে নিবিবন্ধ। (৪) বন্ধনীর ভিতরের অংশ 'তরু'তে নাই। (৫) সব। (৬) মনরথ কহে শুকসারি।

জ্ঞানদাস সুবিচারি ॥

পদরসসারের পুঁথিতে পাঠ—জ্ঞান কহে গুণ বিচারি ॥

টীকা—

আমার দুখের দিনের আজই অবধি বা শেষ হইল—এই কথা কাক আমার কাছে বলিয়া গেল। আজ সকালে আমার বাম বাহু ও বাম নয়ন স্ফুরিত হইল, আমার কবরী ও নিবিবন্ধ খুলিয়া গেল, বাম নয়ন যেন ফাঁদ পাতিল—এসব সুলক্ষণ কখনও বিফল হইবে না, আজ মাধব তাঁহার নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিবেন। আমার হৃদয়ে সব সময়ে উল্লাস হইতেছে, পথিকের প্রবাসের দিন আজ পূর্ণ হইল। আমার প্রতিঅঙ্গে পুলকে পূর্ণ হইল। খঞ্জন যেন কমলিনীর উপর বসিল (ইহা সৌভাগ্য-সূচক)। মন্মথ এখন মঙ্গলদায়ক হইল, জ্ঞানদাস বলেন যে তুমি চার পর্য্যন্ত গণনা করিতে করিতে মাধব আসিবেন।

(৪৩৮)

পিয়া পরদেশ বেশ গেল দূর।
হাস রভস সবহুঁ ভেল চুর ॥
মৃগমদ-চন্দন-লেপন বীখ।
মন্দ পবন জনু আনল শীখ ॥
এ সখি এ সখি দুরদিন লাগি।
হাত-রতন খসে কোন অভাগি ॥ ধ্রু ॥
হিমকর উগইতে দিনকর তেজ।
নলিনি বিছাওত কণ্টক শেজ ॥

সব বিপরীত এহ সময় বসন্ত।
মনমথ পিশুন কয়ল জিউ অন্ত॥
রতন-হার ভেল গুরুতর ভার(১)।
দিনে দিনে দেহ নেহ অনুসার॥
বিহি সে কয়ল মোহে হাহা সার।
জ্ঞানদাস কহ অতি অবিচার॥

(কী ব ২৯/২৯০ পত্র, তরু ১৮৫৭, র ২৩৫, ক ২৭৫)

মন্তব্য—

এই পদটির সহিত ৪৩১ পদের কিছু মিল দেখা যায়।

পাঠান্তর—কী

(১) রতন হার করুয়া ভেল ভার।

টীকা—

মৃগমদ চন্দন লেপন বীখ—কস্তুরী ও চন্দনলেপন যেন বিষের মতন মনে হয়।

আনল শীখ—অনলের শিখার মতন বোধ হয়।

হিমকর উগইতে দিনকর তেজ—চাঁদ উঠিলে তাহা সূর্য্যের মতন অসহ্য মনে হয়।

মনমথ পিশুন—দুষ্ট মন্মথ।

দিনে দিনে দেহ নেহ অনুসার—শ্রীকৃষ্ণের রাধার প্রতি স্নেহ যেমন দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, তেমনি রাধার দেহও ক্ষীণ হইতেছে।

আলঙ্কারিক রীতিতে পদ লিখিতে যাইয়াও জ্ঞানদাস এমন একটি সুন্দর উপমা দিতে পারিয়াছেন।

(৪৩৯)

বন্ধুরে কহিও মোর কথা।
আনলে পশিব যদি নাহি (১) আইসে এথা॥
মরণ অধিক ভেল এছার জীবন।
তোমা বিনু দগধই জনু দাবে বন(২)॥
নহেত কহএ যেন এ দুখ এড়াই।
যোঙরিয়া চাঁদমুখ তবে মরি যাই॥
জ্ঞান কহে এত দুখ (৩) না কর ভাবন।
এখনি মিলব জান মোর প্রাণধন(৪)॥

(তরু ১৮২৮, ১৯৬০, সমুদ্র ৩৭৩, র ২২৮, ক ২৮২)

পাঠান্তর—তরু

(১) না। (২) তোমা বিনু দগ্ধ যেন দাবানলে বন। (৩) জ্ঞানদাস কহে দুখ। (৪) নিচয়ে মিলব জান তোমার প্রাণধন।

টীকা—

শ্রীরাধা দূতীকে দিয়া মাধবকে বলিয়া পাঠাইতেছেন যে মাধব যদি এখানে না আসেন তবে তিনি আগুনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবেন। কেন না মরণের যন্ত্রণার চেয়েও এই জীবন অধিক দুঃসহ হইয়াছে—মাধবের বিরহে প্রাণ পুড়িয়া যাইতেছে, বন যেমন দাবানলে দগ্ধ হয়। তিনি যদি বলেন তবে তাঁহার চাঁদমুখ স্মরণ করিতে করিতে আমি মরিয়া এই দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পাই। জ্ঞানদাস সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন এত দুঃখ-চিন্তা করিও না, জানিও তোমার প্রাণধন এখনি আসিবেন।

(৪৪০)

আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল।
কহিয় বন্ধুরে মোর এত পরিহার॥
এক তিল যাহা বিনু যুগশত মানি।
তাহে কি এতহুঁ দিন সহয়ে পরাণি॥
যদি না আইসে বন্ধু নিচয় জানিয়।
মরিব আনলে পুড়ি তাহারে কহিয়॥
দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥
এছার জীবন আর ধরিতে নারিব।
এবার না আইলে পিয়া নিচয়ে মরিব॥
শুনিয়া রাধার এত বিরহ-হুতাশ।
চলিলা ধাইয়া মধুপুরে জ্ঞানদাস॥

(তরু ১৮২৯, র ২২৯, ক ২৮৩)

টীকা—

পরিহার—মিনতি।

চলিলা ধাইয়া মধুপুরে জ্ঞানদাস—জ্ঞানদাস নিজে দূতী হইয়া মধুপুরে দৌড়িয়া গেলেন।

(৪৪১)

আঘণ মাসে আশ বহু আছিল
মিলব করি অনুমানি।
সো সব মনরথ দূরহিঁ দূরে রহু
জিবইতে সংশয় জানি॥
শুন শুন নিরদয় কান।
ইহ দুখ শুনি তুয়া চীত না দরবয়ে
কৈছন হৃদয় পাষাণ॥ ধ্রু॥
পৌর রমণিগণ বহু গুণ জানত
তাহে বুঝি বারল চীত।
রসময় সদয় হৃদয় গুণ বিছুরলি
ভুললি সে হেন পিরীত॥
আগমন সময়ে যতেক আশোয়াসলি
সো কছু আছয়ে চীত।
শুনইতে তোহারি নিঠুরপন গুণগণ
জ্ঞানদাস চিত ভীত॥

(তরু ১৭৪৮, র ২৪৪, ক ২৮৭)

টীকা—

চীত না দরবয়ে—তোমার হৃদয় গলে না।

পৌর রমণিগণ—সহরের কামিনীরা অনেক গুণ বা তুক্‌তাক্ জানে।

বারল চীত—চিত্তকে নিবারণ করিলে।

(৪৪২)

হিম শিশিরে রিপু মদন দুরন্ত।
দ্বিগুণ তাপায়ল রীতু বসন্ত॥
গিরিষ দিবস-পতি কিরণ বিথার।
ঝামর ভেল তনু গল অনিবার॥
শতগুণ ভেল ইথে কেবল নিদান।
কৈছনে বরিষায় রহল পরাণ॥
হেরি সহচরি কছু ভেল আশোয়াশ।
শরদ-চাঁদ হেরি ভেল নৈরাস॥
রোয়ত সখিগণ কিয়ে দিন রাতি।
জ্ঞানদাস হেরি বিদরয়ে ছাতি॥

(তরু ১৭৫৩, র ২৪০, ক ২৮৭)

টীকা—

হিম শিশিরে ইত্যাদি—হেমন্ত ও শীতকালে মদন দুরন্ত শত্রুর মতন হয়, কিন্তু বসন্তকাল তাহার চেয়েও দ্বিগুণ সন্তাপ দিল।

ছোট্ট পদটির মধ্যে ছয় ঋতুতে রাধার বিরহ বর্ণিত হইয়াছে।

(৪৪৩)

সোনার বরণ দেহ।
পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ॥
গলয়ে সঘনে লোর।
মুরছে সখিক কোর॥
দারুণ বিরহ জ্বরে।
সো ধনি গেয়ান হরে॥
জীবনে নাহিক আশ।
কহয়ে এ জ্ঞানদাস॥

(তরু ১৯১৫, র ২৪৪, ক ২৮৮)

(৪৪৪)

রূপে গুণে কৌশলে কুলবতী নারী (১)।
কাঞ্চন কাঁতি বরণ ভেল কারি ॥
বুঝয়ে না পারিয়ে বয়নক বোল।
কণ্ঠ গতাগতি জীবন হিলোল ॥
এ হরি এ হরি জগভরি লাজ।
তোহে না বুঝিয়ে ঐছন কাজ ॥
কেহু কেহু রাইক কোরে আগোর।
কেহু জল দেই কেহ চামর ডোর ॥
কত পরবোধব মরম না জানি।
লিখন লিখয়ে যৈছে পানিক পানী ॥
আর কত কত ধনী অবিরত রোই।
অনুগত বিরত ধরম নাহি হোই ॥
যব তনু তেজব তুয়া গুণ লাগি।
জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ বধ-ভাগি ॥

(লহরী ২৬২, ক ২৮৫)

পাঠান্তর—ক

(১) রূপে গুণে যৌবনে গুণবতী নারী।

টীকা—

কাঞ্চন কাঁতি বরণ ভেল কারি—যাহার কান্তি সোনার মতন ছিল, তাহার এখন কালো রং হইল।

বয়নক বোল—মুখের কথা (অস্পষ্ট বলিয়া বোঝা যায় না)।

কণ্ঠ গতাগতি জীবন হিলোল—প্রাণ কণ্ঠগত হইয়া দুলিতেছে।

অনুগত বিরত ধরম নাহি হোই—অনুগত জনের প্রতি বিমুখ হইলে ধর্ম্ম হয় না।

(৪৪৫)

শুনহ নিকরুণ কান।
তুয়া রাই ভেল নিদান ॥
যব পরশে সরসিজ-শেজ।
তব চমকে জনু জিউ তেজ ॥
তাহে শরদ-যামিনি-কান্ত।
হেরি জিবন তেজব নিতান্ত ॥
যব রোয়ত সহচরি মেলি।
তব রচিয়া পুরুবক কেলি ॥
যব হেট করি রহু শির।
তব সবহুঁ স্তবধ শরীর ॥
যব তাপ উপজয়ে অঙ্গ।
তব যৈছে দহন-তরঙ্গ।
যব সঘনে কাঁপয়ে দেহ।
তব ধরিতে নারয়ে কেহ ॥
যব তেজই দীঘ নিশাস।
তব দুরে রহুঁ জ্ঞানদাস ॥

(তরু ১৭৮৫, র ২৪৪, ক ২৮৬)

টীকা—

ভেল নিদান—শেষ অবস্থায় পৌছিল।

তব চমকে জনু জিউ তেজ—যেন প্রাণত্যাগ করিবে এমনভাবে চমকিয়া উঠে।

তব যৈছে দহন তরঙ্গ—যেন দেহে আগুনের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে।

(৪৪৬)

শুন শুন নিরদয় কান।
তুহুঁ অতি হৃদয় পাষাণ ॥
সো ধনি বিরহ-বিষাদে।
খোয়ল কুল মরিযাদে ॥

জীবন তনু ছিল শেষ।
সোই রহত অব লেশ ॥
তাকর নাহিক আশ।
অতয়ে আয়লু তুয়া পাশ।
খেণে মুরছিত খেণে হাস।
খেণে তনি গদগদ ভাষ ॥
উঠিতে শকতি নাহি তার।
জীবন মানয়ে ভার ॥
চৌদশি-চাঁদ সমান।
মলিন না ধরল বয়ান ॥
ভূতলে শূতলি তায়।
সহচরি করু কি উপায় ॥
জ্ঞানদাস কহ রোয়।
তিরি-বধ লাগব তোয় ॥

(তরু ১৭১৭, র ২৪৩, ক ২৮৪)

টীকা—

খোয়ল কুল-মরিযাদে—কুলমর্য্যাদা খোয়াইল।

চৌদশি-চাঁদ সমান—কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর চন্দ্রের তুল্য হইয়াছেন রাধা।

তুলনীয়—বিদ্যাপতি (৫৪২)

মাধব অনুদিনে খিনি ভেলি রাহি।
চৌদসি চান্দহুঁ চাহি ॥

(৪৪৭)

যোই নিকুঞ্জে রাই পরলাপয়ে
সোই নিকুঞ্জ-সমাজ।
সুমধুর গুঞ্জনে সব মনরঞ্জনে
মীলল মধুকর-রাজ ॥
রাইক চরণ নিয়ড়ে উড়ি যাওত
হেরইতে বিরহিণি রাই।
সখি অবলম্বনে সচকিত লোচনে
বৈঠল চেতন পাই ॥
অলি হে না পরশ চরণ হামারি।
কানু-অনুরূপ বরণ গুণ যৈছন
ঐছন সবহুঁ তোহারি ॥ ধ্রু ॥
পুর-রঙ্গিণি-কুচ কুঙ্কুম-রঞ্জিত
কানু-কণ্ঠে বন-মাল।
তাকর শেষ বদনে তুয়া লাগল
জ্ঞানদাস হিয়ে কাল (১) ॥

(তরু ১৬৫৬, র ২৪১, ক ২৮১)

পাঠান্তর—ক

(১) সাল।

টীকা—

শ্রীমদ্ভাগবতের ভ্রমরগীতার ভাব লইয়া লিখিত। রসকলিকার লেখক নন্দকিশোর দাস ভ্রমরগীতার ভাবার্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে ভ্রমরগীতা শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ দশার পরিচায়ক—

যাহাতে উদ্‌ঘূর্ণাময়, চিত্রজল্প আদি হয়,
তার ভেদ অনেক প্রকার।
প্রথমে কহিব শুন, উদ্‌ঘূর্ণা যে বিলক্ষণ,
নানা বিবশতা চেষ্টা যায় ॥
যেইকালে মধুপুরী, গমন করিলা হরি,
রাধিকার উদ্‌ঘূর্ণা সে দশা।
ললিতমাধব গ্রন্থে, নাটক প্রবন্ধ ছন্দে,
তৃতীয়াঙ্কে স্ফুট সব ভাষা ॥
অত্যন্ত বিরহ শোকে, প্রিয়ের সহসালোকে,
গূঢ় রোষোঽভিজৃম্ভিত হৈয়া।
বহু ভাবময় জল্প, তারে কহি চিত্রজল্প,
তীব্রোৎকণ্ঠা অন্তিম পাইয়া ॥

কচিৎ হ্লাদিনী-সার, বৃত্তিরূপ প্রেম যার,
সপ্তম ভূমিকা মহাভাব।
তন্ময়ী রাধিকানামা, যার চেষ্টা অনুপমা,
অনন্ত অপার প্রেমভাব॥
মথুরা অঙ্গনা সনে, কৃষ্ণের বিহার মনে,
ভাবিয়া উদ্ধতমনা হৈলা।
মধুকর দেখি মনে, কৃষ্ণদূত করি মানে,
মোরে প্রসাধনে পাঠাইলা॥

ভ্রমরগীতার প্রথম শ্লোকের ভাব লইয়া এই পদটি লিখিত। শ্লোকটি এই—

মধুপ কিতর্ববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিত মালা কুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্॥

—হে মধুপ (মধুকর, মাতাল) তুমি ধূর্ত্তের (কপটের) বন্ধু, তুমি আমাদের পা ছুঁইও না, নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিও না। তোমার মুখের লোম রাঙ্গা কেন? ও কিসের রং? আমাদের সপত্নীর বুকে শ্রীকৃষ্ণের মালা মর্দিত হইয়াছে; সেই মালার কুঙ্কুমের রং তোমার মুখে লাগিয়াছে। তুমি আর আমাদের চরণ ছুঁইও না। মথুরার রাজা কৃষ্ণ, সেই সব মানিনীদের প্রসন্নতা বিধান করুন। তুমি তাঁহার দূত, তোমার জন্য (তুমি আমাদের কাছে আসিয়া মিনতি করিয়াছ বলিয়া) তিনি যাদবদের সভায় বিড়ম্বিত হইবেন।

(৪৪৮)

ওরে কালা ভ্রমরা তোমার মুখেতে নাহি লাজ।
যাও তুমি মধুপুরী যথা নিদারুণ হরি
আমার মন্দিরে কিবা কাজ॥ ধ্রু॥
ব্রজ-বাসিগণ দেখি নিবারিতে নারি আঁখি
তাহে তুমি দেখা দিলে অলি।
বিরহ-অনল একে তনু খীণ শ্যাম-শোকে
নিভান আনল দিলা জ্বালি॥
মথুরায় কর বাস থাকহ শ্যামের পাশ
চূড়ার ফুলের মধু খাও।
সেথা ছাড়ি এথা কেনে দুখ দিতে মোর প্রাণে
মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও॥
সে সুখ-সম্পদ মোর তুমি জান মধুকর
এবে সে আমার দুখ দেখ।
কহিয় কানুর ঠাম ইহ বিরহিণী নাম
জ্ঞানদাস কহে না উপেখ॥

(তরু ১৬৫৭, র ২৪২, ক ২৮২)

টীকা—
পূর্ব্বের শ্লোকের ভাব লইয়া এটি মৌলিক রচনা।

(৪৪৯)

কানুক ঐছে দশা শুনি বিরহিণি
বাঢ়ল অতি উনমাদ।
কানু কানু করি খিতি-তলে মুরছলি
সখিগণ দ্বিগুণ বিষাদ॥
এক সখি তুরিতহি কোরে অগোরল
কহিতহিঁ আওত কান।
শুনইতে ঐছন বচন রসায়ন
পাওল জীবন দান॥
চেতন পাই হেরই পুন দশদিশ
অতি উতকণ্ঠিত হোই।
কাহাঁ মঝু প্রাণ-নাথ কহি ফুকরয়ে
অবহুঁ না আওল সোই॥

রোয়ত হসত খসত মহি জোয়ত
পন্থহি নয়ন পসারি।
সহই না পারি জ্ঞান পুন তৈখনে
মথুরা নগর সিধারি॥

(তরু ১৮৪৯, র ২৩৬, ক ২৮৯)

টীকা—

উনমাদ—উন্মাদ দশা।
খসত—পড়িয়া গেল।
মহি জোয়ত—মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল।

(৪৫০)

স্বপনে দেখিলুঁ সোই মোর প্রাণ-নাথ।
সমুখে দাড়াঞা আছে যোড় করি হাথ॥
পুন না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি।
কি করিব কোথা যাব কি উপায় করি॥
পাইয়া পরাণ-নাথ পুন হারাইলুঁ।
আপন করম-দোষে আপনি মরিলুঁ॥
যে দেশে পরাণ-বন্ধু সেই দেশে যাব।
পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব॥
জ্ঞানদাস কহে রাই থির কর হিয়া।
আসিবে তোমার বন্ধু সময় বুঝিয়া॥

(তরু ১৭১০, র ৮৪, ক ২৯০)

টীকা—

শ্রীরাধা স্বপ্নে দেখিতেছেন যে মাধব যেন ফিরিয়া আসিয়াছেন, এবং তিনি যেন হাত যোড করিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিতেছেন।

২১। ভাবোল্লাস

(৪৫১)

প্রভাত সময়ে কাক ফুকারিয়া
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার বচন কহিতে
তাহিঁ আন থলে যায়॥
সখি একথা কহিয়ে তোরে।
চিরদিন পরে কোন বিধাতা
সদয় হইল মোরে॥
নিশি অবশেষে কান্দিতে কান্দিতে
নিদ আওল আঁখে।
বুকে দুটি হাত হৈয়া অতি ভীত
দাঁড়াইলা সম্মুখে॥
চমকি উঠিয়া কোরে আগোরিতে
চেতন হইল মোর।
মুরছি পড়িতে নিকটে বিশাখা
আমারে করিল কোর॥
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়য়ে
তবহি সন্তোষ হোয়(১)।
জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
বন্ধুয়া মিলব তোয় (২)॥

(তরু ১৭০৯, ক ২৯১, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ১০৬৪)

পাঠান্তর—বঙ্গসাহিত্য পরিচয়

(১) এ জ্বালা জুড়াব কিসে। (২) বঁধুয়া মিলব পাশে।

শব্দার্থ—

ফুকারিয়া—উচ্চশব্দে ডাকিয়া আন থলে—অন্য স্থলে। আগোরিতে—আগ্‌লাইতে।

টীকা—

সকালবেলা কাকেরা জোরে ডাকিতে ডাকিতে আহার ভাগ করিয়া খাইল (এটি শুভসূচক), আর আমার দয়িত যে আসিবে সেই কথা বলিবার জন্য যেন অন্যত্র চলিয়া গেল। সখি! তোমাকে এই কথা বলিতেছি, অনেক দিনের পর বিধাতা এইবার আমার প্রতি সদয় হইল। সারারাত্রি কান্দিতে কান্দিতে ভোরের দিকে চোখে একটু ঘুম আসিতেই স্বপ্নে দেখিলাম (ভোরের স্বপ্ন সত্য হয় বলিয়া প্রবাদ) যে আমার প্রিয়তম যেন তাহার অপরাধের জন্য ভীত ও সঙ্কোচযুক্ত হইয়া আমার সামনে তাহার বুকে দুইটি হাত রাখিয়া দাঁড়াইল। আমি চমকিয়া উঠিয়া তাহাকে কোলে লইতে যাইব এমন সময় আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। বিশাখা আমাকে কোলে তুলিয়া লইল। আমার অন্তর যেন পুড়িয়া যাইতেছে, হিয়ার ঘা যেন দগদগ করিতেছে, কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও স্বপ্নে প্রিয়তমের দর্শন পাইয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। জ্ঞানদাস আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন তোমার বন্ধু তোমার কাছে ফিরিয়া আসিবেন।

(৪৫২)

অচিরে পূরব আশ।
বন্ধুয়া মিলিব পাশ॥
হিয়া জুড়াইবে মোর।
করিবে আপন কোর॥

অধর-অমৃত দিয়া।
প্রাণ-দান দিবে পিয়া॥
পুলকে পুরব অঙ্গ।
পাইয়া তাহার সঙ্গ॥
ছল-ছল দু নয়ানে।
চাহিব বদন পানে॥
কিছু গদগদ স্বরে।
এ দুখ কহিব তারে॥
শুনিয়া দুখের কথা।
মরমে পাইবে বেথা॥
করিবে পিরীতি যত।
জ্ঞান না (১) কহিবে কত॥

(তরু ১৯৮১, র ২৪৯, ক ২৯৪)

পাঠান্তর—ক

(১) জা

টীকা—

শ্রীরাধা ভাবোল্লাসে বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ যখন আসিবেন তখন আমার দুঃখের কথা শুনিয়া তিনি হৃদয়ে ব্যথা পাইবেন। দয়িত যে তাঁহার ব্যথায় ব্যথিত হইবেন তাহা ভাবিতেই রাধার পরম আনন্দ।

(৪৫৩)

শুন শুন হে পরাণ-পিয়া।
চির দিন পরে পাইয়াছি লাগি
আর না দিব ছাড়িয়া॥ ধ্রু ॥
তোমায় আমায় একই পরাণ
ভালে সে জানিয়ে আমি।
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া
কিরূপে আছিলা তুমি॥
যে ছিল আমার করমের দুখ
সকল করিলুঁ ভোগ।
আর না করিব আঁখির আড়
রহিব একই যোগ॥
খাইতে শুইতে তিলেক পলকে
আর না যাইব ঘর।
কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হৈয়াছে
আর কি কাহাকে ডর॥
এতহুঁ কহিতে বিভোর হইয়া
পড়িল শ্যামের কোরে।
জ্ঞানদাস কহে রসিক নাগর
ভাসিল নয়ান-লোরে॥

(তরু ২০০৬, র ২৫২, ক ২৯৭)

টীকা—

পাইয়াছি লাগি—তোমার সঙ্গ পাইয়াছি।

হিয়ায় হইতে বাহির হইয়া কিরূপে আছিলা তুমি—আমার হৃদয়েতেই তোমার স্থান, সেখান হইতে বাহির হইয়া তুমি কেমন বা ছিলা।

তুলনীয়—

হিয়ার ভিতর হৈতে কে কৈল বাহির।
তেঞি বলরামের পহুঁ চিত নহে থির॥
(তরু ২০০৫)

আঁখির আড়—চোখের আড়াল।

(৪৫৪)

কিছু বোলো নাহে　　কিছু কয়ো নাহে
কথা শুনি ফাটে মোর বুক।
তোমা না দেখিলে প্রাণ　　সদা করে আনচান
দেখিলে সে জীয়ে চাঁদমুখ ॥
তুমি জল আমি মীন　　আমি দেহ তুমি প্রাণ
তুমি চন্দ্র আমি যেন নিশি ॥
কে জানে কাঁদে কেনে　　প্রাণমন তোমা বিনে
আপনা ভসমসম বাসি ॥
সরল শারিকা হাম　　পিঞ্জর তোমার প্রেম
তাহে বন্দী হইয়াছি হরি।
তোমার বিয়োগে হাম　　সদাই বিয়োগী হে
তেঞি আনি দধির পসারি ॥
দাঁড়ায়ে পথের মাঝে　　তিলাঞ্জলি দিলুঁ লাজে
তুয়া গুণে বাজাই নিশান।
হের দেখ ওহে শ্যাম　　দুই বাহে তুয়া নাম
দাগিয়া রাখ্যাছি মোর প্রাণ ॥
এক নিবেদন করি　　ধৈরয ধরিতে নারি
না হইও মোর বধের বধি।
জ্ঞানদাসেতে কয়　　এ কথা অন্যথা নয়
এক জীউ দুই কৈল বিধি ॥

(দানের পদ, আচার্য্য পুথি ৩৬৮)

অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঠ—বংশীবদনে কয়।

(৪৫৫)

বুঝিয়া তরণী লৈয়া তীরে আইলা শ্যাম।
সফল করিল বিধি পুরল কাম ॥
নবনী মাখন ছানা যে ছিল পসারে।
সকল দিলেন শ্যামনাগরের করে ॥
অঞ্জলি অঞ্জলি শ্যাম করেন ভোজন।
ভোজন সমাপি শ্যাম কৈল আচমন ॥
সখীগণ সঙ্গে তবে রসবতী রাই।
সেহ লেই ভোজন করু সবে তাই ॥
ভোজন সমাপি আচমন করু তাই।
করযোড়ে শ্যাম আগে কহে ধনী রাই ॥
কর অবধান শ্যাম কর অবধান।
অনুমতি কর তবে ঘরেতে পয়ান ॥
তুমি পরাণ মোর তুমি গলার হার।
তোমা বিনে সব অঙ্গ লাগে মোর ভার ॥
অনুমতি লয়্যা রাই সঙ্গে সখীগণ।
জ্ঞানদাসেতে হেরি জুড়ায় নয়ন ॥

(নৌকা খণ্ডের পদ, আচার্য্য ৪১৩)

(৪৫৬)

শ্বেত রক্ত নীল পীত আদি পুষ্প যত।
রঙ্গিয়া গোলাপ যুঁই আর বহুমত ॥
নানাবিধ ফুল তুলি নিল সহচরী।
তুরিতে আইল যথা বসিয়া কিশোরী ॥

ফুল সব নিরখিয়া আনন্দিত মন।
তবে রসবতী করে মালার গাঁথন ॥
বিনা সূতে বনমালা বনায়ে কিশোরী।
মনোহর মালা দিল ঠোঙ্গার ভিতরি ॥
হাতে হাতে মালা দিল বিশাখার পাশে।
অনুসারে দিও তার কহে জ্ঞানদাসে ॥

(আচার্য্য ৬৯১)

(৪৫৭)

কি দিব কি দিব বধুঁ মনে করি আমি।
যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি ॥
তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার ।
যতেক বাসনা মোর তুমি তার সিধি।
তোমা হেন প্রাণনাথ মোকে দিল বিধি ॥
ধন জন দেহ গেল সকলি তোমার।
জ্ঞানদাস কহে ধনি এই সব সার ।'

(আচার্য্য ৮৬৫)

(৪৫৮)

শ্যাম বামে বৈঠল বিনোদিনী রাই।
দোঁহ রূপের কিবা শোভা কি কহব তাই ॥
লাখ বয়ান বিহি না দিল হামারি।
লাখ নয়ন নাহি দিলে হেরি ওরূপ মাধুরি ॥
তড়িতে জড়িত যেন নব জলধার।
নীলমণি মাঝে কাঁচা সুবর্ণ বিহার ॥
জ্ঞানদাসেতে কহে বলিহারী যাই।
জনমে জনমে রূপ হেরি যেন তাই ॥

(আচার্য্য ৮৬৬)

(৪৫৯)

নাগরী নাগর শ্যাম রাজে।
রঙ্গে মিলল দোঁহে মণ্ডলী মাঝে ॥
রতি রসে পুলকিত অঙ্গ।
উপজল কত কত মদন তরঙ্গ ॥
বিগলিত কেশ বেশ ভেল ভঙ্গ।
রতি রসে আবেশে বাড়ল দুহু অঙ্গ।
রাস রসিকবর বিলসই রাধা।
গৌর আধতনু শ্যামরু আধা ॥
দুহুঁ সুখে আপনে নাহি রস ভোর।
হেম মরকত জনু নাগর জোর ॥
ভুজে ভুজে বেড়ি অধররস লেল।
দুহু মুখ চাঁদ দুহু চুম্বন দেল ॥
দুহুক মরম দুহু জানল ভাল।
জ্ঞানদাস কহে মদন রসাল ॥

(আচার্য্য ৯৯৭)

(৪৬০)

ধীরে ধীরে কও গো কথা রাই যেন জাগে না।
এখনি ঘুমালো রাই জাগিলে আর ঘুমাবে না ॥
ও ললিতে তোর মুখে কি ছোট কথা আসে না।
হেই নিশি তোর পায়ে পড়ি আজ যেন পোহাসনা
আমরা হবো বনবাসী না হয় গৃহে যাব না।
কুলের মূল উপাড়ি ফেলি করব কুলের লাঞ্ছনা ॥
যে যা বলে বলুক সে তা কারু কথা শুনব না।
কলঙ্ক-মালা গলায় দিয়ে হিয়ায় করব দোলনা ॥
শ্যাম কলঙ্কের জোড় ডঙ্কা দেশ বিদেশে ঘোষণা।
বাজায়ে বাজায়ে তার উপরে তুলব নিসানা ॥

জ্ঞানদাসে বলে ভাল এই যে মনের বাসনা।
ঐ চরণে প্রাণ সঁপেছি আর তো কিছু চাহি না॥

(রসালসের পদ, আচার্য্য ১০৩২)

(৪৬১)

কুসুম শেজপরি কিশোরী কিশোর।
ঘুমায়ল দুহুজন হিয়া হিয়া জোর॥
অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ।
উরে উরে চরণে চরণ এক ছন্দ॥
কুন্দন কনক জড়িত নীলমণি।
নবমেঘে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী॥
চাঁদে চাঁদে কমলে কমল এক মেলি।
চকোর ভ্রমরে এক ঠাঁই করু কেলি॥
শিখি কোরে ভুজঙ্গিণী নাহি দুখ শোক।
যমুনার জলে যেন ডুবল কোক॥
অরুণ তিমিরে এক ঠাঁই নাহি ভাগ।
কাম কামিনী এক ঠাঁই নাহি জাগ॥
কলহ কয়ল বহু রসন রসনা।
বিহি মিলাওল দোঁহে হইয়ে মগনা॥
সুরষ হেরি কুমুদিনী মুদিত না ভেল।
জ্ঞানদাস কহে কিয়ে অদভূত কেল॥

(রসালসের পদ, আচার্য্য ১০৫২)

(৪৬২)

একদিন নিধুবনে রাধাকৃষ্ণ দুইজনে
হেনকালে আসি সখীগণ।
কহে মৃদু মৃদু হাসি হেরি রাই মুখ শশী
কহে অতি মধুর বচন॥
কহি রাধে তব ঠাম সখীগণ সঙ্গে শ্যাম
বনে রাজা হয় প্রতিদিনে।
আপনি শ্যাম রাজা হয়ে সখাগণ প্রজালয়ে
বিচার করে বসি রাজাসনে॥
জয় জয় রাধে রাধে বলিয়া বোল বোলহি
রতি রণে হারিলা কান।
বৃন্দাবনের ঈশ্বরী রাইয়েরে রাজা করি
কোতয়াল করতহি কান॥
এত কহি সখাগণ হয়্যা আনন্দিত মন
রাজবেশ বানাইয়া দিল।
রত্ন সিংহাসনোপরি বসায় রাইকে রাজা করি
জ্ঞানদাস তাহাতে ডুবিল॥

(রাইরাজার পদ, আচার্য্য ১১৭৭)

(৪৬৩)

ললিতা আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
দেওয়ানের বেশ ধরি।
বিশাখা আসিয়া বামেতে বসিয়া
মহুরীর ছলা করি।
সুচিত্রা তখন চামর বীজন
করয়ে সমুখে আসি।
চম্পক লতিকা নিশান পতাকা
লই দাঁড়াইল হাসি॥
তুঙ্গবিদ্যা সখী সময় নিরখি
ছত্র ধরিল করে।
উপহার লঞা ইন্দুরেখা যাঞা
রাখে সব থরে থরে॥
রাই রাজা করি সব সহচরি
শ্যামের পানেতে চায়।
বুঝিয়ে নাগর রসিক শেখর
আপন বেশ ঘুচায়॥

নিজবেশ থুয়ে করে অসি লয়ে
পাগড়ি বান্ধিল মাথে।
জয় রাধে বলি হাঁকড় ডাকয়ে
দাঁড়াইল রাজ পথে।
হেরি সখিগণ আনন্দিত মন
গাওন বাজন করে।
নিধুবন নাম নিত্যরস ধাম
জ্ঞানদাস তাহে ফুরে॥

(আচার্য্য ১১৭৮)

(৪৬৪)

ভ্রমিতে ভ্রমিতে সবার অদর্শনে।
রাখিল আপন বাঁশা ললিতা বসনে॥
দাঁড়াইয়া রাই আগে কহে কর যুড়ি।
নিবেদন করিতে লাগিল বংশীধারী॥
বৃন্দাবনেশ্বরী শুন মোর নিবেদন।
মোর বাঁশী চুরি করি নিল কোন জন॥
শুনিয়া বিশাখা কহে মৃদু মৃদু হাসি।
ভাল হৈল চুরি গেল কুল-নাশা বাঁশি॥
এবে কুলবতী সতীর মান রক্ষা হবে।
গৃহে থাকি নারীগণ সুখে ঘুমাইবে॥
জ্ঞানদাস কহে ধনি ভাল না কহিলে।
রাজ্যের অখ্যাতি হবে এমন হইলে॥

(আচার্য্য ১১৭৯)

(৪৬৫)

ললিতা চতুর মতি কন বংশীধারী প্রতি
তুমি নিজে কোতয়াল হৈয়া।
নিজে রাখ নারিবারে রাজ অগ্রে প্রচার করে
এ কথা কহিছ লাজ খাইয়া॥
মাগো মোরা মরি যাব এই লাজে।
রাজার অখ্যাতি হবে সঙ্গীগণ দোষ পাবে
হেন জন রাখিলে এ কাজে॥
কহিছেন বনোয়ারী রাজ-প্রিয়গণ চুরি
যদি করে রাজ বিদ্যমানে।
কোটাল হইতে তার কি হইতে পারে আর
রাজ অগ্রে নিবেদন বিনে॥
শুনি রাধারাণী কন সখিসব এ কেমন
করিলেক কেবা এই কাজে।
শুষ্ক বাঁশ এক পাব হরিলে কি হবে লাভ
সকলে ফেলালে মহা লাজে॥
কিশোরীর কথা শুনি কহে সব সখী বাণী
মোরা সব কিছু নাহি জানি।
যাহারে সন্দেহ করে কোটাল ধরিয়া তারে
দেখুক আপন রত্নখানি॥

(আচার্য্য ১১৮০)

(৪৬৬)

বনমালী কন মোর দুষ্টমন
সন্দেহ করয়ে সবে।
তাহার প্রত্যয় যে করিলে হয়
তাহাই করিতে হবে॥
মনে শঙ্কা করি কাঁচুলি ভিতরি
বাঁশী রাখিয়াছে কেহ।
অতএব তাহা প্রকাশ করিয়া
আমারে প্রত্যয় দেহ॥
ললিতা কহয়ে তাহাই করিব
রাজারে জিজ্ঞাসি আসি।
এতেক কহিতে বসন হইতে
পড়িল শ্যামের বাঁশি॥

তবে কহে শ্যাম দেখ দেখ কাম
বৃন্দাবন-পাটেশ্বরি।
কর আজ্ঞাপন ইহার যেমন
আজ্ঞা হয় সুবিচারি ॥
কিঞ্চিতা কুপিতা কহয়ে ললিতা
শুন শুন মহারাণী।
কোটাল কপটে বাঁশী মোর পটে
রেখেছিল এই খানি ॥
যদি না মানহ তবে আজ্ঞা কহ
উহারে শাসন করি।
কোটাল সম্প্রতি করুক শপথি
তোমার চরণ ধরি ॥
জ্ঞানদাস কহে করহ বিচার
যে হয় তব মনে।
তোমার নাগর চতুর শেখর
বিচারহ এই জনে ॥

(আচার্য্য ১১৮১)

(৪৬৭)

শুনি শ্যামনাম মুরলি এক মুরতিক
হিয়া মাহা হোয়ল আশ।
কাতর অন্তরে প্রিয়সখী মুখ হেরি
গদগদ কহতহি ভাষ ॥
সজনি! কি কহব কহন না যায়।
অপরূপ শ্যাম নাম দুই আখর
তিলে তিলে আরতি বাঢ়য় ॥
মুনি-মনোমোহন মুরলি খুরলি শুনি
ধৈরয ধরণ ন যাতি।
মনোরম গুণগণ গুণিজন গানে শুনি
চিত রহল তাঁহি মাতি ॥
বিদগধ সুন্দর কহত দূতীবর
ভট্ট কিরিতি যশ গায়।
শুনি শুনি উনমত চিতে ভেল মনমথ
চপল জীবন দোলায় ॥
শিখণ্ড-শিখর শ্যাম রূপে গুণে অনুপাম
স্বপনে দেখিনু যুবরায়।
ফলকে তাহারি রূপ মদনমোহন ভূপ
বলে উঠি ধরিবারে ধায় ॥
ধেনুক বধের দিনে সকল সখীর সনে
দিঠিতে পড়িলাম তার।
আপন ভুলিয়া গেঁলু লাজ ভয় হারাইনু
জ্ঞানদাস কম্প অনিবার ॥

(পূর্ব্বরাগের পদ, পদরত্নমালা পুথি ১১০)

(৪৬৮)

শুনি গারি ভরি ভরি করি সাজ নন্দকুমার।
সখাগণ সঙ্গে, যৈছন রঙ্গে,
তৈছন সাজ বিহার ॥
সাজল শ্যাম, সুরতরণ পণ্ডিত,
করে করি কুসুম কামান।
সৌরভে ভ্রময়ে, কতহুঁ কত মধুকর,
জিতল মনমথ বাণ।
ধনি ধনি অপরূপ ছান্দে।
বেশ-বিলাস, রসময় মাধুরি,
কামিনী লোচন ফান্দে।
চুয়া চন্দন, অগুরু বিলেপন,
সংযোগ বিবিধ বিচিত্রে।
সমর শমিত কেল, বেশ করি বান্ধল,
বড়িহা চারু চরিত্রে ॥

কঙ্কণ কিঙ্কিণী, ঝণঝণ রণরণি,
রতিরণ বাজন বাজে।
জ্ঞানদাস কহ, রসিক শিরোমণি,
সাজল রমণী-সমাজে॥

(পদরত্নমালা পুথি)

(৪৬৯)

সখীর সমাজে রাই আছিল বসিয়া।
হেনকালে রাধা বলি বাজিল বাঁশিয়া॥
রাই কহে ললিতারে বলিয়ে তোমারে।
শুন দেখি কোন কুঞ্জে বাঁশি ডাকে মোরে॥
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বান্ধয়ে কবরী।
কুন্তলে বকুলমালা গুঞ্জরে ভ্রমরী॥
হরি অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা।
নীলবসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥
চন্দনের বিন্দু বিন্দু মালা লৈয়া করে।
পদ আধ চলে বলে নাগর কত দূরে॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবনে প্রবেশিলা জয় জয় দিয়া॥
বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া চারিপানে চায়।
মাধবীলতার কুঞ্জে দেখে শ্যাম রায়॥
নূপুরের রুণুঝুণু পড়ি গেল সাড়া।
নাগর উঠিয়া বলে রাই এলো পারা॥
অনুসরি রাই লৈয়া বসাইলা বামে।
পীতবাসে মুছই রাই মুখ ঘামে॥
শ্যাম সঙ্গে মিলল রসের মঞ্জরী।
জ্ঞানদাসে মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী॥

(পণ্ডিত বাবাজীর রাধাকুণ্ড পুথি পৃঃ ৫১)

(৪৭০)

বাঁশীরব শুনি কানে চিত না ধৈরয মানে
অমনি উঠিলা রসবতী।
কে যাবে আমার সঙ্গে বিপিন বিহার রঙ্গে
ভেটিবারে গোকুলের পতি।
ললিতা কহেন রাধে সাজাইব মনসাধে
এমনি যাইবে কেনে ধনি।
শেষে সব সখীসঙ্গে বিপিন বিহার রঙ্গে
যেতে হবে তাও মোরা জানি॥
রাইক সাজান ভালে লবঙ্গ মালতী মালে
হরিচন্দনের বিন্দু ভালে।
দোসূতি মুকুতার মালা আনি এক ব্রজবালা
তুলি দিল রায়ের কপালে॥
রাই মোর ভূষণ পরে মোহনের মন হরে
আপনে ধরিতে নারে চিত।
নিজ অঙ্গ দরপণে প্রতিবিম্ব দরশনে
ধনী ভেল আপনে মোহিত।
রাই নব কমলিনী কান্তি জিনি সৌদামিনী
সৌদামিনী ভূষণে ভূষিত।
জ্ঞানদাসেতে কয় মোর মনে হেন লয়
চান্দ যেন নেমেছে ভূমিতে॥

(পণ্ডিতবাবাজীর রাধাকুণ্ডের পুথি পৃঃ ৫২)

(৪৭১)

মলয়জ পবন পরশে পিক কুহরই
শুনি উলসিত ব্রজনারী।
উলসিত পুলকিত সবহু লতাতরু
মদন ভেল অধিকারী॥

মুকুলিত চূত দূত ভেল ষট্পদ
শরদহি দেল বাধাই।
সন্ত বসন্ত পুজায়ল ঘরে ঘরে
জগজন আনন্দ বাঢ়াই॥
চাতক পত্র কপোত শিখশুক
দুহুঁজন লিখন বুঝাই।
দ্বিজবর সন্ত বিহঙ্গ শুকমুখ
পঞ্চম বেদ পঢ়াই॥
কুঞ্জলতা পর সাজল ঋতুপতি
বহুবিধ বিচিত্র বিধানে।
কুসুম বিকশল রাসস্থল ঝলমল
কানু শুনল নিজ কানে॥
মাধবী মধুমতী বিমল চন্দ্রমতী
সভাকারে কহবি বুঝাই।
রসপরধান নারী যাহা বৈঠয়ে
সুন্দরী রসবতী রাই॥
ইহ মৃদু বচন শুনিয়া রসদায়িনী
দূতী চললি উল্লাসে।
গুরুয়া গমনেত চলিতে না দেখে পথ
সবহু রহল ধনি পাশে॥
শুনহ বচন মোর কানু পাঠাওল মোহে
কহলি নিজ কাজে।
শ্যাম সুঘর নাগর শেখর
রসিকবর বনমাঝে।
দূতীক বোলে দোলে ঘন অন্তর
আনন্দে ঝরে দুই আঁখি।
রাধা সুমুখী সফল তনু মানই
পুনুপুনু কহ চল দেখি॥
যতনহু আননে আন না বোলয়ে
স্বপনে নাহি আন ভান।
রাতিদিবসে ধনী আন না ভাবই
নয়ানে না হেরই আন॥
কুঙ্কুম কস্তুরী চন্দন কেশর ভরি
কুচযুগ শোভিত হারে।
বেশ বনাওল যো যাহা সাজল
ঐছন চলল বিহারে॥
রঙ্গিণী সঙ্গে চললি ধনী সুন্দরী
সজ্জিত সঞ্চরু নাই।
নব অনুরাগে জাগি রূপ অন্তরে
সভে মেলি শ্যামর গাই॥
সব নাগরী বর রসে আগোরি
রসভরে চলই না পারি।
গুরুয়া নিতম্ব ভরে অঙ্গ করে টলমল
হেরইতে কত মন ভারি॥
দুহুঁক দুলহ দুলহ দুহুঁ দরশনে
পহিলহি আধ নয়ন অরবিন্দ।
দুহুঁ তনু পুলকিত ঈষদবলোকিত
বাঢ়য়ে কতয়ে আনন্দ॥
পহিলহি হাস সম্ভাষ মধুর দিঠে
পরশিতে প্রেম তরঙ্গ।
কেলি কলকত দুহুঁ রসে উনমত॥
ভাবে ভরল দুহুঁ অঙ্গ॥
নয়ানে নয়ানে ঢুলাঢুলি উরে উরে
অধরে অমিয়'-রস নেল।
রাসবিলাস শ্বাস বহ ঘন ঘন
ঘামে তিলক বহি গেল॥
বিগলিত কেশ কুসুম শিখি চন্দ্রক
বেশ ভূষণ ভেল আন।
দুহুঁক মনোরথ পরিপূরিত ভেল
দুহুঁ ভেল অভেদ পরাণ॥

ধনি বৃন্দাবন ধনি রঙ্গিণি গণ
ধনি রাস-রসময় কান।
ধনি ধনি সরস কলারস ঋতুপতি
জ্ঞানদাস গুণগাণ॥
(পণ্ডিতবাবাজীর রাধাকুণ্ডস্থ পুথি পৃঃ ২৬৮)

(৪৭২)

নিরবধি লীলা করে নির্জ্জন কাননে।
বৃন্দজন বিনে তাহা অন্যে নাহি জানে॥
ডালে বসি কোকিল পঞ্চম করে গান।
রাধাকৃষ্ণ নাহি জানে তাহার সন্ধান॥
আচম্বিতে একজন হইল বাহির।
নগরে আসিয়া তেই বলয়ে আহির॥
আভীর হইয়া স্থান করয়ে মার্জ্জনা।
তাহা দেখি রাধাকৃষ্ণ করেন বাসনা।
স্থান মার্জ্জনা করি করিল গমন।
জ্ঞান কহে নাহি জানে সনক সনাতন॥
(সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৪১।৩)

(৪৭৩)

কিক্ষণে শ্যামরূপ নয়ানে লাগিল।
মান অভিমান কুলের ধৈরজ ভাঙ্গিল॥
অল্প বয়সে মোর শ্যাম পরিবাদ।
বিধি কৈল পরাধিনী না পুরল সাধ॥
কি করব কুলশীলে গুরু গরবিতে।
বিকাইনু শ্যাম পায় আন নাহি চিতে॥
আপনা আপনি কথা ভাবি মনে মনে।
আপনাকে বলি ধনি এমন হৈলে কেনে॥
বলে বলুক গুরুজন যায় জাতি যাউক।
মরে মরুক নিজপতি আপনে কউক॥
হেন মনে করি রূপহার করি পরি।
দেখিলে সে জিয়ে প্রাণ, না দেখিলে মরি॥
জ্ঞানদাস বলে ধনি যে ধন্য সে বটে।
তুমি শ্যামের, শ্যাম তোমার, নহিলে কি ঘটে॥
(কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু ১৭৫ পৃঃ)

(৪৭৪)

সহজই সুন্দরী গোরী।
অভিনব কনক কিশোরী॥
বরণে উজোর সব দেশ।
কি করব অধিক সুবেশ॥
তুহুঁ অতি বিদগধ রাজ।
সাধইতে আপন কাজ॥
মাজব মুখ-অরবিন্দা।
নিরমল শারদ চন্দা॥
অঞ্জনে রঞ্জন আঁখি।
উড়ইব খঞ্জন পাখি॥
কুচযুগ কনয় কটোর।
চন্দনে কি করু উজোর॥
পদযুগ পঙ্কজ ভান।
জ্ঞানদাস কি করু বাখান॥
(বরাহনগর পদাবলী ৪ ক পুথি)

২৩। সন্দিগ্ধ

(৪৭৫)

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই ॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি (১) শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীরঅঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥
শিখরে শিখণ্ড-রোল মত্ত দাদুরী-বোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে (২)
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে ॥
মরমে পৈঠল সেহ হৃদয়ে লাগল লেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক্ রহু কুলের কামিনী ॥
রূপে গুণে রস-সিন্ধু মুখ-ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
"আমা কিন বিকাইলু" বোলে ॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণ-ভূষিত অঙ্গ (৩)
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে ॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল (৪)
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল (৫) ॥

(তরু ১৪৪, গী ২৬৩, কী ৬১ (অজ্ঞাত), পদরত্নাকর পুথি ৩৯৬
(বলরামদাস ভণিতা, র ৯, ক ৪৫)

পদরত্নাকরের ভণিতা—

কি কহিব সখি আর অঙ্গ পরশিতে তার
আনন্দে হইলুঁ অগেয়ান।
বলরাম দাসে রটে সে জন তোমার বটে
ইথে কিছু না ভাবিহ আন ॥

পদরত্নাকরের ভণিতায় অনেক প্রসিদ্ধ কবির সুবিখ্যাত পদ সম্বন্ধে ভণিতাবিভ্রাট দেখা যায় বলিয়া ইহাকে প্রামাণ্য বলিয়া মনে করা কঠিন। আমাদের মতে গীতচন্দ্রোদয় ও পদকল্পতরুর প্রামাণিকতা পদরত্নাকর অপেক্ষা অধিক; তাই এটি জ্ঞানদাসেরই রচনা।

পাঠান্তর—

(১) ঝন ঝন শবদে বরিষে—গী। (২) ডাহুকী সঘনে গর্জে—কী; সঘনে ডাহুকী গাজে—ক। (৩) ভূষণের ভূষণ অঙ্গ—গী। (৪) মুখে নিরসে বোল—গী। (৫) জলদে বিজুরি আগোরল—কী, পদরত্নাকর।

টীকা—

এটি পদাবলী-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন। ইহাকে গদ্যে বা পদ্যে রূপান্তরিত করিতে গেলে ইহার সৌন্দর্য্য যেন কর্পূরের মতন উড়িয়া যায়। তরুণী রাধিকার তখনও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলন ঘটে নাই, শুধু তাঁহার রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছেন। এমন অবস্থায় দিনরাত তিনি যাহা সমস্ত

অন্তর দিয়া কামনা করেন, তাহাই স্বপ্নে দেখিলেন এবং দেখিয়া এতই আনন্দিত হইলেন যে মর্ম্মসখীকে তাহা না বলিয়া পারিলেন না।

রাধা কি ভাবে পালঙ্কে শয়ন করিয়া স্বপ্ন দেখিলেন তাহার বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি বলিতেছেন—শ্রাবণ মাসের রাত্রি, থাকিয়া থাকিয়া মেঘের গর্জন শুনা যাইতেছে, আর রিমি-ঝিমি শব্দ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। এমন বাদলা রাতে রাধিকা মনের আনন্দে পালঙ্কে শুইয়া ঘুমাইতেছেন। নিদ্রায় তিনি এমন অচেতন যে গায়ের কাপড় খুলিয়া গিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারেন নাই। পাহাড়ের কোল ঘেঁসিয়া বুঝি তাঁহার বাড়ী (বৃষভানুর বাড়ী বর্ষাণে একটি ছোট পাহাড় আছে), তাই বলিতেছেন পাহাড়ের চূড়ায় ময়ূর ডাকিতেছে, এদিকে ভেকেরা যেন মত্ত হইয়া শব্দ করিতেছে, আবার এমন বর্ষার রাত্রিতে কোকিলও কৌতুকের সহিত গান করিতেছে (বর্ষাকালে কোকিল সাধারণতঃ ডাকে না, কদাচিৎ ডাকিলেও রাত্রিতে কখনও ডাকে না—রাত্রিশেষে, উষাকালে তাহারা ডাকে। কবি ময়ূর ও কোকিলের ডাকের কথা বলিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন যে এই স্বপ্ন রাধা শেষ রাত্রিতে দেখিতেছিলেন, এবং ভোরের স্বপ্ন বৃথা হয় না) বৃষ্টি ও মেঘের গর্জ্জনের সঙ্গে ময়ূর, কোকিল ও ভেকের কোলাহল, তাহার উপর আবার ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, অবিশ্রান্ত ঝিল্লীরব ও ডাহুকপাখীর গর্জন এক বিচিত্র ঐক্যতান সৃষ্টি করিয়াছে। এই পটভূমিকায় রাধা স্বপ্নে দেখিলেন শ্যামলবর্ণ দেহধারী এক পুরুষ, সে পুরুষ তিনিই যাঁহাকে দেখিয়া রাধা মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন—"তাহা বিনু আর কারো নই।" সেই পুরুষ বাহিরে থাকিলেন না, মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিলেন, রাধার হৃদয়ে তাঁহার দেহের ছোঁয়া লাগিল, রাধার কানে শুধু তাঁহার কথা বাজিতে লাগিল। তাহার আচরণ দেখিয়া মন যে কেমন করে। কিন্তু মনকে শাসন করিতে হয়, কেননা রাধা যে কুলের বৌ; কিন্তু ধিক্ কুলকে; মনকে কি ফিরাইতে ইচ্ছা করে? (এই দ্বন্দ্বের জন্য মনকে দারুণ বলা হইয়াছে)। সেই পুরুষ রূপেরও সমুদ্র, গুণেরও সাগর; তাহার মুখের আভা চন্দ্রকে পরাজিত করে। গলায় তাহার মালতীর মালা দুলিতেছে। রাধার পদতলে বসিয়া সে ছল করিয়া তাঁহার গায়ে হাত দেয় আর বলে "আমাকে কিনিয়া লও, আমি তোমার কাছে বিনামূল্যে বিকাইলাম"। তাহার ভ্রূভঙ্গী কি অপূর্ব্ব, দেহে কত অলঙ্কার তাহার কটাক্ষে স্বয়ং কামদেবও মোহিত হন। হাসিয়া হাসিয়া সে কথা বলে, প্রাণমন যেন কাড়িয়া লয় (দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না) মন-ভোলানো কত রঙ্গ তার জানা আছে! রসের আবেশে সে আলিঙ্গন দিল; রাধা বাধা দিবার মতন কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তাহার অধরের স্পর্শ নিজের অধরের উপর অনুভব করিলেন। তাহার অঙ্গ অবশ হইয়া গেল, রাধার কুলগৌরব গেল কিন্তু লজ্জা করিবার বা ভয় করিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল; জ্ঞানদাস এই অপূর্ব্বকথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভণিতাটির মধ্যে যেন একটা আকস্মিকতা, অথবা পৌর্ব্বাপর্যবিহীনতা লক্ষ্য করা যায়।

পদরত্নাকরধৃত পাঠে পদের যেখানে আরম্ভ হইয়াছিল সেইখানে কথার সূত্র ফিরাইয়া আনিয়া বলা হইয়াছে—মেঘ যেন বিদ্যুৎকে (শ্যামমেঘ যেন বিদ্যুৎবর্ণকে) আগলাইল—সখি আর কি বলিব, তাহার অঙ্গের পরশ পাইতেই আমি চেতনা হারাইলাম। বলরাম দাস বলিতেছে (ঘোষণা করিতেছেন) সেই পুরুষ নিশ্চয়ই তোমার ইহাতে মাত্রবিন্দু সন্দেহ করিও না।

পদটির সঙ্গে রামানন্দ বসু রচিত (তরু ১৪৫) একটি পদের সামান্য মিল দেখা যায়। ঐ পদেও রাধা বলিতেছেন—

"শাঙন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যাম বরণ এক পুরুষ আসিয়া মোর
মুখে ধরি করয়ে চুম্বন॥

বলি সুমধুর বোল   পুন পুন দেই কোল
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ   সবে মাগে প্রেমধন
বলে কিন যাচিয়া বিকাই ॥"

কিন্তু ইহাতে প্রকৃতির বর্ষণ ও গর্জ্জনের সঙ্গে পক্ষী ও কীটপতঙ্গের বিচিত্র ধ্বনির ঐক্যতান নাই এবং ব্যঞ্জনা ও ছন্দের অপূর্ব্বতা নাই। জ্ঞানদাসের পদটির ছন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা, সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্ব্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্ব্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।" তিনি পদটিকে ছন্দান্তরিত করিয়া বলিয়াছেন—

শ্রাবণ মেঘে তিমির-ঘন শর্বরী,
বরিষে জল কাননতল মর্মরি ॥
জলদরব ঝংকারিত ঝঞ্ঝাতে
বিজন ঘরে ছিলাম ঘুম-তন্দ্রাতে,
অলস মম শিথিল তনু-বল্লরী।
মুখর শিখী শিখরে ফিরে সঞ্চরি ॥

"এ ছন্দে হয়তো বাইরের ঝড়ের দোলা কিছু আছে কিন্তু মেয়েটির ভিতরের গভীর কথা ফুটল না। এ আর-এক জিনিষ হল" (ছন্দ, সবুজপত্র ১৩২৪)

অন্যত্র (বাংলাভাষা পরিচয়) তিনি লিখিয়াছেন—

"কবিতার বিশেষত্ব হচ্ছে তার গতিশীলতা। সে শেষ হয়েও শেষ হয় না। গদ্যে যখন বলি 'একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল' তখন এই বলার মধ্যে খবরটা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবি যখন বললেন"

রজনী শাওণঘন, ঘন, দেয়া গরজন
রিম্ ঝিম্ শবদে বরিষে

"তখন কথা থেমে গেলেও বলা থামে না। এ বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি।"

(৪৭৬)

আমি ত (১) অবলা,   কখন হৃদয়ে,
ভালমন্দ নাহি জানি।
বসিয়া বিরলে,   লেখা চিত্রপটে, (২)
বিশাখা দেখাল্য আনি ॥
সখি(৩) এমন কেনে বা হইল।
এ বড় বিষম,   আনল শিখায়ে,
আমারে ফেলিয়া গেল (৪) ॥
বয়স কিশোর,   অতি(৫) মনোহর,
অতি সুমধুর রূপ।
নয়ন যুগল,   করয়ে শীতল,
দেখিয়ে সুধার কূপ(৬) ॥
নিজ পরিজন,   সে কোন (৭) আপন,
(তার) বচনে বিশ্বাস করি।
চাহিয়া দেখিতে,(৮)   হৃদয়ে পশিল, (৯)
বুক বিদরিয়া মরি ॥
চাহি ছাড়িবারে,   ছাড়িতে না পারি, (১০)
কি ক্ষণে দেখিনু তায় (১১)।
জ্ঞানদাস কহে,   কানুর পিরিতি
এমতি বিষম দায় (১২) ॥

(তরু ১৪৩ (চণ্ডীদাস ভণিতা), কী ৪৬
(চণ্ডীদাস), ব ২৬ (৭) পত্র ২)

পাঠান্তর—তরু

(১) হাম সে। (২) পটে ত লিখিয়া (৩) হরি হরি। (৪) বিষম বাড়ব-আনল মাঝারে আমারে ডারিয়া দিল। (৫) বেশ। (৬) বড়ই রসের কূপ। (৭) হেন। (৮) চাহিতে তা পানে। (৯) পশিল পরাণে। (১০) চাহি ছাড়াইতে, ছাড়া নহে চিতে। (১১) এখন করিব কি। (১২) কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম-নব-রসে, ঠেকিলা রাজার ঝি ॥

টীকা—

চিত্রপট দর্শন করিয়া অনুরাগ জাগিবার কথা শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিয়াছেন।

'চাহিয়া দেখিতে হৃদয়ে পশিল' ইত্যাদি…………শ্রীরাধা চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দেখিতেছেন এমন সময় যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ করিলেন; অনুরাগের প্রাবল্যে তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

(৪৭৭)

হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল।
অঙ্গ মোড়ি পদ দুই তিন গেল ॥
পাস উদাসল পালটি নেহারি।
তাঁহি চলল মন বাহু পসারি ॥
পেখলোঁ বর বৈদগধি নারি (১)।
মদনবাণ কত ভেল তাঁহা মারি (২) ॥
কেশ বিথারল পীঠহি লোল।
মাথ আধ পর রহল নিচোল ॥
পহিরল পুনহিঁ সারি (৩) নিবিবন্ধ।
তবধরি নয়নে রহল মঝু (৪) ধন্দ ॥
চাতুরি কতহিঁ (৫)কয়ল মঝু আগে।
জীবন রহল বড়ই (৬) পুন ভাগে ॥
কহইতে কি কহব কহই না পারি।
জ্ঞানদাস কহে বড় বিদগধ নারি (৭) ॥

(গী ৩৯১ (বিদ্যাপতি), গীতোচন্দ্রোদয়, ৩৯১, কী ১২০
(জ্ঞান) (সং ২৫ জ্ঞানদাস) র ২১, ক ১৭)

পাঠান্তর—গী

(১) আজু পেখলুঁ মুই রসবতী নারী। (২) মদনবাণ কত গেলি উভারি। (৩) ঝাড়ি। (৪) কিয়ে। (৫) কতয়ে। (৬) জীউ রহল আজু বড়। (৭) ভণয়ে বিদ্যাপতি বিদগধ নারী।

পদটির ভাষা মোটেই বিদ্যাপতির মতন নহে, বাঙ্গালী বিদ্যাপতি কবিরঞ্জনের পদ হইতে পারে। জ্ঞানদাসের রচনা হওয়াও অসম্ভব নহে।

টীকা—

রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়া একটু হাসিয়া মুখে একটু ঘোমটা টানিয়া দিলেন, গা মোড়া দিয়া দুই তিন পা আগাইয়া গেলেন, আবার ফিরিয়া চাহিয়া বুকের পাশের কাপড় একটু খুলিলেন, তাহাই দেখিয়া আমার মন যেন দুই বাহু বাড়াইয়া আগাইয়া গেল। দেখিলাম যে নারী খুব সুরসিকা; কত মদনবাণ আমার উপর বর্ষিত হইল। সে কেশপাশ ছড়াইয়া দিল, তাহা পিঠে দুলিতে লাগিল। তাহার অর্দ্ধেক মাথার উপর আঁচল থাকিল। সে নীবিবন্ধ ঠিক করিয়া আবার বসন পরিল, সেই হইতে আমার চোখে ধাঁধা লাগিল। আমার সামনে সে কত চাতুরি করিল, (তাহাতে আমার প্রাণ যায় যায়), বহু পুণ্যফলে প্রাণ রহিল। কি বলিতে চাই, বলিতে পারি না। জ্ঞানদাস বলেন যে নারী বড় রসিকা।

(৪৭৮)

তখনি বলিলু তোরে, যাইস্ না যমুনা তীরে,
যাইস না লো কদম্বের তলে।
তাহা না শুনিলা কাণে, এখন বলহ কেনে,
গা মোর কেমন কেমন করে ॥
রাঙ্গা হাত রাঙা পা, মেঘের বরণ গা,
রাঙ্গা সে দীঘল দুটি আঁখি।
কাহার শকতি উহার, দিঠিতে পড়িলে গো,
ঘরে আসে আপনাকে রাখি ॥
কাণের কুণ্ডল তার, আস্তা মানুষ গিলে,
কাচা পাকা কিছুই না বাছে।
আমরা উহার ডরে বাড়ীর বাহির নহি
ঘরের বাহির নাহি নাছে ॥

মধুর মধুর চাঁদ মুখেতে হাসিতে গো
অবলার জাতি কুল-নাশ।
এ গুরু গৌরব লাজ ছাড়ায় সকল কাজ
ভালে ভালে জানে জ্ঞানদাস (১)॥

(তরু ১২২ (বংশীদাস), গীতচন্দ্রোদয় ১৭৯ জ্ঞানদাস)

পাঠান্তর—তরু

(১) আন সনে কথা কয়, আন জনে মুরছায়,
ইহা কি শুন্যাছ সখি কাণে।
একুল ওকুল মোরা, দুকুল খাঞাছি গো,
হয় নয় বংশীদাস জানে॥

কিন্তু ভণিতার কলিটি পদকল্পতরুর খ,গ,ঘ,ঙ এবং চ পুথিতে নাই। সুতরাং এটি জ্ঞানদাসের রচনা হওয়াই অধিক সম্ভব।

টীকা—

কাণের কুণ্ডল তার আস্তা মানুষ গিলে—কুণ্ডল মকরাকৃতি, তাই কবি বলিতেছেন যে সেই মকর যেন আস্ত মানুষ গিলিয়া ফেলে (কুণ্ডলের শোভা দেখিয়া নারী মনপ্রাণ সব হারায়)।

(৪৭৯)

যত রূপ তত বেশ ভাবিতে পাঁজর শেষ
পাপ চিতে নিবারিতে(১) নারি।
কিয়ে যশ অপযশ নাহি ভায় গৃহবাস(২)
তিল আধ পাসরিতে নারি(৩)॥
মাথায় করি কুলডালা ঘুচাব কুলের জ্বালা
তবহুঁ পুরাব মন সাধে।
প্রসন্ন হইবে বিধি সাধিব মনের সিদ্ধি
যবে হবে কানু পরিবাদে(৪)॥
কুল ছাড়ে কুলবতী সতী ছাড়ে নিজ পতি
সে যদি নয়ানের কোণে(৫) চায়।
(স্বরূপে দড়াইলুঁ মন জাতি যৌবন ধন
নিছিয়া ফেলিব শ্যাম পায়।'
মনে ত করিয়ে সাধ যদি হয় পরিবাদ
যৌবন সকল করি মানি।
জ্ঞানদাসে ত কয় এমতি যাহার হয়
ত্রিভুবন তাহার নিছনি(৬)॥

(কী ২৮১ (বলরাম দাস), র ১১, তরু ২৯২ জ্ঞানদাস ভণিতা)

পাঠান্তর—কী

(১) পাসরিতে। (২) কিবা মোর গৃহবাস। (৩) একতিল না দেখিলে মরি। (৪) সই কতদিনে পুরিবেক সাধ।
সাধি সকল সিধি প্রসন্ন হবে বিধি
তার সনে হবে পরিবাদ॥

(মাথায় করি ফুল ডালা ইত্যাদি কীর্ত্তনানন্দে নাই।)

(৫) নয়ন কোণে। (৬) বন্ধনীর ভিতরকার অংশ কীর্ত্তনানন্দে নাই। উহার পরিবর্ত্তে আছে—

নিশি দিসি অনুক্ষণ অনিমিখ নয়ন
থাকিনু ও চাঁদমুখ চাহিয়া।
এ হৃদয় চাহিনু মনে প্রবেশ করিব বনে
কানু ধন গলায় গাঁথিয়া॥
একূল ওকূল খাইয়া [illegible]লহু আপনা লইয়া
মোরে [illegible]হ যতন।
বলরাম দাস [illegible] ছাড়িমু কাহার ডরে
সেই মোর পরাণের ধন॥

টীকা—

নাহি ভায় গৃহবাস—ঘরে থাকিতে মন চায় না (ভায়—রুচে)।

কানু পরিবাদে—কানুকে লইয়া আমার কলঙ্ক।

(৪৮০)

প্রতি অঙ্গে মণি মুকুতা খিচনি
বিজুরি চমকে তায়।
ছি ছি কি অবলা সহজে চপলা
মদন মুরছা পায়॥

সজনি লো সই না জানি কি হৈল
আধ-নয়নে চাঞা।
প্রিয়-সখী-বোল চিত উতরোল
দেখিলুঁ আপনা খাঞা॥
হিয়ার ভিতরে টানিয়া টানিয়া
কাতারে পরাণ কাটে।

* * *

চন্দন তিলক আধ ঝাঁপিয়া
বিনোদ চুড়াটি বান্ধে।
জ্ঞানদাস কহে ভালই সে তারে
সদাই পরাণ কান্দে॥

(অ ১৩৭)

মন্তব্য—

প্রথম কলিটি বলরাম দাস ভণিতাযুক্ত "অঙ্গে অঙ্গে মণি" (পদকল্পতরু ৭৯১) পদের সঙ্গে মেলে। দ্বিতীয় কলি ও তৃতীয় কলির অর্দ্ধাংশ ঐ পদে নাই। শেষ কলির প্রথমার্দ্ধ ঐ পদে আছে, কিন্তু ভণিতা অংশ নূতন। ঐ পদের ভণি[illegible]

আধ চরণে [illegible]আ[illegible]নি
আধ মধুর হাস।
এই সে লাগি[illegible] ভালে সে ঝুরিয়া
মরে বলরা[illegible] দাস॥

টীকা—

মুকুতা খিচনি—মুক্তার জড়োয়ার কাজ করা।

ছি ছি কি অবলা ইত্যাদি—সেই রূপ দেখিয়া অবলার কথা দূরে থাকুক, (সে তো স্বভাবতঃই চপল) স্বয়ং কামদেবও মূর্চ্ছা যান।

প্রিয় সখি বোল চিত উতরোল ইত্যাদি—প্রিয় সখির মুখে তাঁহার রূপের কথা শুনিয়া আমার চিত্ত চঞ্চল হইল, আমি তাহার পানে আধনয়নে চাহিয়া দেখিলাম, আর তাহাতেই মজিলাম।

(৪৮১)

আজু কেনে তোমা এমন দেখি।
সঘনে অলসে ঝাঁপিছ আঁখি॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
না জানি কি আছে হিয়ায় বেথা॥
কিবা বা মনেতে লাগিয়াছে।
দোষদিঠে কেবা দেখিয়াছে॥
সঘনে বসন না রহে গায়।
রসের অঙ্কুর উপজে তায়॥
যদি না বোলহ লাজের কাজে।
মরমী লোকের মরমে বাজে॥
কালা কানুর পথে যে জন যায়।
বাতাসে মানুষ চমক পায়॥
তার আগে যদি এমন জানো।
জ্ঞানদাস বোলে কেনে না মানো॥

(তরু ২২৬, কী ২৪৮, (জ্ঞান), র ১০৬,
গী ২৬৫ জ্ঞান, ক ১৬৬)

মন্তব্য—

এই পদটি পদকল্পতরুতে (২২৬) বিদ্যাপতি ভণিতায় ধৃত হইয়াছে—

বিদ্যাপতি কহে একথা দঢ়।
গোপত পিরিতি বিষম বড়॥

এ ভাষা অবশ্য মৈথিল বিদ্যাপতির নহে; বাঙ্গালী বিদ্যাপতির হইতে পারে। পদকল্পতরুতে নিম্নলিখিত চরণ অতিরিক্ত আছে—

সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দেব অবঘাত হৈয়াছে পারা॥

* * * *

আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখী॥

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় গীতচন্দ্রোদয় দেখেন নাই;

তিনি পদরত্নাকরে মূলে ধৃত শেষ চারিটি চরণ পাইয়া লিখিয়াছিলেন—"এই পদের ন্যায় খাঁটি বাঙ্গালা পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করার উপযুক্ত কারণ না থাকায়, ইহা পদরত্নাকর পুথির প্রমাণানুসারে জ্ঞানদাসের রচিত বলিয়াই স্বীকার করা সঙ্গত।" কিন্তু ইহা বাঙ্গালী বিদ্যাপতির রচনা হইতে বাধা নাই। বরাহনগরের পাটবাড়ীর ২৬(ণ) পুথির দ্বিতীয় পত্রে এই পদটি আবার চণ্ডীদাস ভণিতায় দেখা যায়। যথা—

আজু কেনে গোরী এমন দেখি।
সঘনে আলিসে কাঁপিছে আঁখি ॥
সঘনে গগনে গণিছ তারা।
দেব অবঘাত হয়াছে পারা ॥
অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা।
অন্তরে কি পায়াছ ব্যথা ॥
আচলে কাঞ্চন ঝলক দেখি।
প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি ॥
যে জন দেখ্যাছ সে পড়ে মনে।
আন কহিতে কহিছ আনে ॥
যদি না কহ লোকের লাজে।
মরমী জনের মরমে বাজে ॥
আজু কেনে তোমার এমন রীত।
চণ্ডীদাসে কহে মজিল চিত ॥

(৪৮২)

তুমি কিনা জান সই কানুর পিরিতি
তোমারে বলিব কি।
সব পরিহরি এ জাতি জীবন
তাঁহারে সোঁপিয়া'ছি ॥
প্রাণসই কি আর (২)
কুলবিচারে।
প্রান বন্ধুয়া বিনু তিলেক না জিউঁ
কি মোর সোদর পরে ॥ ধ্রু ॥

সে রূপ সাগরে নয়নে ডুবিল
সে গুণে বান্ধল হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবল মন (৪)
আনিব (৫) কি আর দিয়া ॥
খাইতে খাইয়ে শুইতে শুইয়ে
আছিতে আছিয়ে ঘরে।
জ্ঞানদাসে কহে (৬) ইঙ্গিত পাইলে
আগুণ দিএ দুয়ারে (৭)।

(সমুদ্র ২৪৯ জ্ঞানদাস ভণিতা, তরু ৮৯৩, চণ্ডীদাস, অ ১৬৬ জ্ঞানদাস ভণিতা, ক ২০২)

পাঠান্তর—অ

('ক'র পাঠ 'অ'র সহিত অভিন্ন)

(১) তুমি সব জান। (২) সই কি আর কুল বিচারে। (৩) জীব। (৪) ডুবিল যে মন। (৫) তুলিব। (৬) তরু ৮৯৩ তে ভনিতা—চণ্ডীদাস কহে ; পদরত্নাকর পুথিতে জ্ঞানদাস কহে। (৭) আগুণি ভেজাই ঘরে।

টীকা—

প্রাণবন্ধুয়া বিনু ইত্যাদি—কুলের বিচার করিয়া কি হইবে? কুল রাখা ভাল কিনা সে তর্ক উঠানো নিরর্থক, কেননা আমি প্রাণবন্ধু ছাড়া এক তিলও বাঁচিব না ; আমার ভাই—বন্ধু (সোদর), কুটুম্ব (পরে) আমার বন্ধুর অভাব মিটাইতে পারে না।

সে রূপ সাগরে ইত্যাদি—আমার নয়ন ডুবিয়াছে তাহার রূপের সাগরে, আর মন ডুবিয়াছে তাহার ব্যবহারে (চরিতে) তাহার গুণ দিয়া আমার হৃদয় বাঁধিয়াছে, সুতরাং আমার মন, নয়ন এবং হৃদয় কেমন করিয়া ফিরাইয়া আনিব?

সে রূপ সায়র হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ চরণ পর্য্যন্ত পদকল্পতরু (৮৯৩) ধৃত 'সই পিরিতি আখর তিন' ইত্যাদি পদের শেষাংশের সহিত প্রায় অভিন্ন। যথা—

সে রূপ সায়রে, নয়ন ডুবিল, সেগুণে বান্ধল হিয়া।
সে সব চরিতে,ডুবিল যে চিত্তে আছিতে আছিয়ে ঘরে।
চণ্ডীদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে, অমল কি ঘর বারে॥

(চণ্ডীদাসের পদাবলী ১০৪ পৃঃ)

(৪৮৩)

ঝিতিনিতি আসি যাই এমন কভু দেখি নাই
কি খেণে বাড়াইনু পা জলে।
গুরুয়া গরব কুল নাশাইতে(১) কুলবতীর
কলঙ্ক আগে আগে চলে(২)॥
বড়ি মাই(৩)! কি দেখিনু যমুনার ধারে।
কালিয়া বরণ এক মানুষ আকার গো
বিকাইনু তার আঁখি-ঠারে॥ ধ্রু॥
শ্যাম চিকণিয়া দে রসে নিরমিল কে
প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপনি।
ভুবন-বিচিত্র(৪) ঠাম দেখিয়া কাঁপয়ে(৫) কাম
কান্দে কত কুলের রমণী।
না জানি না শুনি তায় সে বা কোন দেবতায়
তেঞি সে তাহার হেন রীত।
জ্ঞানদাসেতে কয় না করিলে পরিচয়
কি জানিবে তাহার চরিত(৬)॥

(তরু ১৪৭, যদুনাথ ভণিতা, ক্ষণদা ৬।৩, জ্ঞানদাস ভণিতা,
পদরসসারে বংশীবদন ভণিতা, র ১৪, ক ৫৭)

পাঠান্তর—তরু

'তরু'তে আরম্ভ—কী পেখিলু যমুনার কূলে।

(১) নাশাইল। (২) কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে। (৩) তরুতে—নাই। (৪) ভুবন মোহন ঠাম—পদরসসারের পুঁথিতে। (৫) কান্দয়ে। (৬) কে জানিবে তাহার পীরিত—পদরসসার পুঁথি।

পদরত্নাকরে—শ্যাম চিকণিয়া দে ইত্যাদির পরিবর্তে বংশীবদন ভণিতায় পাওয়া যায়—

কামের কামান জিনি ভুরুর ভঙ্গিমা গো
হিঙ্গুলে বেড়িয়া দুটি আঁখি।
কালিয়ার নয়ান বাণ মরমে হানিল গো
কালাময় আমি সব দেখি।
চিকণ কালার রূপ আকুল করিল গো
ধরনে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙাড়িয়া মুখানি মাজিল গো
যদু কহে কত সুধা দিয়া॥

পদরত্নাকরের পুঁথিতে 'যদু কহে'র পরিবর্তে 'না জানিয়ে' পাঠ আছে। তাহার পরে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত কলিগুলি পাওয়া যায়।

অধরের দুটি কূল চিনিয়া বান্ধুলী ফুল
হাসি খানি মুখেতে মিলায়।
নবীন মেঘের যেন বিজুরি সঞ্চরে গো
জাতি কুল মজাইলাম তায়॥
কি করিব সখি মুঞি উপায় বলহ গো
চলিতে না চলে মোর পা।
বংশী বদনে বলে ওরূপ দেখিলে গো
কামিনী কেমনে ধরে গা॥

টীকা—

কলঙ্ক আগে আগে চলে—কুলবতীদের কি মুস্কিল! তাহারা কোথায় যাইবার আগেই তাহাদের গুরুগৌরব ধ্বংস করিতে এবং কুল নাশ করিবার জন্য কলঙ্ক যেন আগে আগে চলে।

বিকাইনু তার আঁখি ঠারে—তাহার নয়নের ইঙ্গিতে আমি যেন বিক্রীত হইয়া গেলাম।

ঝলকে দাপনি—প্রতি অঙ্গে যেন দর্পণ ঝলমল করে—এমন মসৃণ অঙ্গ।

দেখিয়া কাঁপয়ে কাম—সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া কামদেবও যেন কাঁপিয়া উঠেন।

(৪৮৪)

সহজই শ্যাম সুকোমল শীতল(১)
দিনকর-কিরণে মিলায়।
সো তনু-পরশ- পবন-লব পরশিতে
মলয়জ পঙ্ক শুকায় ॥
সজনি! কতয়ে বুঝাওব(২) নীতি(৩)।
কানু কঠিন পথ(৪) করল আরোহন
গুণি গুণি তোঁহারি পিরীতি ॥
অনুখণ দু-নয়নে(৫) নীর নাহি তেজই
বিরহ-অনলে হিয়া জারি।
পাবক-পরশে সরস দারু যৈছন(৬)
এক দিশে নিকসই বারি ॥
সজল(৭) নলিনীদলে শেজ(৮) বিছাওই
শুতল অতি অবসাদে।
জ্ঞানদাস কহে(৯) চামর ঢুলাইতে
অধিক উপজে পরমাদে ॥

(ক্ষণদা ৭।৫ জ্ঞান ভণিতা, কী ১৫৯ গোবিন্দদাস ভণিতা, র ২০৭, ক ২৪৭)

পাঠান্তর—কী

(১) সুশীতল। (২) সমুঝাওব। (৩) নীত। (৪) কত। (৫) নয়ানে। (৬) জনু। (৭) নবীন। (৮) কত। (৯) গোবিন্দদাস কহ।

টীকা—

সহজই শ্যাম.......মলয়জ পঙ্ক শুকায়—সেই শ্যামনাগরের দেহখানি সহজেই এত সুকোমল ও স্নিগ্ধ যে সূর্য্যের কিরণে যেন গলিয়া যায়; আজ তোমার বিরহে সেই তনু এত উত্তপ্ত হইয়াছে যে, তাহার স্পর্শ করিয়াছে যে পবন তাহার একটু মাত্র স্পর্শেই চন্দনপঙ্ক শুকাইয়া যায়।

কানু কঠিন পথ করল আরোহন—তোমার প্রেমের কথা স্মরণ করিতে করিতে কানাই এখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পৌছিয়াছে।

পাবক-পরশে সরস দারু যৈছন একদিশে নিকসই বারি—কাঁচা কাঠ আগুনে দিলে যেমন তাহার একদিকে হইতে জল বাহির হয় তেমনি তাহার দুই নয়ন হইতে জল ঝরিতেছে। একদিকে তাহার অন্তর পুড়িতেছে, অন্যদিকে চোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

চামর ঢুলাইতে অধিক উপজে পরমাদে—তাহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য যদি চামরব্যজন করিতে যাওয়া যায় তাহা হইলে অধিক বিপদ উপস্থিত হয়, কেননা তাহাতে সন্তাপ আরও বাড়িয়া যায়।

(৪৮৫)

পহিলহি রাধা মাধব মেলি(১)।
পরিচয় দুলহ দূরে রাহু কেলি ॥
অনুনয় করইতে (২) অবনত-বয়নী।
চকিত বিলোকি নখ লেখই ধরণী(৩) ॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান।
রাই করল পদ আধ পয়ান ॥
(রসলবলেশ দেখাওলি গোরী।
পাওল রতন পুন লেওলি চোরী(৪) ॥)
বিদগধ মাধব অনুভব জানি।
রাইকো চরণে পসারল পাণি ॥
হাসি দরশি মুখ ঝাঁপই গোই (৫)।
বাদরে শশী জনু বেকত না হোই(৬)।
করে কর করিতে উপজল প্রেম।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম ॥
নব অনুরাগ বাঢ়ল প্রতি-আশ।
জ্ঞানদাস কহে পুরল পিয়াস (৭)॥

(সমুদ্র ৭০, সং ৯৯, কী ১৭০, তরু ৫২, এই চারিখানি গ্রন্থে ভণিতা গোবিন্দদাস, ক্ষণদা ২০।১০ জ্ঞান ভণিতা, র ২১৭)

পাঠান্তর—

(১) রাধা মাধব পহিলহি মেলি—সং। (২) বোলইতে —কী। অনুভব বুঝইতে অবনত বয়নী—সং; (৩) চকিত

বিলোকিত নখে লিখে ধরণী—সং। চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী—তরু, কী। (৪) বন্ধনীর ভিতরের অংশ তরু, সং ও কী তে নাই। (৫) আগোরলি গোরি—সমুদ্র, তরু। (৬) হাসি দরশি মুখ ছাপলি গোরী। দেই রতন পুন লেয়লি চোরী। তরু, কী। (৭) ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস। আনন্দে হেরত গোবিন্দ দাস॥—সমুদ্র, তরু, কী। 'সংকীর্ত্তনামৃতে' ঝাঁপল গিরিধর ঝাঁপল গোরি। গোবিন্দ দাস লখই পহুঁ ভোরি॥

টীকা—

রাধার সঙ্গে মাধবের প্রথম মিলন। কেলিবিলাস দূরে থাকুক উভয়ের কুশল সম্ভাষণাদিও দুর্লভ হইয়াছে (রাধার সঙ্কোচজন্য)। মাধব তাঁহাকে অনুনয় করিতে রাধা মুখ নীচু করিলেন; তিনি চকিত নয়নে একবার দেখিয়াই লজ্জাসঙ্কোচে বিবশ হইয়া পায়ের নখ দিয়া মাটিতে দাগ কাটিতে লাগিলেন। চঞ্চল কানাই যখন তাঁহার অঞ্চল স্পর্শ করিতে গেলেন তখন রাধা আধ পা সরিয়া গেলেন। তারপর রাধা যেই একটু রসকলা দেখাইয়া আবার সংযত হইলেন, তখন মাধবের মনে হইল যেন হারানো রত্ন ফেরত পাওয়া মাত্র আবার চুরি হইয়া গেল। মাধব রসিক ব্যক্তি, তাই রাধার ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার চরণে হাত বাড়াইলেন। রাধা একটু হাসিয়া তৎক্ষণাৎ ঘোমটা টানিয়া দিয়া মুখ লুকাইলেন, যেন বর্ষাকালে চাঁদ ব্যক্ত হইয়াও হয় না। রাধা হাত দিয়া মাধবের হাত ঠেকাইতে গেলেন, তাহাতে যে স্পর্শসুখের অনুভব হইল তাহার ফলে প্রেম জাগিল। মাধবের মনে হইল যেন দরিদ্রজন ঘট ভরিয়া সোনা পাইল। নূতন অনুরাগ, প্রত্যাশা বাড়িয়া উঠিল। জ্ঞানদাস বলেন এই প্রত্যাশা সহজে মিটিবার নহে, কেন না পিপাসা গুরুতর।

(৪৮৬)

সখি সে সব কহিতে লাজ।
যে করে রসিক-রাজ॥
আঙ্গিনা আওল সেহ।
হাম চললুঁ গেহ॥
ও ধরু আঁচর ওর।
ফুয়ল কবরি মোর॥
টীট নাগর চোর।
পাওল হেম-কটোর॥
ধরিতে ধয়ল তায়।
তোড়ল নখের ঘায়॥
চকোর চপল চাঁদ।
পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ।
পূরল দুহুঁক কাম॥

(তরু ১৭২ বিদ্যাপতি ভণিতা, ক১৭৫)

'ক'তে ভণিতার চরণের পরিবর্ত্তে—জ্ঞানদাস রস ভাণ। আর কোনরূপ পাঠান্তর 'ক'তে দেখা যায় না।

টীকা—

চকোর চপল চাঁদ পড়ল প্রেমের ফাঁদ—চঞ্চল চকোর এবং চাঁদ (শ্যামের নয়নচকোর এবং রাধার বদনচন্দ্র) উভয়েই প্রেমের ফাঁদে পড়িল।

(৪৮৭)

শুন শুন(১) সুন্দরি! আর কত সাধসি মান।
তোহারি অবধি করি নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি
কানু ভেল বহুত নিদান॥
কি রসে ভুলাওলি ও নব নাগর
নিরবধি তোহারি ধেয়ান।
'রাধা' নাম কহয়ে যদি(২) পন্থিক
শুনইতে আকুল কান॥
যো হরি হরি করি তরয়ে ভবার্ণব
গো সুত-পদ অভিলাষে।
সো হরি সতত তুয়া পদ সেবই
দারুণ মদন তরাসে(৩)॥

পুরুখ বধের হেতু তোহারি অভিলাষ
কেনা শিখাওলি নীত।
জ্ঞানদাস কহে তোহারি পিরীতি
ভাবিতে আকুল চিত(৪)॥

(ক্ষদা ২৪।৩ জ্ঞান ভণিতা, তরু ৪৮৯ গোবিন্দদাস, র ২১১, ক ২৫১)

পাঠান্তর—তরু

(১) 'শুন শুন' শব্দ নাই। (২) ষব। (৩) তৃতীয় কলি নাই। কিন্তু পদরত্নাকর পুথিতে আছে। (৪) পুরুখ বধের হেতু, তুহুঁ অভিমানলি, কোন শিখায়ল রীতে। লেহ-বিচ্ছেদ পুন, সহই না পারিয়ে, গোবিন্দ দাস কহ নীতে॥

টীকা—

শ্রীকৃষ্ণের দূতী আসিয়া মানিনী রাধাকে বলিতেছেন—সুন্দরি! আর কত মান করিয়া থাকিবে? কানু তোমাকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়াছে (তোহারি অবধি করি), তাহাতেও যখন তোমার মন গলিল না, তখন সে রাত্রিদিন কাঁদিয়া কাঁদিয়া একেবারে শেষ অবস্থায় (নিদান) পৌঁছিয়াছে। ওই নবীন নাগরকে তুমি কি রসে ভুলাইলে? সে যে নিরন্তর তোমারই ধ্যান করে। যদি কোন পথের লোক রাধা নাম বলে তাহা শুনিলেই কানু আকুল হইয়া পড়ে। লোকে যে হরির নাম করিয়া গোবৎসের পায়ের তলার দাগের মধ্যেকার জলের মতন অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হয় (অথবা ভবসমুদ্র পার হয় এবং কৃষ্ণের ভালবাসা পাইবার জন্য গোবৎস হইয়া জন্মিতেও আগ্রহ দেখায়) সেই হরি ভীষণ মদন ভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বদা তোমার পদসেবা করে। তোমাকে কে এমন নীতি শিখাইলে যাহার ফলে তুমি পুরুষ বধ করিতে চাও? জ্ঞানদাস বলেন তোমার প্রেমের পরিণাম ভাবিতে গেলে চিত্ত ব্যাকুল হয়।

(৪৮৮)

কত কত ভুবনে আছয়ে বর নাগরি
কে না করয়ে অভিলাষে।
যো পুরুখ রতন যতনে নাহি পাইয়ে
সো তুয়া দাসক আশে॥
সখি হে কহ কৈছে সাধবি মান।
রসময় রসিক মুকুট বর নাগর
চরণহি সাধয়ে কান॥ ধ্রু॥
কি তোর কঠিন মন বুঝই না পারিয়ে
গুরুতর কৌশল মোর(১)।
লাখ লখিমি যছু চরণে লোটায়ই
তাহে এত বিরকতি তোর॥
জীবন যৌবন সফল না মানসি
কানু হেন বিদগধ নাহ।
জ্ঞানদাস কহ কথিহুঁ না শুনিয়ে
পিরিতিক ইহ নিরবাহ॥

(কী $\frac{\text{ব ২৯}}{\text{২৪৩ পত্র}}$, র ২১৩, ক ২৪৬, তরু ৫১৭)

সংকীর্ত্তনামৃতে (৩৪) এই পদের প্রথম কলির সহিত গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত পদ অভিন্ন। এই পদের 'সখি হে কহ কৈছে সাধবি মান' হইতে শেষাংশ পর্য্যন্তের পরিবর্ত্তে সংকীর্ত্তনামৃতে পাঠ—

সজনী আর কত সাধসি মানে।
রসময় লোচন লোরে লাঙ্ছসি
অনুভূরি সহসি পরাণে॥
যাকর মুরলী আলাপহি কত কত
কুলরমণীগণ ভোর।
তোহারি প্রেমভএ বাত না কহতহিঁ
অতএ কি মানসি থোর॥
প্রেমক কি দহন প্রেম পঞ্চে শীতল

আনহি হোয়ত আন।
চন্দন চন্দ্র চন্দনি তাপই
গোবিন্দদাস রস গান ॥

পাঠান্তর—ক
(১) কিয়ে হেন দুরবুধি ঘোর।

টীকা—
কত কত ভুবনে ইত্যাদি—পৃথিবীর কত কত নারীশ্রেষ্ঠ যে পুরুষরত্নকে অভিলাষ করে ও যত্ন করিয়াও পায় না, সে তোমার দাস হইতে আশা করে।

(৪৮৯)

সখীগণ মেলি বহু বচন কেল।
মানিনী শুনি কছু উতর না দেল ॥
কোপে কহয়ে শুন নাগর কান।
এতহুঁ করায়সি কাহে অপমান ॥
কাহে তুহুঁ পুনপুন দগধসি মোয়।
যাহ চলি তুহুঁ যাঁহা নিবসই সোয় ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন বিনোদিনী।
তুয়া লাগি মুগধ শ্যাম চিন্তামনি ॥

(রসমঞ্জরী ২১৫, তরু ৪২৮)

মন্তব্য—
পদকল্পতরুতে কোন ভণিতা নাই; কিন্তু পদরসসারের পুথিতে ভণিতা আছে—

অতয়ে চলহ তুহুঁ যাহা নিজ বাস।
ঝুকি কহত বেরি গোবিন্দদাস ॥

টীকা—
নিবসই সোয়—সেই প্রতিপক্ষ নায়িকা চন্দ্রাবলী যেখানে আছে সেইখানে যাও।

(৪৯০)

দূতীক বচন শুনি নাগর রাজ।
অন্তরে পায়ল বহুতর লাজ ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস।
মনোমাহা হয়ল বহুত উল্লাস ॥
তবহি সফল করি জীবন মান।
তাকর সঙ্গে হরি কয়ল পয়ান ॥
পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর।
ঐছনে পাওল কুঞ্জক ওর ॥
জ্ঞানদাস কহে অপরূপ রূপ।
যুগল মিলন সুধু রস কূপ ॥

(তরু ৪৪৫, র ৯৫, ক ১০০)

মন্তব্য—
এই পদ মুদ্রিত পদকল্পতরুতে (৪৪৫) গোবিন্দদাস ভণিতায় আছে। উহাতে ভণিতায় কলির পূর্ব্বে আরও দুইটি কলি বেশি আছে—

দুর সঙ্গে নাগরি নাগর হেরি।
বৈঠলি তহিঁ পুন আনন ফেরি ॥
গদ গদ নাগর যুড়ি দুই পাণি।
কহইতে বদনে না নিকসয়ে বাণী ॥
গোবিন্দদাস কহই পুন মান।
দেখি ভীত অতি নাগর কান ॥

সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে "গোবিন্দ দাস কহই" ইত্যাদি ভণিতার কলিটি ক হইতে চ পর্য্যন্ত পুথিতে নাই; পদরসসারের পুথি হইতে গৃহীত হইল।" এক্ষেত্রে পদটি জ্ঞানদাসের রচনা হইতেও পারে।

(৪৯১)

শুন শুন শুন সুজন কানাই
তুমি সে নূতন দানী।
বিকি কিনির দাম গো রসে মানিয়ে(১)
বেশের দান (কভু) নাহি শুনি ॥
সিঁথায় সিন্দুর নয়ানে কাজর
রঙ্গণ আলতা পায়।
ইকি বিকি-কিনির ধন(২) নারীর যৌবন(৩)
ইথে(৪) কার কি বা দায় ॥

মণি অভরণ সুরঙ্গ শাড়ী
জাদ কেবা(৫) নাহি পরে।
যদি দানের এ(৬) গতি তুমি ত গোকুল-পতি
দান সাধহ ঘরে ঘরে ॥
(আমরা) চলিতে না জানি, কহিতে না জানি(৭)
তোমারে কেনে বা বাজে(৮)।
জ্ঞানদাস কহে(৯) কেমনে জানিবা
পরের মনের কাজে ॥

(তরু ১৩৭৫ জ্ঞান, সং ২৫২ গোবিন্দদাস, র ১৪৫, ক ১১০)

পাঠান্তর—সং

(১) জানিয়ে। (২) একি বিকির ধন। (৩) বেসন। (৪) তাহে। (৫) কোনজন। (৬) হেন। (৭) আমরা চলিতে না জানি চাহিতে। (৮) সে কেনে তোমারে বাজে। (৯) গোবিন্দদাসে কহে।

টীকা—

জাদ—বেণীর আগায় ঝুলাইবার থোপা। পরের মনের কাজে—পরের মনে কি ভাব উঠে কেমন করিয়া জানিবা।

(৪৯২)

যাহার লাগিয়া সকল ছাড়িনু সে কেনে বাসয়ে পর।
পিরিতি করিয়া কি জানি হইল সদাই অন্তরে জ্বর ॥
সুজন কুজন না চিনে যে জন, তাহারে বলিব কি।
মরম বেদন যে জন জানয়ে, তাহারে পরাণ দি ॥
প্রেম সায়রে একটি কমল রসের মাধুরি মাঝে।
প্রেম পরিমলে লুব্ধ ভ্রমরা ধাওল আপন কাজে ॥
ভ্রমর জানই কমল মাধুরি তেই তারে হয় বশ।
রসিক জানই রসের চাতুরি অন্যে করে অপযশ ॥
সোনার গাগরি যেন বিষে ভরি দুগ্ধে পুরিয়া তার মুখ।
বিচার না করি যে বা জন খায় পরিণামে পায়ে দুখ ॥
জ্ঞানদাস কহে শুন গো সুন্দরি একথা বুঝিবে পাছে।
শ্যামবন্ধু সনে পিরিতি করিয়া কেবা কোথা ভাল আছে ॥

(ব ২৬ (ত), পত্র ৮)

চণ্ডীদাসের ভণিতায় এই পদটি সাহিত্য পরিষদের ২০৫৬ সংখ্যক পুথির চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশপদাবলীর প্রথম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯১ সংখ্যক পুথি—"চণ্ডীদাসের একান্ন পদাবলীর ২৩, বরাহনগর ৬ সংখ্যক পুথির ২৪ সংখ্যক পদ এবং নীলরতনবাবুর ২৮৮ সংখ্যক পদরূপে পাওয়া যায়। ঐ সব আকরে প্রথম চরণ "সুজন কুজন যেজন না জানে" ইত্যাদি দিয়া। মৎসম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলী (সাহিত্য পরিষদ্ সং) পৃঃ ৭৪ দ্রষ্টব্য।

(৪৯৩)

হেদেহে নিলজ কানাই, না করিয়ো এতেক চতুরালি।
যে না জানে মানসতা তার কাছে কহ কথা
মোর কাছে বেকত সকলি ॥
বেড়াইলা গোরু লইয়া সে লাজ ফেলিলা ধুয়া
এবে হলা দানী মহাশয়।
কদম তলাতে থানা রাজপথ কর মানা
দিনে দিনে বাড়ল বিষয় ॥
আন্ধার বরণ কালো গো ভূমিতে না পড়ে পা
কুলবধূ সনে পরিহাস ॥
এরূপ নিরখিয়া আপনারে চাও দেখি
আই আই লাজ নাহি বাস ॥
মাতা তোমার যশোদা তার মুখে নাহি রা
নন্দঘোষ অকলঙ্ক নিধি।
জনমি তাহার বংশে কাজ কর জিনি কংসে
কুবুদ্ধি(১) তোমারে দিলেক বিধি ॥
একহি নগরে ঘর দেখাশুনা আট পহর
তিল আধ আখে নাহি লাজ।
জ্ঞানদাসেতে কয়(২) রাজেরে না কর ভয়
এ দেশে বসতি নাহি কাজ ॥

(ব ৩০ ট প্রথম পত্র জ্ঞান ভণিতা, তরু ১৩৭৭ রায় শেখর ভণিতা, পদরসসারের পুথিতে বংশীবদন ভণিতা)

পাঠান্তর—তরু

(১) এ বুদ্ধি। (২) রায়শেখরে কয়, রাজেরে না কর ভয়—তরু, বংশীবদনে কয়—পদরসসারের পুঁথি ১৮২৭ সংখ্যক পদ।

পদকল্পতরুর 'ঘ' পুথিতে—'জ্ঞানদাসেতে কয়' ভনিতা আছে।

টীকা—

মানসতা—মানুষতা—ভদ্রলোকের মতন ব্যবহার।

থানা—স্থান, আড্ডা।

আপনারে চাও দেখি—একবার আমার রূপ দেখিয়া নিজের রূপের দিকে তাকাইয়া দেখ কি আকাশ-পাতাল তফাৎ।

কাজকর জিনি কংসে—এমন কাজ কর যে কংসকেও হারাইয়া দাও।

(৪৯৪)

ফুটল কুসুম, নব কুঞ্জ কুটীর বন,
কোকিল পঞ্চম গাবই রে।
মলয়ানিল, হিম শিখরে সিধারল,
পিয়া নিজদেশ না আইব রে॥
অনিমিখ নিকট, নাহ মুখ নিরখিতে,
তিরপিত নহি এ নয়ান।
এ সব সময়, সহয়ে এত শঙ্কট,
অবলা কঠিন পরাণ॥
চন্দন চাঁদ, অধিক উতপাতই,
উপবন অলি উতরোল।
সময় বসন্ত, কান্ত দূরদেশ,
জানলু বিহি প্রতিকূল॥
দিনে দিনে খিন তনু, হিমে কমলিনী জনু,
না জানি কি হয় পরজন্ত।
(জ্ঞানদাস কহ, কো সমুঝায়ব,
শ্যামর নিকরুণ অন্ত॥)

(র ২৩৪)

টীকা—

সিধারল—গমন করিল।

চন্দন চাঁদ অধিক উতপাতই—চন্দন ও চাঁদ শীতল না করিয়া অধিক উতপাৎ সৃষ্টি করে অথবা' উতাপই' অধিক উত্তাপিত করে।

এই পদটির বন্ধনীর ভিতরকার শেষচরণটি মাত্র 'জ্ঞানদাসের', বাকী সমস্তটা পদামৃত সমুদ্র (১১২) এবং তরু (১৭১৩) ধৃত বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত পদের সঙ্গে মিলিয়া যায় (মিত্র-মজুমদার ৭১৪)।

(৪৯৫)

বন্ধুর লাগিয়া সব তেয়াগিলুঁ
লোকে অপযশ কয়।
এ ধন আমার লয় অন্য জন
ইহা কি পরাণে সয়॥
সই কত না রাখিব হিয়া।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
যে দিন দেখিব আপন নয়ানে
আন জন সঞে কথা।
কেশ ছিঁড়ি পেলি বেশ দূর করি
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
বন্ধুর হিয়া এমন করিলে
না জানি সে জন কে।
আমার পরাণ করিছে যেমন
এমনি হউক সে॥

জ্ঞানদাস কহে শুনহ সুন্দরি
মনে না ভাবিহ আন।
তুহুঁ সে শ্যামের সরবস ধন
শ্যাম সে তোহারি প্রাণ॥

(তরু ৯৬১ জ্ঞান. র ১৮৬, র ২৩১)

এই পদটির সহিত সংকীর্ত্তনামৃতের (৩৯১) নরহরি রচিত পদের কিছু মিল দেখা যায়—যথা—

সই কত না সহিব ইহা।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
যে দিন দেখিব আপন নয়নে
কহে কারো সনে কথা।
কেশ ছিড়িব বেশ দূরে থোব
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
যাহার লাগিঞা সব তেয়াগিলাম
লোকে অপযশ গায়।
এ ধন পরাণ লয়ে আন জন
তা নাকি আমারে সয়॥
কহে নরহরি শুন ল সুন্দরি
কারে না করিহ রোষ।
কানু গুণনিধি বিধি মিলাওল
আপন করম-দোষ॥

মৎসম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীতে (পৃঃ ৬৭—৭২) চণ্ডীদাসের পদের সহিত ইহার কতটা সাদৃশ্য আছে তাহা বিচার করা হইয়াছে।

(৪৯৬)

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে জ্বলিয়া(১) গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সুধাই(২) গরল ভেল॥
সখি হে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিতে(৩)
ভানুর(৪) কিরণ দেখি॥ ধ্রু॥
নিচল বলিয়া উচলে উঠিতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্যে বেঢ়ল(৫)
মানিক হারানু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদে(৬) সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পীরিতি
হৃদয়ে রহল শেল(৭)॥

(তরু ৮৮৭ চণ্ডীদাস, কী ৩০২ জ্ঞানদাস, র ১১৮, ক ২৩২)

পাঠান্তর—তরু

(১) পুড়িয়া। (২) সকলি। (৩) সেবিলু। (৪) রবির। (৫) বাঢ়ল। (৬) জলদ। (৭) চণ্ডীদাসে কহে কানুর পীরিতি হৃদয়ে রহিল শেল। পদারত্নাকর—১৪।৮২ পদ। 'তরুতে' পাঠ—

জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরীতি মরম অধিক শেল।

টীকা—

সুধাই গরল ভেল—অমৃতই বিষ হইল। ও চাঁদ সেবিতে ভানুর কিরণ দেখি—ওই চাঁদের সেবা করিতে যাইয়া দেখিলাম উহাতে সূর্যের উত্তাপ।

নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে—নীচু জায়গা ছাড়িয়া উঁচুতে উঠিতে যাইয়া অগাধ জলে পড়িলাম।

(৪৯৭)

পরাণ বন্ধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষত মধুর হাসে॥

পিয়ল বরণ বসন খানিতে
মুখানি আমার মোছে।
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে॥
মুখে মুখ দিয়া সমান হইয়া
বন্ধুয়া করল কোরে।
চরণ উপরে চরণ পসারি
পরাণ পাইলুঁ বোলে॥
অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল
জাগিয়া হইলুঁ হারা॥
কপোত পাখীরে চকিতে বাঁটুল
বাজিলে যেমন হয়।
চণ্ডীদাস কহে এমতি হইলে
আর কি পরাণ রয়॥

(তরু ৬৯৬, ক ১৮৬)

পদরত্নাকরের পুথিতে 'যদুনাথ কহে' ভণিতা আছে। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—'আমরা প্রাচীনতর পুথিগুলির প্রমাণ অনুসারে ইহা চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়াই বিবেচনা করি"। 'ক' তে ভণিতা—'জ্ঞানদাসে কহে' ইহার সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"শেষ উপমাটির গ্রাম্য সরলতা, ইহার তীব্র ভাব-ব্যঞ্জনা জ্ঞানদাস অপেক্ষা চণ্ডীদাসের রচনারীতিরই অধিক সাদৃশ্যবিশিষ্ট মনে হয়"।

(৪৯৮)

লাখ বান কাঞ্চন জিনি।
প্রেমে অঙ্গ ঢর ঢর মুঞি যাঙ নিছনি॥
কি ছার শরদ কোটি শশী।
জগত করিল আলো গোরা মুখের হাসি॥
ভাঙ গঞ্জে মদন ধানুকি।
কুলবতী উনমত কৈলে দুটি আঁখি॥
মদন বিজই দোলে মালা।
ইথে কি পরাণে বাঁচে কামিনী অবলা॥
নিশি দিশি শশী ষোলকলা।
জ্ঞানদাসেতে কহে মজিল অবলা॥

(মাধুরী ১।৪৪৬)

টীকা—

পদকল্পতরু (২৬৭) এবং পদামৃতসমুদ্রে (৩১) ধৃত 'পামরি গোবিন্দদাস' (গোবিন্দদাস চক্রবর্তী) কৃত পদের কয়েকটি চরণের সহিত এই পদের সাদৃশ্য দেখা যায়। যথা—

লাখবাণ কাঞ্চন জিনি।
রসে ঢরঢর গোরা অঙ্গের মু জাঙ নিছনি।
কি কাজ শরদ কোটী শশী।
জগত করিলে আলা গোরা মুখের হাসি।

শেষ দুইটি চরণ পদকল্পতরু এবং পদামৃত সমুদ্রে নাই, কিন্তু পদরসসারের পুঁথিতে আছে—

নিশি দিশি শশী ষোলকলা।
গোবিন্দদাস চিতে মজিল অবলা।

(৪৯৯)

রাস জাগরণে নিকুঞ্জ ভবনে
আলুয়্যা আলস-ভরে।
শুতলি কিশোরী আপনা পাসরি
পরাণনাথের কোরে॥
সখি হের দেখসিয়া বা।
নিন্দ যায় ধনী চাঁদ বদনী
শ্যাম-অঙ্গে দিয়া পা॥ ধ্রু॥

নাগরের বাহু করিয়া শিথান
বিথান বসন-ভূষা।
নিশ্বাস দুলিছে রতন বেশর
হাসিখানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি
সাহস না হয় মনে।
ধীরি করি বোল , না করিহ রোল
জ্ঞানদাস রস ভণে॥

(তরু ১০৮৩ ক পুথির পাঠ, ল ২২৭)

মন্তব্য—

তরুর অন্যান্য পুথিতে 'দাস জগন্নাথ ভণে' পদরসসারের পুথিতে 'দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে'।

এই পদটিতে শ্রীরাধার রসালসের এক অপরূপ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিদ্রাকাতরা রাধার সম্ভ্রমের কোন বালাই নাই নিঃসঙ্কোচে তিনি শ্যামের অঙ্গে পা তুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিঃশ্বাসে নাকের বেশর দুলিতেছে, আর মুখে হাসিটি লাগিয়া আছে—এরূপ কথাচিত্র যে কোন শ্রেষ্ঠ কবির রচনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

টীকা—

শিথান—শিয়রের বালিশ।

বিথান—স্থানচ্যুত, ছড়ানো।

(৫০০)

আজু পরভাতে কাক-কলকলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
বন্ধু আসিবার নাম শোধাইতে
উড়িয়ে বৈসয়ে তায়(১)॥
সখি হে কুদিন সুদিন ভেল।
তুরিতে মাধব মন্দির আওব
কপালি কহিয়া গেল॥
সুচারু বদন(২) দেখিলুঁ স্বপন
গিরির উপরে শশী।
মালতীর মালা দধির ডালা
নিকটে মিলিল আসি॥
গণক আনিয়া পুন গণাইলুঁ
সুদশা কহিল মোরে।
অন্তরে বাহিরে যতেক গণিল
সুখের নাহিক ওরে॥
মোর একাদশ গৃহে বৈসে পাঁচ
সপ্তমে বৈসয়ে গুরু।
ভৃগু ভানু-সুত দ্বিতীয়ে বৈসয়ে(৩)
প্রভাতে শিখি বিচারু(৪)॥
দেয়াশিনী আনি দেব আরাধিলুঁ
পড়িল মাথায় ফুল।
বন্ধুর নামে আগ তোলাইলুঁ
কোলে মিলাওল কূল॥
কূল-পুরোহিত আশীষ করিল
সুপতি মিলিবে পাশে।
তোর দুরদিন সব দূর গেল
কহই সে জ্ঞানদাসে॥(৫)

(কবি ৬২০৪ পুথি, ১৯৮৯ পদ গোবিন্দদাস, তরু ১৯৭৭.
(জ্ঞানদাস ভণিতা) র ২৪৭, ক ২৯২)

পাঠান্তর—

(১) বৈঠল ঠায়—ক। (২) সদন—ক। (৩) শিখি সে দ্বিতীয়ে। (৪) বৈসয়ে দেখি বিচারু। (৫) কহিল গোবিন্দ দাস—ক. বি ৬২০৪।

টীকা—

কপালি—কপাল দেখিয়া যাহারা ভাগ্য গণনা করে।

মোর একাদশ গৃহে ইত্যাদি—আমার জন্মরাশি হইতে গণনায় একাদশ গৃহে অর্থাৎ লাভের স্থানে পাঁচটি গ্রহ (রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও রাহু) অবস্থান করিতেছে।

গুরু বা বৃহস্পতি সপ্তম গৃহে এবং ভৃগু বা শুক্র, ভানুর পুত্র বা শনি, ও শিখী বা কেতু দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করিতেছে ইহা প্রভাতে বিচার করিয়া দেখিলাম।

দেয়াশিনী—দেব আরাধনা করিয়া যে রমণী সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

বন্ধুর নামে আগ তোলাইনু—বন্ধুর নাম করিয়া অর্থাৎ তাঁহার মঙ্গলের জন্য বান্ধা তোলাইলাম।

কোলে মিলাওল কূল—বিপদসমুদ্রের কূলে অর্থাৎ পরপারে কোলে করিয়া পৌছাইয়া দিল।

(৫০১)

ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা।
নাম নৌকায় নিরবধি পার কার ভবনদী
তব আগে কি ছার যমুনা॥
চরণ তরণী যার(১) যে করে তোমারে সার
কিবা তার পারের ভাবনা।
পাইয়া চরণরেণু পাষাণ মানবী তনু
কাষ্ঠ নৌকা—পদে হইল সোণা॥
অজামিল পাপী ছিল সেহত তরিয়া গেল
চরণ করিয়া আরাধনা।
হেন পদ অনুভবে যাহার পরাণ যাবে
নাহি তার যমের যন্ত্রণা(২)॥
আমরা আহীর নারী কুলশীল পরিহরি
হাসি হাসি করিয়া কামনা।
জ্ঞানদাসের বাণী শুন ওহে গুণমণি
কত না করহ প্রবঞ্চনা॥

(র ১৩৯, প্রা ৯৪, লহরী ১৩৭, ক ১২১)

পাঠান্তর—ক

(১) সার। (২) যাতনা।

মন্তব্য—

নৌকাবিলাসের এ ধরণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রসশাস্ত্রের বিরোধী। কোন প্রাচীন কবির এ ধরণের পদ পাওয়া যায় নাই। নৌকাবিলাসে রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের কৌতুক লীলার সঙ্গে গোপীদের এরূপ দীনতা প্রকাশ এবং 'যম যন্ত্রণা' দূর করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের চরণ শরণ লওয়া একেবারে খাপ খায় না। কোন প্রাচীন পুথিতে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্কলনে এই পদ পাওয়া যায় নাই।

(৫০২)

কি কহব শত শত তুয়া অবতার।
একেলা গৌরাঙ্গ চাঁদ জীবন হামার(১)॥
বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারি।
শিব শুক নারদ জনা দুই চারি(২)॥
সেতুবন্ধ(৩) কৈলে তুমি রাম অবতারে।
এবে যে অলপ তোমার আশ এ সংসারে(৪)॥
কলিযুগে করিলে কীর্ত্তন সেতুবন্ধ।
সুখে পার হউক যত পঙ্গু কুড় অন্ধ॥
কিবা গুণে পুরুষ নাচে কিবা গুণে নারী।
গোরা গুণে মাতল ভুবন দশ চারি॥
না জানিয়ে জপ তপ বেদ বিচার।
জ্ঞানদাস কহে গৌর পদ সার(৫)॥

(প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী, ৫৪ পৃঃ জ্ঞানদাস ভণিতা,
গৌরপদতরঙ্গিণী ৩৩ পৃঃ বাসু ভণিতা)

পাঠান্তর—গৌরপদতরঙ্গিণী

(১) পরাণ আমার। (২) লইয়া জানি চারি।
(৩) সিন্ধুবন্ধ। (৪) এবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে।
(৫) কহে বাসু গৌরাঙ্গ মোরে কর পার।

টীকা—

বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেমের ভিখারি ইত্যাদি—বিষ্ণু অবতারে তুমি প্রেম চাহিয়াছিলে, কিন্তু শিব, শুকদেব এবং নারদ প্রভৃতি দুই চারিজন মাত্র প্রেম দিতে পারিয়াছিলেন।

এবে যে অলপ তোমার আশ এ সংসারে—এখন সংসারে তোমার কম আসক্তি।

কীর্ত্তন সেতুবন্ধ ইত্যাদি—ভবসমুদ্র পার হইবার জন্য তুমি কীর্ত্তনরূপ সেতুবন্ধ করিলে, সেই সেতু দিয়া পঙ্গু, কুষ্ঠরোগী, অন্ধ প্রভৃতি সুখে পার হয়।

(৫০৩)

কলধৌত-কলেবর গৌর-তনু।
তছু রঙ্গ-তরঙ্গ(১) নিতাই জনু॥
কোটি কাম জিনী কিয়ে অঙ্গ ছটা।
অবধূত বিরাজিত চন্দ্র ঘটা॥
শচিনন্দন কণ্ঠে সুরঙ্গ মালা।
তহিঁ রোহিণি-নন্দন দীগ আলা॥
গজরাজ জিনী দুন(২) ভাই চলে।
মকরাকৃতি কুণ্ডল গণ্ডে(৩) দোলে॥
মুনি ধ্যান ভুলে সতি ধর্ম্ম টলে।
জগ-তারণ-কারণ বিন্দু বলে(৪)॥

(তরু ২৩৩৩ ভণিতার বিন্দুর নাম, বৈষ্ণবপদাবলী ৩৭৩ পৃঃ জ্ঞানদাস ভণিতা)

পাঠান্তর—বৈষ্ণবপদাবলী

(১) সঙ্গ ও রঙ্গ। (২) দোন। (৩) কর্ণে। (৪) জ্ঞানদাস আশ তছু পাদতলে।

মন্তব্য—

নৃসিংহদেবের সুপ্রসিদ্ধ পদ "ব্রজ-নন্দকি নন্দন নীলমণি" ইত্যাদির সহিত সাদৃশ্য লক্ষ্য করার মতন। ঐ পদের (তরু ১৩২৪) নিম্নলিখিত পংক্তির "যোগি যোগ ভুলে মুনি ধ্যান টলে" সহিত তুলনীয় এই পদের "মুনি ধ্যান ভুলে সতি ধর্ম্ম টলে।" ১

(৫০৪)

কানু পরিবাদ মনে ছিল সাধ
সফল করিল বিধি।
কু জনার বোলে(১) ছাড়িতে নারিব
সে হেন গুণের নিধি॥

হিয়া দরদর(২) করে নিরন্তর
তারে(৩) না দেখিলে মরি।
হিয়ার ভিতরে কি শেল সামাল্য
বল না কি বুধি করি॥

বন্ধুর পিরিতি শেলের ঘা
সহিতে না সহে বুকে(৪)।
দেখিতে দেখিতে ব্যথাটি বাড়িল
এ দুখ কহিব কাকে॥

অন্য ব্যাথা নহে বোধে শোধে রহে
হিয়ার মাঝারে থুঞা।
কোন রসবতী(৫) কুল মজাইয়া
কেমনে রয়্যাছে সঞা॥

আমরা অবলা সরল হৃদয়(৬)
কথায়ে শুনিঞা(৭) গেলু।
পরের বচনে(৮) পিরিতি করিয়া
জনম কাঁন্দিয়া মলু॥

সকল ফুলে ভ্রমরা বুলে
কে তার আপন পর।
জ্ঞানদাস কহে(৯) শুন বিনোদনী(১০)
পিরীতি(১১) দুখের ঘর॥

(ক. বি. ৪১২২, পত্র ১)

টীকা—

এই পদটির সহিত চণ্ডীদাসের (পৃঃ ৮৯-৯০) পদের প্রায় সর্ব্বাংশেই মিল দেখা যায়। চণ্ডীদাসের পদে যে পাঠ পাওয়া যায় তাহা নীচে পাঠান্তর হিসাবে দেখাইতেছি।

(১) কুজন বচনে। (২) দগদগ। (৩) যারে। (৪) পহিলে সহিলুঁ বুকে। (৫) কুলবতী। (৬) অবলা [illegible]। (৭) ভুলিয়া। (৮) কথায়। (৯) চণ্ডীদাস কহে। পিরীতি। (১১) কেবল।